শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার।

Shri … MATH
Mathura (U.P.)

প্রথম খণ্ড

শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুগত দাস

াথ কাবাসী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার।

প্রথম খণ্ড।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

(পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

বহু স্থানে ব্যাখ্যা, শব্দার্থ, ভাবার্থ, অনুবাদ এবং
বিচার ও মীমাংসা সহ

শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুগত দাস
শ্রীরাধানাথ কাবাসী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রকাশক : পৌত্র, বৈষ্ণবদাস অনুদাস
শ্রীগোপীবল্লভ কাবাসী।

খান্যকুড়িয়া
শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির হইতে প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৫০০।

[ডাক-মাশুল ।] এই খণ্ডের মূল্য ২৫'০০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শ্রীগোপীবল্লভ কাবাসী।
ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী
তরুণ প্রিণ্টিং
১৭৪, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর।

শ্যামসুন্দর-মন্দির, ধান্যকুড়িয়া।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

নিবেদন।

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণং প্রয়াত॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবট-তট-স্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

সর্ব্বাবতার-শিরোমণি অপার-করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-কৃপায় ও তদ্ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্ম-প্রসাদে "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" গ্রন্থ সর্ব্বতোভাবে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ষষ্ঠ বার প্রকাশিত হইল। পতিত-পাবন শ্রীবৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া এই গ্রন্থখানিকে পরমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, ইহার পুনর্মুদ্রণে সাহসী হইলাম। বলা বাহুল্য, এই সংস্করণে গ্রন্থখানির সবিশেষ উন্নতি-কল্পে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য

হইয়াছি, তাহা আমার পরম পূজ্যপাদ ভক্ত-মহোদয়গণের বিচার-সাপেক্ষ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থখানিকে স্বল্পমূল্যে করিবার নিমিত্ত তৎপূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রথমতঃ দুই খণ্ডে প্রকাশ করায়, অনেক মহাত্মাই অভিযোগ করিতেছিলেন বলিয়া, পরিত্যক্ত বিষয়-গুলি ও নূতন কয়েকটী বিষয় সংলগ্ন করতঃ, পরে তাহার ৩য় খণ্ড প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; তন্নিমিত্ত বিষয়-সমূহের যথাস্থানে সন্নিবেশ স্বতঃই কিয়ৎ পরিমাণে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; পরন্তু এই সংস্করণে সমস্ত বিষয়গুলি যথাস্থানে ও যথাযথরূপে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, পূর্ব্ব সংস্করণের বিষয়-সন্নিবেশের দোষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে।

এই সংস্করণে গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত উত্তমরূপে দেখিয়া শুনিয়া যথাসাধ্য নির্ভুল ও বিশুদ্ধ-রূপে প্রকাশিত করা হইল। পূজ্যপাদ ভক্ত মহোদয়গণের পক্ষে এই গ্রন্থ সহজে পাঠ করিবার বিশেষ সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃহৎ অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে অতি উত্তমরূপে মুদ্রিত করা হইল। মহাত্মাগণের কৃপাদেশ শিরে বহন করিয়া কতিপয় দুরূহ বিষয়ের বোধ-সৌকর্য্যার্থে গ্রন্থখানির বহুস্থানে ব্যাখ্যা, ভাবার্থ, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিচার ও মীমাংসা সংলগ্ন করা হইল। এরূপ ব্যাখ্যাদি করিতে যাওয়া এ অধম ভক্তিহীন মূর্খের পক্ষে দুঃসাহসিকতার কার্য্য হইলেও, বলা বাহুল্য, এ দাস শ্রীবৈষ্ণবগণের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র এবং তাঁহারা কৃপা করিয়া যাহা করাইয়াছেন তাহাই করিয়াছে, তন্নিমিত্ত এতদ্বিষয়ে এ দাসের সর্ব্বাপরাধ ও সর্ব্বদোষ পরিমার্জ্জনীয়—বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ-কৃপাশক্তিই এ দাসের একমাত্র অবলম্বন।

এই সংস্করণে গ্রন্থখানিতে নিম্নলিখিত বিশেষত্ব সমূহ পরিদৃষ্ট হইবে:—

(১) কয়েকটী দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা, ভাবার্থ, শব্দার্থ এবং বিচার ও মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু বিষয়ের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

(৩) অনেক নূতন বিষয় সংলগ্ন করা হইয়াছে।

(৪) পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের অনেক বিষয়ের ভিতরে ভিতরেও নূতন সংগ্রহ সংযুক্ত করিয়া দিয়া বিষয়গুলি পরিবর্দ্ধিত ও অধিকতর উৎকৃষ্ট করা হইয়াছে।

(৫) মহাত্মাগণের—বিশেষতঃ অধিক-বয়স্ক মহাত্মাগণের পক্ষে গ্রন্থখানি অনায়াসে পাঠ করিবার সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃহৎ অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে অতি উত্তমরূপে মুদ্রিত করা হইল।

(৬) গ্রন্থখানিকে অধিকতর মনোরম করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক চিত্রপট সংলগ্ন করা হইয়াছে।

(৭) ভোগমালা ও যোগপীঠ—এই দুইটী বিষয় মানচিত্রে প্রদর্শিত হইল।

(৮) গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পুনরায় বিশেষরূপে দেখিয়া শুনিয়া যথাসাধ্য ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশিত করা হইল।

উপরোক্ত কতিপয় কারণের নিমিত্ত এই সংস্করণে গ্রন্থখানির কলেবর-বৃদ্ধি অপরিহার্য্য হওয়ায়, বাধ্য হইয়া এবার ইহাকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিতে হইল। গ্রন্থের মূল্য-বৃদ্ধিও স্বতঃই অপরিহার্য্য হইলেও, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের সহিত কলেবর-বৃদ্ধি ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের তুলনায়, এই মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ বলিয়াই পরিদৃষ্ট হইবে।

গ্রন্থখানির এই সংস্করণ প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, মদীয় পরমারাধ্যপাদ-পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত আমাদিগের বড় আদরের কুলদেবতা

শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন

ঠাকুরের সেবা-নির্ব্বাহের উপযুক্ত উপায় নাই দেখিয়া এ দাসের মনে

হইল, যদি এরূপে একখানি নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করতঃ সামান্য কিছু অর্থ-লাভ হয়, তবে তদ্দ্বারা ঠাকুর-সেবার কথঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারিবে। সুতরাং বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ উক্ত ঠাকুর-সেবা-কার্য্যেই নিয়োজিত হইবে। অতএব গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীমদনমোহনেরই অধিকার-ভুক্ত হওয়ায়, ইহা বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রাপ্তির জন্য কেহ যেন এ দাসকে অনুজ্ঞা বা অনুরোধ করিয়া লজ্জিত ও ব্যথিত না করেন, ইহাই এ দাসের বিনীত প্রার্থনা। অনুগ্রহপূর্ব্বক স্মরণ রাখিবেন যে, এই গ্রন্থ ক্রয় করিলে কেবল যে নিজের ভজন-সাধন-বিষয়ে সাহায্য হইবে তাহা নহে, পরন্তু প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন ঠাকুরের সেবা-কার্য্যেও কিঞ্চিৎ আনুকুল্য করা হইবে।

যে সমস্ত মহাত্মাগণের প্রত্যহ এক অধ্যায় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিবার নিয়ম আছে, তাঁহাদিগকে দুই চারি দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইলে, দৈনিক পাঠের নিয়ম-রক্ষার্থে এতগুলি গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না; তন্নিমিত্ত কেবল "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" ৩য় খণ্ডখানি সঙ্গে থাকিলেই ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, কারণ উক্ত গ্রন্থ সমূহের এক বা ততোধিক অধ্যায় এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য, এই সুবৃহৎ গ্রন্থরত্ন সংকলন বিষয়ে এ অধমের ন্যায় ভক্তিহীন মূর্খের কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই; পরন্তু আমার পরমারাধ্যপাদ শ্রীবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপাই এ দাসকে এই অসাধ্য সাধনে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহাদের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ধন্য হইতেছি।

এই গ্রন্থ মধ্যে পরম পূজ্যপাদ মহাজনগণ-কৃত বিষয় ব্যতীত আধুনিক কোনও বিষয় স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই যে সুমধুর ও সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

এই সংস্করণের গ্রন্থখানিকে ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি ; তথাপি এ অধমের অজ্ঞতা ও মুদ্রাকরের অসাবধানতা বশতঃ যে সমস্ত ভুল বা দোষ রহিয়া গিয়াছে, তাহা মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বয়ং সংশোধন করিয়া লইয়া এ দাসকে উহা প্রদর্শন করতঃ চিরবাধিত করিবেন।

এক্ষণে অদোষদর্শী পরমার্চ্চনীয় বৈষ্ণব-মহাত্মাগণ পরমানন্দময় শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-কথামৃত-পরিপূর্ণ বর্ত্তমান সংস্করণের গ্রন্থখানিকে কৃপা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলে এবং তাঁহাদের প্রিয়তম প্রাণবল্লভের ভজন-সাধনার্থে ইহা ব্যবহার করিয়া আনন্দ লাভ করিলে, এ দাস কৃতার্থ হইবে।

উপসংহারে আমার পরম পূজনীয় ভক্তমহোদয়গণকে *দুইটী অমূল্য রত্ন* উপহার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের চিরদাস হইয়া থাকিতে বাসনা করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা এই মহানিধি সযত্নে কণ্ঠহার করিয়া রাখিয়া এ দাসকে পরমানন্দিত করিবেন।

(১)

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো নো জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ।।

শ্রীপদ্মপুরাণ।

কর সর্ব্বক্ষণ	শ্রীবিষ্ণু স্মরণ,
ক্ষণমাত্র তাঁরে	ভুল না কখন।
এ বিধি নিষেধ	সকলের রাজা,
বিধি ও নিষেধ	আর সব প্রজা ।।

অর্থাৎ শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন, "সর্ব্বদাই বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে", "কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না"। এই যে সর্ব্বদাই শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে বলিতেছেন, ইহা হইল বিধি এবং কোন সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে যে নিষেধ করিতেছেন, ইহা হইল নিষেধ। শাস্ত্রে 'এই এই কার্য্য কর' বলিয়া

অসংখ্য বিধি রহিয়াছে এবং 'এই এই কার্য্য করিও না, বলিয়া অসংখ্য নিষেধও রহিয়াছে ; পরন্তু উপরি লিখিত বিধি অর্থাৎ "সর্ব্বদাই বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে" এবং নিষেধ অর্থাৎ "কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না"—এই বিধি ও নিষেধ দুইটী হইতেছে শাস্ত্রোক্ত অন্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধের রাজা অর্থাৎ এই দুইটী মূল বিধি ও নিষেধের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই শাস্ত্রে অন্য আর যত বিধি ও নিষেধ উহাদের পোষক-রূপে লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং এই মূল বিধি ও নিষেধ দুইটী পালন করিতে পারিলেই, তদনুগত অন্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ স্বতঃই প্রতিপালিত হইয়া যায়। অতএব আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে—সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করা, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে বিস্মৃত না হওয়া।

(২)

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র।

করয়ে যে জন হরি আরাধন,
তপস্যায় তার কোন্ প্রয়োজন ?
না করে যে জন হরি আরাধন,
কি করিবে তারে তপ-আচরণ ?
অন্তরে বাহিরে হরি শোভে যার,
কোন্ প্রয়োজন তপস্যায় তার ?
অন্তরে বাহিরে হরি নাহি যার,
তপস্যা করিয়া কিবা ফল তার ?

অর্থাৎ শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে বলিতেছেন, যে ব্যক্তি শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহার আর অন্য কোনও তপস্যার প্রয়োজন হয় না, আর যে ব্যক্তি হরি-আরাধনা না করেন, কেবল তপস্যা করিয়া তাঁহার কি ফল হইবে অর্থাৎ হরি আরাধনা ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ তপস্যা করিলে সেই ব্যক্তির কিছুমাত্র অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না। আরও বলিতেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে সর্ব্বদা শ্রীহরির রূপ ও লীলাদি স্মরণ করিতেছেন এবং বাহিরেও সর্ব্বদা তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদীয় সেবা-কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার আর অন্য তপস্যায় কি প্রয়োজন? আর যিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন না, তিনি কেবল তপ করিয়াই বা কি ফল লাভ করিবেন?—হরিকে বর্জ্জন করিয়া ঐরূপ তপ করা তাঁহার বৃথাই হইবে। অতএব বলা বাহুল্য, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কার্য্যানুষ্ঠানই হইতেছে আমাদের একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য।

বোধ হয় এখানে ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, পরম মধুর শ্রীভগবদ্-গুণ-গাথাময় এই "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" গ্রন্থখানির নিরন্তর অনুশীলনে উল্লিখিত মহাজন-বাক্য দুইটীর অমূল্য উপদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হইবে।

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা-সিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির।
ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
৩০শে শ্রাবন, ১৩৯৩ সাল।

শ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী দাস
শ্রীরাধানাথ কাবাসী।

অদ্বৈত-প্রকটীকৃতো নরহরি-প্রেষ্ঠঃ স্বরূপ-প্রিয়ঃ
নিত্যানন্দ-সখঃ সনাতন-গতিঃ শ্রীরূপ-হৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মী-প্রাণপতির্গদাধর-রসোল্লাসী জগন্নাথ-ভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গ-সপার্ষদঃ স দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ॥

যিনি শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর তপস্যা-প্রভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি শ্রীনরহরি সরকার-ঠাকুরের প্রিয়তম, যিনি শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর অত্যন্ত প্রিয়, যিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অভিন্ন-হৃদয়, যিনি শ্রীসনাতন গোস্বামি-পাদের একমাত্র গতি, যিনি শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদের হৃদয়-সর্ব্বস্ব, যিনি শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর প্রাণবল্লভ, যিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রণয়-রস বর্দ্ধনকারী এবং যিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্র হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব সাঙ্গোপাঙ্গে সপার্ষদে আমাদিগের প্রতি সদয় হউন—কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রেমভক্তি প্রদান করুন।

ভ্রাতঃ ! কীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দাম-নামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্য-মধুরং রূপং জগন্মঙ্গলং।
হন্ত ! প্রেম-মহারসোজ্জ্বল-পদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন ত্বয়ি ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে।

নিখিল-শাস্ত্র-বিশারদ পরিব্রাজক চূড়ামণি পরম ভাগবত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিতেছেন, হে ভ্রাতঃ ! তুমি ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অমিত-প্রভাবশালী নামাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনই কর অথবা তাঁহার ভুবন-মঙ্গল পরম মনোহর মধুর রূপ চিন্তাই কর, কিন্তু যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিপাত না হয়, তাহা হইলে সেই মহোজ্জ্বল-রসময় ব্রজ-প্রেম লাভের নিমিত্ত তোমার আশা পূর্ণ হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। অতএব হে ভাই ! তুমি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীচরণারবিন্দ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লাভের নিমিত্ত সাধনা কর—শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম-ভজন বর্জ্জন করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে তোমার কদাচ অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না।

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ ॥

সূচীপত্র।

বিষয়				পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা		...	...	১
ঐ	অর্থ	...	...	২
সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা		...	...	[illegible]
ঐ	অর্থ	....	...	৯
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ		...	...	১১
ঐ	অর্থ	...	...	১২
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা		...	...	১২
ঐ	অর্থ	...	...	২৮
শ্রীশ্রীসংক্ষিপ্ত-বৈষ্ণব-বন্দনা		...	...	৩৭
ঐ	অর্থ	...	...	৪৪
শ্রীশ্রীহাট-পত্তন		...	...	৪৬
ঐ	ব্যাখ্যা	...	...	৪৬
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন		...	...	৬৭
শ্রীশ্রীচৌত্রিশ পদাবলী'		...	...	৭৪
ঐ	অর্থ	...	...	৭৫
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর-শত নাম		...	...	৭৮
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শত নাম		...	...	৮১
শ্রীশ্রীপ্রার্থনা		...	...	৮৭
ঐ	ব্যাখ্যা	...	...	৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীলোচন দাস-ঠাকুরের প্রার্থনা	১৭৬
ঐ অর্থ	১৯০
শ্রীশ্রীপ্রার্থনা (বিবিধ)	২০৩
ঐ অর্থ	২২২
শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	২৩৩
ঐ ব্যাখ্যা	২৩৩
শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকার সার-কথা	৩৮৫
পাষণ্ড দলন (১)	৩৯৭
পাষণ্ড দলন (২)	৪৫২
শ্রীশ্রীস্বনিয়ম-দশকং	৪৮৪
ঐ অনুবাদ	৪৮৪
শ্রীবৃন্দাবন-ধামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৪৮৮
চারি সম্প্রদায়	৪৯২
মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী	৪৯৩
মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ধামছত্র	৪৯৩
মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী-প্রদর্শন ...	৪৯৫
শ্রীশ্রীদণ্ডাত্মিকা লীলা	৪৯৬
শ্রীশ্রীমতী রাধিকার স্থিতি-নির্ণয় (১)	৫০০
ঐ (২)	৫০১
শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লী	৫০৩
ঐ অনুবাদ	৫০৩
শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠা-দশকং	৫০৬
ঐ অনুবাদ	৫০৬

বিষয়				পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীউপদেশামৃতং		...	...	৫১১
ঐ	অনুবাদ	...	...	৫১১
শ্রীশ্রীহরিনাম-তত্ত্ব		...	...	৫১৫
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকং		...	...	৫১৭
ঐ	অনুবাদ	...	...	৫১৯
শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানং		...	...	৫২১
ভোগমালা		...	...	৫২৫
ঐ	মানচিত্র	...	...	৫২৫
শ্রীশ্রীরাধিকা-ধ্যানামৃতং		...	...	৫৩০
শ্রীশ্রীনন্দনন্দন-ভগবদ্ধ্যান-বিধিঃ		...	...	৫৩৬
ঐ	অনুবাদ	...	...	৫৪২
চতুঃশ্লোকি-ভাগবতং		...	...	৫৪৮
ঐ	অর্থ	...	...	৫৪৯
সপ্তশ্লোকী গীতা		...	...	৫৫৯
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মত		...	...	৫৬০

ইতি প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র সম্পূর্ণ ।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার।

—:<*>:—

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা।

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥ ধ্রু॥

জীবের নিস্তার লাগি নন্দ-সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি॥
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্য-জ্ঞানে গুরু-বাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজ-ভূমে বাস॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি॥

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরু-নিন্দা তথা না যাইবে ॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন ॥
গুরু-পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥
হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রনা ॥
গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ ॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস ॥

ইতি শ্রীল-সনাতন-দাস-বিরচিত শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা সমাপ্ত।

অর্থ।

নিস্তার—পরিত্রাণ, উদ্ধার। ভুবনে—জগতে।
মহিমায়—মাহাত্ম্যে। পরসন—প্রসন, সন্তুষ্ট।
বিঘ্নে—বিপদে। অবসন্ন—অভিভুত, ক্লান্ত, কাবু।
কোন বিঘ্নে ·······অবসন্ন—কোনও প্রকার বিপদে তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে না। রুষ্ট—ক্রুদ্ধ।

বিক্রিয়া—অন্যায় আচরণ, গর্হিত কার্য্য। অবজ্ঞা—ঘৃণা।
নিষ্ঠা ভক্তি—অচলা ভক্তি, একান্ত ভক্তি, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।
তারিতে—উদ্ধার করিতে। ঘুচে—দূরে যায়।

সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা।

শ্রীগুরু-চরণ বন্দোঁ গৌরাঙ্গ নিতাই।
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈত গোসাঞি॥
গদাধর শ্রীনিবাস স্বরূপ নরহরি।
পিয়াও গোরা-প্রেমামৃত মোরে কৃপা করি॥
দয়ার সমুদ্র গৌর-প্রিয় হরিদাস।
মোর পাপ-চিত্তে কর নামের প্রকাশ॥
শচী জগন্নাথ পদ্মা হাড়াই পণ্ডিত।
অবোধ বালকে দয়া এই সে উচিত॥
অনুগ্রহ করহ কুবের নাভাদেবি।
তুয়া পুত্র অদ্বৈত-চরণ যেন সেবি।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবি! নিজ-গণ সনে।
কর কৃপা নদীয়ার বিহার রহু মনে॥
বসুধা জাহ্নবা দেবি! দয়া কর মোরে।
তোমার নিতাইর লীলা স্ফুরুক আমারে॥
দীনে দয়া কর ওহে মাধব রত্নাবতী।
তুয়া পুত্র গদাধর-পদে রহু মতি॥
মাধবী মালিনী দময়ন্তী দেবী সীতা।
তোমরা বিনা গৌরাঙ্গের কে আছে রক্ষিতা॥

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ওহে।
তোমরা গৌরাঙ্গ-গুণে মত্ত কর মোহে ॥
দাস গদাধর মোরে রাখহ চরণে।
না ভুলিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ জীবনে মরণে ॥
গোবিন্দ গোরুড় কবিচন্দ্র কাশীশ্বর।
মো অধমে কর নিজ দাসের কিঙ্কর ॥
বিশ্বরূপ শ্রীযুত শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু।
দেহ পদ-সেবা যেন না ভুলিয়ে কভু ॥
গৌরীদাস আচার্য্য নন্দন বনমালী।
এ দুঃখীরে কর নিজ নাচের কাঙ্গালী ॥
বিদ্যানিধি হলায়ুধ শ্রীরঘুনন্দন।
বারেক করহ ধনী দিয়া প্রেম-ধন ॥
মুরারি গোবিন্দ ওহে মুকুন্দ বাসু ঘোষ।
চরণে ধরিয়া বলি ক্ষম মোর দোষ ॥
অনন্ত ঈশ্বর ওহে মাধবেন্দ্র পুরী।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত কর কৃপা করি ॥
কেশব ভারতী কৃপা কর এইবার।
বিশ্বম্ভরের লীলা যেন না ছাড়িয়ে আর ॥
বাসুদেব দত্ত উদ্ধারণ পুরন্দর।
ত্রাণ কর ফুকারয়ে এ দীন পামর ॥
দামোদর শ্রীকর বল্লভ সনাতন।
নিজ-গুণে দেহ শুদ্ধ-ভক্তি-লক্ষণ ॥
ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীআচার্য্য সিংহেশ্বর।
ঘুচাও কুবুদ্ধি হোক বিশুদ্ধ অন্তর ॥

ওহে গোপীনাথ পট্টনায়ক এইবার।
কৃপা কর মো সম অধম নাহি আর ॥
ভাগবত মাধব আচার্য্য দয়াময়।
এই কর প্রভুর চরিত্রে মন রয় ॥
গৌর-প্রিয়-প্রাণ ওহে রূপ সনাতন।
দেহ শক্তি করি প্রভুর চরিত্র বর্ণন ॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
দন্তে তৃণ ধরি কহি কর আত্মসাথ ॥
চিরঞ্জীব সুবুদ্ধি মিশ্র রাঘব কংসারি।
কর যে উচিত কিছু বলিতে না পারি ॥
ওহে গৌর-প্রিয় শুন শ্রীধর ঠাকুর।
লাজ ত্যজি বলিয়ে দুর্গতি কর দূর ॥
শ্রীবংশীবদন বক্রেশ্বর শিবানন্দ।
দুঃখ ঘুচাইয়া দেহ বারেক আনন্দ ॥
শ্রীমধু পণ্ডিত কাশী মিশ্র গঙ্গাদাস।
ও পদ ভরসা মোর না কর নৈরাশ ॥
কাশীনাথ হরিভট্ট বসু রামানন্দ।
দান দেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদ-দ্বন্দ্ব ॥
ওহে কবি কর্ণপূর বলিয়ে তোমায়।
নিরন্তর মগ্ন কর গৌরাঙ্গ-লীলায় ॥
কমলাকর পিপ্‌লাই শুন হে মহেশ।
মো পাপীরে ত্রাণে যশ ঘুষুক অশেষ ॥
শ্রীকান্ত কমলাকান্ত নিবেদি নিশ্চয়।
বৈষ্ণব-চরণামৃতে যেন নিষ্ঠা হয় ॥

ওহে ঝড়ুদাস ইহা পুনঃপুনঃ বলি।
হোক সর্ব্বস্ব মোর বৈষ্ণবের পদ-ধূলি ॥
ওহে কালিদাস মোর এই বড় আশ।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যেন বাড়য়ে বিশ্বাস ॥
শ্রীজগদানন্দ কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর।
গৌর-গুণ গাই শক্তি দেহ নিরন্তর ॥
প্রেমময় শ্রীমীনকেতন রামদাস।
নিত্যানন্দ-গুণে মোর করাহ উল্লাস ॥
বিজয় দাস অনুপাম কর এই মেন।
গৌর-পাদপদ্ম মুঞি না ছাড়িয়ে যেন ॥
ওহে ব্রহ্মানন্দ শ্রীপরমানন্দ পুরী।
ভক্তি-পথে সতত রাখহ চুলে ধরি ॥
জগাই মাধাই দুই ভাই দয়া কর।
অনেক জন্মের পাপ ক্ষণেকে সংহর ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর রঘুপতি উপাধ্যায়।
এই কর সুসিদ্ধান্ত স্ফুরুক হিয়ায় ॥
ওহে শিখি মাহাতি কর মোর হিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথে রহু প্রীত ॥
শ্রীনাথ তুলসী মিশ্র কালা কৃষ্ণদাস।
মোরে উদ্ধারিয়া কর মহিমা প্রকাশ ॥
সারঙ্গ সুন্দরানন্দ গোবিন্দ উদার।
সংসার-যাতনা হ'তে করহ নিস্তার ॥
ওহে রত্নবাহু ভবানন্দ ধনঞ্জয়।
কাতরে করিলে দয়া মহিমা বাড়য় ॥

ওহে বৃন্দাবন নারায়ণীর কুমার।
তোমরা থাকিতে কেন এ দশা আমার॥
উদ্ধারহ যদুনাথ ঠাকুর মুরারি।
বিষয়-বিষের জ্বালা সহিতে না পারি॥
ওহে প্রতাপরুদ্র রাজা মিনতি আমার।
কাম ক্রোধ আদি দুষ্টে করহ সংহার॥
শুন হে হিরণ্য চিরঞ্জীব নারায়ণ।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌর-গুণে রহু মন॥
এই কর বুদ্ধিমন্ত খান মহামতি।
শ্রীগৌরসুন্দর মোর হোক প্রাণপতি॥
হৃদয়চৈতন্য পূর্ণ কর মোর আশ।
গৌরাঙ্গ-গুণ কহে যে তার হঙ দাস॥
এই কর ভগবান্ শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা বুঝি নিরবধি।
ওহে শ্রীপ্রবোধানন্দ নিবেদি তোমারে।
গৌর-গুণেতে বারেক মাতাহ আমারে॥
জগদীশ শ্রীমান্ সঞ্জয় সুদর্শন।
মোরে কেন ছাড় হঞা পতিত-পাবন॥
দ্বিজ হরিদাস জগন্নাথ বলরাম।
জগৎ উদ্ধার কর মোরে কেন বাম॥
গৌর-প্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস।
মোরে দণ্ড করি অপরাধ কর নাশ॥
ওহে অভিরাম এই কহিয়ে তোমারে।
পাষণ্ডী-অসুর হ'তে রক্ষা কর মোরে॥

ওহে রামানন্দ রায় রসের সাগর।
রসিক-ভকত-সঙ্গ দেহ নিরন্তর ॥
ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীগোবিন্দ ভক্তি-রাশি।
গৌর-পাদপদ্ম-সেবা দেহ দিবানিশি ॥
গৌর-পদে উপাধান ঠাকুর শঙ্কর।
গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মত্ত কর নিরন্তর ॥
প্রিয় শুক্লাম্বর ওহে নদীয়া-নিবাসী।
মোরে ঘৃণা করিলে করিবে লোকে হাসি ॥
নিরবধি এই কর ঠাকুর লোচন।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে যেন ডুবে মোর মন ॥
ওহে উৎসবানন্দ বলি ভূমিতে লুটায়ে।
দেশে দেশে ফিরি যেন গৌর-গুণ গেয়ে ॥
শ্রীপুরুষোত্তম রামদাস দেহ এই চাই।
গৌর-গুণে মত্ত হ'য়ে নাচিয়ে বেড়াই ॥
ঠাকুর মুকুন্দ এই করিতে জুয়ায়।
গৌর-কথা যথা তথা থাকি দীন-প্রায় ॥
ওহে শ্রীপরমেশ্বর দাস দেহ এই বর।
গৌর-গুণ শুনি যেন কান্দি নিরন্তর ॥
অনন্ত আচার্য্য যদু গাঙ্গুলী মঙ্গল।
ঘুচাও যতেক আমার আছে অমঙ্গল ॥
শিশু কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
রক্ষা কর এইবার করিনু দুষ্ট কাজ ॥
ওহে শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র।
গণ সহ কর দয়া মুঞি অতি মন্দ ॥

কি বলিব ওহে গৌর-প্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর ॥
আত্ম-নিবেদন এই করি মুঞি স্তুতি।
দিনে দিনে স্ফুরে যেন সংপ্রার্থনা ইতি ॥

ইতি শ্রীল-নরহরি-দাস-বিরচিত সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা সমাপ্ত।

অর্থ।

শরণ—আশ্রয়, স্থান। পিয়াও—পান করাও।
গোরা-প্রেমামৃত—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমসুধা।
অবোধ—মূর্খ, বোকা। স্ফুরুক আমারে—আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাউক।
কিংকর—দাস, চাকর। ত্রাণ—উদ্ধার।
ফুকারয়ে—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, রোদন করিয়া বলিতেছে।
পামর—নীচ, পাপিষ্ঠ। শুদ্ধ-ভকতি—শুদ্ধভক্তি, প্রেমভক্তি, উত্তমা ভক্তি; ("শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"র ৩ দাগের গ দাগ শ্লোকের ও ১১ দাগের ব্যাখ্যা দেখুন।)
শুদ্ধ-ভকতি-লক্ষণ—বিশুদ্ধ-ভক্তি-পথে ভজনের অধিকার।
প্রভুর চরিত্র—শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর লীলা-কাহিনী।
কর আত্মসাথ—আপনার করিয়া লও। লাজ—লজ্জা।
ত্যজি—ত্যাগ করিয়া। নৈরাশ—হতাশ, নিরাশ
নিরন্তর—সর্ব্বদা। ত্রাণো—ত্রাণ কর, রক্ষা কর
ঘুষুক—ঘোষণা করুক। নিবেদি—নিবেদন করি, করযোড়ে বলিতেছি।
নিবেদি নিশ্চয়—পরম পদার্থ জানিয়া নিষ্কপটে নিবেদন করিতেছি।

কর এই মেন—দয়া করিয়া আমার কেবল এইটীই কর।

ক্ষণেকে—অবিলম্বে, শীঘ্র। সংহর—ধ্বংস কর।

সুসিদ্ধান্ত—বিশুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত। হিয়ায়—হৃদয়ে।

উদ্ধারিয়া—উদ্ধার করিয়া। উদার—মহানুভব, মহাশয়।

গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা—শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-রূপে ব্রজধামে যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন,, সেই সব লীলা।

নিরবধি—সর্ব্বদা। পাষণ্ডী-অসুর—পাষাণ্ডরূপ দৈত্য।

পাষণ্ডী······মোরে অর্থাৎ আমার যেন ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডের সঙ্গ কদাচ না হয়। রসিক-ভকত—রসিক ভক্ত; শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমরসে অধিকারী যে ভক্ত।

উপাধান—বালিশ। লুটায়ে—গড়াগড়ি দিয়া।

দীন-প্রায়—দীনহীন কাঙ্গালের মত।

দিনে দিনে স্ফুরে যেন সংপ্রার্থনা ইতি—হে গৌর-প্রিয় পার্ষদগণ! আমি করযোড়ে পরম দৈন্য সহকারে তোমাদের শ্রীচরণে সম্যক্‌রূপে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব পরম-মধুর লীলা যেন আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি পায়—আমি যেন অনুক্ষণই সেই লীলারসামৃত-পানে বিভোর হইতে পারি।

———

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ।

বৃন্দাবন-বাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
নীলাচল-বাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥
নবদ্বীপ-বাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ ॥
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস ॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিত-পাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমোবুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি ॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস ॥
সর্ব্ব-বাঞ্ছা-সিদ্ধি হয় যম-বন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেম-ধন লুটে ॥

মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

ইতি **শ্রীল-দেবকী**নন্দন-দাস-বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ সমাপ্ত।

অর্থ।

মূকের—বোবার। তথাপি……দাস—বোবা যেমন কথা কহিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার মনে কত প্রকার ভাব উঠিয়া তাহাকে উৎফুল্ল করে, তদ্রূপ হে শ্রীবৈষ্ণবগণ! তোমাদের মহিমা বর্ণনা করিবার আমার কোনও শক্তি না থাকিলেও, আমি তোমাদের শরণাগত হইয়া, আমার প্রাণের আকাঙ্খায়, অতি সামান্যভাবে তোমাদের বন্দনা করিলাম, তজ্জন্য কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করতঃ আমাকে শ্রীচরণের দাস কর। ছুটে—দূরে যায়, ঘুচিয়া যায়।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দে না জানিয়া।
নিন্দিনু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া॥
সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধি-গ্রস্ত হৈনু।
মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈনু॥
নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার।
পরিণামে কেন মোর না কৈল নিস্তার॥
নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥

সেই কালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ-পদ্মেতে॥
পতিতপাবন-অবতার নাম সে তোমার।
জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী॥
প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হয়েছে তোমার, তার পড়হ চরণে॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস-আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু॥
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুষোত্তম-পাদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে॥
বৈষ্ণব-নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥
প্রভু-পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লাসিত হিয়া॥
বৈষ্ণব গোসাঞির নাম উদ্দেশ-কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু গমন॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব ভক্তের নাম-মালা গ্রন্থণ করিনু॥
ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা॥

এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন।
তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন॥
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব-বর্ণনে।
দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি মানুষ আদি করি।
ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁরে নমস্করি॥
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত-মত।
বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত॥
পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে।
আভীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে॥
সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত।
ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য॥
যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সবারে বন্দিব সবে জগত-দুর্ল্লভ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্ব-অবতার-সর্ব্ব-ভক্তজনাশ্রয়॥

আভীর রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ॥ ধ্রু॥

মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥

বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ ছার হঙ শিশু অল্পমতি॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঁঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রম-ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে॥
বন্দোঁ শচী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিত-পাবন অবতার ধন্য ধন্য॥
বন্দোঁ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি বন্দনা করিয়া॥
বন্দোঁ পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত-চরিত॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহা হৈতে নাট গীত—সভার আনন্দ॥
বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥
বীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে॥
জাহ্নবার প্রিয় বন্দোঁ রামাই গোসাঞি।
যে আনিলা গৌড়দেশে কানাই বলাই॥

যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥
শ্রীগোপীজন-বল্লভ বন্দিব যতনে।
অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে॥
গোসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দিব সাদরে।
জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে॥
গোসাঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দোঁ একমনে।
যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে॥
নিত্যানন্দ-সুতা বন্দোঁ গঙ্গা ঠাকুরাণী।
ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ যতেক বৈষ্ণব।
যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধা-মাধব॥

ভাটিয়ারী রাগ।

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসি-চূড়ামণি।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি॥ ধ্রু॥

সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।
বিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতরী॥
আচার্য্য-গোসাঞি বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিলা মহাপ্রভু ভুবন ভিতর॥
সীতা ঠাকুরাণী বন্দোঁ হঞা একমন।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দোঁ তাঁহার নন্দন॥
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন-পূজিত॥

ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী ॥
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁরে বলিলা আপনে ॥
হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্ত-প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম ॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ জগত-বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি-পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত ॥
বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্র সুশীতল।
আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল ॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা অপার।
গৌর-পদে ভক্তি-দ্বারে যাঁর অধিকার ॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব ॥
বাসুদেব দত্ত বন্দোঁ বড় শুদ্ধ-ভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥
বন্দোঁ মহা-নিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
বন্দোঁ শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ॥
বন্দোঁ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যিঁহ কহিলা সত্বর ॥

শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত খান বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর॥
নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়।
বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥
বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু-সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক-কোন্দল॥
বন্দোঁ ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥
বন্দিব ঈশান দাস করযোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয়॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগ-জনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥

আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ।
প্রভুর বিবাহে যিঁহ ঘটক সাক্ষাত॥
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ সবার পাদ-পদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥

সুহই রাগ।

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণা-নিধি কভু নাহি আর॥ ধ্রু॥

গোসাঞি ঈশ্বর পুরী বন্দোঁ সাবধানে।
লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈল যাঁর স্থানে॥
কেশব ভারতী বন্দোঁ সান্দীপনী মুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসি-গুরু করিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ॥
পরমানন্দ পুরী বন্দোঁ উদ্ধব-স্বভাব।
দামোদর পুরী বন্দোঁ সত্যভামার ভাব॥
নরসিংহ তীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দ পুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ॥
নৃসিংহ পুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
"বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী" যাঁহার গ্রন্থন॥
ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দ পুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘব পুরী॥

বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্ব-পরকাশ।
মহাপ্রভুর পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস ॥
শ্রীকেশব পুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ ॥
শ্রীবংশীবদন বন্দোঁ যুড়ি দুই কর।
যাঁরে বংশী-অবতার কৈলা গদাধর ॥
গৌরাঙ্গের প্রাণ-সম শ্রীবংশীবদন।
যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্য-চরণ ॥
বন্দোঁ রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন-ভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয় ॥
শ্রীজীব গোসাঞি বন্দোঁ সবার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিলা ভক্তি-তত্ত্ব ॥
রঘুনাথ দাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ড-বাসী।
রাঘব গোসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধন-বিলাসী ॥
বন্দিব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন-মাঝে।
সনাতন-রূপ-সঙ্গে সতত বিরাজে ॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে ॥
কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরা-মণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি।
শুদ্ধ সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি ॥
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব যতনে।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে ॥

লোকনাথ গোসাঞি বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
দীন হীন লাগি যাঁর করুণা প্রচুর ॥
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী।
প্রভু যাঁরে করিলেন পরম পিরীতি ॥
মহা-অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পাণিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব ॥
পুরন্দর পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ-বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ ॥
কাশী মিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্ল্লভ জ্ঞান করি ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য-শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণ-তেজ গৌরাঙ্গ বাহির ॥
বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতু-বন্ধ ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে।
সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেম-গুণে ॥
প্রেমময়-তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গোরা-পদ-দ্বন্দ্ব ॥

চৈতন্য-দাস রাম-দাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর॥
বন্দিব মুকুন্দ দত্ত ভাবে শুদ্ধ-চিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইয়া মূর্চ্ছিত॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি দাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস॥
মধুর-চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবন-মোহন॥
সকল-মহান্ত-প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
নিতাই দিলেন যাঁরে সুমাল্য চন্দন॥
প্রেম-সুখময় বন্দোঁ কানাই ঠাকুর।
মহাপ্রভু দয়া যাঁরে করিলা প্রচুর॥
রঘুনাথ দাস বন্দোঁ প্রেম-সুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ।
গৌর-প্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্য-চন্দ্র॥
আকাই হাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর॥
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥
বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতি-স্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভ্যঙ্গ-স্বরদান॥
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌর-গুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥

ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করে ধরে ॥
সুন্দরনন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে ॥
পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন-স্থানে ॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম ॥
সর্ব্ব-গুণ-হীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ-করুণাশক্তি-বলে ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবন-মোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ-স্তব করাইলা শক্তি দিয়া ॥
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ ॥
যাঁর অষ্টোত্তর-শত ঘট গঙ্গা-জলে।
অভিষেক সর্ব্ব-জ্ঞাতা হন শিশুকালে ॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে।
পদ্ম-গন্ধ হৈল তাহা সবা বিদ্যমানে ॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥
কালা কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণ-তেজোধারী ॥

কমলাকর পিপ্‌লাই বন্দোঁ ভাব-বিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী॥
রত্নাকর-সুত বন্দোঁ পুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য-তেজোধাম॥
উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইলা সর্ব্ব তীর্থ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞিরে নিল উৎকল-নগরী॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য-গোসাঞির স্থান॥
বন্দিব সারঙ্গ দাস হঞা একমন।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥
রুদ্রারি কবিরাজ বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য॥
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্ব-গুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব॥
বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন-খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্‌ভুজ-আকৃতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস।
অভিন্ন অচ্যুত বন্দোঁ আচার্য্য শ্যামদাস॥
দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস।
যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস॥

কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব-পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর॥
বন্দোঁ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীত-পণ্ডিত।
যাঁর গান-রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহিতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরিভট্ট বন্দোঁ মাহিতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥
বসু-বংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ বড় অধিকারী॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্ব্ব-সুখময় বন্দোঁ যদু কবিচন্দ্র॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ আচার্য্য লক্ষ্মণ।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধ-মন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিখ্যাত সংসারে।
বসুধা জাহ্নবা দুই কন্যা যাঁর ঘরে॥

মুরারি চৈতন্য-দাস বন্দোঁ সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ-সমানে ॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ ॥
কংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বন্দোঁ বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব ॥
সঙ্গীত-রচক বন্দোঁ বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ-চন্দ্রে যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্য-বিনোদী ॥
নারায়ণী-সুত বন্দোঁ বৃন্দাবন দাস।
যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দ নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস ॥
পরমানন্দ অবধৌত বন্দোঁ একমনে।
সর্ব্বদা উন্মত্ত যিঁহ বাহ্য নাহি জানে ॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
যদুনাথ দাস বন্দোঁ মধুর চরিত ॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ পুরী রঘুনাথ ॥
বাসুদেব তীর্থ বন্দোঁ আশ্রমী উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ নির্ম্মল-চরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব পণ্ডিত ॥

বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম।
প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥
মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্য দাস ॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দোঁ দিব্য-লোচন শ্রীরামচন্দ্র দাস ॥
শ্রীশঙ্কর বন্দোঁ বড় অকিঞ্চন-রীতি।
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥
প্রেমানন্দময় বন্দোঁ আচার্য্য মাধব।
ভক্তি-বলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সবার অনন্ত বৈভব ॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥
সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব-ঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন মন-বচনের দূর ॥
শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব-চরণে।
সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে ॥

বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোনো কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে॥

ইতি শ্রীল-দেবকীনন্দন-দাস-বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার-অর্থ।

(১২/১৩ পৃষ্ঠা)

নিন্দিনু—নিন্দা করিলাম। নিন্দিনু বলিয়া—শ্রীবৈষ্ণবগণ হইতেছেন শ্রীভগবানের অঙ্গস্বরূপ, তাঁহাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান করিলে বা মনুষ্য-জ্ঞানে নিন্দা করিলে অপরাধ হয়। মহাজনগণ বলিতেছেন ঃ—

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক করি জান।"

বিচারিয়া—বিচার করিয়া। নিরূপণ কৈনু—ঠিক করিলাম।

পরিণামে—শেষকালে। নিস্তার—উদ্ধার, পরিত্রাণ।

নাটশালা—কানাঞির নাটশালা গ্রাম। হাওড়া ষ্টেশন হইতে লুপ লাইনে তিন পাহাড় ষ্টেশানে নামিয়া ব্রাঞ্চ লাইনে রাজমহল ষ্টেশানে যাইতে হয়। তথা হইতে ৩ ক্রোশ দূর। মহাপ্রভু প্রথম পুরী যাইবার সময় এইখান হইতে ফিরিয়া আসেন।

নিবেদিনু—নিবেদন করিলাম ; জানাইলাম।

সমর্পিনু—সমর্পণ করিলাম, নিবেদন করিলাম, জানাইলাম।

(১৩ পৃষ্ঠা)

পুরুষোত্তম-পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে—গৃহে গিয়া শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হও অর্থাৎ তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ কর।

আরতি—আর্ত্তি, অনুরাগ। উদ্দেশ-কারণ—জানিবার নিমিত্ত।

সর্ব্ব করিনু—যথাসাধ্য ভক্তগণের নাম সংগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া 'বন্দনা' করিলাম।

ইথে ·· লইবা—কাহারও নাম আগে কাহারও নাম পরে লিখিলাম বলিয়া কেহ আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না।

(১৪ পৃষ্ঠা)

নমস্কীর—নমস্কার করি।

সম্প্রদায়ী—চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

পুলিন্দ যবনে—এ সমস্তই নীচ জাতি।

সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ—এ সমস্ত নীচ লোক।

ব্রহ্মা আদি ·· আরাধ্য—এই সমস্ত নীচ জাতি ও নীচ ব্যক্তি, ইঁহারা যদি বৈষ্ণব হন, তাহা হইলে ইঁহারা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ও বেদাদি শাস্ত্রগণেরও পরম পূজ্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ··· সর্ব্ব-ভক্তজনাশ্রয়—শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু পরম দয়াময়; তাঁহারা হইতেছেন সমস্ত অবতারের মূল অর্থাৎ তাঁহাদিগের হইতে সমস্ত অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা সমস্ত ভক্তবৃন্দের একমাত্র অবলম্বন।

মিনতি করিয়া—দৈন্য করিয়া; অতি কাতরভাবে।

তৃণ—ঘাস, খড়কুটা। দশনে—দন্তে।

তৃণ ধরিয়া দশনে—ইহা অত্যন্ত দৈন্যের পরিচায়ক। করোঁ—করি।

(১৫ পৃষ্ঠা)

নারে—পারে না। শকতি—শক্তি।

বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি—বৈষ্ণবের মহিমা বুঝিবার ক্ষমতা দেবতাগণেরও নাই, তাঁহারাও বৈষ্ণবকে চিনিতে পারেন না। অল্পমতি—মূর্খ।

জিহ্বার আরতি—বৈষ্ণবের বন্দনাত্মক মহিমা মুখে বর্ণনা করিবার জন্য ব্যাকুলতা।

ক্রম-ভঙ্গে—ছোট বড় অনুসারে অর্থাৎ প্রথমে বড় হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর ছোট, এই নিয়ম না রাখায়।

চৈতন্য-অগ্রজ—শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ।

শ্রীশঙ্করারণ্য—শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাসের নাম।

লক্ষ্মীঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মহাপ্রভুর দুই পত্নী।

যাহাঁ সভার আনন্দ—যে নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-নৃত্যকীর্ত্তন জগতে প্রচার করিয়াছেন এবং সেই নৃত্যকীর্ত্তন হইতে সকলে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

(১৬ পৃষ্ঠা)

উদ্ধারিতে—উদ্ধার করিতে। সুযশ বাখানি—সদ্গুণাবলী কীর্ত্তন করে, গুণ ব্যাখ্যা করে, যশোগান করে।

বিষ্ণুভক্তিপথের প্রথম অবতরী—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তিপথের মূলস্বরূপে অবতীর্ণ; যিনি বিশুদ্ধ-ভক্তিপথ-প্রদর্শনের আদি।

নারদ খেয়াতি—যিনি পূর্ব্বে নারদ ছিলেন; যিনি শ্রীনারদের অবতার।

(১৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীনারায়ণী দেবী—ইঁনি শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস-ঠাকুরের মাতা।

আলবাটী—পিকদানী অর্থাৎ যিনি অশেষ দৈন্য বশতঃ সর্ব্বপ্রকার নীচ সেবা

পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন; (নীচসেবা যথা মলমূত্রাদি পরিষ্কার প্রভৃতি।)

বিরক্ত-প্রধান—পরম বৈরাগ্যবান্।

ভক্তিশক্তিমন্ত—ভক্তিমান্ ও শক্তিমান্। হনুমন্ত—হনুমান্।

পূর্ব্ব ···হনুমন্ত—তিনি হনুমানের অবতার;

চন্দ্র সুশীতল—যিনি চন্দ্রের অবতার বলিয়া তাঁহার ন্যায় পরম সুস্নিগ্ধ, সুতরাং যাঁহাকে দর্শন করিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল—যিনি আচার্য্য বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ, যাঁহাকে চন্দ্রশেখর আচার্য্য বলিয়া সকলে জানে।

গৌর-পদে ·· অধিকার—যাঁহারা ভক্তি-বলে শ্রীগৌর-পাদপদ্ম-সেবায় অধিকার লাভ করিয়াছেন।

অম্বষ্ঠ—বৈদ্য; বৈদ্যবংশজাত। উৎকলে—উড়িষ্যা দেশে শ্রীপুরীধামে।

উদাসীন—বৈরাগ্যবান্, অনাসক্ত।

প্রভুর ·· কহিলা সত্বর—যিনি গণনা করিয়া মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ-কথা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিলেন।

(১৮ পৃষ্ঠা)

লেখক বিজয়—বিজয় দাস; ইনি মহাপ্রভুর পুঁথি লিখিয়া দিতেন; ইহার হস্তাক্ষর বড় সুন্দর ছিল।

বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর—শ্রীধর পণ্ডিত কলার পাতা, থোড়, মোচা, খোলা প্রভৃতি বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে খোলাবেচা শ্রীধর বলিত।

কৌতুক-কোন্দল—বিদ্রূপ-কলহ, ঠাট্টা-তামাসার ঝগড়া।

প্রভুর প্রকাশ—মহাপ্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ।

আচম্বিতে—অকস্মাৎ।

(১৯ পৃষ্ঠা)

লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈল যাঁর স্থানে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর গুরু কেহ হইতে পারেন না এবং তাঁহার দীক্ষারও কোনও প্রয়োজন নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে হইলে যে প্রথমেই দীক্ষা-গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা লোককে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

কেশব ভারতী মুনি—কেশব ভারতীকে বন্দনা করিব। তিনি রাম-কৃষ্ণের বিদ্যাগুরু সান্দীপনী মুনির অবতার।

ন্যাসি-গুরু—সন্ন্যাসের গুরু। উদ্ধব-স্বভাব—পরম ভক্ত শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের ন্যায় অত্যন্ত উদার-প্রকৃতি।

পরমানন্দপুরী—ইনি শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের অবতার।

সত্যভামার ভাব—দ্বারকাধিরাণী শ্রীসত্যভামা দেবীর ভাবাপন্ন।

বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন—"শ্রীবিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী" নামে গ্রন্থ যিনি রচনা করিয়াছেন।

(২০ পৃষ্ঠা)

বিশ্ব-পরকাশ—যিনি কৃপা করিয়া জগতে প্রকাশিত হইলেন।

কৈলা—কহিলেন।

বৃন্দাবন ভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয়—তাঁহারা দুই জনে শ্রীব্রজমণ্ডলের সমস্ত লীলাস্থল আবিষ্কার করিলেন।

সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিলা ভক্তিতত্ত্ব—যিনি "ষট্সন্দর্ভ" নামক গ্রন্থে বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বের সমস্ত সিদ্ধান্ত, সমস্ত মীমাংসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

গোবর্দ্ধন-বিলাসী—শ্রীগোবর্দ্ধন-বাসী। সতত—সর্ব্বদা।

বিরাজে—বিরাজ করেন। হঞা একমতি—একান্তমনে।

(২১ পৃষ্ঠা)

মহা-অনুভব—পরম উদার ; মহাশয়। বৈভব—ঐশ্বর্য্য ; মহিমা। অঙ্গদ-বিক্রম—বালি রাজার পুত্র মহারাজ অঙ্গদের ন্যায় বীর্য্যবান্ ; শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত হইতেছেন শ্রীঅঙ্গদের অবতার। লাঙ্গুল—লেজ। প্রভু যাঁহার আশ্রমে—শ্রীপুরীধামে মহাপ্রভু যাঁর গৃহে বাস করিতেন।

সম্ভ্রমে—অত্যন্ত সম্মান পূর্ব্বক ; পরমাদরে।

বড় অধিকারী—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে যাঁহার অতুলনীয় অধিকার ; যিনি রসিক ও প্রেমিকের চূড়ামণি।

প্রভু……করি—যাঁহার সঙ্গ লাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয় ইহা লোক সকলকে জানাইবার জন্য মহাপ্রভু যাঁহার সঙ্গ লাভ করিলেন।

অভ্যন্তরে……বাহির—যাঁহার ভিতর ও বাহির সর্ব্বত্রই শ্রীগৌর-কৃষ্ণ ভক্তিমহিমা-প্রভাবে সমুজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছে।

বন্দিব……শ্রীগোবিন্দানন্দ—শ্রীগোবিন্দানন্দ মিশ্রের বন্দনা করিব, যিনি শ্রীসুগ্রীবের অবতার।

প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতু-বন্ধ—যিনি মহাপ্রভুর পুরী যাইবার সময় নদী পার হইবার জন্য মনে মনে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ—যাঁহার মহিমা শ্রীবৃন্দাবনে বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

(২২ পৃষ্ঠা)

ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত—ময়ূর-পুচ্ছ দেখিয়া হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পাওয়ায় যিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

প্রেমের আলয়—মহাপ্রেমময় ; যাঁহার দেহ, মন, প্রাণ, সকলই কৃষ্ণপ্রেমময়।

নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস—যাঁহার হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা সর্ব্বদাই

স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মধুর-চরিত্র নম্র-প্রকৃতি; যাঁহার সদ্ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়।

আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবন-মোহন—যাঁহার সুগঠিত দেহ ও নম্র ব্যবহার জগতের লোককে মুগ্ধ করে।

সতীর্থ—সহপাঠী। প্রীতি-স্থান—ভালবাসার পাত্র।

প্রভু যাঁরে করিলা অভঙ্গ-স্বর দান—মহাপ্রভু যাঁহাকে কৃপা করিয়া এরূপ শক্তি প্রদান করিলেন যে, কীর্ত্তনে তাঁহার স্বর কদাচ নষ্ট হইবে না।

(২৩ পৃষ্ঠা)

ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ—ষোল জন বলিষ্ঠ লোকে বহিতে পারে এরূপ কাষ্ঠ অর্থাৎ অত্যন্ত ভারী কাষ্ঠ।

জম্বীরের গাছে—লেবু গাছে। ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম—আমার গুরুদেবকে বন্দনা করি, যাঁহার নাম শ্রীপুরুষোত্তম।

অনুপাম—অতুল।

সহজ-করুণাশক্তি-বলে—স্বাভাবিক দয়ার বশে।

সপ্তম······উন্মাদ—যিনি ৭ বৎসর বয়সের সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়াছিলেন।

শকতি—শক্তি। অগাধ—অসীম।

যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ—যাঁহাদের ভক্তির প্রভাব দেখিয়া মহাপ্রভু সুখী হইলেন।

সর্ব্ব-জ্ঞাতা—সর্ব্বজ্ঞ; অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বুঝাইতেছে।

করবীর মঞ্জরী—করবী পুষ্পের কলিকা বা কুঁড়ি।

মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর—যাঁহার শরীর সাক্ষাৎ প্রেমানন্দ-ময় অর্থাৎ যাঁহার দেহে প্রেমানন্দ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

দিব্য—সুন্দর। উপবীত—পৈতা।

কৃষ্ণ-তেজোধারী—শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রভাবে পরম তেজীয়ান্।

(২৪ পৃষ্ঠা)

ভাব-বিলাসী—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভাবে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।

দিব্য-তেজোধাম—অপার্থিব তেজোময়। সাবহিত—সাবধানে ; পরম যত্নে।

আজ্ঞাকারী—আদেশ-প্রতিপালনকারী। আচার্য্য-গোসাঞি—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

বিলাসী সুজন—শ্রীকৃষ্ণভক্তিময় পরম মহাশয় ব্যক্তি।

ধামালী—পাঁচালী গান ; ছড়া।

বৃহস্পতির চরিত্র—দেবগুরু বৃহস্পতির তুল্য স্বভাবাপন্ন ; শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য হইতেছেন বৃহস্পতির অবতার।

প্রভুর প্রকাশে—প্রভুর মহিমা-বর্ণনে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন-খ্যাতি—যিনি শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজার অবতার।

প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্ভুজ আকৃতি—শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন।

(২৫ পৃষ্ঠা)

বিশ্ব-পরচার—জগদ্বিখ্যাত ; সুপ্রসিদ্ধ।

জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়—শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবলভদ্রদেব যাঁর ভক্তি-বশে বশীভূত।

বিমোহিত—বিমুগ্ধ। বসু-বংশ রামানন্দ—রামানন্দ বসু।

বিলাসী বৈরাগী—শ্রীকৃষ্ণভক্তিময় পরম বৈরাগ্যবান্ পুরুষ।

ভাণ্ড—মাটীর পাত্র বিশেষ, ভাঁড়।

(২৬ পৃষ্ঠা)

বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব—যিনি বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন ; শ্রীভাস্কর ঠাকুর হইতেছেন বিশ্বকর্ম্মার অবতার।

যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ—যাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থ ও পদাবলী জগতে প্রসিদ্ধরূপে বিরাজ করিতেছেন।

প্রেমানন্দ নিত্যানন্দে—প্রেমানন্দময় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুতে।

সর্ব্বদা উন্মত্ত যিঁহ বাহ্য নাহি জানে—যিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া সর্ব্বদা বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া রহিয়াছেন।

অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত—অগাধ-পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত (মহাপ্রভুর বিদ্যাগুরু)।

নির্ম্মল-চরিত—পবিত্র-স্বভাব।

(২৭ পৃষ্ঠা)

যাঁর দিব্য তেজোধাম—যাঁহার অসাধারণ তেজ, শক্তি।

যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—যিনি "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" নামক সুপ্রসিদ্ধ গীতি-কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

অকিঞ্চন-রীতি—নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় স্বভাবাপন্ন; পরম দৈন্যভাবাপন্ন; অত্যন্ত দীন হীন কাঙ্গালের ন্যায় যাঁহার ভাব।

ভক্তি-বলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ—যিনি স্বীয় অসাধারণ কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে নিত্যানন্দ-প্রভুর দুহিতা শ্রীগঙ্গাদেবীর স্বামী হইলেন। বৈভব—ঐশ্বর্য্য।

বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি—বৈষ্ণবের অপার মহিমা বেদাদি শাস্ত্রগণও বর্ণনা করিতে সক্ষম হয় না।

উপদেষ্টা—শিক্ষাদাতা গুরু। শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর—শ্রীবৈষ্ণবের মহিমা কর্ণ, নেত্র ও মনের অগোচর এবং বর্ণনার অতীত অর্থাৎ বৈষ্ণব-মহিমার কথা কর্ণে শুনিয়াও শেষ করা যায় না, বৈষ্ণব-মহিমা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও তাহার প্রভাব উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হয় না, মনের দ্বারাও উহা অনুভব করা যায় না এবং উহা বর্ণনা করিয়াও কেহ অন্ত করিতে পারে না।

শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব-চরণে—শ্রীবৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, তবেই সফল-মনোরথ হইতে পারিবে, তবেই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে পারিবে; বৈষ্ণবের অনুগত না হইয়া মহা ভজন সাধন করিলেও কোনও ফলোদয় হইবে না, বৈষ্ণবের শ্রীচরণ একমাত্র সম্বল করিতে হইবে; বৈষ্ণব-ভক্তি হইতেছে ভজনের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ—বৈষ্ণব-পূজা, বৈষ্ণব-সেবা, বৈষ্ণব-সম্মান, বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজন, বৈষ্ণব মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, বৈষ্ণব-সঙ্গ-করণ, বৈষ্ণবোপদেশ-গ্রহণ, বৈষ্ণবাভিবন্দন ইত্যাদি সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবের পরিচর্য্যাই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লাভের পরম ও একমাত্র উপায়।

(২৮ পৃষ্ঠা)

অন্তরের মল—মনের ময়লা; মনের সর্ব্ববিধ মালিন্য অর্থাৎ সর্ব্ববিধ পাপ, সর্ব্ববিধ দুর্ব্বাসনা।

ঘুচে—দূরীভূত হয়। শুদ্ধ হয় মন—মনের সর্ব্ববিধ জঞ্জাল দূরীভূত হইয়া মন পরম পবিত্র হয়।

প্রেমভক্তি—"প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা" প্রবন্ধের ৩ দাগের, গ দাগ শ্লোকের ও ১১ দাগের ব্যাখ্যা দেখুন।

শ্রীশ্রীসংক্ষিপ্ত-বৈষ্ণববন্দনা।

ভজ ভজ মন শ্রীগুরু-চরণ
সকল বেদের সার।
পতিত দুর্গতে প্রেমধন দিতে
পরম করুণা যাঁর ॥
বন্দোঁ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ধন্য
সীতানাথ সেই ঠামে।
যুগল-চরণ করিব বন্দন
গদাধর তাঁর বামে ॥

নবদ্বীপ পুরী বৃন্দাবন করি
স্বরধুনী-তীরে বাস।
সেই ত নগরে আনন্দে বিহরে
চৈতন্যের যত দাস॥
সবার চরণ করিব বন্দন
নীলাচল-বাসী যত।
সংক্ষেপে চরণ করিব বন্দন
বিস্তারি বন্দিব কত॥
শ্রীরূপ সনাতন করিয়া বন্দন
জীব ভট্ট রঘুনাথ।
ভট্ট-গোপাল-চরণ করিব বন্দন
দাস-রঘুনাথ সাথ॥
মিশ্র পুরন্দর নবদ্বীপে ঘর
বন্দি তাঁহার চরণ।
স্বরূপ দামোদর চরণ বন্দিব
করিয়া অতি যতন॥
শ্রীবাস মহাশয় রামানন্দ রায়
বন্দনা করিব আগে।
যাঁহার নিকটে যত দুঃখ থাকে
সিংহ-রবে করী ভাগে॥
শ্রীশচী ঠাকুরাণী চরণ দু'খানি
বন্দনা করিব আমি।
শ্রীবাস-ঘরণী অচ্যুত জননী
দুঁহু-পদে পরণামি॥

গৌরাঙ্গ-চরণ ভজে যেই জন
তাঁহার চরণ সেবি।
বৈষ্ণব-চরণ করিব বন্দন
শ্রীগুরু-চরণ ভাবি ॥
অনাথের বন্ধু করুণার সিন্ধু
সর্ব্ব জীবে করেন দয়া।
দীন হীন জনে আপনার গুণে
প্রভু দেহ পদ-ছায়া ॥
ঠাকুর গৌরীদাস অম্বিকা নিবাস
বন্দনা করিব তাঁরে।
বন্দো অভিরাম অতি বলবান্
বংশীকাষ্ঠ করে ধরে ॥
বন্দো সরস্বতী অতি শুদ্ধমতি
চরণ বন্দিব তাঁর।
জাতি কুল ছাড়ি ধিক্ ধিক্ করি
গৌরাঙ্গ করিল সার ॥
বন্দো নরহরি লইয়া গাগরী
নগরে নগরে ফেরে।
দুঃখী তাপী জনে আপনার গুণে
বিতরল সকরুণে ॥
শ্রীরঘুনন্দন করিয়া কীর্ত্তন
বন্দিব তাঁহার পায়।
যাঁহার কীর্ত্তনে বাহুর দোলনে
ভুলিলা গৌরাঙ্গ-রায় ॥

বসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ
করি চরণ বন্দন।
কবি কর্ণপুর ভকতের সুর
বন্দিব তাঁহার নন্দন॥
বন্দিব শ্রীধর মাধব শঙ্কর
প্রভুর সহিত খেলা।
বন্দোঁ হরিদাস মহিমা-প্রকাশ
নামে বাঁধিল ভেলা॥
দ্বিজ হরিদাস কাঞ্চন-নগরে বাস
গৌর-প্রেমেতে আনন্দ।
দুই পুত্র যাঁর গুণের সাগর
শ্রীদাস গোকুলানন্দ॥
বন্দোঁ বাসু ঘোষ সদাই সন্তোষ
গোবিন্দ যাঁহার ভাই।
যাঁহার অঙ্গনে বিনোদ-বন্ধনে
নাচে গৌর নিতাই॥
চক্রবর্ত্তি-গণ করিব বন্দন
আর কবিরাজ-গণ।
দ্বাদশ গোপাল প্রেমে মাতোয়াল
বাঁধিল প্রভুর মন॥
চৌষট্টি মহান্ত চরিত্র অনন্ত
সকলই ব্রজের গোপী।
গিরি-পুরীগণ করিব বন্দন
আদি কেশব ভারতী॥

বন্দোঁ দুই ভাই জগাই মাধাই
হরি হরি বলি নাচে।
যাঁরে দিয়া নাম গৌর গুণধাম
রাখিলা আপন কাছে॥
গয়া-গঙ্গা-কাশী- অযোধ্যাদি-বাসি-
গণের বন্দনা করি।
সবার চরণ করিব বন্দন
যে থাকে মথুরাপুরী॥
নগর-ভিতরে যেবা বাস করে
যত বা যমুনা-তীরে।
তা-সবা-চরণ করিব বন্দন
ধরি আমি শিরোপরে॥
ব্রজবাসি-ঘরে যেবা বাস করে
জলের গাগরী বয়।
তা-সবা-চরণ করিতে বন্দন
মনের উল্লাস হয়॥
বৃন্দাবন-পুরী আনন্দ-লহরী
বাস করে যত জন।
তা-সবা-চরণ করিব বন্দন
সানন্দিত হ'য়ে মন॥
যত কুঞ্জবাসী ব্রজেতে নিবাসী
সবার বন্দনা করি।
সংক্ষেপে চরণ করিব বন্দন
বিস্তারি বন্দিতে নারি॥

মধুবনে হয় তালবনে রয়
কুমুদবনে যার ঘর।
বহুলা-নিবাসী যত ব্রজবাসী
সবে মোরে দয়া কর॥
শ্রীকুণ্ড-নিবাসী শ্যামকুণ্ড-বাসী
গোবর্দ্ধন-বাসী যত।
একত্র করিয়া করিব বন্দন
বিস্তারি বর্ণিব কত॥
দিঘী কাম্যবনে থাকে যত জনে
সবার চরণ ধরি।
বৃষভানু-পুরে আর নন্দীশ্বরে
সকলের বন্দনা করি॥
যাবট নিকটে কিশোরীর বটে
বাস করে যত জন।
কোকিলবন-বাসী বৈঠল-নিবাসী
করি চরণ বন্দন॥
পদচিহ্ন-স্থানে রাসলীলা-স্থানে
দাহি গ্রামে যত জন।
কোটবন-বাসী শেষশায়ি-নিবাসী
করি চরণ বন্দন॥
ব্রজ বৃন্দাবনে মণ্ডলী-বন্ধনে
তিনশত চৌষট্টি গ্রাম।
মুঞিঃ মূঢ়মতি কি আছে শকতি
প্রত্যেকে লইতে নাম॥

রামঘাট-তটে আর অক্ষয়-বটে
নন্দঘাটে যত জন।
ভদ্রবন-বাসী ভাণ্ডারী-নিবাসী
করি চরণ বন্দন ॥
বেলবনে ঘর মান-সরোবর
লোহবনে যাঁর ঘর।
বলদেব-বাসী যত ব্রজবাসী
সবে মোরে দয়া কর ॥
রাওলে গোকুলে যমুনার কূলে
বনে উপবনে যত।
সংক্ষেপে চরণ করিব বন্দন
এই মোর অভিমত ॥
নন্দীশ্বরে গিয়া রাম-কৃষ্ণ দেখিয়া
আনন্দে হইল ভোর।
খেলন-বনে গিয়া যমুনা দেখিয়া
মন ফিরি গেল মোর ॥
হেচরী খেচরী পেটকা পিছুড়ী
মিলি গ্রামে যত জন।
দহেগা-পহেগা- ভহেগা-নিবাসী
করি চরণ বন্দন ॥
বৈষ্ণব-বন্দন যে করে পঠন
যেবা করয়ে কীর্ত্তন।
অবিলম্বে তারে অবশ্য মিলয়ে
শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-রতন ॥

দেবকীনন্দন করিব বন্দন
আমা হ'তে নাহি হয়।
দন্তে তৃণ ধরি নিবেদন করি
দ্বিজ-হরিদাসে কয়॥
বৈষ্ণব-বন্দনা প্রাতে যেই জন
যেবা পড়য় শুনয়।
বৃন্দাবনে যায় কুঞ্জ-সেবা পায়
নাহিক শমন-ভয়॥

ইতি শ্রীল দ্বিজ-হরিদাস বিরচিত শ্রীশ্রীসংক্ষিপ্ত-বৈষ্ণববন্দনা সমাপ্ত।

অর্থ।

(৩৭ পৃষ্ঠা)

দুর্গতে—যাহার আর কোন গতি নাই, এরূপ ব্যক্তিকে।

সীতানাথ—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু।

সেই ঠামে—সেই স্থানে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ সহ।

যুগল-চরণ—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই জনের শ্রীচরণ।

তার বামে—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বামে।

(৩৮ পৃষ্ঠা) করী—হস্তী। ভাগে—পলায়ন করে, দূরে যায়।

যাঁহার······ভাগে—সিংহের ডাকে হস্তিগণ যেমন দূরে পলায়ন করে, তেমনই শ্রীবাস, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের নিকটে গেলে সমস্ত দুঃখ দূরীভুত হইয়া যায়। শ্রীবাস-ঘরণী—শ্রীবাসের পত্নী শ্রীমালিনী দেবী।

অচ্যুত-জননী—শ্রীঅদ্বৈত-পুত্র-অচ্যুতের মাতা শ্রীসীতাদেবী।

পরণামি—প্রণাম করি।

(৩৯ পৃষ্ঠা)

বন্দোঁ সরস্বতী—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে বন্দনা করি।

গাগরী—কলসী। লইয়া গাগরী—গাগরী বলিতে এখানে শ্রীব্রজপ্রেম-রসের কলসী বুঝাইতেছে।

বিতরল—দান করিল। সকরুণে—দয়া করিয়া।

(৪০ পৃষ্ঠা)

ভকতের সুর—ভক্ত-শিরোমণি। দ্বিজ··· বাস—কাঞ্চননগর-নিবাসী দ্বিজ-হরিদাসকে বুঝাইতেছেন।

বিনোদ-বন্ধনে—কত ভঙ্গী করিয়া। চক্রবর্ত্তিগণ—ছয় চক্রবর্ত্তী; এই গ্রন্থের "ভোগমালা" প্রবন্ধে নাম দেখুন।

কবিরাজ-গণ—অষ্ট কবিরাজ: "ভোগমালা"য় নাম দেখুন।

দ্বাদশ গোপাল—"ভোগমালা" প্রবন্ধে নাম দেখুন।

চৌষট্টি মহান্ত—"ভোগমালা" প্রবন্ধে নাম দেখুন।

গিরি-পুরীগণ—গিরি ও পুরী উপাধি-ধারী কৃষ্ণভক্ত সন্ন্যাসীগণ। পুরীগণের নাম "ভোগমালা" প্রবন্ধে দেখুন।

আদি কেশব ভারতী—কেশব ভারতী প্রভৃতি ভারতী-উপাধী-ধারী সন্ন্যাসীগণ "ভোগমালা"য় নাম দেখুন।

(৪১ পৃষ্ঠা) আনন্দ-লহরী—যেখানে আনন্দ-সাগরের ঢেউ খেলিতেছে পরমানন্দময়। যত কুঞ্জবাসী—শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে যাঁহারা বাস করেন; শ্রীবৃন্দাবনে বাড়ীকে সাধারণতঃ কুঞ্জ বলিয়া থাকেন।

(৪২ পৃষ্ঠা) বহুলা—বহুলা-বন। শ্রীকুণ্ড—শ্রীরাধাকুণ্ড।

কিশোরীর বটে—যাবটের অন্তর্গত শ্রীকিশোরীকুণ্ডের তীরে।

পদচিহ্ন-স্থানে—চরণ-পাহাড়ীতে। মণ্ডলী বন্ধনে—চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া। প্রতক্যে—প্রত্যেকের

(৪৩ পৃষ্ঠা) তটে—তীরে। ভাণ্ডীর—ভাণ্ডীর-বন।

বলদেব-বাসী—বলদেব গ্রাম-নিবাসী।

রাওলে—রাওল গ্রামে। কূলে—তীরে।

নন্দীশ্বরে—নন্দগ্রামে।

:হচরী, খেচরী ইত্যাদি ভহেগা পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রজের গ্রাম অর্থাৎ ব্রজের গাঁর নাম। অবিলম্বে—শীঘ্র।

(৪৪ পৃষ্ঠা)

:দবকী-নন্দন, করিব বন্দন—এই প্রবন্ধের রচয়িতা অতি দৈন্য করিয়া বলিতেছেন, শ্রীল দেবকীনন্দন দাসই "বৈষ্ণব-বন্দনা" রচনা করিবার যোগ্যপাত্র পরন্তু আমি অতি অযোগ্য। এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব প্রবন্ধ "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা" শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত।

ঃুঞ্জ-সেবা—নিকুঞ্জ-বিহারী শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেম-সেবা।

শ্রীশ্রীহাট-পত্তন।

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্ব-যুগ-সার।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥ ১॥

হাট-পত্তন—হাট-স্থাপন। সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও নির্দ্দিষ্ট দিনে খাদ্য দ্রব্য, বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় ব্যসমূহ ক্রয়-বিক্রয়ার্থে একত্রিত হয়, তাহাকে হাট বলে। এই হাটে সকলকে :ল্য দিয়া দ্রব্যাদি কিনিয়া জীবন-রক্ষা ও ভরণ-পোষণ করিতে হয়। পরন্তু :লি-হত জীবের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া পরম করুণ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দ্বারা এমন একটী প্রেমের হাট বসাইলেন, যেখানে গেলে বিনামূল্যে কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই ভাগ্যে দেব-দুর্ল্লভ অমূল্যধন শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমরত্ন লাভ হইয়া থাকে,—যাহা পাইলে শোকতাপাচ্ছন্ন জীবের হৃদয় চির-তরে একেবারে জুড়াইয়া যায়। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস, শ্রীহরিদাস প্রভৃতি পরিকরবর্গকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দ্বারা এই প্রেমের হাট বসাইয়া অতি দীন দুঃখী কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সকলকেই অকাতরে পরমানন্দময় প্রেমধন বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন, যাহা পাইয়া সকলে কৃতকৃতার্থ হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল, সকলের শোক তাপ দূরীভুত হইল, সকলের প্রাণ একেবারে জুড়াইয়া গেল।

১। প্রণমহ—প্রণাম করি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের মধ্যে কলিযুগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, যেহেতু এই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু যেরূপ আপামর সাধারণে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিলেন, এরূপ আর অন্য কোনও যুগে ছিল না। সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত অন্যান্য যুগে যোগ, যাগ, ধ্যান, তপস্যা প্রভৃতি অতীব কষ্টকর সাধন সমূহের অনুষ্ঠান বহুদিন ধরিয়া করিতে হইত, কিন্তু এই কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপায় হরিনাম প্রচার হওয়ায়, আর সে সমস্ত কোনও কষ্টই করিতে হয় না, কেবল 'হরিনাম' করিয়াই ধনী, জ্ঞানী, মানী, বিদ্বান্, মূর্খ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, দীন, দুঃখী, পাপী, তাপী সকলেই অনায়াসে সুদুস্তর ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ও শ্রীব্রজধাম লাভ করিয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা যাজন করিয়া ও

দ্বাপরে সেবা করিয়া ভববন্ধন-বিনাশরূপ যে ফল লাভ হয়, কলিকালে কেবল হরিনাম-কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে।

স্কন্দপুরাণে।

দান-ব্রত-তপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥

অর্থাৎ দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থক্ষেত্র, দেবতা ও সাধুগণের, তথা রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-সমূহের এবং জ্ঞানযোগ-সাধনালব্ধ বস্তু-সমূহের সর্ব্বপাপ-বিনাশকারিণী যে শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি আকর্ষণ করিয়া শ্রীহরি নিজ নাম-সমূহে স্থাপন করিয়াছেন।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অর্থাৎ কলিযুগে একমাত্র হরিনামই সার, আবার বলিতেছি একমাত্র হরিনামই সার, নিশ্চয় করিয়া আবার বলিতেছি একমাত্র হরিনামই সার; হরিনাম ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, আবার বলিতেছি হরিনাম ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, নিশ্চয় করিয়া আবার বলিতেছি হরিনাম ভিন্ন আর অন্য গতি নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।

সর্ব্বপাপ-প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনং।
সর্ব্বদুঃখ-ক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনং॥

কলি ঘোর-পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায়॥
শচীগর্ভ-সিন্ধু-মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির-বিনাশ॥ ২ ॥
ভকত-চকোর তায় মধুপান কৈল।
অমিয়া মথিয়া তাহা বিস্তার করিল॥ ৩ ॥

অর্থাৎ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বপাপ ধ্বংস করে, সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ করে ও সর্ব্বদুঃখ দূর করে।

স্কন্দপুরাণে।

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনং।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণু-প্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ ইহ জগতে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই উত্তম তপস্যা; বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনানুষ্ঠানই করিবে।

২। হায়, হায়! কলিযুগ যে ভীষণ পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে! পাপরূপ তিমিরে সর্ব্বত্রই আবৃত হইয়া এরূপ ঘোর অন্ধকারময় হইয়াছে যে, জীব সকল কোথায় যাইবে কি করিবে তাহার কোনও পথ দেখিতে না পাইয়া, কেবল অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে অশেষ-প্রকারে ক্লেশ ভোগ করিতেছে; এতদবস্থায় শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ সুবিমল ক্ষীর-সমুদ্রে শ্রীগৌরাঙ্গরূপ পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া জগতের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করিলেন; পরন্তু আকাশের চন্দ্র কেবল বাহিরের অন্ধকার দূর করেন মাত্র, কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্র পাপ-তাপ-দুর্ব্বাসনাদি-বিজড়িত হৃদয়াভ্যন্তরস্থ অজ্ঞানান্ধকার পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রদানরূপ উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিলেন।

পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌত রায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায়॥
চাকিয়া চাকিয়া খায় আর যত জন।
প্রেম-দাতা নিতাই-চাঁদ পতিত-পাবন॥ ৪॥

৩। চকোরগণ কেবল চন্দ্রের সুধাই পান করিয়া থাকে ও তদ্দ্বারা পরিপুষ্ট হয়; তাহারা যেমন 'চন্দ্র কখন উদিত হইবে' এই আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত দিন অধীরভাবে যাপন করিতে থাকে, তদ্রূপ ভক্তরূপ চকোরগণ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রেম-সুধা ব্যতীত আর কিছুই পান করেন না, তাঁহারা 'কবে কৃষ্ণ-চন্দ্রের উদয় হইবে' এই প্রবল আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল-ভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন; এমন সময়ে ব্রজকুলোজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র নবদ্বীপে শ্রীগৌর-চন্দ্র-রূপে উদিত হইলেন, আর তখন ভক্ত-চকোরগণ প্রাণ ভরিয়া সেই সুবিমল গৌর-চন্দ্রের প্রেম-সুধা পান করিয়া প্রাণ জুড়াইলেন ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঐ প্রেমসুধা-সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে সকলকে সেই অপূর্ব্ব সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহা পান করিয়া সকলে পরম পরিতৃপ্ত হইল, সকলের পাপতমসাচ্ছন্ন সন্তপ্ত হৃদয় একেবারে জুড়াইয়া গেল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীনরহরি, শ্রীমুরারি, শ্রীরূপ সনাতন, রায় রামানন্দ, স্বরূপ-দামোদর, হরিদাস ঠাকুর, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি অসংখ্য পার্ষদগণ হইতেছেন এই ভক্ত-চকোর, যাঁহারা জগতে অকাতরে নাম-প্রেম-সুধা বিতরণ পূর্ব্বক, জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত পাপরাশি ধ্বংস করিয়া, পরম পরিতৃপ্ত করতঃ, সমস্ত দুঃখ দূরীভূত করিলেন।

৪। এই প্রেমসুধা বিতরণ কার্য্যে প্রেমময়-কলেবর শ্রীনিতাই-চাঁদ হইতেছেন মূল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান। তিনি হইলেন অধম-তারণ; তাঁহার দয়ার অবধি নাই, যাকে দেখিতেছেন তাকেই এই সুধা ঢালিয়া দিতেছেন—ধনী দরিদ্র,

প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঞি।
নদী নালা সব আসি হৈল এক ঠাঞি ।। ৫ ।।
পরিপূর্ণ হঞা বহে প্রেমামৃত-ধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম-নৌকা পারা।
সংকীর্ত্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত-মকর তাহে ডুবিয়া রহিল ।।
তৃণরূপী ভাসে যত পাষণ্ডীর গণে।
ফাঁপরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মনে ।।
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল ।।

বিদ্বান্ মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, উচ্চ নীচ, পাপী, তাপী প্রভৃতি কোনও বিচার নাই। তিনি হইতেছেন এই প্রেম-সুধার পূর্ণ কলস—যতই ঢালিতেছেন, কলস আর খালি হয় না, উহা সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন অবধৌত-রায় অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও এই কৃষ্ণপ্রেম-সুধার কাঙ্গাল ছিলেন; তিনি প্রেম-সুধা লাভের জন্য কত না কঠোর সাধনা করিয়াছেন, কত যত্নে কতরূপে কত আরাধনা করিয়াছেন; তিনি এখন প্রাণ ভরিয়া এই অপূর্ব্ব সুধা পান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য পার্ষদগণও মিটাইয়া মিটাইয়া, কত মধুর আস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক, ঢোকে ঢোকে এই প্রেম-সুধা পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন।

৫। শ্রীচৈতন্য-দেব হইলেন এই প্রেম-সুধার অনন্ত অগাধ সমুদ্র। সমস্ত নদী নালা যেমন সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়, তেমনই ভারতবর্ষের যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা নদী নালা স্বরূপ—তাঁহারা সকলে এই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ প্রেমসুধা-সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইলেন।

প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে ॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন ॥ ৬ ॥

৬। এই প্রেম-মহাসমুদ্রের সুধা-ধারা উচ্ছলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল; গ্রাম নগর, বন জঙ্গল, নর নারী, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, জল স্থল প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমস্তই এই প্রেম-বন্যায় ভাসিতে লাগিল—এই অদ্ভুতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় প্রেম-বন্যায় সমস্ত জগৎ ভাসিয়া গেল। তখন শ্রীহরিদাস-ঠাকুর সকলকে পার করিবার জন্য "শ্রীহরিনাম"-রূপ তরণী স্থাপন করিলেন এবং সেই প্রেম-মহাসমুদ্রে সংকীর্ত্তনরূপ ঢেউ উঠিতে লাগিল ও ঐ ঢেউ প্রবলবেগে বাড়িতে লাগিল। সেই সংকীর্ত্তনরূপ তরঙ্গ-শোভিত সমুদ্রের মধ্যে ভক্তরূপ জলজন্তুগণ মগ্ন হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডগণ তৃণরূপে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহারা কোনও কূল কিনারা না পাইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া বিষম চিন্তান্বিত হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল 'এখন কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে বাঁচিব, কিরূপে পরিত্রাণ পাইব!' তখন পরম দয়াল শ্রীনিতাই-চাঁদ, নির্ব্বিচারে সকলকে পার করিবার জন্য, স্বয়ং সজ্জিত হইয়া সেই হরিনামরূপ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক হা'ল ধরিয়া মাঝি হইলেন, এবং তাঁহাকে সহায় পাইয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুর দাঁড় ধরিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নৌকা বাহিয়া চলিলেন ' হরিদাস ঠাকুরের আজ বড় আনন্দ, স্বয়ং হরিনামের কর্ত্তা আসিয়া তাঁহার সহায় হইয়াছেন। সেই আকুল প্রেম-পাথারে শ্রীনিতাই-চাঁদ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিলেন এবং নৌকা ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতে লাগিল, তখন কূল পাইবার আশায় অনেকে আসিয়া নৌকা ধরিতে লাগিল—নৌকার আশ্রয় লইতে লাগিল। অনন্তর

ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল।
পাষণ্ড-দলন নাম নিশান গাড়িল ॥ ৭ ॥
চারি দিকে চারি রস কুঠরী পূরিয়া।
হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া ॥ ৮ ॥
চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনেঘন।
হাট কর বেচ কিন যার যেই মন ॥ ৯ ॥

ঐ নৌকাখানি প্রেম-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীচৈতন্যদেবের ঘাটে আসিয়া লাগিল; তখন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তাঁহার অনুমতিক্রমে সেই ঘাটের উপর এক অপূর্ব্ব হাট বসাইলেন।

৭। হাট রক্ষার নিমিত্ত প্রহরী নিযুক্ত করিয়া একটী থানা বসান হইল; ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডগণের শাসন-দণ্ড স্বরূপ সেই থানার উপর একটী জয়-পতাকা উড়িতে লাগিল। তখন কত কত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব আসিয়া সেই পতাকা-তলে মস্তক অবনত করিতে লাগিল অর্থাৎ তাহারা হরিনামের আশ্রয় লাভ করিয়া ভক্ত হইতে লাগিল—তাহারা আজি ধন্য হইল।

৮। হাটের চারিদিকে চারিটী ঘর নির্ম্মিত হইল এবং তাহার একটী ঘরে 'দাস্য', একটী ঘরে 'সখ্য', একটী ঘরে, 'বাৎসল্য' ও একটী ঘরে 'মধুর' এই চারিটী রস ভরিয়া রাখা হইল। সেই ঘরগুলির চতুর্দ্দিকে হরিনামের বেড়া দেওয়া হইল; ইহার কারণ এই যে, সেই বেড়ার আশ্রয় না লইলে, কেহই ঘরে ঢুকিতে পারিবে না অর্থাৎ হরিনামের আশ্রয় না লইলে কেহই উপরোক্ত ব্রজপ্রেম লাভ করিতে পারিবে না; ব্রজপ্রেম আছেন ভিতরে, আর তাহার রক্ষার্থে চারিদিকে রহিয়াছে হরিনামের বেড়া। এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, 'হরিনাম' না করিলে, কেহই ব্রজপ্রেম লাভ করিতে পারে না।

৯। হাটের রক্ষক রহিলেন শ্রীহরিদাস ঠাকুর; তিনি সাবধানে দেখিতেছেন,

হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছাদ্দি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ ॥ ১০ ॥

যেন পাষণ্ডেরা আসিয়া হাটের কোনও অনিষ্ট না করিতে পারে; তবে পাষণ্ডেরা আসিলে তিনি কোনও প্রকার তাড়নাদি দ্বারা তাহাদের শাসন করিতেছেন না; পরন্তু শ্রীহরিনাম-সুধা-বর্ষণে তিনি তাহাদের পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া দিতেছেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বারম্বার সকলকে ডাক দিয়া বলিতেছেন, হে সংসার-তাপানল-দগ্ধ জীবগণ! তোমরা এই প্রেমের হাটে আসিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বেচাকেনা কর; এই হাটে কিনিবার দ্রব্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, আর তাহার মূল্য হইতেছে একমাত্র শ্রীহরিনাম; তোমরা ঐ 'হরিনাম' মূল্য দিয়া এই প্রেম কিনিয়া লও অর্থাৎ নিরন্তর 'হরিনাম' কর, তাহা হইলেই এই প্রেম তোমাদের কেনা হইয়া থাকিবে; আর যাহাদের এই প্রেম আছে, তাহারা তাহা বেচ অর্থাৎ অপরকে হরিনাম লওয়াইয়া, তাহাই যেন মূল্য-স্বরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক সেই প্রেম বিক্রয় কর অর্থাৎ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবগণকে হরিনাম লওয়াইয়া ঐ প্রেম-লাভে উন্মুখ করিয়া দাও।

১০। এই প্রেমের হাটের রাজা হইলেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই ব্রজপ্রেম পাইতেও পারে না, দিতেও পারে না—তিনি হইতেছেন ব্রজপ্রেমের একমাত্র মালিক; তিনিই প্রেম বিলাইবার একমাত্র কর্ত্তা এবং তাঁহারই আদেশে অন্যান্য সকলে প্রেম বিতরণ করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং তাঁহাকে এই ভার অর্পণ করিয়াছেন, যেহেতু এই গুরুভার বহন করিবার পাত্র শ্রীনিত্যানন্দের তুল্য আর কে আছেন? আমার নিতাইচাঁদ যে একেবারেই দয়াময়, তাঁহার মত দয়া করিবার ক্ষমতা আর কাহার আছে?

মুরারি আর মুকুন্দ এই হাটের মুচ্ছাদ্দি অর্থাৎ হিসাব-রক্ষক হইলেন। কে কোথায় হরিনাম পাইল, না পাইল তাহার হিসাব রাখিতেছেন এবং নিজেরাও সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নাম প্রচার করিতেছেন।

ভাণ্ডারী চৈতন্য ভেল আর গদাধর।
অদ্বৈত মুন্সী ভেল পরখাই দামোদর॥ ১১ ॥
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥ ১২ ॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণ-প্রেম মত্ত হ'য়ে ফিরেন গর্জ্জিয়া॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলী করিয়া।
হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হঞা॥ ১৩ ॥

১১। এই প্রেমের হাটের ভাণ্ডারী হইলেন স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর, আর তাঁহার সহকারী হইলেন তাঁহার পরম প্রিয় শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী। শ্রীগদাধর হইতেছেন শ্রীরাধিকা-শক্তি, সুতরাং শ্রীগৌরের ঠিক উপযুক্ত সহকারীই হইয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এই হাটের মুন্সী অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক হইলেন—কে কোথায় হরিনাম করিতেছেন, না করিতেছেন, কে কোথায় প্রেম বিতরণ করিতেছেন, না করিতেছেন, ইত্যাদি কার্য্যের তদন্ত করিতেছেন, আমার শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু হইতেছেন মহাবিষ্ণুর অবতার, তাঁহার অসীম ক্ষমতা; সুতরাং তাঁহার তদন্তে, তাঁহার পরিচালনায় কেহই প্রেম-লাভে বঞ্চিত হইতেছেন না।

শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী এই হাটের পরখাই অর্থাৎ পরীক্ষক হইলেন। রস পরীক্ষা করিতে তাঁহার তুল্য যোগ্য পাত্র আর কেহই নাই; কোনও গ্রন্থাদিতে রসাভাস দোষ আছে কি না, কোনও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা আছে কি না, তাহা দামোদর প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দিলে, তবে মহাপ্রভু তাহা শুনিতেন।

১২। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর এই হাটে প্রেমের রমণী হইলেন। তিনি

দাঁড়ি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত মূল ॥
শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুই জন।
এইমত প্রেমসিন্ধু-হাটের পত্তন ॥ ১৪ ॥

হইতেছেন ব্রজে শ্রীরাধিকার প্রিয়সখী শ্রীমধুমতী। তিনি এক্ষণে প্রেম-রসের কলসী মাথায় করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের এই হাটে প্রেম-রস বিতরণ পূর্ব্বক ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন।

১৩। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর হইতেছেন ব্রজের শ্রীদাম সখা। প্রাণের সখা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে নবদ্বীপে প্রেমের হাট বসাইয়াছেন শুনিয়া, তিনি হাসিতে হাসিতে সেই হাটে আসিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া হুঙ্কার করিতে করিতে হাটের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন; তাঁহার হুঙ্কারে সকলের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সকলের চৈতন্য হইল, সকলে তখন আনন্দ-ভরে 'হরিনাম' করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও দলে দলে আসিয়া মিলিতে লাগিলেন এবং সকলে দল বাঁধিয়া আকাশ ভরিয়া হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠাইলেন— এইরূপে সকলে মিলিয়া প্রবলবেগে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৪। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত হইতেছেন ব্রজের সুবল সখা। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলার কতরূপে সহায়; তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের আধার; তিনি আজ যার যেরূপ মূল অর্থাৎ মূল্য সম্বল আছে অর্থাৎ যাহার যেরূপ অধিকার, তাহাকে তদনুযায়ী প্রেম দিতেছেন। লোকে যেমন যে যেরূপ মূল্য দেয়, তাহাকে সেই পরিমান মত দ্রব্য তৌল অর্থাৎ ওজন করিয়া দিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ে যাহার যে পরিমাণ অধিকার জন্মিয়াছে, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণ প্রেম দিতেছেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত ও শিবানন্দ সেন দুই জনে যাহাকে যাহাকে প্রেম দেওয়া

সঙ্কীর্ত্তন-রূপে মদ হাটে বিকাইল।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল ॥
পান করি মত্ত সবে হইল বিভোল।
নিতাই-চৈতন্যের হাটে 'হরি হরি' বোল ॥ ১৫ ॥
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা জনে জনে ॥ ১৬ ॥

হইতেছে, তাহা লিখিয়া রাখিতেছেন, এবং এই হিসাব অনুসারে যাহারা প্রেম পায় নাই, তাহাদিগকে প্রেম দেওয়া হইতেছে।

এইরূপে প্রেমসুধা-সমুদ্রের একটী হাট স্থাপিত হইলে, যাহার এক কণা লাভ করিতে পারিলে জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া যায় ও পরমানন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকে।

১৫। সাধারণ হাটে যে মদ বিকায়, তাহা খাইলে লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, কিন্তু এই হাটে পরমানন্দময় শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ মদ বিক্রয় হইল এবং সকলে এই হাটের রাজা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক সেই মদ পান করিয়া অর্থাৎ শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মহানন্দে উন্মত্ত হইলেন—কে কোথায় নাচিতেছেন, কে কোথায় পড়িতেছেন, কে কোথায় হাসিতেছেন, কে কোথায় কাঁদিতেছেন, তাহার ঠিক নাই—আজ আনন্দ ভরে সকলে বিশ্বসংসার ভুলিয়া গিয়াছেন, সকলে বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়াছেন, সকলে জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, সকলেই বাহু তুলিয়া কেবল 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতেছেন। এস ভাই! আমরাও সকলে মিলিয়া এই প্রেমের হাটের প্রতি কেবল 'হরিবোল, হরিবোল' বলি; বল 'হরিবোল', 'হরিবোল', 'হরি হরি বোল', 'হরি হরি বোল', 'হরি হরি বোল'।

১৬। দুরাচার—দুষ্ট, পাপী। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম—যে প্রেম ব্রহ্মাদি

এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া ॥
তাঁহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চুর ॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি।
রামানন্দ-সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী ॥ ১৭ ॥

দেবতাগণও পান না। ব্রজ-জনের অনুগতি ব্যতীত এই সুদুর্ল্লভ ব্রজ-প্রেম কেহই পাইতে পারেন না।

১৭। বঙ্গদেশে এইরূপ প্রেমের হাট বসাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীপুরীধামে গিয়া অবস্থান করিলেন। সেখানেও ঐরূপ প্রেমের হাট বসিল। শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া তত্রত্য বেদান্তের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিদ্যা-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, তাঁহাকে ভক্তিপথে আনয়ন পূর্ব্বক, স্বীয় চরণ-তলে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করিলেন। ঘোর মায়াবাদী পণ্ডিত আজ পাণ্ডিত্যাভিমান ভুলিয়া 'হরি হরি' বলিয়া আনন্দে বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। উড়িষ্যা প্রদেশের অধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রকেও শ্রীগৌর-সুন্দর কৃপা করিয়া প্রেমভক্তি-প্রদানে ধন্য করিলেন। রাজার রাজাভিমান দূরীভূত হইল; তিনি তখন প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া 'হরি বোল, হরি বোল' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোদাবরী নদীর তীরে পরম রসিক ভক্ত শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর মিলন হইল। শ্রীরামানন্দ সহ কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে উভয়েই পরম সুখী হইলেন, এবং শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করতঃ, তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব প্রেমরস-কাহিনী শ্রবণ পূর্ব্বক, জগতে উহা প্রচার করতঃ পৃথিবী ধন্য করিলেন—সমগ্র জগৎ আজ প্রেম-রসে পরিপূর্ণ হইয়া ঢল ঢল করিতে লাগিল।

হাট করি লেখা জোখা সুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা।
ভাণ্ডার স্মঙরি রূপ মোহর করিলা॥
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাঁহা যাই কৈলা রূপ টাঁকশাল পত্তন।
কারিকর আইল যত স্বরূপের গণ॥
কারিকর লঞা রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥ ১৮॥

১৮। এইরূপে সর্ব্বত্র প্রেমের হাট বসাইয়া, হাটের যত কিছু দ্রব্যাদি দ্বার সুমেরু সদৃশ একটী স্বর্ণ-পর্ব্বত গঠন করিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লাভের উপা স্বরূপ যাবতীয় শ্রেষ্ঠ উপাদানে একটী ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া, তাহা রামানন্দে কণ্ঠে স্থাপন করিলেন। অনন্তর শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীচরণে মিলিত হইলেন, এবং শ্রীপাদপদ্মে নিপতিত হইয়া তাঁহারা আর্ত্তস্বে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তখন মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া শক্তি সঞ্চা করিলেন, এবং তাঁহারাও শ্রীরামানন্দের কণ্ঠস্থিত মহাপ্রভুর প্রেমময় স্বর্ণ-ভাণ্ডা স্মরণ পূর্ব্বক, তাদ্দ্বারা মোহর প্রস্তুত করতঃ, ভালরূপে হৃদয়ে আবদ্ধ করিয় লইলেন; অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে ঐ মোহর সহ শ্রীবৃন্দাব পাঠাইলেন। সেখানে যাইয়া, তাঁহারা সেই প্রেমময় স্বর্ণ-মোহর লইয়া, একটি কারখানা স্থাপন করিলেন। তাহাতে তাঁহারা নিজেরাও কারিকর হইলেন এ

পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞি যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোসাঞি তাহা গড়ন গাড়িলা॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর আনি তাহা বিতরণ কৈল॥ ১৯॥

শ্রীস্বরূপ-দামোদরের পরম প্রিয় পরিকর শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি অন্যান্য সকলে আসিয়াও কারিকর হইলেন। তখন বহুবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হইল। কি অলঙ্কার? না, গ্রন্থরত্নরাজি—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, বৃহদ্ভাগবতামৃত, লঘুভাগবতামৃত, দানকেলি-কৌমুদী, স্তবমালা, মুক্তাচরিত, স্তবাবলী, হরিভক্তিবিলাস, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব ইত্যাদি শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমরত্ন-পরিপূর্ণ শ্রীগ্রন্থালঙ্কার নির্ম্মিত হইল; শ্রীবৈষ্ণবগণ তাহা পরমাদরে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং অদ্যাবধিও ভক্তগণ সেই সমস্ত অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইতেছেন—সেই সমস্ত গ্রন্থ ভক্তগণের জীবন-স্বরূপ, যাঁহারা উহা পাঠ করতঃ, বিবিধ সাত্ত্বিক ভাব-ভূষণে ভূষিত হইয়া, পরমানন্দে বিচরণ করিতেছেন। এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে কাহার হৃদয় না জুড়াইয়া যায়?—অতি বড় সন্তপ্ত হৃদয়ও সুশীতল হইয়া যায়, শোক-দুঃখ, পাপ-তাপ দূরে গিয়া হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

পরকীয়া অর্থাৎ মধুর রস। পরকীয়া-রূপ পরম মধুর সমুজ্জ্বল স্বর্ণ-রসে এই সমস্ত গ্রন্থরাজি-রূপ সোহাগা মিশ্রিত হইয়া, তাহা অধিকতর উজ্জ্বল হইল—নদীয়া নগরে যেন ঢল ঢল কাঁচা সোণার ঢেউ খেলিতে লাগিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে এই মধুর প্রেমরসের মর্ম্ম কেহই জানিতেন না, কেহই ইহার সুখানুভব করিতে পাইতেন না; অনন্তর এই গ্রন্থগণ প্রকাশিত হইয়া, সকলকে ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া, আনন্দ-সাগরের পথ প্রদর্শন করিলেন।

১৯। পাঁজা করি—গহনা গড়িবার পূর্ব্বে স্বর্ণকারগণ অগ্রে সোণা-

নরোত্তম ঠাকুর আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিলা প্রকাশ ।। ২০ ।।

রূপাকে পিটিয়া-পাটিয়া গড়নের উপযুক্ত করিয়া লয় ; এইরূপ করাকে 'পাঁজা করা' বলে। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নিজে ত কত গহনা গড়াইলেন, এবং আর কতকটা সোণা গহনা গড়িবার উপযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলেন ; তার পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সেই সোণা লইয়া অশেষ প্রকার উত্তমোত্তম অলঙ্কার প্রস্তুত করতঃ থরে থরে সজ্জিত করিলেন। শ্রীজীবের অলঙ্কার হইল—ষট্-সন্দর্ভ, গোপাল-চম্পু, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ টীকা প্রভৃতি। তিনি সদাগর আনিয়া তৎপ্রণীত ও তদীয় পূজ্যপাদ পিতৃব্যদেব শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এবং অন্যান্য গোস্বামিগণ প্রণীত যাবতীয় গ্রন্থরত্নালঙ্কার জগতে বিতরণ করিলেন। আহা মরি, কি অপার করুণা! এত দয়া না হইলে, জীবের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় এরূপে না গলিলে, তাঁহারা পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য কাতর হইয়া এত কষ্ট স্বীকার না করিলে, আজ পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ-জর্জ্জরিত আমাদের দশা কি হইত—কিরূপে এই কলিযুগের হতভাগ্য জীবগণ শ্রীব্রজপ্রেমরসাস্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হইত? সদাগর হইলেন কাহারা? —না, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী প্রভু। ইহাঁরা শ্রীবৃন্দাবন হইতে এই সমস্ত গ্রন্থ-রত্ন আনয়ন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে প্রচার করিলেন—ক্রমশঃ উহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

২০। অলঙ্কার ঝালাইয়া—গহনা ভাঙ্গিয়া গেলে বা কোন স্থানে ফাঁক থাকিলে, তাহা জুড়িয়া দেওয়াকে ঝালান বলে। এই সমস্ত গ্রন্থালঙ্কার শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আনিবার সময়, পথিমধ্যে বহুমূল্য ধনরত্ন-বোধে বাঁকুড়া জেলাস্থ বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের প্রেরিত দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিশাকালে লুণ্ঠিত হয়। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ-প্রভু নিদ্রা-ভঙ্গে

এই সব রস দেখি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লোভ-অনুসারে মিলে রূপের কৃপায় ॥
শ্রীগুরু-কৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা।
সংক্ষেপে কহিল কিছু এই সব কথা ॥ ২১ ॥

জাগরিত হইয়া শ্রীগ্রন্থের অদর্শনে অধীর হইয়া ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন দৈববাণী হইল "স্থির হও, বিষ্ণুপুরে রাজার নিকট গ্রন্থ আছেন।" অনন্তর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অপূর্ব্ব মহিমা-প্রভাবে রাজার হৃদয় গলিয়া গেল; তাঁহার মুখে শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া রাজা বিমুগ্ধ হইলেন, এবং করযোড়ে মহাপরাধীর ন্যায় তদীয় শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তখন শ্রীআচার্য্য-প্রভু রাজাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিলেন। এইরূপে শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের প্রভাবে, হারানিধি শ্রীগ্রন্থরত্নের পুনরুদ্ধার হইয়া, জগতে উহার প্রচার হইল; তাই শ্রীপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'তাঁহারা অলঙ্কার ঝালাইয়া প্রকাশ করিলেন" অর্থাৎ ভাঙ্গা গহনা পুনরায় জোড়া দেয়া—নষ্ট ধন পুনরায় উদ্ধার করিয়া তাহা জগতে প্রকাশ করিলেন।

২১। শ্রীব্রজধামের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই সমস্ত প্রেমরসের রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া, সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রে ইহাই বলিতেছেন যে, যাঁহার যে পরিমাণ লালসা, শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের কৃপায়, এই সমস্ত প্রেমরসে তাঁহার তাদৃশ অধিকার জন্মে; তৎপরে গোস্বামিপাদগণের রচিত ভক্তিশাস্ত্র সমূহের অনুশীলন করিতে করিতে লালসাও বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমরসাধিকারও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রীরূপ গোস্বামী হইতেছেন ব্রজের শ্রীরূপমঞ্জরী দেবী—যাঁহার কৃপা ব্যতীত কাহারও ভাগ্যে কি ব্রজ-প্রেম লাভ ঘটিতে পারে? তবে শ্রীগুরু-কৃপায় ইহা নিশ্চিতই লাভ হইয়া থাকে, কারণ শ্রীগুরুদেব এই শ্রীরূপমঞ্জরী আদি ব্রজদেবীগণের অনুগত হইয়া, রাগানুগামার্গে ভজন করিবার

প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব-লীলা-রঙ্গ ॥ ২২ ॥

বিশুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকেন, এবং তদনুসারে ভজন করিলেই, ব্রজপ্রেম-লাভের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

অনন্তর এই প্রবন্ধ-রচয়িতা স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন, আমি অতি মূর্খ, আমি কিছুই জানি না, তন্নিমিত্ত সংক্ষেপে এই সমস্ত কথা বলিলাম।

২২। এই গৌরচন্দ্র পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারে দাস দাসী, ভাই বন্ধু, জনক জননী ও গোপগোপীগণ সহ ব্রজে যে প্রেমময় পরম মধুর লীলা-বিলাস করিয়াছেন, সেই লীলাবিলাসের পুনরভিনয় করিবার জন্য, তিনি সর্ব্বত্র প্রেমের হাট বসাইলেন। একমাত্র প্রেম লইয়াই তাঁহার কার্য্য ; তাঁহার দেহ প্রেমময়, তাহার গতি প্রেমময়, তাঁহার সৃষ্টি প্রেমময়, তাঁহার বাক্য প্রেমময়, তাঁহার হাস্য প্রেমময়, তাঁহার ক্রন্দন প্রেমময়, তাঁহার সমস্তই প্রেমময় ;—হবেই বা না কেন, তাঁহার তনু যে রাধা-প্রেমে গঠিত ; শ্রীরাধা-প্রেমের যেমন তুলনা নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমেরও তেমনই তুলনা নাই ; আবার তিনিও এই প্রেম ব্যতীত আর কিছুরই বশীভূত নহেন, তাই তাঁহার নাম হইতেছে প্রেমাধীন, এবং ভক্তগণের এই প্রেমে বশ হইয়া, তিনি তাঁহাদের অধীন হইয়া পড়েন বলিয়া, তাঁহার নাম ভক্তাধীন। তাঁহার তনু যেমন অপ্রাকৃত, তাঁহার প্রেমও তেমনই অপ্রাকৃত। তিনি ব্রজপ্রেম লইয়া এই যে হাট বসাইলেন, ইহাও অপ্রাকৃত। এই হাটের সমস্তই প্রেমময় ; এই হাটের স্থান, ঘর দোর, জিনিষপত্র, লোকজন সবই প্রেমময় ; এই প্রেমের হাটে যাইবার রাস্তাও প্রেমময়, আবার প্রেম না থাকিলেও এই হাটে কদাচ যাওয়া যায় না। এই প্রেম-সমুদ্রের হাটে সর্ব্বদাই প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছে, সেই প্রেমময় সুখের তরঙ্গে পড়িয়া ভক্তগণ হাবুডুবু খাইতেছেন,

প্রেমের সাগরে হংস রূপ গোসাঞি ভেল।
ক্ষীর নীর রত্ন মণি পৃথক্ করিল ॥ ২৩ ॥
মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার।
কি জানি চৈতন্য-লীলা সমুদ্র পাথার ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ হৃদয়েতে ধরি।
চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি ॥ ২৪ ॥

তাঁহারা আনন্দ-সাগর মাঝে একবার ডুবিতেছেন, একবার ভাসিতেছেন—তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

২৩। এই প্রেমরস-সাগরে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু হংসস্বরূপ হইলেন। হংস যেমন দুগ্ধ হইতে জলকে পৃথক্ করিয়া দিয়া, দুগ্ধকে একেবারে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করিরা ফেলে, তিনিও তদ্রূপ ভক্তিপথ হইতে জ্ঞান, কর্ম্ম, তপস্যা, যোগ, যাগ, দান, ব্রত, ভোগাভিলায ও দুর্ব্বাসনাদি সমস্ত আবর্জ্জনা দূরে ফেলিয়া দিয়া, সুনির্ম্মল সমুজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরসামৃত, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরত্ন সর্ব্বোপরি স্থাপন পূর্ব্বক জাজ্জ্বল্যরূপে বিরাজিত করিলেন। এস ভাই সকল! আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক এই বিশুদ্ধ প্রেমসুধা পান করিয়া আমাদের তাপিত হৃদয় শীতল করি, আমাদের জন্ম সার্থক হউক, জীবন ধন্য হউক। এই প্রেম ব্যতীত আর আমাদের কামনা করিবার কিছুই নাই, আমরা চাই শুধু এই প্রেম, আর শ্রীরাধাগোবিন্দের এই প্রেম-সেবা। জয় শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু, তোমার জয় হউক, তুমি কৃপা করিয়া তোমার শ্রীচরণাশ্রয়ে আমাদিগকে এই প্রেম প্রদান কর।

২৪। অনন্তর শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা, শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপ পরম ধনে ধনী হইয়াও, অতি উচ্চাসনে আসীন হইয়াও, দীনহীনের ন্যায় ভক্তোচিত পরম দৈন্য সহকারে বলিতেছেন, শ্রীচৈতন্যলীলা-সমুদ্র হইতেছে অনন্ত অকূল পাথার, ইহার কূল

করুণা-সাগর মোর গৌর-নিত্যানন্দ।
দাস রামানন্দ কহে হাটের প্রবন্ধ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীল রামানন্দ দাস বিরচিত শ্রীশ্রীহাট-পত্তন সমাপ্ত।

কিনারা নাই, এই সমুদ্রের একটী কণাও স্পর্শ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি ইহার পারাপারের বিষয় কি জানি, এই অগাধ অনন্ত লীলার আমি কি বুঝিতে পারি? যা'ক, তাহা আমার বুঝিয়াও কাজ নাই, কিন্তু সকলে আমাকে এই কৃপা করুন, যেন আমি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে ভক্তি রাখিয়া, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর এই হাটে নিত্য ঝাড়ুদারের কাজও করিতে পারি, তাহা হইলেও এই হাটের এক কোণে একটু স্থান পাইব, তাহা হইলেও ভক্তরূপ ধনী মহাজনগণ যাঁহারা এই হাটে আসেন, তাঁহাদের পদধূলি পাইয়া কৃতার্থ হইব, তাঁহাদের নিকট প্রেমামৃত-সমুদ্রের কণামাত্র ভিক্ষা করিব, এবং তাঁহারা এই হতভাগ্যের দুর্দ্দশা দর্শনে কৃপা-পরবশ হইয়া আমাকে উহা দান করিলে, আমি তাহা পাইয়া ধন্য হইব; এইরূপেই কালক্রমে প্রেম-মহাধনে ধনী হইতে সক্ষম হইব, তখন আমার সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না, আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকিবে না।

২৫। এই "হাট-পত্তন" প্রবন্ধের রচয়িতার ভণিতায় অনেক গ্রন্থেই "দাস নরোত্তম" বলিয়া নাম দেওয়া আছে, এবং এ দাসও তদ্দৃষ্টে এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে ঐ ভণিতাই দিয়াছিল। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে "দাস রামানন্দ" ভণিতা দৃষ্ট হওয়ায়, উহাই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হইল, যেহেতু উপরে ২০ দাগের পয়ারে গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন ঃ—

"নরোত্তম ঠাকুর আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিলা প্রকাশ॥"

এক্ষণে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় যদি এই প্রবন্ধের রচয়িতা হন, তাহা হইলে তিনি নিজের নামে "আমি ইহা করিলাম, আমি নরোত্তম ঠাকুর অলঙ্কার ঝালাইয়া প্রকাশ করিলাম" এরূপ কখনও লিখিতে পারেন না ; নিজের প্রশংসা নিজে করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? ইহাতে অত্যন্ত দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় ; কোনও বৈষ্ণবেই আত্ম-প্রশংসা করিতে পারেন না, তা শ্রীল ঠাকুরমহাশয় হইতেছেন ত নিখিল বৈষ্ণব-চূড়ামণি, অশেষ দৈন্যের খনি। "ইহা আমি করিলাম", কি "ইহা আমি করিতেছি" এরূপ বলা কোনও বৈষ্ণবের পক্ষে সম্ভবপর নহে, ইহাতে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে, আত্ম-প্রশংসা ধ্বনিত হয়। তার পর দেখুন, শ্রীল ঠাকুরমহাশয় অতীব সম্মানসূচক "ঠাকুর" উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইলেও, তিনি নিজেকে নিজে "ঠাকুর" বলিতে পারেন না ; তিনি আমাদের নিকট "ঠাকুর" অন্য সকলের নিকট "ঠাকুর", কিন্তু তিনি নিজের নিকট নিজে ঠাকুর নহেন ; কোনও বৈষ্ণবই নিজেকে নিজে "ঠাকুর" বলিয়া ভাবিতে বা প্রকাশ করিতে পারেন না, কেননা তাহা হইলে দাম্ভিকতা বা অহঙ্কার, যাহা বৈষ্ণবের পক্ষে বিষ-স্বরূপ। শ্রীঠাকুর মহাশয় কোথাও নিজেকে নিজে "ঠাকুর" বলিয়া বলেন নাই। উল্লিখিত ২১ দাগের পয়ারে "ঠাকুর নরোত্তম" এই পাঠই প্রায় সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, "দাস নরোত্তম" এই পাঠই ক্বচিৎ। এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে ঐ স্থানে যে "ঠাকুর নরোত্তম" পাঠ না দিয়া "দাস নরোত্তম" পাঠ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, প্রবন্ধের রচয়িতার নামে "দাস নরোত্তম" ভণিতা থাকায়, ২১ দাগের পয়ারে "ঠাকুর নরোত্তম" পাঠ হওয়া উপরোক্ত কারণে সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আবার বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, রচয়িতার ভণিতায় "দাস নরোত্তম" নাম থাকিলে, ২১ দাগের পয়ারে "দাস নরোত্তম" পাঠও

সঙ্গত হয় না, কারণ তাহাতেও "আমি নরোত্তম দাস ইহা করিতেছি বা করিলাম", "আমি অলঙ্কার ঝালাইয়া প্রকাশ করিলাম" এরূপ বলাতেও অহঙ্কার প্রকাশ পায় ও নিজ-মুখে নিজের প্রশংসা করা হয়। এই সমস্ত বিচার পূর্ব্বক, ভণিতায় "দাস রামানন্দ" পাঠ কোথাও কোথাও দৃষ্ট হওয়ায়, তাহাই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা হইল। ইহাতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবে তিনি কৃপা করিয়া এ দাসের অজ্ঞতা উপলব্ধি ও মার্জ্জনা পূর্ব্বক, "দাস নরোত্তম" ভণিতা দিয়াই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

ইতি শ্রীশ্রীহাট-পত্তনের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

(১)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত-গোসাঞি।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য নিতাই॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়তম পণ্ডিত-প্রবর॥

শ্রীবংশীবদন জয় গৌর-প্রিয়োত্তম।
শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ ॥
সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর ॥
জয় জয় গুরু গোসাঞি শরণ তোঁহার।
যাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব-সংসার ॥
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপ গোসাঞি।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
জয় জয় নীলাচল-চন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥
জয় শ্রীগোপালদেব ভকত-বৎসল।
নব-ঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল ॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞি লাগি যাঁর নাম ক্ষীরচোর ॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাস-মণ্ডল সর্ব্বোত্তম ॥
শ্রীরস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল ॥
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা ॥
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণ-লীলাস্থান।
তালবন খেজুরবন ভাণ্ডারীবন নাম ॥

জয় জয় বেলবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ কাম্যবনে কৃষ্ণ-লীলা॥
জয় জয় নিভৃত নিকুঞ্জ রম্য স্থান।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম॥
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সঙ্কেত—রাধাকৃষ্ণ-লীলাস্থান॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন-সরোবর॥
জয় জয় রোহিনী-নন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম॥
জয় জয় মধুবন মধুপান-স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণী নন্দন॥
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয় বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট॥
জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণ-প্রাণ-তুল্য শ্রীদামাদি জয় জয়॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া॥

জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য আনন্দরূপিণী ॥
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্ব সখীগণ।
যাঁ সবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন ॥
জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণ-প্রিয়তম।
রাধা-কৃষ্ণ লীলা কৈলা অতি মনোরম ॥
জয় জয় ব্রজগোপ-শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠা গোপী-মাঝ ॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্প-মোহন ॥
জয় জয় রত্ন-বেদী রত্ন-সিংহাসন।
জয় জয় রাধা-কৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ ॥
শুন শুন ওরে ভাই! করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা করহ ভাবনা ॥
এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

(২)

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন॥
কেশিঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥
শ্রীনন্দ-যশোদা জয় জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনু-বৎসধন॥
জয় বৃষভানু জয় কৃত্তিকা-সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী জয় আভীর-নাগরী॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণ-সখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট জয় রোহিণী-নন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবন-বাসী যত জন॥
জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দ চরণ॥
শ্রীরাস-মণ্ডল জয় জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্ব-মনোরম॥
জয় জয়োজ্জ্বল-রস সর্ব্বরস-সার।
পরকীয়া-ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥
শ্রীজাহ্নবা-পাদপদ্ম করিয়া শরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

(৩)

ধাওল নদীয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥

চিরদিনের গোরাচাঁদ বদন হেরিয়া।
দুঃখিত চকোর আঁখি রহল মাতিয়া॥
হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে ক্রোড়॥
মরণ-শরীর যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষ গান॥

(৪)

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বারবার এইবার লহ নিজ-সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ! লইনু শরণ।
নিজ-গুণে কৃপা কর অধম-তারণ॥
জগত-কারণ তুমি জগত-জীবন।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ!॥
ভুবন-মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ! কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উদ্ধারে॥

(৫)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর তাঁর মুঞি দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস ॥
তাঁদের চরণ-সেবী ভক্ত সনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধা-কৃষ্ণ নিত্য-লীলা করিলা প্রকাশ ॥
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৌত্রিশ পদাবলী।

ক কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খ খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল ॥
গ গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ-সংকীর্ত্তনে।
ঘ ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ব্ব জনে ॥
ঙ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ চেতন করেন জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া ॥
ছ ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ জগত পবিত্র কৈল গৌর-কলেবরে ॥
ঝ ঝলমল মুখ যাঁর পূর্ণ শশধর।
ঞ এমন কোথা দেখি নাই দয়ার সাগর ॥
ট টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ঠ ঠমকে ঠমকে যায় বলে হরিবোল ॥
ড ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটির উপরে।
ঢ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে ॥
ণ আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত তান-মান-গান-রসে মজাইয়া মনে ॥
থ থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ দীন হীন জনেরে ধরিয়া দেন কোল ॥
ধ ধেয়াইয়া পূরব-পিরীতি-পরসঙ্গ।
ন না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ ॥
প প্রেম-রসে ভাসাইলা অখিল সংসার।
ফ ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী-ধার ॥

ব ব্রহ্মা মহেশ্বর যাঁরে করে অন্বেষণ।
ভ ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্র-বদন॥
ম মত্ত-মাতঙ্গ-গতি মধুর মন্দ হাস।
য যশোমতী মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ॥
র রতি-পতি জিনি রূপ অতি মনোরম।
ল লীলা-লাবণ্য যাঁর অতি অনুপম॥
ব বাসুদেব-সুত যেই শ্রীনন্দ-নন্দন।
শ শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্ব জন॥
ষ ষড়্ভুজ-রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
স সবাকার প্রাণধন গোরা রসময়॥
হ হরি হরি বল ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ ক্ষিতি-তলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ॥
এ চৌত্রিশ-পদাবলী যে করে কীর্ত্তন।
দাস নরোত্তম মাগে তাহার চরণ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৌত্রিশ-পদাবলী সমাপ্ত।

অর্থ।

খেলিবার প্রবন্ধে = বাল্যকালে খেলাচ্ছলে।

চেতন দিয়া = মোহ-নিদ্রাভিভূত মানবগণকে শ্রীহরিনাম দিয়া তাহাদিগের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন।

নয়নের জলে = কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুধারায়।

গৌর-কলেবরে = গৌর-বর্ণ দেহে।

ঝলমল ·····শশধর = যাঁহার বদন-মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরম রমণীয়রূপে শোভা পাইতেছে।

ভাবেতে বিহ্বল = শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-জনিত ভাব-বশে ব্যাকুল।

ঠমকে ঠমকে = হেলিয়া দুলিয়া ; কত ভঙ্গী করিয়া।

ক্ষীণ = দুর্ব্বল ; সরু। কটি = কোমর, কাঁকালি, মাজা।

ক্রোড়ে = কোলে। আন পরসঙ্গ = শ্রীকৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্য কোনও কথা।

গোরা = শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ।

তান-মান-গান-রসে = যথাযোগ্য সুর-তাল-মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রসে। থির ·· জল = মহাপ্রভুর শ্রীনয়নে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে, অবিরাম প্রেমাশ্রুধারা বর্ষিত হইতেছে, চোখের জল আর থামে না।

ধেয়াইয়া = স্মরণ করিয়া, চিন্তা করিয়া।

পুরব-পিরীতি-পরসঙ্গ = পূর্ব্বের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-রূপে স্বীয় ব্রজ-লীলার প্রেম-বিলাসের বিষয়।

না জানি ত্রিভঙ্গ = এতদ্দ্বারা ইহা বলিতেছেন যে, সেই শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে বিভাবিত হইয়া তাঁহার ন্যায় ত্রিভঙ্গরূপ হইলেন।

ফুটিল ·· সুরধনী-ধার = ভাগীরথী-তীরস্থ শ্রীনবদ্বীপে যেন শ্রীবৃন্দাবন প্রকট হইলেন।

মহেশ্বর = মহাদেব। অন্বেষণ = খোঁজ।

ভাবিয়া সহস্র-বদন = সহস্র বদন শ্রীঅনন্তদেব অনন্ত কাল চিন্তা করিয়াও যাঁহার অন্ত পান না।

ভুবনে প্রকাশ = জগতে প্রসিদ্ধ। রতি-পতি = কন্দর্প, মদন।

জিনি = জয় করিয়া। লীলা-লাবণ্য = লীলা-মধুরিমা ; লীলা-পারিপাট্য। অনুপম = অপূর্ব্ব, অতুলনীয়।

বসুদেব-সুত শ্রীনন্দ-নন্দন = যিনি পূর্ব্বে শ্রীবসুদেব-নন্দন ও শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ ছিলেন।

শচীর নন্দন····· সর্ব্ব জন = তাঁহাকেই এখন সকলে শ্রীশচী-নন্দন গৌরাঙ্গ বলিতেছেন।

ষড়্‌ভুজরূপ····· অত্যাশ্চর্য্যময় = নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু অপূর্ব্ব ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন।

কর মহাযজ্ঞ = শ্রীহরি-নামের মহাযজ্ঞ কর অর্থাৎ রাত্রিদিন শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন কর। ক্ষিতি-তলে = পৃথিবীতে।

জন্মি = জন্মগ্রহণ করিয়া ; জন্মিয়া।

অবিজ্ঞ = নির্ব্বোধ, বোকা। ক্ষিতিতলে ·· অবিজ্ঞ = এই পৃথিবীতে দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লাভ করিয়া কেহ বোকা হইয়া বসিয়া থাকিও না, বোকার ন্যায় বৃথা কার্য্যে জীবন নষ্ট করিও না, স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ "শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত আর সমস্তই বৃথা" ; চতুর লোকে ইহা জানিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মই ভজন করিতেছেন ; অতএব তুমিও ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-পরায়ণ চতুর লোকের ন্যায় চতুর হও—কৃষ্ণ-ভজন কর। মহাজনগণ বলিতেছেন ঃ—

যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর-শত নাম।

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন।
শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিত-পাবন॥
জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
অধম-তারণ নাথ ভকত-আশ্রয়॥
জীবের জীবন গোরা করুণা-সাগর।
জগন্নাথমিশ্র-সুত গৌরাঙ্গসুন্দর॥
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু।
শ্রীগৌর গোপালদেব বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দ-দাতা।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণকারী সর্ব্ব-চিত্ত-জ্ঞাতা॥
শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি।
লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব ধন অগতির গতি॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়।
সর্ব্ব-গুণ-নিধি সর্ব্ব রসের আলয়॥
জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপ-চন্দ্র।
অদ্বৈত-আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র॥
বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ-সুনাগর।
ভুবন-বিজয়ী সর্ব্ব-জন-মুগ্ধকর॥
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি রসিক সুঠাম।
ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
স্বরূপের সুখ-দাতা রূপের জীবন।
শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন॥

শ্রীজীব-বৎসল প্রভু ভকত-বৎসল।
ভট্ট গোসাঞির প্রিয় দুর্ব্বলের বল ॥
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস।
ভগবান্ ভক্তরূপ অনন্ত-প্রকাশ ॥
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকত-রঞ্জন।
শ্রীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন ॥
অভিরাম ঠাকুরের সখা সর্ব্ব-পাতা।
চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনাম-দাতা ॥
পরমেশ পরাৎপর দুঃখ-বিমোচন।
জগাই মাধাই আদি পাপি-উদ্ধারণ ॥
রসরাজ-মূর্ত্তি রামানন্দ-বিমোহন।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গর্ব্ব-বিনাশন ॥
অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জন-দলন।
পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জা-নিবারণ ॥
পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণব-জীবন।
সুখদাতা সুখময় ভবন ভাবন ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ব-বিমোহন।
শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্তচিত্ত-সুরঞ্জন ॥
নয়নের অভিরাম ভাবুক-রমণ।
ভক্তচিত্ত-চোর ভক্তচিত্ত-বিনোদন ॥
নদীয়া-বিহারী হরি রমণী-মোহন।
দ্বিজকুল-চন্দ্র দ্বিজকুল-পূজ্যতম ॥
সুকবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়ন-রঞ্জন।
বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ ॥

ভাবুক সন্ন্যাসী সর্ব্ব-জীব-নিস্তারক।
ভাবুক জনার সুখ দিতে সুনায়ক ॥
প্রতাপরুদ্রের অভিলাষ-পূর্ণকারী।
স্বরূপাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী ॥
সর্ব্ব-অবতার-সার করুণা-নিধান।
পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥
অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা।
অনন্তাদি দেবে যাঁর দিতে নারে সীমা ॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার।
যাহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়।
নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥
গৌরনাম হরিনাম একই যে হয়।
ভাগবত-বাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥
কর কর ওরে মন! নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥
গৌরনাম কৃষ্ণনাম অতি সুমধুর।
সদা আস্বাদয়ে যেই সে বড় চতুর ॥
শিব আদি যেই নাম সদা করে গান।
সে নামে বঞ্চিত হ'লে কিসে হবে ত্রাণ ॥
এই শত-অষ্ট নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥
শত-অষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ।
তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন ॥

শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
শতঅষ্ট নাম গায় এ শচীনন্দন ॥

ইতি শ্রীল শচীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর-শত নাম সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শত নাম ।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর ।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা-সাগর ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী ।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে ।
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে ॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে ।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু ।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ-সম হইনু ॥
ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে ।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে ॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে ।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি করে ॥
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে ।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥
নন্দ রাখিল নাম শ্রীনন্দ-নন্দন ।
যশোদা রাখিল নাম যাদুবাছা-ধন ॥

উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজ-বালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল॥
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল-রাজা ভাই॥
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী।
কালসোণা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী॥
কুব্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন হরি।
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশীধারী॥
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্বমুনি রাখে নাম দেব চক্রপাণি।
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী॥
গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুসূদন।
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ॥
পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ।
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু॥
সুদামা রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন॥
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর।
পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর॥
যুধিষ্ঠির রাখে নাম দেব যদুবর।
বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর॥
বাসুকি রাখিল নাম দেব সৃষ্টিস্থিতি।
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথি॥

নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন।
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি।
জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি ॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার।
অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার ॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি।
পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি ॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলি সদাচারী।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহ-মুরারি ॥
দৈত্যারি দ্বারকা-নাথ দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ ॥
স্বরূপে তোমার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি ॥
বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি চতুর্ব্যূহ সহ।
মহৈশ্বর্য্য-পূর্ণ হ'য়ে বিহার করহ ॥
অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি অবতারগণ ॥
ক্ষীরোদক-শায়ী হরি গর্ভোদ-বিহারী।
কারণ-সাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপ-বেশ।
সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় শেষ ॥
পূতনা-বিনাশকারী শকট-ভঞ্জন।
তৃণাবর্ত্ত-বক-কেশি-ধেনুক-মর্দ্দন ॥

অঘারি গোবৎস-হারী ব্রহ্মার মোহন।
গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারী অর্জ্জুন-ভঞ্জন॥
কালিয়-দমনকারী যমুনা-বিহারী।
গোপীকুল-বস্ত্রহারী শ্রীরাস-বিহারী॥
ইন্দ্রদর্প-নাশকারী কুব্জা-মনোহারী।
চানূর-কংসাদি-নাশী অক্রূর-নিস্তারী॥
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশু-গোপ-বেশ।
শিখিপুচ্ছ-বিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ॥
পীতাম্বর বেণুধর শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
গোপগোপী-পরিবৃত কমল-নয়ন॥
বৃন্দাবন-বনচারী মদন-মোহন।
মথুরামণ্ডল-চারী শ্রীযদুনন্দন॥
সত্যভামা-প্রাণপতি রুক্মিণী-রমণ।
প্রদ্যুম্ন-জনক শিশুপালাদি-দমন॥
উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি।
ত্রিভুবন-পরিত্রাতা অখিলের গতি॥
শাল্ব-দন্তবক্র-নাশী মহিষী-বিলাসী।
সাধুজন-ত্রাণকর্ত্তা ভূভার-বিনাশী॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু।
ভীষ্মের উপাস্য-দেব ভুবনের বিভু॥
দেবের আরাধ্য-দেব মুনিজন-গতি।
যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ম রাধিকার পতি॥
রসময় রসিক নাগর অনুপাম।
নিকুঞ্জ-বিহারী হরি নবঘন-শ্যাম॥

শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম-ঈশ্বর ॥
কল্পতরু কমল-লোচন হৃষীকেশ।
পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকী-নন্দন যদুমণি ॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা ॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥
শতভার-সুবর্ণ-গোকোটি-কন্যা-দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ-নামের সমান ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥
শুন শুন ওরে ভাই! নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন ॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর ॥
ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হৈলে কি হবে উপায় ॥
হিরণ্যকশিপুর করি উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিল রক্ষা দেব নারায়ণ ॥

বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন ।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥
অষ্টোত্তর-শত নাম যে করে পঠন ।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন ।
মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ ॥
বকাসুর-বধ-আদি কালিয়-দমন ।
দ্বিজ-হরি কহে এই নাম-সংকীর্ত্তন ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শত নাম সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রী প্রার্থনা।

(১)

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর ॥

(পরমারাধ্যপাদ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের এই অলৌকিক অপার্থিব "প্রার্থনা" পদগুলির কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া আমার ন্যায় পশুপ্রকৃতি মূর্খের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। এরূপ "প্রার্থনা" মনুষ্য-কৃত হইতে পারে না ; ইহার ভাব গ্রহণ করা এ ভক্তিহীন হতভাগ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে ; তবে তিনি কৃপা করিয়া যাহা লিখাইলেন, আমার পরম পূজ্যপাদ ভক্তমহোদয়গণের কণামাত্র সেবার জন্য, তাহাই লিখিলাম ; ইহাতে আমার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই ; পরন্তু শ্রীবৈষ্ণবগণ, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবানুরূপ অর্থ করিয়া লইয়া, এ দাসের সর্ব্ববিধ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।)

(১)

১। গৌরাঙ্গ ···· নীর = পরমারাধ্যপাদ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় গৌর-প্রেমের আকর হইয়াও, অন্তরে বাহিরে গৌর-প্রেমময় হইয়াও, আমাদের ন্যায় হতভাগ্য জীবগণের শিক্ষার্থে বৈষ্ণবোচিত পরম দৈন্য সহকারে সকাতরে বলিতেছেন হায় ! আমার সে সুসৌভাগ্য কবে হইবে, যে দিন 'হা গৌরাঙ্গ' বলিতে আমার দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হইবে এবং 'হরি হরি' বলিতে আমার নয়নে আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইবে। বলা বাহুল্য, এরূপ সৌভাগ্য জীবের বহু জন্মের ভজন-সাধন ও সুকৃতির ফলে লাভ হইয়া থাকে।

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ ২ ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৩ ॥

২। আর হবে=তিনি ঐরূপ দৈন্যভাবে আরও বলিতেছেন, এ হতভাগ্য অধম পশুর প্রতি পরম দয়াল নিতাইচাঁদের দয়া কবে হইবে, যে দিন সংসার-সুখ-ভোগের লালসা আমার নিকট অতি ঘৃণার জিনিষ বলিয়া বোধ হইবে। আমার যে কোনও সুকৃতি নাই,—নিতাইচাঁদের অপার ও অহৈতুকী করুণাই আমার একমাত্র ভরসা।

৩। বিষয় মন=এতদ্দ্বারা ইহা বুঝাইতেছেন যে, বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ না হইলে, মন কদাচ পবিত্র হয় না, এবং মন পবিত্র না হইলেও, শ্রীকৃষ্ণে রাগানুগা ভক্তি বা কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হয় না। এতদ্বিষয়ে শ্রীগোস্বামিপাদ বলিতেছেন ;—

বিষয়াবিষ্ট-চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ বিষয়াসক্ত লোকদিগের কৃষ্ণানুরাগ হওয়া অত্যন্ত দূরের কথা ; পশ্চিম-দিকে অবস্থিত বস্তু প্রাপ্তির জন্য পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে থাকিলে, ঐ বস্তু যেমন ক্রমশঃই দূরে পড়িয়া যায়, কোন প্রকারে আর উহা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ বিষয়ের সেবা করিতে থাকিলে, কৃষ্ণে আসক্তি হইবার সম্ভাবনাও ক্রমশঃই দূরীভূত হইয়া যায়।

কবে শ্রীবৃন্দাবন=সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-ত্যাগ না হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয় না, এবং চিত্ত নির্ম্মল না হইলেও, সেই অপ্রাকৃত চিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হয় না। বিষয়-বাসনা-পূর্ণ চিত্তে আমরা এই যে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করি, তাহা অন্যান্য সাধারণ স্থানের

রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি ॥ ৪ ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥ ৫ ॥

(২)

হরি হরি ! কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ না সেবিনু তিল আধ
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ॥ ১ ॥

ন্যায় প্রাকৃত ভূমিরূপেই দেখিয়া থাকি, পরন্তু রত্নরাজি-সুশোভিত অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমিরূপে দেখি না ; সুতরাং প্রকৃতরূপে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন সাধারণতঃ আমাদের ভাগ্যে ঘটে না—অতি সুকৃতিশালী ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

৪। রূপ-রঘুনাথ-পদে = এতদ্দ্বারা শ্রীরূপগোস্বামিপাদকে আদি ও শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামিপাদকে অন্ত করিয়া ছয় গোস্বামীকেই বুঝাইতেছেন। ছয় গোস্বামীর নাম-নির্দ্দেশ-সূচক প্রসিদ্ধ পয়ারের আদিতে শ্রীরূপের নাম ও অন্তে শ্রীরঘুনাথ দাসের নাম আছে, যথা ঃ—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

সুতরাং সংক্ষেপে রূপ-রঘুনাথ বলিয়া ছয় গোস্বামীকেই লক্ষ্য করিতেছেন। আকুতি = আর্ত্তি ; গাঢ় অনুরাগ।

যুগল-পিরীতি = শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি যে অনির্ব্বচনীয় অকৃত্রিম ভালবাসা, যাহা "প্রেম" বলিয়া কথিত হয়, যাহাতে কামের স্পর্শমাত্র নাই। এই সুদুর্ল্লভ প্রেম লাভ করিবার জন্যই ভক্তগণ লালায়িত হইয়া থাকেন, এবং ইহা লাভ করিতে পারিলে জীবের নিখিল বাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়।

(২)

১। রাগের সম্বন্ধ = রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ

স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট-যুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইঁহা সবার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল আধ
কিসে মোর পূরিবেক সাধ ॥ ২ ॥

হইতেছেন পতি, আর আমি হইতেছি সখীর অনুগত-ভাবে গোপীকিশোরী-রূপে শ্রীকৃষ্ণের দাসী, এই যে সম্বন্ধ ইহারই নাম রাগের সম্বন্ধ; মধুর ভাবের সম্বন্ধ।

২। স্বরূপ = শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী। ইনিই নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত। ইঁহার সন্ন্যাসের নাম স্বরূপ-দামোদর। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যাঁহারা গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি ১০ প্রকার উপাধির মধ্যে কোন উপাধি গ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগকে "স্বরূপ" বলা হয়। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ইঁহার সঙ্গে মহাপ্রভু রাত্রিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদন করিতেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

কেহ কোন শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতে আসিলে, তাহাতে কোনও রসাভাস দোষ হইয়াছে কি না, অথবা তাহাতে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কোনও কথা আছে কি না, তাহা প্রথমে স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া দিলে, তৎপরে মহাপ্রভু উহা শ্রবণ করিতেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

গীত শ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥

স্বরূপ ঠাঁঞি উত্তরে যদি লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঁঞি করায় শ্রবণ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে॥

শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্বরূপেরই হস্তে পরম বৈরাগ্যবান্ অতিপ্রিয় শ্রীরঘুনাথ দাসকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। স্বরূপের এক "কড়চা" ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া জানা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থারম্ভে এই কড়চা হইতেই ৯টী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষ্য করিয়াই প্রথম তত্ত্ববিচার আরম্ভ হইয়াছে। গৌরগত-প্রাণ শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হইবা মাত্রই, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার আর চেতনা হইল না। ১৪৫৫ শকে আষাঢ়ী শুক্লা দশমীতে তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

সনাতন = শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী। ইনি ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বৈদিক-ব্রাহ্মণ-কুলে ১৪০৪ শকে ইনি আবির্ভূত হন। ইহাদিগের আদি-পুরুষ শ্রীজগদ্গুরু কর্ণাটের রাজা ছিলেন। তৎপুত্র অনিরুদ্ধ; তৎপুত্র রূপেশ্বর; রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটীতে আসিয়া বাস করেন; তৎপুত্র মুকুন্দ; তৎপুত্র কুমারদেব প্রথমে বরিশাল জেলার বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে ও পরে যশোহর জেলার ফতেয়াবাদে আসিয়া বাস করেন। এই কুমারের তিন পুত্র—(১) শ্রীসনাতন, (২) শ্রীরূপ ও (৩) শ্রীবল্লভ (ইঁহার মহাপ্রভু-প্রদত্ত নাম—অনুপম)। এই বল্লভের পুত্রই হইতেছেন বিশ্ববিশ্রুত শ্রীপাদ জীব গোস্বামী।

শ্রীসনাতন স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভা-বলে গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরূপ তাঁহার সহকারী মন্ত্রী

ছিলেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হোসেন সাহের রাজত্ব-কাল। বাদসাহ ইঁহাদিগের কার্য্যে অতীব প্রীত হইয়া শ্রীসনাতনকে "দবির খাস" ও শ্রীরূপকে "সাকর মল্লিক" উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। রাজ-দরবারে তাঁহাদিগের সম্মান ও প্রতি-পত্তির অবধি ছিল না। রাজকার্য্যোপলক্ষে তাঁহারা তিন সহোদর গৌড়ের রাজধানী বর্ত্তমান মালদহের নিকট রামকেলি গ্রামে অবস্থান করিতেন। ইঁহারা পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল বিদ্যাবাচস্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রয়াগে অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহা-প্রভু প্রথমে শ্রীরূপকে কৃপা করিয়া শিক্ষাদান পূর্ব্বক শক্তি সঞ্চার করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। শ্রীসনাতনকে পরে কৃপা করেন। শ্রীসনাতন রাজকার্য্যে অমনোযোগী হওয়ায়, বাদসাহ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন; কিন্তু কারাধ্যক্ষের অনুগ্রহে তিনি কারামুক্ত হইয়া বারাণসীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আসিয়া মিলিত হন। মহাপ্রভু তাঁহাকে কিছু দিন নিকটে রাখিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষাদান পূর্ব্বক শক্তি সঞ্চার করতঃ ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন ও ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

শ্রীপাদ সনাতন "শ্রীহরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থের বৈষ্ণবাচার সমূহ সংক্ষেপে সঙ্কলন পূর্ব্বক, উহা বিস্তারের জন্য, শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট-গোস্বামীকে অর্পণ করেন। বৈষ্ণবগণের অতি আদরের অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত" শ্রীল সনাতন গোস্বামীর রচিত। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবগণের উপাস্য নির্ণীত হইয়াছেন। তিনি "বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী" নামে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের টীকা রচনা করেন। "দশম-চরিত", "রসময়-কলিকা" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ ও রস-কীর্ত্তনের কতিপয় সংস্কৃত পদাবলীও তিনি রচনা করেন।

শ্রীপাদ সনাতন ১৪৮৬ শকে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হন। তথায় দ্বাদশাদিত্য টীলার নিকটে তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন। দর্শকগণ ঐ সমাধি দর্শন, পরিক্রমা ও বন্দন করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবা শ্রীসনাতন গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বপ্রধান তিন দেবালয়ের মধ্যে ইহা অন্যতম। দেবালয়ের নাম নিম্নে দেখুন।

রূপ—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ইনি জ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতনের মধ্যম ভ্রাতা। ইঁহার সংক্ষিপ্ত কাহিনী পূর্ব্ব-লিখিত শ্রীপাদ সনাতনে দ্রষ্টব্য। শ্রীরূপ-গোস্বামী-কৃত "শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থের তুলনা নাই। এই গ্রন্থে ভক্তিরস সমূহ অতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি"। এই গ্রন্থে তিনি উজ্জ্বল রসের বিভাগ সমূহ বহুলরূপে বিস্তার করিয়াছেন। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নাম "ললিত-মাধব", "বিদগ্ধ-মাধব", "দানকেলি-কৌমুদী", "নাটক-চন্দ্রিকা", "স্তবমালা", "পদ্যাবলী", "উদ্ধব-সন্দেশ", "কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা" প্রভৃতি।

শ্রীবৃন্দাবনে অসংখ্য দেবালয়ের মধ্যে সাত দেবালয় প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা ঃ—

(১) শ্রীগোবিন্দ, (২) শ্রীগোপীনাথ, (৩) শ্রীমদনমোহন, (৪) শ্রীদামোদর, (৫) শ্রীশ্যামসুন্দর, (৬) শ্রীরাধারমণ ও (৭) শ্রীগোকুলানন্দ। তাহার মধ্যে আবার গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিখ্যাত। ইহার মধ্যে আবার শ্রীগোবিন্দ হইতেছেন শ্রীবৃন্দাবনের রাজা—তাঁহারই সেবা শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

রঘুনাথ—শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস-গোস্বামী। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন। ইঁহার কঠোর বৈরাগ্যের তুলনা নাই। ইঁহার পিতার নাম শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার। গোবর্দ্ধন সপ্তগ্রামে ১২ লক্ষ মুদ্রা আয়ের জমিদার ছিলেন—জাতিতে কায়স্থ। বাল্যকাল হইতেই রঘুনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্যের সূচনা দেখিয়া পিতামাতা এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও রূপবতী ভার্য্যা রঘুনাথের ভাল লাগিল না ; তিনি

বারবার গৃহ হইতে পলাইয়া যান ও তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। অবশেষে তাঁহার মাতা বলিলেন, "ছেলে পাগল হইয়াছে, বাঁধিয়া রাখ" ; তাহাতে পিতা উত্তর করিলেন ঃ—

ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য-ভোগ, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন ॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে।
চৈতন্য-প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

রঘুনাথ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে শ্রীনীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-তলে উপস্থিত হইলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর রঘুনাথ নীলাচলে ১৬ বৎসর যাবৎ শ্রীস্বরূপের সেবা করিয়া মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে ৪১ বৎসর অবস্থান করেন। ১৫০৮ শকে শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে তাঁহার তীরোভাব হয়। শ্রীকুণ্ডের ঈশানকোণে অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বিরাজমান রহিয়াছেন ও নিত্য পূজিত হইতেছেন।

তাঁহার রচিত "স্তবাবলী" ও "মুক্তাচরিত্র" বৈষ্ণবগণের বড় আদরের ধন।

শ্রীরঘুনাথের প্রগাঢ় অনুরাগে প্রীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, যথা ঃ—

প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীরঘুনাথ শূদ্রকুলোৎপন্ন হইয়াও, অসাধারণ ভজন-প্রভাবে, মহামান্য "গোস্বামী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণে "দাস-গোস্বামী" বলিয়া পরিচিত। তাঁহার কঠোর ভজন ও বৈরাগ্য বাস্তবিকই অতুলনীয়। তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সংক্ষেপে যাহা বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া পবিত্র হউন ঃ—

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।।
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর যায় স্মরণ-কীর্ত্তনে।
আহার নিদ্রা চারি দণ্ড সেহো নহে কোন দিনে।।
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।।
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন।।
প্রাণ-রক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদ-বচন।।

শ্রীপাদ দাস-গোস্বামী অতি বৃদ্ধ বয়সেও যেরূপ কঠোর নিয়মে ভজন করিতেন, তাহা কদাচ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।

ভট্ট-যুগ = দুই জন ভট্ট-গোস্বামী ঃ (১) শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট-গোস্বামী ও (২) শ্রীপাদ রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী।

(১) শ্রীগোপাল ভট্ট-গোস্বামী = ইনি ছয় গোস্বামীর অন্যতম। দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গনাথ ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ভট্টমারী গ্রামে ১৪২৫ শকে বেঙ্কট ভট্টের ঔরসে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে বেঙ্কটের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-সময়ে সমগ্র চারি মাস অবস্থান করেন এবং তৎকালেই শ্রীগোপাল ভট্টকে কৃপা করেন, যথা ঃ—

তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে প্রভু গৌররায়।
ভট্ট-গৃহে চারি মাস আনন্দে গোঙায়।।

শ্রীভক্তিরত্নাকর।

পরন্তু শ্রীভট্ট-গোস্বামীর জীবন-চরিত বিশেষরূপে জানিবার কোন উপায় নাই, যেহেতু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক জানা যাইত বটে, কিন্তু শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু উক্ত গ্রন্থ-রচনা-কালে যখন তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিতে যান, তখন তিনি অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ লিখিতে নিষেধ করিলেন, যথা ঃ—

শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল।
গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল।।

শ্রীভক্তিরত্নাকর।

ভট্ট-গৃহে অবস্থান-কালে মহাপ্রভু গোপালকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন ও শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গ লাভ করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি যথাকালে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। ইনি ইঁহার খুল্লতাত শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। মহাপ্রভু গোপালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং কৃপা করিয়া নীলাচল হইতে নিজ ডোর, কৌপীন ও আসন তাঁহার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করেন। তাঁহার রচিত "শ্রীহরিভক্তিবিলাস" বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহাপ্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ। বৈষ্ণবগণ সযত্নে এই গ্রন্থোক্ত আচার সমূহ প্রতিপালন ও মান্য করিয়া থাকেন। ইঁহার রচিত "সৎ-ক্রিয়াসার-দীপিকা" গ্রন্থে অনন্য-শরণ গৃহী বৈষ্ণবগণের বিবাহ, গর্ভাধান, অন্নপ্রাশনাদি দশবিধ সংস্কারের বিধান লিপিবদ্ধ আছে। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু ইঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান সাত দেবালয়ের অন্তর্গত শ্রীরাধা-রমণ বিগ্রহ, শ্রীগোপাল ভট্ট-গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত শ্রীশালগ্রাম শিলা হইতে, তদীয় অসাধারণ-ভক্তি-প্রভাবে, প্রকটিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পদ ও গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনরহরি দাস বলিতেছেন ঃ—

গোসাঞির বৈরাগ্য যত, তাহা বা কহিব কত,
যাঁর প্রেমাধীন জানাইতে।
শ্রীরাধারমণ-লীলা, আপনে প্রকট হৈলা,
শ্রীশালগ্রাম-শিলা হইতে ॥

১৫০৭ শকে শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীভট্ট-গোস্বামী তদীয় প্রিয় শিষ্য শ্রীগোপীনাথ গোস্বামীর উপর শ্রীরাধারমণের সেবা-ভার অর্পণ করিয়া নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। গোপীনাথ অপ্রকট হইলে, তদীয় ভ্রাতা শ্রীদামোদর গোস্বামী সেবা-ভার প্রাপ্ত হন। তদবধি এই দামোদরেরই বংশধরগণ শ্রীরাধা-রমণের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

(২) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী = ইনি ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন। ইঁহার পিতার নাম তপন মিশ্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান-কালে ইঁহাকে কৃপা করেন ও শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে আদেশ দেন। ইনি প্রত্যহ নিয়মপূর্ব্বক লক্ষ হরিনাম ও সহস্র বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ করিতেন। ১৪৮৫ শকে আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতে ৫৮ বৎসর বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে ইঁহার তিরোভাব হয়।

ভুগর্ভ = শ্রীপাদ ভুগর্ভ গোস্বামী। ইঁহার বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ইনি শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সহিত, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের জন্য, শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। ইনি শ্রীলোকনাথের অভিনহৃদয় ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ অনুরাগের সহিত ভজন-সাধন করিয়া ইনি শ্রীবৃন্দাবনে অন্তর্হিত হন।

শ্রীজীব=শ্রীপাদ জীব গোস্বামী। ইনি ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ইনি শ্রীরূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভের পুত্র। শ্রীজীব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের মুকুটমণি—অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থ বৈষ্ণবধর্ম্ম-ভাণ্ডারের সমুজ্জ্বল রত্ন-স্বরূপ। "ষট্-সন্দর্ভ", "হরি-নামামৃত-ব্যাকরণ", "গোপাল-চম্পু", "সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম", "মাধব-মহোৎসব" প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি ইঁহারই রচিত। তদ্ভিন্ন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইনি ইঁহার খুল্লতাত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিতই একত্র শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। ইনি শ্রীরূপের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান সাত দেবালয়ের মধ্যে শ্রীরাধাদামোদরের সেবা শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনেই অপ্রকট হন এবং এই দামোদরের ঘেরাতেই তাঁহার সমাধি অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন। উহা দর্শন, বন্দনা ও পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইয়া থাকেন। এই শ্রীজীব প্রভু কর্ত্তৃকই গোস্বামী-গ্রন্থসমূহ গৌড়দেশে প্রেরিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছেন।

লোকনাথ=শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী। ইঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম সীতা দেবী; জন্মস্থান—যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়ি গ্রাম। ইনি মহাপ্রভুর পরম-প্রিয় পার্ষদ ও সমবয়স্ক ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করেন ও পরমানুরাগে ভজন-সাধন করিতে থাকেন। পরে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের জন্য, শ্রীপাদ ভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন ও তথায় অতি কঠোর-ভাবে ভজন সাধন করিতে থাকেন। তিনি কাহাকেও শিষ্য করিবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের অলৌকিক ভক্তি-প্রভাবের নিকট তাঁহার প্রতিজ্ঞা পরাজিত হইয়াছিল। তিনি নরোত্তমের

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যে রচিল চৈতন্য-চরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিলে গলয়ে শিলা
না ডুবিল তাহে মোর চিত ॥ ৩ ॥

ভক্তি ও সেবায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইলেন। নিখিল-বৈষ্ণব-মুকুটমণি শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় যাঁহার শিষ্য, সেই লোকনাথের মহিমার কথা আর কি বলিব ?

শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান সাত দেবালয়ের মধ্যে শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহ শ্রীপাদ লোকনাথেরই প্রতিষ্ঠিত। তথায় অদ্যাবধি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছেন; উহা দর্শন, বন্দনা ও পরিক্রমা করিয়া সকলে ধন্য হইতেছেন। তিনি ১৫১০ শকে শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে অন্তর্হিত হন।

৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ=শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। বৈষ্ণবের জীবন-সর্বস্ব "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের যিনি রচয়িতা, তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে? ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। বর্দ্ধমান জেলাস্থ কাটোয়ার ৩ মাইল উত্তরে ঝামটপুর গ্রামে ১৪১৮ শকে বৈদ্যকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার দীক্ষাগুরু ও শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী শিক্ষাগুরু ছিলেন। ছয় বৎসর বয়স-কালে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায়, তিনি ও তদীয় ভ্রাতা শ্যামদাস পিতৃস্বসার গৃহে প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল হইতেই ইহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তিনি ভ্রাতার হস্তে বিষয়-ভার অর্পণ করিয়া হরিনামে উন্মত্ত হইলেন, এবং এক দিবস শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর স্বপ্নাদেশে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" নামক ভক্তিশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকাব্য ইঁহারই রচিত। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ ইনি তৎপরে রচনা করেন; ১৫০৩ শকে (১৩১৫ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ শেষ হয়। অতি বৃদ্ধাবস্থায় তিনি এই গ্রন্থ

তাঁহার ভঙ্গের সঙ্গ তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ
তাঁর সঙ্গে নৈল কেন বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥ ৪ ॥

(৩)

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহে অতি রসময় সকরুণ-হৃদয়
অবধান কর নাথ! মোরে ॥ ১ ॥

প্রণয়ন করেন; গ্রন্থ শেষ হইবার পর বৎসরেই অর্থাৎ ১৫০৪ শকে আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতে তিনি নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট হন। ব্রজধামে শ্রীরাধাকুণ্ডে অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছেন।

রসিক ভকত-মাঝ = ভক্তের মধ্যে যিনি পরম রসিক; অত্যন্ত রসিক ভক্ত।

চৈতন্য-চরিত = "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ।

কৃষ্ণদাস……চিত = শ্রীপাদ ঠাকুরমহাশয় বড় আপেক্ষ করিয়া বলিতেছেন যে, রসিক-ভক্ত-শিরোমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপাদ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোবিন্দ-লীলা একত্র বর্ণনা করিয়া, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" নামে অদ্ভুত গ্রন্থ রচনা করিলেন; এই অপূর্ব্ব মধুর গ্রন্থ শ্রবণ করিলে পাষাণ পর্য্যন্তও দ্রবীভূত হইয়া যায়; কিন্তু হায় হায়! আমার চিত্ত যে পাষাণ অপেক্ষাও সুকঠিন, যেহেতু এতাদৃশ মধুর কাহিনী শ্রবণ করিয়াও আমার হৃদয় গলিল না, এরূপ অমৃতরসে আমার শুষ্ক চিত্ত প্লাবিত হইল না!!!

এরূপ ভাবে আক্ষেপ করিতে পারা কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের এই আক্ষেপোক্তি লোক-শিক্ষার পরম সহায়।

জনম গোঙানু বৃথা = কৃষ্ণ ভজনসাধন না করিয়া বিফলে জন্ম কাটাইলাম।

(৩)

১। সকরুণ-হৃদয় = পরম দয়ালু। অবধান কর = শোন।

হে কৃষ্ণ গোকুল-চন্দ্র হে গোপী-প্রাণবল্লভ
হে কৃষ্ণপ্রিয়া-শিরোমণি।
হেম-গৌরী শ্যাম-গায় শ্রবণে পরশ পায়
গুণে শুনি জুড়ায় পরাণী ॥ ২ ॥
অধম দুর্গতি-জনে কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনু সুখে
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ॥ ৩ ॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি নরোত্তম ভূমে পড়ি
কহে দোঁহে পুরাও মন-সাধে॥ ৪ ॥

অবধান ······ মোরে = হে প্রভো! দয়া করিয়া একবার আমার কথায় কর্ণপাত কর।

২। কৃষ্ণপ্রিয়া-শিরোমণি = শ্রীরাধিকা।

হেম-গৌরী ···· পরাণী = স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ-কান্তি-বিশিষ্টা শ্রীরাধিকার এবং শ্যামবর্ণ-শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা যদি কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাঁহাদের গুণাবলীর এই অপূর্ব কাহিণী শুনিয়া প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

৩। অধম ·······সুখে = হে শ্রীরাধে! হে শ্রীকৃষ্ণ! ত্রিজগতে তোমাদের এই সুখ্যাতির প্রচার আছে যে, অতি অধম পতিত মহাপাপী ব্যক্তি, যাহার আর কোনও গতি নাই, তাদৃশ ব্যক্তির প্রতিও তোমাদের হৃদয়ে করুণা বিদ্যমান রহিয়াছে; এই কথা সাধুর মুখে শুনিয়া আমি নির্ভয়ে তোমাদের শরণাগত হইলাম, তোমরা আমায় রক্ষা কর।

উপেক্ষিলে = উপেক্ষা করিলে; পায়ে ঠেলিলে।

(৪)

হরি হরি! হেন দিন হইবে আমার।
দোঁহ-অঙ্গ নিরখিব দোঁহ-অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার ॥ ১ ॥
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল ভরি
যোগাইব বদন-কমলে ॥ ২ ॥
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন
তুয়া বিনে অন্য নাহি ভায় ॥ ৩ ॥

৪। অঞ্জলি = যোড়হস্ত। পূরাও = পূর্ণ কর।
মন-সাধে = তোমাদের শ্রীপাদপদ্মসেবা-লাভ-রূপ মনের বাসনাকে।

(৪)

১। দোঁহ অঙ্গ = শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দুই জনের শ্রীঅঙ্গ।
নিরখিব = দেখিব। পরশিব = স্পর্শ করিব, ছুঁইব।
২। কনক-সম্পুট = সোনার কৌটা। তাম্বূল = পান।
৩। জীবন-উপায় = বাঁচিয়া থাকিবার উপায়-স্বরূপ।
জয় পতিত-পাবন = হে পতিত-পাবন শ্রীগুরুদেব! তোমার জয় হউক।
এই ধন = শ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ।
তুয়া...... ভায় = হে শ্রীগুরুদেব! তুমি ব্যতীত আমার হৃদয়ে আর কিছুই দীপ্তি পাইতেছে না অর্থাৎ আমার হৃদয়ে জাজ্বল্যরূপে কেবল ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, একমাত্র তুমিই সেই রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ দিতে সমর্থ।

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন ।
হাহা প্রভু ! কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥ ৪ ॥

(৫)

হরি হরি ! বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্য-জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥ ১ ॥
গোলোকের প্রাণধন হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন
রতি না জন্মিল কেন তায় ।
সংসার-বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥ ২ ॥

৪। লোকনাথ = শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু। ইঁহার কাহিনী ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইনিই হইতেছেন শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের গুরুদেব এবং ইঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই তিনি বলিতেছেন "জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন", যেহেতু শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ-সেবা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

(৫)

১। গোঙাইনু = অতিবাহিত করিলাম, কাটাইলাম।

মনুষ্য ·····খাইনু = 'বিষ ভক্ষণ করিলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে' ইহা জানিয়া শুনিয়াও লোকে যেমন বিষ খাইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে, আমিও তদ্রূপ ভজন-সাধনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্ম ভজন না করিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ-ভক্ষণের ন্যায়ই পুনঃপুনঃ সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মরিলাম।

২। গোলোকের প্রাণধন = শ্রীগোলোক-ধামের পরমাদরের বস্তু।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই শচী-সুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ ৩ ॥
হাহা প্রভু নন্দ-সুত বৃষভানুসুতা-যুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥ ৪ ॥

(৬)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হঞা প্রেমাধীন ॥ ১ ॥
সুযন্ত্রে মিশা'য়ে গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দোঁহার রূপ-গুন গান ॥ ২ ॥

৩। ব্রজেন্দ্র-নন্দন = শ্রীকৃষ্ণ। শচী-সুত = শ্রীগৌরাঙ্গ।
৪। নন্দ-সুত = শ্রীকৃষ্ণ। করুণা = দয়া।
বৃষভানুসুতা-যুত = বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকা সহ।

(৬)

১। হঞা প্রেমাধীন = প্রেমের সহিত।
২। সুযন্ত্রে ·····গান = উৎকৃষ্ট বাদ্য-যন্ত্রের সহিত সুমিষ্ট রাগ রাগিনী ও সুর তাল মান মিলিত করিয়া পরমানন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য ও গুণ-গরিমা কীর্ত্তন করিব।

রাধিকা-গোবিন্দ বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥ ৩ ॥

এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব জীবন ॥ ৪ ॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা ॥ ৫ ॥
সবে মিলি কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥ ৬ ॥

(৭)

তুয়া প্রিয় ! পদ-সেবা এই ধন মোরে দিবা
তুমি প্রভু ! করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণে পরম রস
কীর কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি ॥ ১ ॥
প্রাণেশ্বর ! নিবেদন চরণ-কমলে।
গোবিন্দ গোকুল-চন্দ্র পরম-আনন্দ-কন্দ
গোপীকুল-প্রিয় ! দেখ মোরে ॥ ২ ॥

---

(৭)

১। তুয়া……দিবা = হে প্রিয় ! হে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার শ্রীপাদপদ্মসেবা-রূপ অমূল্য ধন আমাকে প্রদান কর। পরম……সিদ্ধি— তোমার পরম মঙ্গলময় যশঃকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে পরমানন্দময় প্রেমরস লাভ হইয়া থাকে, এবং সেই যশঃকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কোন্ কার্য্য না সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে—দেবদুর্ল্লভ প্রেমরত্ন পর্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে।

২। পরম-আনন্দ-কন্দ = পরমানন্দের মূল-স্বরূপ।
প্রাণেশ্বর = প্রাণনাথ। গোপীকুল-প্রিয় = শ্রীকৃষ্ণ।
দেখ মোরে = আমার প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত কর।

দারুণ সংসার-গতি বিষয়েতে লুব্ধ মতি
তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে।
জর জর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুখে ॥ ৩ ॥
মো বড় অধম জনে কর কৃপা-নিরীক্ষণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রভু মোর গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে ॥ ৪ ॥

(৮)

গোবিন্দ গোপীনাথ !
কৃপা করি রাখ নিজ-পদে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে ল'য়ে ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥ ১ ॥

৩। দারুণ····· দুখে=এই সংসারের রীতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ; ইহা মনকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভুলাইয়া অনুক্ষণ বিষয়ের লালসায় অভিভূত করিয়া রাখে : তন্নিমিত্ত আমি তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, এবং তোমার বিস্মৃতি-রূপ শেল অর্থাৎ তোমাকে যে ভুলিয়া রহিয়াছি সেই শেল আমার বুকে বিদ্ধ হইতেছে ; তাহাতে আমার দেহ ও মন জর জর হইয়া সর্ব্বদাই প্রাণহীন বা জড়ের ন্যায় আনন্দ-বিহীন হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং আমি বাঁচিয়া থাকিয়াও এই মনোদুঃখে মৃতবৎ হইয়াই রহিয়াছি।

(৮)

১। কাম ·····জনে=কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপুতে। ভুঞ্জায়=ভোগ করায়।

হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ এই আশে কপট-বৈষ্ণব-বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥ ২ ॥

অনেক দুঃখের পরে ল'য়েছিল ব্রজপুরে
কৃপা-ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব-মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভব-কূপে দিলেক ডারিয়া ॥ ৩ ॥

পুনঃ যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিবে ভাল নতুবা পরাণ গেল
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥ ৪ ॥

২। মায়া=শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষ, যাহা জীবকে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম ভুলাইয়া সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

মায়ার দাস=মায়ার চাকর ; মায়ার বশীভূত।

কপট=ভণ্ড। ভ্রমিয়া=ঘুরিয়া।

৩। ব্রজপুরে=শ্রীব্রজধামে। কৃপা-ডোর=কৃপারূপ রজ্জু। দৈব-মায়া= শ্রীভগবানের মায়া যাহা দৈবী অর্থাৎ অলৌকিকী, যাহা জীবগণকে নিত্যধন শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম ভুলাইয়া অনিত্য-সংসার-মোহে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলেন, আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী (অলৌকিকী)

(৯)

মোর প্রভু মদনগোপাল !

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ তুমি অনাথের নাথ
দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসার-সাগর-ঘোরে পড়িয়াছি কারাগারে
কৃপা ডোরে বান্ধি লহ মোরে ॥ ১ ॥
অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে ফেল ল'য়ে বৃন্দাবনে
বংশীবট যেন দেখি সুখে ॥ ২ ॥
কৃপা কর আগুগুরি লহ মোরে কেশে ধরি
শ্রীযমুনা দেহ পদ-ছায়া ॥
অনেক দিনের আশ নহে যেন নৈরাশ
দয়া কর না করিহ মায়া ॥ ৩ ॥

মায়া কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ; তবে যাহারা একান্ত-চিত্তে আমার শরণাগত হয়, তাহারাই কেবল এই মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে।

বলাৎকারে = জোর করিয়া। খসাইয়া = ছিঁড়িয়া।

ভব-কূপে = সংসার-রূপ কূয়া অর্থাৎ গর্ত্তের মধ্যে।

ডারিয়া = ফেলিয়া ; ৪। কেশে = চুলে।

(৯)

১। অনাথের = অতি দীনহীনের ; যাহার কেহ নাই তাহার।

নাথ = স্বামী। কারাগারে = কয়েদখানায়, জেলখানায়।

২। বংশীবট = শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা-তীরবর্ত্তী বংশীবট নামক সুপ্রসিদ্ধ লীলাস্থল।

৩। আগুগুরি = গুড়ি মারিয়া অর্থাৎ চুপে চুপে অগ্রসর হইয়া ; ইহার

অনিত্য শরীর ধরি　　　　আপন আপন করি
　　পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাসের মনে　　　　প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে
　　পাছে ব্রজ-প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ ৪ ॥

(১০)

ধন মোর নিত্যানন্দ　　　　পতি মোর গৌরচন্দ্র
　　প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল　　　　গদাধর মোর কুল
　　নরহরি বিলাসই মোর ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, আমার ন্যায় এতাদৃশ অধম পতিত মহা অপরাধীকে তুমি শাস্তি না দিয়া দয়া করিতেছ, ইহা অন্যে জানিতে পারিলে, পাছে তোমার দুর্নাম হয়, সেই জন্য চুপে চুপে অগ্রসর হইয়া।　　　　নৈরাশ = হতাশ।

দয়া ······ মায়া = আমাকে দয়া কর, পরন্তু আমাকে কেশে ধরিয়া লইয়া যাইতে কোনরূপ মায়া করিও না অর্থাৎ ব্যথা অনুভব করিও না ; জীবের প্রতি তোমার স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ এরূপ কার্য্যে তুমি স্বতঃই ব্যথা অনুভব করিবে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা করিও না।

৪। অনিত্য·········ভয় = এই নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কেবল "এ আমার, ও আমার" করিয়াই মিছা মায়ায় মত্ত হইয়া রহিয়াছি, আমার পশ্চাতে যে মৃত্যু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহাও একবার ভাবিতেছি না ; তাহা হইলেও সেই শমন-ভয়ে ভীত হইয়া "হা গোবিন্দ ! হা গোপীনাথ !" বলিয়া তোমায় ডাকিতাম, এবং তাহা ডাকিতেছে না বলিয়াই, নরোত্তম দাস আমি—আমার মনে এই ভয় হইতেছে ও রাত্রিদিন এই ভাবিয়া প্রাণ কাঁদিতেছে, পাছে শ্রীব্রজধাম-লাভ আমার ভাগ্যে না ঘটে, যেহেতু তোমাকে না ডাকিলে যে ব্রজ-লাভ কোনও প্রকারে হইতে পারে না।

(১০)

প্রার্থনার এই পদটী দ্বারা শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-গোবিন্দ এবং তাঁহাদের ভক্তগণ ও তাঁহাদের শাস্ত্রই হইতেছেন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব, তিনি ইহা বই আর কিছুই জানেন না। সুতরাং প্রকারান্তরে তিনি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছেন যে, সকল ভক্তেরই এইরূপ ভাব হওয়া একান্ত আবশ্যক। শ্রীঠাকুর-মহাশয় বলিতেছেন ঃ—

১। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইতেছেন আমার ধন বা অর্থ-স্বরূপ। লোকে যেমন ধন অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দ-চরণ আশ্রয় করিয়া আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম-সেবাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইব। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন ঃ—

ভজ ভজ ভাই ! হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র ॥

অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তাহা যেমন পরম যত্নে পরমাদরে রাখিতে হয়, নতুবা তাহা নষ্টই হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রসাদে পতিরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা-অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, পরম যত্নে পরমাদরে তাঁহার সেবা করিতে হয়, একান্ত-চিত্তে পরম নিষ্ঠার সহিত তাঁহার ভজন করিতে হয়।

এইরূপে নিত্যানন্দ-প্রভুকে ধন-স্বরূপ বলিয়া অনন্তর শ্রীঠাকুর-মহাশয় বলিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন আমার পতি অর্থাৎ স্বামী বা প্রভু, আর যুগল-কিশোর অর্থাৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দ হইতেছেন আমার প্রাণ। যদি কাহারও দেহে প্রাণ না থাকে, তবে তাহার ভাগ্যে পতি-সেবা হয় না—প্রাণহীন অর্থাৎ মৃত দেহে কি প্রকারে সেবা করিতে পারিবে ? সুতরাং পতির সেবা করিতে হইলে দেহে যেমন প্রাণরক্ষার প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ পতিরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন করিতে হইলে তৎসহ প্রাণ-স্বরূপ শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনও রক্ষা করিতে হয় অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ

বৈষ্ণবের পদ-ধূলি তাহে মোর স্নান-কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস-আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ ॥ ২ ॥

ও শ্রীরাধাগোবিন্দ ভজন যুগপৎ বা এক সঙ্গেই করিতে হয়, নতুবা ভজন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না, সার্থক হয় না। আবার দেখুন, দেহে প্রাণ থাকিলেও যদি পতির সেবা না করা যায়, তবে যেমন সেই প্রাণের সার্থকতা উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ প্রাণ-স্বরূপ শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন করিয়াও, যদি পতিরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন না করা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ ভজন দ্বারা শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা লাভ-বিষয়ে সফলতার আশা করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোবিন্দ-ভজন এক সঙ্গেই করিতে হইবে—একটী ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অন্যটী করা চলে না।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হইতেছেন আমার বল অর্থাৎ শক্তি। তিনি কত আরাধনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে আনয়ন করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার কৃপা না হইলে, কেহই গৌর-ভজনে অধিকার লাভ করিতে পারে না। অতএব আমি তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি,—তাঁহার কৃপা-বলে বলীয়ান হইয়াই আমি শ্রীগৌর-পাদপদ্ম ভজন করিব।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী হইতেছেন আমার কুল-স্বরূপ। কুল না থাকিলে অর্থাৎ কুলের বাহির হইয়া গেলে, নারীর আর পতি-সেবায় অধিকার থাকে না ; সুতরাং পতি-সেবার প্রধান অবলম্বন হইতেছে কুল। শ্রীগদাধর হইতেছেন হ্লাদিনী শক্তি-রূপিণী শ্রীরাধিকা ; তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ও পরম প্রিয়—এত প্রিয় যে তিনি পত্নীর ন্যায় শ্রীগৌরের বাম পার্শ্বে বিরাজিত থাকেন। অতএব আমার কুল-স্বরূপ শ্রীগদাধরকে অবলম্বন করিয়া পতিরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন করিব, তাহা হইলে কুলের আশ্রয়ে অবস্থান বশতঃ পতি-সেবায় কেহ আমার কোনও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর হইতেছেন আমার শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন-বিষয়ে বিলাস অর্থাৎ খেলা-ধূলা ও সুখ-স্বরূপ। তিনি ছিলেন গৌর-প্রেমময়—গৌরকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার যত কিছু বিলাস, গৌরের সহিতই তাঁহার যত কিছু খেলা, তিনি যে গৌর বই আর কিছুই জানিতেন না, তাঁহার ছিল—

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হারা॥

অতএব আমি শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন-বিলাসে একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিব; তাঁহার শ্রীচরণ কৃপায় আমার যত কিছু কার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধ লইয়াই হইবে, আমি তখন গৌর বই আর কিছুই জানিব না, আমার তখন আর সুখের অবধি থাকিবে না।

২। বিচার ······ পুরাণ=মনে বিচার করিয়া দেখিলে এই মীমাংসা স্থিরীকৃত হইবে যে, ভক্তিরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে হইলে, শ্রীমদ্ভাগবতই হইতেছেন পরম অবলম্বন, পরম উপায়-স্বরূপ। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেই বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ১॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণ-পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥ ২॥
নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ৩॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা তাহে মোর মন ঘেরা
কহে দীন নরোত্তম দাস ।। ৩ ।।

অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন সর্ব্ব বেদান্তের সার ; যে ব্যক্তি ইহার রসামৃতে পরিতৃপ্ত, তাঁহার আর কদাচ অন্যত্র রতি হয় না ।। ১ ।।

এই নির্ম্মল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয় ; ইহাতে পরমহংস-দিগের প্রাপ্য একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যাদিজ্ঞাপক সুবিমল জ্ঞান বিস্তৃত আছে, এবং ইহাতে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি ও তৎসহ নিখিল কর্ম্মের নিবৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ; অতএব ইহা ভক্তির সহিত শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলে, মনুষ্য ভব-বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুলোক অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম লাভ করিয়া থাকেন ।। ২ ।।

এই ভাগবত-শাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থ-প্রদায়ক বেদরূপ কল্প-বৃক্ষের ফল ; এই ফল শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে ; অতএব হে রসজ্ঞগণ ! হে রসবিশেষ-ভাবনা-চতুরগণ ! অমৃতদ্রব-সংযুক্ত রসময় এই ফল মুহুর্মুহুঃ আস্বাদন করুন অর্থাৎ সর্ব্বদা এই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রবণ ও আলোচনা করুন ।। ৩ ।।

৩। উচ্ছিষ্ট = এঁটো ; বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট = বৈষ্ণবের অধরামৃত ; শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হইতেছে প্রসাদ বা মহাপ্রসাদ ; আর সেই মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবে ভোজন করিলে, তাহাই হইল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তখন তাহার নাম হইল মহামহা-প্রসাদ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন :—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত-শেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান ।।

ভক্ত-শেষ অর্থাৎ ভক্তের উচ্ছিষ্ট, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। মহাজনগণ সমস্বরে বলিতেছেন ঃ—

বৈষ্ণবের হঙ মুঞি নাচের কুকুর।
এঁটো দিয়ে তরাইবেন বৈষ্ণব ঠাকুর ॥

নিষ্ঠ = একান্ত অনুরক্ত ; পরম শ্রদ্ধাবান্।

২-৩। বৈষ্ণবের পদধূলি…………………………উল্লাস = এতদ্দ্বারা শ্রীঠাকুর-মহাশয় কি অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন ! শ্রীবৈষ্ণবে এইরূপ প্রীতি না হইলে, কদাচ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি লাভ হয় না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃপুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥

পাষণ্ড-দলনে পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ বলিতেছেন ঃ—

ভক্ত-পদ-রজ আর ভক্ত-পদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ তিন মহাবল ॥

আদিপুরাণে উক্ত হইয়াছে ঃ—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় ! মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে-সর্ব্ব-দেবমিদং জগৎ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন ! একমাত্র বৈষ্ণবগণের ভজনা কর, অন্য কোনও দেবতার ভজন করিও না, ভজন করিবার কোন প্রয়োজনও নাই, যেহেতু একমাত্র বৈষ্ণবগণই সর্ব্ব দেবতাকে পবিত্র করেন, সমগ্র জগৎ পবিত্র করেন।

শ্রীদ্বারকামাহাত্ম্যে বলিতেছেন ঃ—

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ! ॥

(১১)

নিতাই-পদ-কমল কোটি-চন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥ ১ ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ॥ ২ ॥
অহঙ্কারে মত্ত হঞা নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ভজ নিতাইর চরণ দু'খানি ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ হে বলি মহারাজ! যাঁহারা এই কলিকালে প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া বৈষ্ণবের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা পরম ভাগবত—তাঁহারা কৃষ্ণেরই তুল্য।

চবুতারা = চৌতারা, রাসনৃত্যের রঙ্গভূমি।

(১১)

১। নিতাই-পদ-কমল = শ্রীনিতাই-পাদপদ্ম।

কোটিচন্দ্র-সুশীতল = কোটী কোটী চন্দ্র অপেক্ষাও সুস্নিগ্ধ। যে ছায়ায় = যাহার আশ্রয়ে।

২। সে সম্বন্ধ নাহি যার = যে জন শ্রীনিতাই-পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তৎসহ সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই।

৩। পাসরিয়া = বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া।

নিতাই-চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥ ৪ ॥

(১২)

ওরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে ডুবি গৃহ-বিষকূপে
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥ ১ ॥
তাপ-ত্রয়-বিষানলে অহর্নিশি হিয়া জ্বলে
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপু-বশ ইন্দ্রিয় হৈল গোরা-পদ পাসরিল
বিমুখ হইল হেন ধন ॥ ২ ॥

অসত্যেরে = সংসার-রূপ অনিত্য ও মিথ্যা বস্তুকে।

অহঙ্কারে····· মানি = হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি 'ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্রাদি, বিষয়-আশয় যাহা কিছু এ সমস্তই আমার এবং আমিই সব করিতেছি' এইরূপ 'আমি আমার' বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া, নিত্যধন শ্রীনিতাই-পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া, সংসার-রূপ অনিত্য বস্তুকে নিত্য জ্ঞান করিতেছি ও তন্নিমিত্ত তাহাতে আবদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছি।

(১২)

১। পাঁচ পরাণ = পঞ্চ প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ুর নাম পঞ্চ প্রাণ।

২। তাপত্রয় = ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ। রোগাদি-জনিত-শারীরিক ক্লেশ এবং হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদি

হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয়
কায়-মনে লও রে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হৈল পতিত-পাবন ॥ ৩ ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে বান্ধহ হৃদয় মাঝে
কি করিবে সংসার-শমন।
নরোত্তম দাস কয় গোরা-সম কেহ নয়
না ভজিতে দেন প্রেম-ধন ॥ ৪ ॥

কুবৃত্তি-জনিত, তথা অর্থনাশ, স্বজন-বিরহাদি শোক-জনিত মানসিক ক্লেশ—এই সমস্ত ক্লেশের নাম আধ্যাত্মিক তাপ। পশু-পক্ষ্যাদি ইতর জীবজন্তু ক্লেশের নাম আধিভৌতিক তাপ। শীত-গ্রীষ্মাদি দৈব-জনিত ক্লেশের নাম আধিদৈবিক তাপ।

অচেতন = অবশ, মূর্চ্ছাভাবাপন্ন। রিপু = কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপু।

ইন্দ্রিয় = জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টী, যথা :—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্; কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫টী, যথা :—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ; অন্তরেন্দ্রিয় ৪টী, যথা :—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। সর্ব্ব-সমেত এই ১৪শ ইন্দ্রিয়। কেহ কেহ কেবল মনকে অন্তরেন্দ্রিয় ধরিয়া সর্ব্ব-সমেত ১১শ ইন্দ্রিয়ও বলিয়া থাকেন। রিপু······হৈল = আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ রিপুর বশীভূত হইল অর্থাৎ আমার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশে ফিরিতে লাগিল, যথা চক্ষুকে কৃষ্ণ দর্শন করিতে বলিলে, সে তাহা না করিয়া কাম রিপুর বশে নারী দর্শন করে ইত্যাদি সবই এইরূপ। বিমুখ = পরাঙ্মুখ; প্রতিকূল। বিমুখ ধন = শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম-রূপ এহেন অমূল্য ধনে বঞ্চিত হইলাম।

৩। পামর = অতি নীচ; পাষণ্ড। দুর্ম্মতি = পাপমতি; মহাপাপী।

৪। গোরা···শমন নটরাজ যেমন তাঁহার রঙ্গভূমিস্থ আশ্রিত সকলকে রক্ষা

(১৩)।

গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥ ১ ॥

করেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গরূপ নটরাজকে দৃঢ়রূপে হৃদয় মধ্যে বন্ধন করিয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিলে, তিনি সেই আশ্রিতগণকে সংসার-রূপ যমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করেন অর্থাৎ আর তাঁহাদিগকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যমালয়ে যাইতে হয় না, তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

(১৩)

১। গৌরাঙ্গের দুটী…সার=শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মকে যিনি যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া জানেন, তিনিই ভক্তিরসের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছেন—ভক্তিরস যে কি মধুর, কি অপূর্ব্ব পরম পদার্থ, তাহা তিনিই সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছেন।

গৌরাঙ্গের মধুর…তার=শ্রীনবদ্বীপে, শ্রীনীলাচলে, কাশীতে, দাক্ষিণাত্যে-ভ্রমণে, শ্রীব্রজধামে ও অন্যান্য স্থানে নামসংকীর্ত্তন-প্রচার, প্রেম-বিতরণ, ভক্তগণ সহ রসাস্বাদন, পাষণ্ডী তার্কিক ও মহাপাতকিগণের উদ্ধার-সাধন, নিজ-স্বরূপ-প্রদর্শন, কর্ম্মী জ্ঞানী ও গর্ব্বোদ্ধত পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ও কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দর্প চূর্ণ করতঃ অশেষ প্রকারে ভক্তিধর্ম্ম-সংস্থাপন—ইত্যাদি নানারূপে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু যে সমস্ত অমানুষিক অমৃতময় লীলা-বিলাস করিয়াছেন, সেই সুমধুর লীলাকথা যিনি একবারমাত্রও শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বাসনা-পরিশূন্য বিশুদ্ধ ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া পরম নির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকথা শ্রবণ করিলে চিত্ত সর্ব্বোতোভাবে বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥ ২ ॥

২। যে গৌরাঙ্গের প্রেমোদয়=যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নাম গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীগৌরচন্দ্রই এই কৃষ্ণপ্রেম জগতে বিতরণ করিয়াছেন, সুতরাং গৌর-নাম হইলে স্বতঃই কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগিয়া উঠে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলামাধুরীতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, গৌর-নাম লইলে সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

এখানে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমরা ত শ্রীগৌরাঙ্গের নাম কতই লইতেছি, কিন্তু কই প্রেমের উদয় ত হয় না। ইহার মীমাংসা এই যে, নিরপরাধে নাম না লইলে নামের প্রকৃত ও মুখ্য ফল যে প্রেম, তাহা লাভ করা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

এক কৃষ্ণনামের ফল পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তথাপি না হয় প্রেম না বহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কৃষ্ণ-নাম ও গৌর-নাম অভিন্ন জানিতে হইবে। অপরাধ বাঁচাইয়া ভজন-সাধন ও নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই স্বতঃই প্রেমোদয় হইয়া থাকে। পরন্তু একান্তভাবে শ্রীগৌর-নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, ঐ নামই সর্ব্বাপরাধ ভঞ্জন করিয়া প্রেম প্রদান করিয়া থাকেন।

গৌরাঙ্গ-গুণেতে স্ফুরে=শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ যে জীবের দুর্গতি-দর্শনে কাতর

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
যে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥ ৩ ॥

হইয়া, অসীম করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া, দেবদুর্ল্লভ শ্রীব্রজ-প্রেমধন জগতে অকাতরে অযাচকে পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়াছেন, সর্ব্বোপরি তাঁহার এই অলৌকিক গুণ ও অন্যান্য অশেষ গুণের কথা স্মরণ করিয়া যে জন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে নিত্যলীলা অর্থাৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দের ব্রজলীলা স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীগৌর-লীলাও নিত্যলীলা, শ্রীব্রজলীলাও নিত্যলীলা; দুইই পরস্পর অভিন্ন, কেবল রূপ-ভেদ মাত্র; তবে নিত্যলীলা অর্থে এখানে শ্রীব্রজলীলাকেই বুঝাইতেছেন। পরন্তু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রই যখন জগতে ব্রজ-মধুর-লীলা প্রচার করিয়াছেন, তখন গৌর-লীলার আশ্রয় ব্যতিরেকে কেহই ব্রজলীলা-মাধুর্য্যাস্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

৩। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে = গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, নরহরি, শ্রীরূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গৌর-পার্ষদবর্গকে।

নিত্যসিদ্ধ = নিত্য পরিকর; প্রকট ও অপ্রকট—উভয়বিধ লীলাতেই যাঁহারা নিত্য-সহচর।

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে…পাশ = শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদবর্গকেও যিনি ব্রজের সখা-সখী, দাস-দাসী, পিতা-মাতা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ পরিজন-বর্গের মতই নিত্যসিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন, তথা যিনি ব্রজ-পরিকর ও গৌর-পরিকরকে অভিন্ন বলিয়াই জানেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি = শ্রীনবদ্বীপ ধাম।

চিন্তামণি = রত্ন-বিশেষ, যাহা সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ করে।

গৌর-প্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহ বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি…বাস=যিনি শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে শ্রীবৃন্দাবন-সদৃশই অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ণকারী চিন্তামণি-ভূমি বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, স্বতঃই তাঁহার শ্রীব্রজভূমে বাস লাভ হইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনকে চিন্তামণিভূমি বলিয়া বহুশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া শ্রীনবদ্বীপও হইতেছেন শ্রীবৃন্দাবনের তুল্যই চিন্তামণি-ভূমি। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপকে একই অভিন্ন ধাম বলিয়া জানিতে হইবে। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে যে কোনও ভেদ নাই এরূপ জ্ঞান থাকিলে ব্রজ-বাস লাভ হইয়া থাকে।

৪। গৌর-প্রেমরসার্ণবে…অন্তরঙ্গ=ব্রজে মধুর রসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া এই রস স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছেন এবং জগতে উহা বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা-মাধবের এই মধুর প্রেমরস দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ। শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয় ব্যতীত এই রসাস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন, যে ব্যক্তি নিরন্তর গৌর-নাম, গৌর-গুণ ও গৌর-লীলাকথাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-পূর্ব্বক গৌরপ্রেমময় হইয়া যান, তিনি শ্রীরাধা-মাধবের অন্তরঙ্গ অর্থাৎ নিজ-জন মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন—তিনি ব্রজগোপীগণের অনুগতা দাসীরূপে শ্রীরাধা-মাধবের প্রেমসেবা লাভ করিয়া থাকেন।

গৃহ…সঙ্গ=শ্রীগৌরাঙ্গে অসাধারণ প্রীতি না থাকিলে, কেহ এরূপ কথা বলিতে পারে না, কাহারও হৃদয়ে এরূপ ভাব, এরূপ আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গে এতাদৃশী প্রীতি হওয়া মহা মহা ভাগ্যের কথা।

(১৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ! দয়া কর মোরে।
তোমা বিনে কে দয়ালু জগত-সংসারে ॥ ১ ॥
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥ ২ ॥
হাহা প্রভু নিত্যানন্দ ! প্রেমানন্দে সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥ ৩ ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত-গোসাঞি।
তব কৃপা-বলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥ ৪ ॥
হাহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্ট-যুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥ ৫ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য-প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥ ৬ ॥

প্রার্থনার এই পদটীর দ্বারা শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় সম্যক্‌রূপে ইহাই বুঝাইলেন যে, শ্রীগৌর-লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নিত্য সম্বন্ধ ; ইহার মধ্যে একটীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অন্যটী লইয়া থাকা চলে না, থাকিলেও পরিপূর্ণরূপে লীলা-মাধুর্য্যস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা জগতে সুষ্ঠুরূপে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত ব্রজ-লীলার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না, ব্রজলীলায় কাহারও অধিকার জন্মে না। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবা লাভ শ্রীগৌর-পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত হইতে পারে না।

৩। কৃপাবলোকন = কৃপাদৃষ্টি।

৬। **শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস** = শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর। ইঁহার পিতার

নাম শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, মাতার নাম শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। কাটোয়ার অগ্নিকোণে ৭ মাইল দূরে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত চাখন্দী গ্রামে ১৪৪১ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট-গোস্বামীর নিকট ইনি মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর (দুঃখী-কৃষ্ণদাস) সহিত মিলিত হইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহারই আদেশে এই তিন জনে শ্রীবৃন্দাবন হইতে অসংখ্য গোস্বামি-গ্রন্থ আনয়ন করিয়া গৌড়দেশে প্রচার করেন। এই সমস্ত গ্রন্থ আনয়ন করিবার সময় পথিমধ্যে বাঁকুড়া জেলাস্থ বন-বিষ্ণুপুরে রাজদস্যু বীর-হাম্বীর কর্ত্তৃক উহা লুণ্ঠিত হয়। পরে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অসীম মহিমা-প্রভাবে, রাজা বীর-হাম্বীর তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহার নিকট দীক্ষা-গ্রহণ পূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মাহাত্ম্য-বলে লুণ্ঠিত গ্রন্থের উদ্ধার-সাধন ও গৌড়দেশে প্রচার হইল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দে অসাধারণ প্রীতি ছিল—যেন তিনে এক, একে তিন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর দুই পত্নী—শ্রীঈশ্বরী দেবী ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু কৃপা করিয়া মন্ত্র দান পূর্ব্বক বহু ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ এক্ষণে গোস্বামি-পর্য্যায়ভুক্ত—ইঁহারা গুরুরূপে মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। এই পরিবারের তিলকের আকৃতি বংশপত্র-সদৃশ।

রামচন্দ্র = শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ। ইঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম সুনন্দা। জন্মস্থান—মুর্শিদাবাদ জেলার বুধুরী গ্রাম। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস ইঁহার ভ্রাতা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত রামচন্দ্রের অসাধারণ প্রীতি ছিল; সেই প্রীতির বলে রামচন্দ্র স্বীয় রূপবতী যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়াও, খেতরী গ্রামে শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের সমীপে অবস্থান করিতেন। ফলতঃ দুই জনে পরস্পর অভিন্ন-হৃদয় ছিলেন। শ্রীল

(১৫)

যে আনিলা প্রেম-ধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য-ঠাকুর ॥ ১ ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত-পাবন ॥ ২ ॥
কাঁহা মোর ভট্ট-যুগ কাঁহা কবিরাজ।
এক-কালে কাঁহা গেলা গোরা নটরাজ ॥ ৩ ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ সুখের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ ৪ ॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। প্রার্থনার এই পদটী যখন রচিত হয়, তৎকালে রামচন্দ্র গুরুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন; সুতরাং তজ্জনিত বিরহে কাতর হইয়া শ্রীঠাকুর-মহাশয় বলিতেছেন—"রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে"।

(১৫)

১। আচার্য্য-ঠাকুর = শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু। শান্তিপুর-নাথ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিষয় সকলেই অবগত আছেন।

৩। কবিরাজ = শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী।

৪। পাষাণে = পাথরে। অনলে = আগুনে। পশিব = প্রবেশ করিব। নিধি = ধন, সম্পত্তি।

৫। বিলাস = বিহার।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদ্ভক্তগণের বিরহে এরূপ ভাবে বিলাপ করিতে পারা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? জন্ম-জন্মান্তরের বহু সুকৃতির ফলে শ্রীভগবান্ তদ্ভক্তগণের বিরহে ব্যাকুল হইবার অবস্থা জীবের ভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে।

(১৬)

হরি হরি ! বড় দুখ রৈল মোর মনে।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনু
হেন জন্ম গেল অকারণে ॥ ১ ॥
শ্রীনন্দ-নন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে অধম অতি বৈষ্ণবে না হৈল রতি
তে কারণে করুণা নহিল ॥ ২ ॥

---

(১৬)

১। দুর্ল্লভ তনু = দুর্ল্লভ তনু বলিতে মানব-জন্মকে বুঝাইতেছে, যেহেতু মনুষ্য-জন্ম অতি দুর্ল্লভ—চৌরাশি লক্ষ অন্য যোনি ভ্রমণ করিয়া তৎপরে মানব-জন্ম লাভ হইয়া থাকে এবং এই মানব-জন্মই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের একমাত্র অবলম্বন।

হেন জন্ম = এরূপ দুর্ল্লভ মানব-জন্ম।

২। নবদ্বীপে অবতরি = শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া। বৈষ্ণবে······রতি = এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি না হইলে সমস্ত ভজন-সাধন বিফল হইয়া যায় এবং কদাচ শ্রীভগবৎ-কৃপা লাভ হয় না। আদিপুরাণে বলিতেছেন—

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মো বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ ॥ ১ ॥
বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় ! মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ ॥ ২ ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণব-সেবাই হইতেছে পরম ধর্ম্ম, বৈষ্ণব-সেবাই হইতেছে পরম তপস্যা, বৈষ্ণবই হইতেছেন পরম আরাধনার বস্তু এবং বৈষ্ণবই হইতেছেন পরম গুরু ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদ ১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট-যুগ
তাহাতে না হৈল রতি মতি।
দিব্য চিন্তামণি-ধাম বৃন্দাবন যার নাম
হেন স্থানে নহিল বসতি ॥ ৩ ॥

ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে জীবের উচিত নহে
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা বিনে ॥ ৪ ॥

(১৭)

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ অবনীর সুসম্পদ
শুন ভাই হ'য়ে একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ ॥ ১ ॥

৩। রতি মতি = অনুরাগ, প্রীতি। হেন স্থানে = এরূপ অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে। বসতি = বাস।

৪। নিস্তার = পরিত্রাণ, রক্ষা। অনুক্ষণ = সর্ব্বদা। খেদ = দুঃখ। জীবের……বিনে = শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত মানবগণ এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া যদি অন্য কোনও কর্ত্তব্য পালন নাও করেন, তথাপি তাঁহাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, যেহেতু এই সেবা-প্রভাবে তাঁহাদের উদ্ধারের আর কোনও চিন্তাই থাকে না।

(১৭)

১। ঠাকুর……সুসম্পদ = শ্রীবৈষ্ণবের পাদপদ্ম পৃথিবীস্থ জীবগণের পরম সম্পত্তি-স্বরূপ, কেননা বৈষ্ণবের পদাশ্রয় করিলে জীবের সর্ব্ববিধ বিঘ্ন দূরীভূত

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-জল কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত ॥ ২ ॥
তীর্থজল পবিত্র গুণে লিখিয়াছেন পুরাণে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক সম নহে সেই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৩ ॥

হইয়া অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব-ঠাকুরের শ্রীপাদ-স্পর্শে পৃথিবীর সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া যায়।

আশ্রয়······অকারণ=যে জন বৈষ্ণব-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন না; অন্যান্য সকলে, যাহারা বৈষ্ণবের পাদাশ্রয় করে না, তাহারা অনর্থক ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয়, যেহেতু তাহারা কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে পারে না।

২। বৈষ্ণব-চরণ-রেণু······অন্ত=বৈষ্ণবের পদধূলি মস্তকে ভূষণ করিলে, অর্থাৎ মাথায় ধারণ করিলে, দেহের আর কোনও বেশভূষার পারিপাট্য আবশ্যক হয় না।

৩। তীর্থজল······প্রবঞ্চন=তীর্থজলের পবিত্রতা গুণের কথা শাস্ত্রে লিখিয়াছেন বটে, তবে তদ্দ্বারা পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তি লাভ হয় না।

পাদোদক=পদজল। বৈষ্ণবের ······পূরণ=তীর্থ-জলের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব-পদজলের মাহাত্ম্যের নিকট কিছুই নহে—বৈষ্ণবের পদজল দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ, হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন ঃ—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥ ৪ ॥

(১৮)

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি মুঞি নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি মোরে কর পার ॥ ১ ॥
বিধি বড় বলবান্ না শুনে ধরম-জ্ঞান
সদাই করম-পাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ-লেশ যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঁঞে কান্দে ॥ ২ ॥

পরম ভাগবত শ্রীবিদুর মহাশয় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, হে পিতৃব্য! আপনার তীর্থ-ভ্রমণের কি প্রয়োজন? আপনার ন্যায় ভাগবতগণ ত স্বয়ংই তীর্থ-স্বরূপ। আপনারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া, পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থ সকলকে আপনারা পুনরায় পবিত্র তীর্থ করিয়া থাকেন।

৪। সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ = সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-কথার আলোচনা হইয়া থাকে।

পরসঙ্গ = প্রসঙ্গ, কথানুশীলন।

হিয়া ......ভঙ্গ = বৈষ্ণবের সঙ্গ না পাইয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে—আমার এমন দুর্দ্দশা কেন হইল, আমি কেন বৈষ্ণব-সঙ্গ পাইতেছি না?

(১৮)

১। সংসার নিধি = সংসার সমুদ্র।

২। ধরম = ধর্ম্ম। না শুনে ধরন-জ্ঞান = ধর্ম্মের কাহিনী অর্থাৎ

কাম ক্রোধ মদ যত নিজ-অভিমান তত
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন ফিরে যেন অন্ধ-জন
সুপথ বিপথ নাহি মানে ॥ ৩ ॥
না লইনু সত-মত অসতে মজিল চিত
তুয়া পদে না করিনু আশ।
নরোত্তম দাসে কয় দেখে শুনে লাগে ভয়
এইবার তরায়ে লহ পাশ ॥ ৪ ॥

'শ্রীভগবদ্ভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য' এই যে ধর্ম্মের সার উপদেশ, তাহাতে কর্ণপাত করে না।

করম-পাশে = কর্ম্ম-রজ্জুতে, কর্ম্ম-বন্ধনে।

তারণ-লেশ = পরিত্রাণ পাইবার কিছুমাত্র উপায়।

অনাথ অভাগা; দীনহীন। তেঁঞি—সে কারণে।

৩। অভিমান = গর্ব্ব, অহঙ্কার। নিজ-অভিমান = আত্ম-গরিমা; আমি একজন যে সে লোক নহি এইরূপ অহঙ্কার।

কাম ······ টানে = কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ সর্ব্বদা আমাকে স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিয়া তদনুরূপ অসৎ কার্য্য করাইতেছে ও তন্নিমিত্ত আমাকে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। ঐছন = ঐরূপে, ঐ কারণে। সুপথ = সৎ পথ। বিপথ = অসৎ পথ।

৪। সত-মত = সাধুগণের উপদেশ। অসতে = অসদ্বিষয়ে ও অসজ্জনে। তুয়া পদে = তোমার (বৈষ্ণবের) পাদপদ্মে। তরায়ে = উদ্ধার করিয়া। পাশ = সমীপে।

(১৯)

হরি হরি ! কি মোর করম অভাগ।

বিফলে জনম গেল হৃদয়ে রহল শেল

নাহি ভেল হরি-অনুরাগ ॥ ১ ॥

যজ্ঞ দান তীর্থ-স্নান পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্ম-জ্ঞান

অকারণে সব গেল মোহে।

বুঝিলাম মনে হেন উপহাস হয় যেন

বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥ ২ ॥

---

(১৯)

১। করম = কর্ম্ম। অভাগ = অতি মন্দ। ভেল = হইল।

২। ধর্ম্ম-জ্ঞান = এখানে ধর্ম্ম শব্দ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধস্থ "ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ" এই শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা "ভগবদ্ভক্তির নামই ধর্ম্ম" ইহাই বুঝাইতেছে। সুতরাং "ধর্ম্ম-জ্ঞান" অর্থে "শ্রীভগবদ্ভক্তিই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য এই যে বোধ"—ইহাই বুঝিতে হইবে।

যজ্ঞ ······ দেহে = কাপড় না পরিয়া অর্থাৎ ন্যাংটো হইয়া কেবল গহনা পরিলে লোকে যেমন ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে থাকে, সেই গহনা পরা বিফলই হইয়া যায়, তদ্রূপ আমি যত পুণ্য কর্ম্মই করি না কেন, আমার যদি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মতি না থাকে, তাহা হইলে আমার তৎসমস্ত কর্ম্ম বিফলই হইয়া যাইবে, যেহেতু তদ্দ্বারা আমার পরমার্থ বা পরম-পদ লাভ হইবে না। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

ভগবদ্ভক্তি-হীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোক-রঞ্জনং ॥

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়।

অর্থাৎ মৃত দেহে অলঙ্কার পরান যেমন কেবল লোক দেখানই হইয়া থাকে,

সাধু-মুখে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসত-সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
কি করিব আইলে শমন ।। ৩ ।।
শ্রুতি স্মৃতি সদা কয় শুনিয়াছি এই হয়
হরি-পদ অভয়-শরণ।
জনম লভিয়া সুখে রাধাকৃষ্ণ বল মুখে
চিত্তে কর ও রূপ ভাবন ।। ৪ ।।

কোন কাজেরই হয় না, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তি-বিহীন হইলে, উচ্চ জাতিতে জন্মগ্রহণ, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপ—এ সমস্তই বিফল হইয়া যায়।

৩। কথামৃত=অমৃতময় কৃষ্ণ-কথা ও উপদেশ-সমূহ। বিমল=নির্ম্মল, বিশুদ্ধ। চিত=চিত্ত, মন।

সাধু······· কারণ=দেহে অপরাধ থাকিলে সাধুগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াও চিত্ত শুদ্ধ হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন।ঃ—

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তথাপি না হয় প্রেম না বহে অশ্রুধারা ।।
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ।।

অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণ-নাম করিয়াও যেমন চিত্ত নির্ম্মল হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণ-কথা শুনিয়াও হয় না।

সকলি হইল ভঙ্গ = আমার সব নষ্ট হইয়া গেল, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই বিফল হইল। ৪। শ্রুতি=বেদ।

স্মৃতি=স্মৃতিশাস্ত্র ; বিধি-নিষেধ-জ্ঞাপক ধর্ম্মশাস্ত্র।

রাধাকৃষ্ণ-পদাশ্রয় তনু মন রহু তায়
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তম দাসে কয় আর মোর নাহি ভয়
তনু মন সঁপিনু আপনা ॥ ৫ ॥

(২০)

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব-সংসার ত্যজি পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥ ১ ॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দরশন
সে ধূলি মাখিব কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হঞা রাধাকৃষ্ণ নাম লঞা
কান্দিয়া বেড়াব উভরায় ॥ ২ ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গে প্রণাম হঞা
ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
কবে পিব করপুটে তুলি ॥ ৩ ॥

হরি-পদ অভয়-শরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণ লইলে আর কোনও ভয় থাকে না। লভিয়া = লাভ করিয়া, পাইয়া।

৫। তনু = দেহ। পদাশ্রয় = পদ-ছায়া। সঁপিনু = সমর্পণ করিলাম।

(২০)

১। ত্যজি = ত্যাগ করিয়া। মজি = মগ্ন হইয়া।

২। উভরায় = উচ্চৈঃস্বরে।

৩। নিভৃত = নির্জ্জন। নিকুঞ্জ = বনে বা উপবনে বা উদ্যানে লতা-পাতা দ্বারা নির্ম্মিত গৃহের নাম কুঞ্জ বা নিকুঞ্জ।

পিব = পান করিব। করপুটে তুলি = অঞ্জলি ভরিয়া।

আর কবে এমন হব শ্রীরাস-মণ্ডলে যাব
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
সখীর অনুগা হ'য়ে কুঞ্জ-সেবা লব চেয়ে
দোঁহে ডাকিবেন সখি আয়॥ ৪ ॥
করে গোবর্দ্ধন-গিরি দেখিব নয়ন ভরি
রাধাকুণ্ডে করিব প্রণাম॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
এই আশা করে নরোত্তম॥ ৫ ॥

(২১)

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবন-ধামে
এই মনে করিয়াছি আশা॥ ১ ॥
ধন জন পুত্র দারে এ সব করিয়া দূরে
একান্ত করিয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি ব্রজপুরে বাস করি
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥ ২ ॥

---

(২১)

১। কবে পালটিবে দশা = কবে আমার অবস্থা ফিরিবে—অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে অর্থাৎ এক্ষণে আমি বিষয়াসক্ত অবস্থায় রহিয়াছি, কবে আমার এ দশা উল্টাইয়া যাইবে—কবে আমি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভজনে প্রবৃত্ত হইব।

এ সব বামে = ধন জন স্ত্রীপুত্রাদি এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া। একান্ত করিয়া = শ্রীকৃষ্ণ-চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইয়া।

২। মাধুকরী = ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে রুটি ভিক্ষা করিয়া ভোজন পূর্ব্বক

যমুনার জল যেন অমৃত-সমান হেন
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড-জলে স্নান করি কুতূহলে
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥ ৩ ॥

ভ্রমিব দ্বাদশ বনে কৃষ্ণ-লীলা যে যে স্থানে
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা।
সুধাইব জনে জনে ব্রজবাসিগণ-স্থানে
কহ আর লীলা-স্থান কাঁহা ॥ ৪ ॥

ভোজনের স্থান কবে নয়ন-গোচর হবে
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন নরোত্তম দাসের মন
আশা করে যুগল-চরণ ॥ ৫ ॥

জীবিকা নির্ব্বাহ করার নাম মাধুকরী। মাধুকরী বলিতে মধুকর অর্থাৎ ভ্রমরের বৃত্তি বুঝায়—ভ্রমর যেমন এ ফুল ও ফুল হইতে একটু একটু মধু সংগ্রহ করে, তদ্রূপ এ ব্রজবাসী ও ব্রজবাসীর ঘর হইতে একটু একটু রুটি সংগ্রহ করার নাম মাধুকরী ; ইহা অতি পবিত্র বৃত্তি।

৪। দ্বাদশ বন = মধুবন, তালবন, কুমুদ-বন, কাম্যবন, বহুলা-বন, ভদ্রবন, খদির-বন, মহাবন, লোহবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীর-বন ও বৃন্দাবন। তাঁহা = সেখানে। সুধাইব = জিজ্ঞাসা করিব। কাঁহা = কোথায়।

৫। 'ভোজনের স্থান' অর্থে "শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-লীলার স্থান" বুঝাইতেছে, নিজের ভোজনের স্থান নহে। কাম্যবনে সখা-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-লীলার প্রসিদ্ধ স্থান "ভোজন-থালি" নামে বিরাজিত আছেন। কোন কোন গ্রন্থে "ভজনের স্থান" এই পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না,

(২২)

করঙ্গ কৌপীন লঞা ছেঁড়া কান্থা গায়ে দিয়া
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে ব্রজের নিকুঞ্জে কবে
যাইয়া করিব নিজালয় ॥ ১ ॥
হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে খাব দিবা-অবসানে
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥ ২ ॥

যেহেতু শ্রীব্রজধামের সর্ব্বত্রই ত ভজনের স্থান; সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে ভজনের স্থান দর্শন বা লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতার আবশ্যক হইতে পারে না; তদ্ভিন্ন পূজ্যপাদ গ্রন্থকার-মহোদয় ইহার ঠিক পূর্ব্বে ও পরে কতিপয় লীলা-স্থানই দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে "ভোজনের স্থান" অর্থাৎ ভোজন-লীলার স্থানও দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করাই যথাযথ বলিয়া মনে হয়। নয়ন-গোচর হবে দেখিতে পাইব।

উপবন = ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন।

তার···চরণ = শ্রীব্রজমণ্ডলের সমস্ত বন ও উপবনের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনই, লীলা-প্রাধান্য ও লীলা-প্রাচুর্য্য হেতু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীঠাকুর-মহাশয় বলিতেছেন যে, তাঁহার মন সেই বৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য এবং তথায় শ্রীরাধা-গোবিন্দ-যুগলের শ্রীপাদপদ্ম-সেবা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

(২২)

১। করঙ্গ = করোয়া, জলপাত্র-বিশেষ।

২। উদাসীন = বৈরাগী, সর্ব্বত্যাগী।

শীতল যমুনা-জলে স্নান করি কুতুহলে
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহু'পর বাহু তুলি বৃন্দাবনে কুলি কুলি
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া।। ৩ ।।
দেখিব সঙ্কেত-স্থান জুড়াবে তাপিত প্রাণ
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি কাঁহা গিরিবর-ধারি
কাঁহা নাথ বলিয়া কান্দিব ।। ৪ ।।
মাধবী-কুঞ্জের'পরি সুখে বসি শুক-শারী
গায় সদা রাধাকৃষ্ণ-রস।
তরু-তলে বসি তাহা শুনি পাসরিব দেহা
কবে সুখে গোঙাব দিবস ।। ৫ ।।

৩। বাহু'পর বাহু তুলি = ঊর্ধ্বমুখে বাহুর উপর বাহু রাখিয়া ; ইহা অত্যন্ত দৈন্য-জ্ঞাপক।

বৃন্দাবনে কুলি কুলি = শ্রীবৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

৪। সঙ্কেত-স্থান শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলনের নিমিত্ত যে স্থান সংকেত অর্থাৎ ইঙ্গিতের দ্বারা সখীগণ কর্তৃক পূর্বেই অবধারিত হয়। প্রেম-সরোবর ও নন্দগ্রামের মধ্যবর্তী যে স্থানে সংকেত দ্বারা শ্রীরাধা-মাধবের সর্ব্ব-প্রথম মিলন হইয়াছিল, সেই স্থান তদবধি "সংকেত" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কালক্রমে তথায় এই 'সংকেত' নামে একটী গ্রাম হইয়াছে। এই গ্রাম শ্রীরাধারাণীর পিত্রালয় শ্রীবর্ষাণ ও শ্রীকৃষ্ণের পিতৃভবন শ্রীনন্দগ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান এত মনোরম যে, দর্শন করিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়।

৫। কুঞ্জের'পরি = কুঞ্জের উপর। পাসরিব = বিস্মৃত হইব। দেহা = দেহ। শুনি পাসরিব দেহা = শ্রীরাধা গোবিন্দের সেই লীলারস-কীর্ত্তন শ্রবণ

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন সাথ
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস করে এই অভিলাষ
এমতি হইবে কত দিনে ॥ ৬ ॥

(২৩)

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন-বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপ-রাশি ॥ ১ ॥
ত্যজিব শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥ ২ ॥
ষড়-রস-ভোজন দূরেতে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বক কবে আমি আত্ম-বিস্মৃত হইব অর্থাৎ আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইব। গোঙাব = কাটাইব। দিবস = দিন।

৬। শ্রীগোবিন্দ .... সিংহাসনে = শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন এই তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্ব-প্রধান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দ-চরণ ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর সর্ব্ব গোড়ীয়ার নাথ ॥

শ্রীগোবিন্দ শ্রীরূপ গোস্বামীর স্থাপিত, শ্রীগোপীনাথ শ্রীমধু পণ্ডিতের স্থাপিত ও শ্রীমদনমোহন শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থাপিত।

(২৩)

৩। ষড়-রস-ভোজন = উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিবিধ খাদ্য-দ্রব্য-ভক্ষণ।
পরিহরি = পরিত্যাগ করিয়া।

পরিক্রমা করিয়া ফিরিব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব গিয়া যমুনা-পুলিনে ॥ ৪ ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
কবে কুঞ্জে বৈঠব সে বৈষ্ণব নিকটে ॥ ৫ ॥
নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার।
হেন দশা কবে আর হইবে আমার ॥ ৬ ॥

(২৪)

আর কবে হেন দশা হব।
ব্রজের ধূলা ভূষণ করিব ॥ ১ ॥
আর কবে শ্রীরাস-মণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥ ২ ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ ॥ ৩ ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জন করিব কুতূহলে ॥ ৪ ॥
সাধু-সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তম সদা করে আশ ॥ ৫ ॥

৪। পরিক্রমা = প্রদক্ষিণ ; শ্রীব্রজমণ্ডলের পরিক্রমার মাহাত্ম্য অত্যন্ত অধিক। যমুনা-পুলিনে = শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা-তীরবর্ত্তী 'পুলিন' নামক প্রসিদ্ধ লীলাস্থানে।

৫। তাপ = মনের দুঃখ কষ্ট। বৈঠব = বসিব।

৬। করি পরিহার = অত্যন্ত কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক।

(২৪)

৪। মজ্জন = স্নান। কুতূহলে = সানন্দে ও সাগ্রহে।

(২৫)

রাধাকৃষ্ণ ভজোঁ মুঞি জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রিদিনে॥ ১ ॥
যে স্থানে যে লীলা করে যুগল-কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হ'য়ে তাহে হঙ ভোর॥ ২ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি দেবি! কর মোরে দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ছায়া॥ ৩ ॥
শ্রীরসমঞ্জরি দেবি! কর অবধান।
নিরবধি করি তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান॥ ৪ ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥ ৫ ॥

(২৬)

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥ ১॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন-বেদীর উপর বসাব দু'জন॥ ২ ॥

---

(২৫)

১। ভজোঁ = ভজি—যেন ভজনা করি।

তাঁর স্থান = শ্রীব্রজধাম। দেখোঁ = দেখি—যেন দর্শন করি।

২। যুগল-কিশোর = শ্রীরাধা-গোবিন্দ। সখীর সঙ্গিনী হ'য়ে = ব্রজগোপীর অনুগতা হইয়া গোপকুমারী-রূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া। তাহে = সেই লীলায়। হঙ = হই। ভোর = বিভোর, মগ্ন। ৪। কর অবধান = শোন।

(২৬)

২। কালিন্দীর = যমুনার। কূলে = তীরে।

শ্যাম-গৌরী-অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥ ৩ ॥
গাঁথিয়া মালতী-মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বূলে ॥ ৪ ॥
ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥ ৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস করে এই অভিলাষ ॥ ৬ ॥

(২৭)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
কেলি-কৌতুক-রঙ্গে করিব সেবন ॥ ১ ॥
ললিতা-বিশাখা-সনে আর যত সখীগণে
মণ্ডলী করিয়া তছু মেলি।
রাই কানু করে ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
নিরখি গোঙাব কুতূহলী ॥ ২ ॥

কেলি-কদম্ব = এক জাতীয় ছোট ছোট কদম-গাছ। রতন-বেদী = রত্ন-নির্ম্মিত বেদী। দু'জন = শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ।

৩। শ্যাম-গৌরী = শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। ৪। দোঁহার = শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দু'জনের। অধরে = মুখে। কর্পূর-তাম্মূলে = কর্পূর-সংযুক্ত পান।

৫। ললিতা ·····চরণারবিন্দ = ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের আদেশে শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিব।

(২৭)

১। কেলি-কৌতুক-রঙ্গে = শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-বিলাস-জনিত আমোদ-ভরে পরমানন্দে বিভোর হইয়া।

২। মণ্ডলী ··· মেলি = শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সকলে গোলাকার ভাবে মিলিত হইয়া।

আলস-বিশ্রাম-ঘরে গোবর্দ্ধন গিরিবরে
রাই-কানু করাব শয়ন।
নরোত্তম দাস কয় এই যেন মোর হয়
অনুক্ষণ চরণ-সেবন ॥ ৩ ॥

(২৮)

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবর কেবল নির্জ্জন স্থল
রাই-কানু করিব সেবন ॥ ১ ॥
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে সেবিব পরম-রঙ্গে
সুখময় রাতুল চরণে।
কনক সম্পুট করি কর্প্পূর তাম্বূল ভরি
যোগাইব কমল-বদনে ॥ ২ ॥
সুগন্ধি চন্দন ঘষি কনক-কটোরা পূরি
কবে দিব দু'জনার গায়।
মল্লিকা মালতী যূথী নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায় ॥ ৩ ॥

নিরখি গোঙাব কুতূহলী = দেখিয়া মহানন্দে দিন কাটাইব।

৩। আলস ······ শয়ন = রাসনৃত্য-শ্রমে ক্লান্ত হইলে, শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতে বিশ্রাম করিবার যে ঘর আছে, সেই ঘরে শ্রীরাধা-গোবিন্দ দুই জনকে শয়ন করাইব। অনুক্ষণ = সর্ব্বদা।

(২৮)

২। সেবিব = সেবা করিব। রাতুল = রাঙ্গা।
কমল-বদনে = মুখ-পদ্মে, মুখারবিন্দে।

৩। ঘষি = ঘষিয়া। কনক-কটোরা—সোণার কৌটা।

সুবর্ণের ঝারি করি রাধাকুণ্ডে জল পূরি
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা-সখী-বামে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম-ঠামে
চামরের বাতাস করিব ॥ ৪ ॥
দোঁহার অরুণ আঁখি পুলক হইয়া দেখি
দুঁহু-পদ পরশিব করে।
চৈতন্য-দাসের দাস সদা করে অভিলাষ
নরোত্তম মনে মনে স্ফুরে ॥ ৫ ॥

(২৯)

হরি হরি ! আর কবে এমন দশা হব।
কবে বৃষভানু-পুরে আহীরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব ॥ ১ ॥
যাবটে আমার কবে এ পাণি-গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম প্রেষ্ঠ যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ
সেবন করিব কবে তায় ॥ ২ ॥

৪। গুরুরূপা-সখী-বামে = গুরুরূপা-সখীর বাম দিকে তদীয় অনুগতা গোপকুমারী-রূপে অবস্থিত হইয়া।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে = শ্রীরাধা সহ মিলিত ত্রিভঙ্গ-সুন্দর-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে।

৫। অরুণ = ঈষৎ রক্তবর্ণ। পরশিব = স্পর্শ করিব, ছুঁইব।

মনে মনে স্ফুরে = মনে এই অভিলাষ সদাই স্ফূর্ত্তি পায়।

(২৯)

১। বৃষভানুপুরে = শ্রীবর্ষাণে ; এই গ্রামে শ্রীরাধিকার পিত্রালয়।

তনয়া = কন্যা, মেয়ে।

২। যাবটে = শ্রীযাবট গ্রামে ; এই গ্রামে শ্রীরাধিকার শ্বশুরালয়।

তেঁহ কৃপাবান্ হঞা রাতুল চরণে লঞা
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সেবিব সে কমল-চরণ ॥ ৩ ॥
বৃন্দাবনে দুই জন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারি ভিতে নানা যন্ত্র ল'য়ে হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে ॥ ৪ ॥
দোঁহ-চন্দ্রমুখ দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার আদেশ পাব দোঁহার নিকটে যাব
কবে হেন হইবে আমার ॥ ৫ ॥

পাণি-গ্রহণ = বিবাহ। বসতি = বাস।

সখীর ···· শ্রেষ্ঠ = সখীর পরম প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়নর্ম্ম যে সখীগণ, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীরূপমঞ্জরী।

সেবন ···· তায় = কবে সেই শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগতা হইয়া তাঁহার সেবা করিব, তাহা হইলে তিনি আমাকে যুগল-সেবাধিকার প্রদান করিবেন।

১-২। কবে ···· বসতি করিব কবে তায় = এরূপ প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে, তাহা হইলে আমি শ্রীরাধিকার নিত্য-সহচরী হইয়া থাকিতে পারিব।

৩। রাতুল চরণে = শ্রীরাধা-গোবিন্দের রাঙ্গা পায়ে। কমল-চরণ = শ্রীপাদপদ্ম।

৪। দুই জন = শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ।

বৃন্দাবনে ···· অবশেষে = শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদিকে সখীগণ

শ্রীরূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুই পায়।
নরোত্তম দাসের মনে প্রিয়নর্ম্ম সখীগণে
কবে দাসী করিবে আমায় ॥ ৬ ॥

(৩০)

হরি হরি ! আর কবে হেন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দুঁহু-অঙ্গে চন্দন পরাব ॥ ১ ॥
টানিয়া বান্ধিব চূড়া নব-গুঞ্জাহারে বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীত বসন অঙ্গে পরাইব সখী-সঙ্গে
বদনে তাম্বূল দিব আর ॥ ২ ॥

রহিয়াছেন ; আমি অগ্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া পরে সেই সখীগণের সেবা করিব।

চারি ভিতে = চতুর্দ্দিকে। আঁখি = চক্ষু।

৬। প্রিয়নর্ম্ম সখীগণে = "যোগপীঠে" ইঁহাদের নাম দেখুন।

(৩০)

১। প্রকৃতি = নারী, স্ত্রী। ছাড়িয়া···হব = পুরুষ-দেহে শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণের সেবা কখনও হয় না—একমাত্র গোপী-রূপিণী নারী-দেহেতেই হইয়া থাকে। শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাস্থলে কোনও পুরুষেরই প্রবেশাধিকার নাই—অজ, ভব প্রভৃতি দেবতাগণের পর্য্যন্তও নহে।

২। গুঞ্জাহারে = গুঞ্জাফল-নির্ম্মিত হার বা মালায়।

দুঁহু-রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়া।
রতনের জরি আনি বাঁন্ধিব বিচিত্র বেণী
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া ॥ ৩ ॥
হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥ ৪ ॥

(৩১)

হাহা প্রভু কর দয়া করুণা-সাগর।
মিছা মায়া-জালে তনু দহিছে আমার ॥ ১ ॥
কহে হেন দশা হবে সখী-সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহারে পরাব ॥ ২ ॥
সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোঁহা-অঙ্গে দিব ॥ ৩ ॥

৩। মনোহারী = পরম সুন্দর। নীলাম্বরে = নীল বস্ত্রে। মালতী = মালতী ফুল। বেণী = খোপা।

(৩১)

১। প্রভু = শ্রীগুরুদেব। মায়া-জালে = মায়ার বন্ধনে। দহিছে = দগ্ধ করিতেছে, পোড়াইতেছে।

২। দশা = অবস্থা। কবে ·····পাব = আমার এই ভাগ্য কবে হইবে যে, আমি সখীর অনুগতা হইয়া গোপবালিকা-রূপে তাঁহার সঙ্গিনী হইব। ফুল গাঁথি = ফুলের মালা গাঁথিয়া।

৩। অগুরু-চন্দন = হরিদ্রা-বর্ণের অতি সুগন্ধি চন্দন।

সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব।
সিন্দূর-তিলক কবে দোঁহারে পরাব ॥ ৪ ॥

বিলাস-কৌতুক-কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্র-মুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে ॥ ৫ ॥

সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে ॥ ৬ ॥

(৩২)

কবে কৃষ্ণ-ধন পাব হিয়ার মাঝারে থোব
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া বসাইব প্রাণ-প্রিয়া
নিরখিব সে চন্দ্র-বয়ান ॥ ১ ॥

হে সজনি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে বা ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনা-পুলিন ॥ ২ ॥
ললিতা বিশাখা নিয়া তাঁহারে ভেটিব গিয়া
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি মিলাবে সে গুণনিধি
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥ ৩ ॥

---

(৩২)

১। হিয়া = হৃদয়। প্রাণ-প্রিয়া = প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর যে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। চন্দ্র-বয়ান = চাঁদ-বদন।

২। সজনি = সখি। ৩। ভেটিব—দেখিব।

দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিল প্রেমের হাট
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস কি মোর জীবনে আশ
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥ ৪ ॥

(৩৩)

এইবার পাইলে দেখা চরণ দু'খানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী ॥ ১ ॥
তাঁরে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিবা জলে দিব ঝাঁপ ॥ ২ ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পাণ গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥ ৩ ॥

৪। দারুণ ······ ব্রজেন্দ্র-কুমার = বিধির রঙ্গ, বিধির খেলা কি ভয়ঙ্কর! আমি কত সাধে নানা উপহার দিয়া হৃদয় মাঝারে যে প্রেমের বাজার বসাইয়াছিলাম, নিষ্ঠুর বিধি রঙ্গ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল, তাহার আর চিহ্নমাত্র রাখিল না; হায়! আমার কি দুর্দ্দৈব, আমার হৃদয় যে একেবারে প্রেমশূন্য হইয়া পড়িল, তন্নিমিত্ত প্রেমময় শ্রীনন্দ-নন্দন আমার প্রেমশূন্য হৃদয় ছাড়িয়া গেলেন, আমার আর বাঁচিবার আশাই বা কোথায়, আর বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি ফল? শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় বড় আপেক্ষ করিয়া ইহাই বলিতেছেন।

(৩৩)

১। চরণ দু'খানি = শ্রীকৃষ্ণের চরণ-যুগল পরাণী = প্রাণ।

২। অনলে = আগুনে। পশিব = প্রবেশ করিব।

৩। গুয়া = সুপারি। শ্রমেতে······চুয়া = তিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ক্লান্ত হইলে চামর ব্যজন করিব ও তাঁহার শ্রীঅঙ্গে চুয়া-চন্দনাদি গন্ধ-দ্রব্য লেপন করিব।

বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বাঁন্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার ॥ ৪ ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতের ফাঁদ ॥ ৫ ॥

(৩৪)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিত-পাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥ ১ ॥
যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥ ২ ॥
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ ॥ ৩ ॥

৪। কুন্তলের ভার = কেশরাশি।

(৩৪)

২। যাঁহার = যে বৈষ্ণব-ঠাকুরের।

৩। পরশ = স্পর্শ। পাবন = পবিত্র।

২-৩। যাঁহার ····· গুণ = এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন ঃ—

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

জন্মান্তর-সহস্রেষু বিষ্ণু-ভক্তো ন লিপ্যতে।
যস্য সন্দর্শনাদেব ভস্মীভবতি পাতকং ॥ ১ ॥
তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীত-কল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলাঁল্লোকাংস্তত্তীর্থমধিকং ততঃ ॥ ২ ॥

অর্থাৎ সহস্র সহস্র জন্মেও বৈষ্ণব কদাচ পাপে বা বিষয়ে লিপ্ত হন না; পরন্তু তাঁহাদের দর্শন মাত্রেই পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ১ ॥

হরি-স্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥ ৪ ॥

মহানুভব বৈষ্ণবগণের সমীপে শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বদা অবস্থান করেন বলিয়া, তাঁহারা একেবারেই পাপহীন—তাঁহারা সমস্ত জগৎ পবিত্র করেন, তজ্জন্য তাঁহারা তীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ, দর্শন মাত্রেই, পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু জলময় তীর্থ সকল অথবা মৃন্ময় কি প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তি সকল তাহা পারেন না, তাঁহারা বহুকাল পরে পবিত্র করিয়া থাকেন।

৪। হরি-স্থানে…এড়ান=শ্রীহরির নিকট অপরাধ হইলে হরিনাম-গ্রহণ দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু তোমার অর্থাৎ শ্রীবৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইলে আর রক্ষা নাই। শ্রীহরির নিকট অপরাধ সম্বন্ধে শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

নামাপরাধ-যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

অর্থাৎ হরিনামের নিকট অপরাধ হইলে, হরিনামই নামাপরাধ-যুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ হরণ করেন ; আবার ঐ নাম অবিরত কীর্ত্তিত হইলে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু শ্রীবৈষ্ণবের নিকট অপরাধ যে কি ভয়ঙ্কর; তৎসম্বন্ধে মহাজনগণ বলিতেছেন ঃ—

বৈষ্ণবের কাছে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাদ ॥

তোমা-সবা হৃদয়েতে গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব পরাণ ॥ ৫ ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥ ৬ ॥

(৩৫)

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিল মতি সাধু-সঙ্গে নৈল রতি
কিসে আর তরিবার পথ ॥ ১ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট-যুগ
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে সব কথা ঘুচিত মনের ব্যথা
তবে ভাল হইত অন্তর ॥ ২ ॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত-বৃন্দ
নদীয়া-নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম এবে দেহে কিবা কর্ম্ম
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার ॥ ৩ ॥

৫। গোবিন্দ্র-বিশ্রাম = শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি।

(৩৫)

১। অনুরত = অতি মন্দ। বিষয়ে কুটিল মতি = আমার দুষ্ট মন কেবল অনিত্য বিষয়েতেই আসক্ত হইল।

সাধু····· রতি = সাধু-সঙ্গ করিবার জন্য আমার কিছুমাত্র অনুরাগ বা আগ্রহ হইল না।

তরিবার পথ = উদ্ধার হইবার উপায়।

২। সে সব কথা = কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের কথা।

হরিদাস-আদি মেলি মহোৎসব-আদি কেলি
না হেরিনু সে সুখ-বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥ ৪ ॥

(৩৬)

বৃন্দাবন রম্য-স্থান দিব্য-চিন্তামণি-ধাম
রতন-মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী-নীরে রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনক উৎপল ॥ ১ ॥
তার মধ্যে হেম-পীঠ অষ্ট-দলেতে বেষ্টিত
অষ্ট-দলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুই জনে
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥ ২ ॥

৪। হরিদাস = সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহরিদাস ঠাকুর। ইঁহার কথা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ১৪শ অধ্যায় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৩৬)

১। রম্য = পরম মনোহর।

দিব্য-চিন্তামণি-ধাম = অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমি, যাহা সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন। আবৃত = বেষ্টিত। কালিন্দী-নীরে = যমুনার জলে। উৎপল = পদ্ম।

২। হেম-পীঠ = স্বর্ণ-নির্ম্মিত পীঠস্থান; যোগপীঠ।

অষ্ট-দলেতে = সহস্র-দল পদ্মের অষ্টদলে।

প্রধান নায়িকা = শ্রীললিতা, বিশাখাদি প্রধান অষ্টসখী;

ও রূপ-লাবণ্য-রাশি অমিয়া পড়িছে খসি
হাস্য-পরিহাস-সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয় নিত্যলীলা সুখময়
সেবা দিয়া রাখহ চরণে ॥ ৩ ॥

(৩৭)

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন ॥ ১ ॥
সেই মোর বাঞ্ছা-সিদ্ধি সেই মোর ভক্তি-ঋদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র-জপ
সেই মোর ধরম করম ॥ ২ ॥
অনুকূল হবে বিধি সে পদ-সম্পদ-নিধি
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরী-রাশি প্রাণ-কুবলয়-শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥ ৩ ॥

৩। অমিয়া = অমৃত-ধারা। সম্ভাষণে = আলাপে।

ও রূপ ··· খসি = শ্রীরাধাগোবিন্দ-রূপের ছটা ও মাধুর্য্য যেন অমৃত-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

(৩৭)

২। ঋদ্ধি = ধন, সম্পত্তি। সেই ···· ধরম = বেদাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই জানি না—আমি কেবল ইহাই জানি যে, একমাত্র শ্রীরূপমঞ্জরী দেবীর শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব-ধন।

৩। কুবলয় = পদ্ম। প্রফুল্লিত = সমুদিত।

তুয়া অদর্শন-অহি- গরলে জারল দেহি
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥ ৪ ॥

(৩৮)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত-চন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ১ ॥

সে রূপ নিশিদিনে = শ্রীরূপমঞ্জরী-দেবীর শ্রীচরণের সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্য-সম্ভার আমার প্রাণরূপ পদ্মে চন্দ্র স্বরূপ হইয়া, রাত্রিদিন সমুদিত থাকিয়া, আমার প্রাণ সুশীতল করুক। পদ্মকে প্রফুল্লিত করে সূর্য্য, কিন্তু এখানে চন্দ্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত মাধুর্য্য-রাশি হইতেছে অত্যন্ত সুস্নিগ্ধ, আর চন্দ্রও সুস্নিগ্ধ, তন্নিমিত্ত মাধুর্য্য-রাশিকে সূর্য্য না বলিয়া চন্দ্র বলা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, সূর্য্য কেবলমাত্র দিনে ও চন্দ্র কেবল রাত্রে উদিত হন, কিন্তু শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এই প্রার্থনা করিতেছেন—"শ্রীরূপমঞ্জরী-দেবীর শ্রীচরণ-মাধুর্য্যরাশি সুস্নিগ্ধ চন্দ্র-স্বরূপে আমার হৃদয়াভ্যন্তরে রাত্রিদিন সমুদিত থাকুক, আমার তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া যাক্।"

৪। তুয়া···দেহি = সর্প-বিষে যেমন দেহ জর জর করে, তদ্রূপ হে দেবি শ্রীরূপমঞ্জরি! তোমার অদর্শন-রূপ সর্প-জনিত সন্তাপ-বিষে অর্থাৎ তোমার অদর্শন-জনিত সন্তাপে আমার দেহ জর জর হইতেছে।

হাহা···শরণ = হে প্রভু শ্রীগুরুদেব! আমি তোমার শরণাগত হইতেছি, কৃপা করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমাকে আশ্রয় দাও, তাহা হইলে তোমার শ্রীচরণ-প্রভাবে আমি শ্রীরূপমঞ্জরী দেবীর শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিব।

চিরদিন ···· জীবন = চিরকালই আমার প্রাণ এই অদর্শন-জনিত বিষানলে দগ্ধ হইতেছে।

কৃপা করি সবে মিলি করহ করুণা।
অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা ॥ ২ ॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর ॥ ৩ ॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল-হৃদয়ে সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥ ৪ ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥ ৫ ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥ ৬ ॥

(৩৯)

হাহা প্রভু লোকনাথ ! রাখ পদ-দ্বন্দ্বে।
কৃপা-দৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥ ১ ॥
মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি তবে পূর্ণ হয় তৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে হেথা রাধাকৃষ্ণ ॥ ২ ॥

---

(৩৮)

৩। এ তিন সংসার = স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল।

৫। প্রভু-লোকনাথ = শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী।

৬। ঘুচাও অন্ধকার = অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত কর।

তুমি ...... অন্ধকার = এ কথা শ্রীগুরুদেবকে বলিতেছেন।

(৩৯)

২। তৃষ্ণ = তৃষ্ণা ; শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্ম লাভের জন্য প্রবল লালসা।

তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ।। ৩ ।।
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ-পদ-তলে দেহ ঠাঞি ।। ৪ ।।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গুণ গাঙ রাত্রদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে ।। ৫ ।।

(৪০)

লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যেন সদা চিত্তে স্ফুরে ।। ১ ।।
তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ।। ২ ।।
সখীগণ-জ্যেষ্ঠা যেঁহো তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ।। ৩ ।।

হেথায় ·····রাধাকৃষ্ণ=এতদ্দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে, শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত ইহা কদাচ লাভ হয় না।

৪। ঠাঞি=স্থানে। ৫। গাঙ=গাই।

(৪০)

১। লোকনাথ ···· স্ফুরে=শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা কদাচ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায় না ; তন্নিমিত্ত শ্রীঠাকুর-মহাশয় তদীয় গুরুদেব শ্রীলোকনাথ প্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন।

২। তোমার······· চিতে=হে গুরুদেব ! আমার মনে সর্ব্বদা এই অভিলাষ হয় যে, তোমার সহচরী-রূপে তোমারই সঙ্গে থাকিয়া সখীগণ মধ্যে অবস্থান করি। ৩। জ্যেষ্ঠা=প্রধানা।

তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥ ৪ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি ! কৃপা-দৃষ্টে চেয়ে।
তাপিত নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিয়ে ॥ ৫ ॥

(৪১)

শুনিয়াছি সাধু-মুখে বলে সর্ব্ব জন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল-চরণ ॥ ১ ॥
হাহা প্রভু সনাতন ! গৌর-পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥ ২ ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥ ৩ ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে ল'য়ে যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥ ৪ ॥

সখীগণ-জ্যেষ্ঠা যেঁহো যিনি সখীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীললিতা দেবী। সমর্পিবে=সঁপিয়া দিবে।

৪। বাঞ্ছিত পূরণ=বাঞ্ছা পূর্ণ।

৫। তাপিত ······ দিয়ে=শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম-সেবা-রূপ অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিয়া নরোত্তমের কৃষ্ণবিরহানল-দগ্ধ অঙ্গ সুশীতল কর।

(৪১)

১। শ্রীরূপ-কৃপায়=শ্রীরূপমঞ্জরীর দয়ায়।

২। গৌর-পরিবার=গৌর-পরিকর, গৌর-পার্ষদ।

২-৩। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদগণের কৃপা না হইলে, সখীগণের কৃপা হয় না।

হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম-সখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥ ৫ ॥

(৪২)

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভ-ক্ষণ মোর কত দিনে হবে ॥ ১ ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসি ! হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা-কার্য্য করহ ত্বরায় ॥ ২ ॥
আনন্দিত হ'য়ে হিয়া তাঁর আজ্ঞা-বলে।
পবিত্র-মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে ॥ ৩ ॥
সেবার সামগ্রী রত্ন-থালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণ-ঝারিতে পূরিয়া ॥ ৪ ॥
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্র-গতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥ ৫ ॥

(৪৩)

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা ॥ ১ ॥
সদয়-হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ ! এই নব দাসী ॥ ২ ॥

৫। নর্ম্ম = প্রিয়। নর্ম্ম-সখীগণে = শ্রীরূপমঞ্জরী আদি প্রিয়-নর্ম্ম সখীগণ। অনুগত = আশ্রিত।

(৪২)

৪। সুবাসিত বারি = কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধিত জল।

(৪৩)

১। শ্রীরূপ……হঞা = শ্রীরূপমঞ্জরীর পিছনে আমি সিদ্ধ-দেহে অনুগতা

শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহ-বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥ ৩ ॥
অতি নম্র-চিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবা-কার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥ ৪ ॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥ ৫ ॥

(৪৪)

হরি হরি ! কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ॥ ১ ॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥ ২ ॥
এই আশা পূর্ণ কর যত সখীগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৩ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥ ৪ ॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী ॥ ৫ ॥

দাসী-রূপে অতি ভয়ে ভয়ে অবস্থান করিব। দোঁহে = শ্রীরাধা-কৃষ্ণ দুই জনে।

৩। দোঁহ-বাক্য-শুনি = শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কথা শুনিয়া বলিবেন।

মঞ্জুলালী = মঞ্জুলালী-মঞ্জরী ; ইনি যোগপীঠের সহস্রদলপদ্মে অবস্থিত অষ্ট-প্রধান-মঞ্জরীর অনুগত ষোলজন প্রিয়নর্ম্ম সখীর মধ্যে একজন। ইনিই হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের গুরুদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু।

(৪৫)

কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥ ১ ॥

অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥ ২ ॥

বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া-পিশাচী ॥ ৩ ॥

ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-কৃপা বিনে আর নাহিক উপায় ॥ ৪ ॥

অদোষ-দরশী প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥ ৫ ॥

(৪৬)

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥ ১ ॥

অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন-করম-দোষে আপনি ডুবিনু ॥ ২ ॥

---

(৪৫)

৩। গলে......... পিশাচী = মায়া-রূপ রাক্ষসী আমাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গ্রাস করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

৫। অদোষ-দরশী = যিনি কাহারও দোষ দর্শন বা গ্রহণ করেন না। প্রভু = হে প্রভু বৈষ্ণব-সাধু।

(৪৬)

১। মৈনু = মরিলাম; আমার সর্ব্বনাশ হইল।
প্রেম-রতন-ধন = প্রেমরত্ন-রূপ অমূল্য সম্পত্তি।

২। অধন = স্ত্রী-পুত্র, বিষয়, অর্থ প্রভৃতি অনিত্য-ধন। ধন = নিত্যধন

সৎ-সঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস ॥ ৩ ॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন নহিনু ॥ ৪ ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম। তেয়াগিনু = ত্যাগ করিলাম।

৩। সৎ = সাধু। অসৎ = অসাধু।

অসতে বিলাস = অসতের সঙ্গে মেশামিশি।

সৎসঙ্গ ······ ফাঁস = সৎসঙ্গে থাকিলে কৃষ্ণ-ভজন হয় ও তদ্দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু অসৎ-সঙ্গে থাকিলে আরও অসৎ কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম-বন্ধন দৃঢ়রূপে লাগিয়া যায়। সৎ অর্থাৎ সাধু কে, তৎসম্বন্ধে শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন, যথা ঃ—

কৃষ্ণার্পিত-প্রাণ-শরীর-বুদ্ধিঃ
শান্তেন্দ্রিয়-স্ত্রী-সুত-সম্পদাদিঃ।
আসক্ত-চিত্তঃ শ্রবণাদি-ভক্তি-
র্যস্যেহ সাধুঃ সততং হরের্যঃ ॥

অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ, দেহ, বুদ্ধি সমস্তই অর্পণ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়াদি সমস্ত ভোগবিলাসে বিরত হইয়াছেন, যিনি শ্রীহরিতে সর্ব্বদা আসক্ত-চিত্ত এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের যাজন-পরায়ণ, এ জগতে তিনিই সাধু অর্থাৎ সৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন ঃ—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥ ১ ॥

(৪৭)

প্রাণেশ্বরি ! এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি
এই জন নিবেদন করে ॥ ১ ॥

ভগবদ্ভক্তি-হীনা যে মুখ্যাসন্তস্ত এব হি।
তেষাং নিষ্ঠা শুভা ক্বাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি ॥ ২ ॥
সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর-তৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোঽন্ধবৎ ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—সাধুগণ সর্ব্বত্রই সমদর্শী ; তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া মদ্গতচিত্ত হইয়াছেন ; সুতরাং সূর্য্যের প্রকাশে যেমন আঁখির বন্ধন মোচন হয়, তদ্রূপ তাঁহাদের দর্শনে ভব-বন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

যাহারা ভগবদ্ভক্তি-বিহীন, তাহারাই হইতেছে প্রধান অসৎ ; তাহারা সদাচার-পরায়ণ হইলেও, তাহাদের কদাচ মঙ্গল হয় না, ভক্তি-বিষয়ে তাহাদের শ্রদ্ধাও হয় না ॥ ২ ॥

অসৎ ব্যক্তিগণ শিশ্নোদর-পরায়ণ ; তাহাদের সঙ্গ কদাচ করিও না ; অন্ধ যেমন অন্ধের সংসর্গে অন্ধকারময় কূপে পতিত হয়, তদ্রূপ অসতের সংসর্গে অন্ধতম নরকে পতিত হইতে হয় ॥ ৩ ॥

লোকে কথায় বলে—

"সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ-সঙ্গে সর্ব্বনাশ।"

এতদ্বিষয়ে আরও অধিক বিবরণ "শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" প্রবন্ধে ৫, ১১ ও ১৩ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৪৭)

১। প্রাণেশ্বরি = হে প্রাণবল্লভে শ্রীরাধে !

প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
তুয়া প্রিয়-ললিতা-আদেশে।
তুয়া প্রিয় নিজ-সেবা দয়া করি মোরে দিবা
করি যেন মনের হরিষে ॥ ২ ॥
প্রিয়-গিরিধর-সঙ্গে অনঙ্গ-খেলন-রঙ্গে
ভঙ্গ-বেশ করইতে সাজে।
রাখ এই সেবা-কাজে নিজ-পদ-পঙ্কজে
প্রিয়-সহচরীগণ-মাঝে ॥ ৩ ॥
সুগন্ধি চন্দন মণিময় আভরণ
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর দাসী যেন হও তাঁর
অনুক্ষণ থাকোঁ তাঁর সঙ্গে ॥ ৪ ॥
জল সুবাসিত করি রতন-ভৃঙ্গারে ভরি
কর্পূর-বাসিত গুয়া-পাণ।
এ সব সাজাইয়া ডালা লবঙ্গ-মালতী-মালা
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা অনুপাম ॥ ৫ ॥

২। প্রিয়……আদেশে = হে রাধে! তোমার পরম-প্রিয় সখী শ্রীললিতা-দেবীর আজ্ঞায় প্রিয় সখীগণ সহ পরমানন্দে তোমার সেবা করিব, এ আমার বড় সাধ।

তুয়া……সেবা = আমার অতি প্রিয় যে তোমার নিজের সেবা-কার্য্য।

৩। গিরিধর = গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ। অনঙ্গ-খেলন-রঙ্গে = কন্দর্প-কেলি-বিলাসে। ভঙ্গ-বেশ = শিথিল বেশ অর্থাৎ কন্দর্প-কেলি বশতঃ খুলিয়া গিয়াছে যে পোষাক পরিচ্ছদ তাহা। করইতে সাজে = পুনরায় সজ্জিত করিতে। পদ-পঙ্কজে = পাদপদ্মে।

৪। কৌষিক-বসন = পট্ট-বস্ত্র; রেশমী কাপড়-চোপোড়।

৫। অনুপাম = অতুলনীয়; অত্যুৎকৃষ্ট।

সখীর ইঙ্গিত হবে এ সব আনিব কবে
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়
দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে ॥ ৬ ॥

(৪৮)

অরুণ-কমল-দলে শেজ বিছাইব
বসাইব কিশোর-কিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ- পঙ্কজ মনোহর
মরকত-শ্যাম হেম-গোরী ॥ ১ ॥
প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃপা-দিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে বিবিধ ফুলবর
শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥ ২ ॥
মৃগমদ-তিলক সিন্দুর বনায়ব
লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতীফুল- হার পহিরাওব
ধাওয়াব মধুকর-বৃন্দে ॥ ৩ ॥

---

(৪৮)

১। অরুণ-কমল-দলে = রক্তবর্ণ পদ্মফুলের পাপড়ি সমূহ দ্বারা। শেজ = শয্যা। অলকা = স্ত্রীলোকের গণ্ডস্থলে লম্বমান যে চুল। পঙ্কজ = পদ্ম। মরকত = শ্যামবর্ণ মণিবিশেষ; পান্না। মরকত-শ্যাম = মরকত-মণির ন্যায় শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট যে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।

হেম-গোরী = স্বর্ণের ন্যায় গোরবর্ণ-বিশিষ্টা যে শ্রীরাধা।

২। দিঠি = দৃষ্টি। বিবিধ ফুলবর = নানাবিধ সুন্দর ও সুগন্ধি ভাল ভাল ফুল। মিঠি—মিষ্ট। ৩। মৃগমদ = কস্তুরী, মৃগনাভি।

ললিতা কবে মোরে বীজন দেওয়ব
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল মিটব দুঁহু-কলেবর
হেরব পরম আনন্দে ॥ ৪ ॥
নরোত্তম দাস- আশ পদ-পঙ্কজ-
সেবন-মাধুরী-পানে।
হোওয়ব হেন দিন না দেখিয়ে কিছু চিন
দুঁহু জন হেরব নয়ানে ॥ ৫ ॥

সসিন্দুর = সিন্দুরের সহিত মিশাইয়া। বনায়ব = রচনা করিব।

মৃগমদ ····· বনায়ব সিন্দুরের সহিত মৃগনাভি মিশাইয়া তদ্দ্বারা তিলক রচনা করিয়া দিব।

লেপব = লেপন করিব। চন্দন-গন্ধে = চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য। পহিরাওব = পরাইব। ধাওয়াব = তাড়াইব। মধুকর = ভ্রমর।

ধাওয়াব মধুকর-বৃন্দে = মালতী-ফুলের সুগন্ধে ভ্রমরগণ আসিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে জ্বালাতন করিবে, আর আমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব।

৪। বীজন = চামর ; পাখা।

বীজব মারুত মন্দে = মৃদু মৃদু বাতাস করিব।

শ্রমজল সকল = কেলি-বিলাস-হেতু শ্রান্তি-জনিত ঘর্ম্ম-বিন্দু-সমূহ। মিটব = দূর করিব। কলেবর = শরীর।

মিটব-দুঁহু-কলেবর = দুই জনের শরীর হইতে দূর করিব।

৫। হোওয়ব = হইবে। চিন = চিহ্ন।

নরোত্তম ····· নয়ানে = শ্রীঠাকুর-মহাশয় বলিতেছেন, শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদ-পদ্ম-সেবার অমৃতময় মাধুর্য্য-ধারা পান করিবার জন্য আমার বড় আশা

(৪৯)

কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে
পিক-কুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে গাইয়া যাই'ব রঙ্গে
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে ॥ ১ ॥

হরি হরি! মনোরথ ফলিব আমারে।
দুঁহুক মন্থর গতি কৌতুকে হেরব অতি
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥ ২ ॥

চৌদিকে সখীর মাঝে রাধিকার ইঙ্গিতে
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব বিথারিয়া আঁচরব
বনাইব বিচিত্র করবী ॥ ৩ ॥

হইয়াছে, কিন্তু আমার সে সাধ পূর্ণ হইতে পারে এমন দিন যে কখনও আসিবে, তাহার কোনও চিহ্ন ত দেখিতেছি না। হায়, হায়! শ্রীরাধা-গোবিন্দ দুই জনে কবে আমার প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহা হইলেই আমার এই আশা পূর্ণ হইবে।

(৪৯)

১। কুসুমিত বৃন্দাবনে = প্রস্ফুটিত মনোহর সুগন্ধি পুষ্পসমূহে সুশোভিত শ্রীবৃন্দাবনে।

শিখিগণে = ময়ূর সকল। পিক-কুল = কোকিল-সমূহ।

প্রিয়⋯ কুটীরে = শ্রীরাধা-গোবিন্দ দুই জনে প্রিয় সখীগণ সহ আনন্দ-সঙ্গীত গান করিতে করিতে আমোদভরে পরম মনোরম কুঞ্জ-গৃহে গমন করিবেন।

২। মনোরথ = মনোবাঞ্ছা। ফলিব = সফল হইবে। মন্থর = মৃদু ও বক্র। গতি = গমন।

৩। কুটিল = কোঁকড়ান। কুন্তল সব = কেশ-রাশি। বিথারিয়া = বিস্তার করিয়া, এলাইয়া।

মৃগমদ মলয়জ সব অঙ্গে লেপব
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে তিলক বনাইব
হেরব মুখ-সুধাকর ॥ ৪ ॥
নীল পটাম্বর যতনে পরাইব
পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব
মুছাইব আপন চিকুরে ॥ ৫ ॥
কুসুম-কোমল-দলে শেজ বিছাইব
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি মৃদু মৃদু বীজব
ছরমিত দুঁহুক শরীরে ॥ ৬ ॥
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর-সুধারসে তাম্বুল সুবাসে
ভোখব অধিক যতনে ॥ ৭ ॥

আঁচরব = আঁচড়াইব। বনাইব = প্রস্তুত করিব, বাঁধিব।
বিচিত্র = অদ্ভুত, অনুপম। কবরী = বেণী, খোপা।

৪। মলয়জ = চন্দন। কুঙ্কুম = অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য-বিশেষ; জাফরান্; হেরব = দেখিব। সুধাকর = চন্দ্র।

৫। রতন-মঞ্জীরে = রত্ন-নির্ম্মিত নূপুর।
ভৃঙ্গার = গাড়ুর ন্যায় জলপাত্র-বিশেষ চিকুরে = কেশে।

৬। কুসুম-কোমল-দলে = ফুলের নরম পাপ্ড়ি সমূহ দ্বারা। ধবল = শ্বেত। ছরমিত = ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

৭। অধর······ যতনে = তাঁহাদের মুখ-কমলের মধুময় অমৃত-রসে

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু লোকনাথ দীনবন্ধু
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয়নর্ম্ম সখীগণ
নরোত্তম মাগে এই দান ॥ ৮ ॥

(৫০)

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন-গিরিবরে পরম নিভৃত ঘরে
রাই-কানু করাব শয়ন ॥ ১ ॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইব
মুছাইব আপন চিকুরে।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল পূরি
যোগাইব দুঁহুক অধরে ॥ ২ ॥
প্রিয়-সখীগণ-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
চরণ সেবিব নিজ-করে।
দুঁহুক কমল-দিঠি কৌতুকে হেরব
দুঁহু অংগ পুলক-অন্তরে ॥ ৩ ॥
মল্লিকা মালতী যূথী নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কটোরা করি কর্পূর চন্দন ভরি
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥ ৪ ॥

মিশ্রিত হওয়ায় পরম সুবাসিত ও সুমিষ্ট যে তাম্বূল অর্থাৎ পান তাহা তাঁহারা অধিকতর আদরে ভক্ষণ করিবেন।

৮। মুঞি দীনে কর অবধান = এ দীনের কাতর নিবেদনে কর্ণপাত কর অর্থাৎ শোন।

আর কবে এমন হব দুঁহু-মুখ নিরখিব
লীলারস নিকুঞ্জ-শয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্গে
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥ ৫ ॥

(৫১)

কদম্ব-তরুর ডাল নামিয়াছে ভুমে ভাল
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল বৃন্দাবন সকল
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥ ১ ॥
রাই-কানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি বৈদগধি-খনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ ২ ॥

---

(৫০)

৫। আর·····শ্রবণে = আমার এমন দিন কবে হবে যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ দুই জনে কুঞ্জ-গৃহে শয়ন করিয়া যৎকালে লীলারস বিস্তার করিবেন, তখন তাঁহাদিগের শ্রীমুখ-চন্দ্রের শোভা সন্দর্শন করিব এবং তাঁহাদের কেলি-জনিত হাস্য-পরিহাসাদি নানাবিধ রঙ্গ-ভঙ্গীর কথা নরোত্তম দাস আমি কবে শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে পরমানন্দে শ্রবণ করিব।

(৫১)

১। পরিমলে = গন্ধে। কেলি = খেলা।

২। রূপ-লাবণি = রূপ-মাধুর্য্য।
বৈদগধি-খনি = রস-পাণ্ডিত্যের আকর অর্থাৎ পরম রসজ্ঞ। ধনি = ধন্য।
বৈদগধি-খনি ধনি = দুই জনই ধন্য রসময়।

রাধার দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥ ৩ ॥

পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র-করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই-কানু কর যোড়ি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলকে তনু ভরে ॥ ৪ ॥

মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভা করে মুখ-ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥ ৫ ॥

৩। দক্ষিণ কর = ডাইন হাত। বরিষণ = বর্ষণ, বৃষ্টি। করে ফুল বরিষণ = পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছে, রাশি রাশি ফুল ছড়াইতেছে। পরাগে··· উপরে = পুষ্পরেণুতে যে স্থান ধূসরিত অর্থাৎ ধূসরবর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে এবং চন্দ্রের কিরণে অত্যন্ত শীতল ও সুস্নিগ্ধ হইয়াছে, সেই রত্নময় বেদীর উপরে।

৫। করে = হস্তে। বরিষয়ে ·· গন্ধরাজে = পরম সুগন্ধ-বিশিষ্ট পুষ্প-সমূহ বর্ষণ করে। শ্রমজল বিন্দু বিন্দু = কেলি-শ্রম জনিত ঘর্ম্ম-বিন্দু সমূহ। মুখ-ইন্দু = চন্দ্র-বদন।

অধরে ···· বাজে = প্রেম-ভরে এরূপ বিভোর হইয়াছেন যে, শ্রীমুখে আর বংশী বাজিতেছে না।

হাস-বিলাস-রস সরল মধুর ভাষ
নরোত্তম-মনোরথ ভরু।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ কুসুমে রচিত কেশ
লোচন-মোহন লীলা করু॥ ৬ ॥

(৫২)

হেদে হে নাগরবর শুন হে মুরলী-ধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ-নখর-মণি যেন চাঁদের গাঁথনি
ভাল শোভে আমার গলায়॥ ১ ॥
শ্রীদাম-সুদাম-সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মন বলে সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রহে তুয়া পানে চা'য়ে॥ ২ ॥
তুয়া বঁধু! পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন-পানে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু! গুণ গাই
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥ ৩ ॥

৬। ভাষ = কথা; নরোত্তম-মনোরথ ভরু = নরোত্তমের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। লোচন-মোহন = নয়নের আনন্দ-জনক; যাহা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

(৫২)

১। চরণ····গাঁথনি = মণিমাণিক্যের ন্যায় পরম উজ্জ্বল পদ-নখ সমূহ যেন চাঁদের মালা গাঁথা রহিয়াছে।

মণি নও মাণিক নও আঁচলে বাঁধিলে রও
ফুল নও যে কেশে করি বেশে ।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লঞা বেড়াতাম দেশে দেশে ।। ৪ ।।
অগুরু-চন্দন হইতাম তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায় ।
কি মোর মনের সাধ বামন হ'য়ে চাঁদে হাত
বিধি কি পুরাবে সাধ আমায় ।। ৫ ।।
নরোত্তম দাস কয় শুন ওহে দয়াময়
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া ।
যে দিন তোমার ভাবে আমার পরাণ যাবে
সেই দিন দিও পদ-ছায়া ।। ৬ ।।

(৫৩)

আজি রসে বাদর নিশি ।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবন-বাসী ।। ১ ।।

১-৫ । এ সমস্তই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তি করিতেছেন ।

৬ । নরোত্তম ······· ছায়া = শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় করযোড়ে অতি কাতরে নিবেদন করিতেছেন, হে প্রভু, হে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ! যে দিন তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে আমি তন্ময় হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিব, সে দিন যেন আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করিও, আমি কেবল ইহাই চাই, অন্য আর কিছুই চাহি না ।

(৫৩)

১ । আজি ········বৃন্দাবন-বাসী = আজি নিশাকালে শ্রীরাধা-গোবিন্দের

শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধা-ধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী-সঞ্চার ॥ ২ ॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক ॥ ৩ ॥
দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥ ৪ ॥

(৫৪)

প্রভু হে ! এইবার করহ করুণা।
যুগল-চরণ দেখি সফল করিব আঁখি
এই বড় মনের বাসনা ॥ ১ ॥

রাসক্রীড়া-জনিত অপূর্ব্ব মধুর-লীলারসবর্ষণে সমস্ত বৃন্দাবনে রস-সমুদ্রের ঢেউ খেলিতেছে, আর বৃন্দাবন-বাসী স্থাবর জঙ্গম সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সেই রস-সাগরে ভাসিতেছেন—তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরিতেছে না।

২। শ্যাম-ঘন = শ্রীকৃষ্ণ-রূপ মেঘ।
বরিখয়ে = বর্ষণ করিতেছে। প্রেমসুধাধার = প্রেমামৃত-ধারা।

কোরে ······ সঞ্চার = সেই শ্যাম-মেঘের কোলে অপূর্ব্ব-সৌন্দর্যশালিনী রস-রঙ্গিণী বিদ্যুদ্বরণী শ্রীমতী রাধিকা অবস্থিত থাকায়, মেঘে যেন অবিরাম বিদ্যুৎ খেলিতেছে—স্থির-বিজলী বিরাজ করিতেছে।

৩। প্রেমে ······ পঙ্ক = প্রেমরস-ধারায় শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত পথ অভিষিক্ত হইয়া পিছল হইয়া গিয়াছে, শ্রীব্রজবাসিগণ প্রেম-ভরে বিভোর হইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছেন, এবং কস্তুরী, চন্দন ও কুংকুমাদি গন্ধদ্রব্য সমূহের বর্ষণে সমস্ত পথ সুগন্ধান্বিত কর্দ্দমময় হইয়াছে।

৪। দিগ······পাথার = অকূল প্রেমের সমুদ্র, তাহার কূল কিনারা নাই।

নিজ-পদ-সেবা দিবা　　　নাহি মোরে উপেক্ষিবা
দুঁহু পঁহু করুণা-সাগর।
দুঁহু বিনু নাহি জানোঁ　　　এই বড় ভাগ্য মানোঁ
মুঞি বড় পতিত পামর ॥ ২ ॥

ললিতা-আদেশ পাঞা　　　চরণ সেবিব যাঞা
প্রিয়-সখী সঙ্গে হর্ষ-মনে।
দুঁহু দাতা-শিরোমণি　　　অতি দীন মোরে জানি
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥ ৩ ॥

পাব রাধাকৃষ্ণ-পা　　　ঘুচিবে মনের ঘা
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম দাস কয়　　　এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥ ৪ ॥

(৫৫)

হরি বলব আর মদনমোহন হেরব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে চলব গো ॥ ধ্রু ॥

---

(৫৪)

২। নাহি············উপেক্ষিবা = আমাকে অবহেলা করিও না, পায়ে ঠেলিও না।

৪। পা = চরণ।　　　ঘা = ব্যথা।

দূরে······বিকল = মনের দুর্ব্বাসনাদি যত কিছু জঞ্জাল সমস্তই দূরীভূত হইয়া যাইবে।

যাব গো ব্রজেন্দ্র-পুর　　হব গো গোপিকার নূপুর
তাঁদের চরণে মধুর মধুর বাজব গো।
বিপিনে বিনোদ খেলা　　সঙ্গেতে রাখালের মেলা
তাঁদের চরণের ধূলা মাখব গো ॥ ১ ॥
রাধা-কৃষ্ণের রূপ-মাধুরী　　হেরব দু'নয়ন ভরি
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রইব গো।
ব্রজবাসি! তোমরা সবে　　এই অভিলাষ পুরাও এবে
আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনব গো ॥ ২ ॥
এই দেহ অন্তিম কালে　　রাখব শ্রীযমুনার জলে
জয় রাধা-গোবিন্দ ব'লে ভাসব গো।
কহে নরোত্তম দাস　　না পূরিল অভিলাষ
আর কবে ব্রজবাস করব গো ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর-মহাশয় বিরচিত শ্রীশ্রীপ্রার্থনা সমাপ্ত।

---

(৫৫)

১। বিপিনে = বনে।　　রাখালের মেলা = রাখাল-সমূহ।

পরমারাধ্যপাদ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় এই যে সমস্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, এরূপ ভাবের প্রার্থনা-সমূহ হৃদয়ে উত্থিত হওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয়—জন্ম-জন্মান্তরের বহু সুকৃতির ফল। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রার্থনা আর হইতে পারে না। আমাদের ন্যায় অধম জীবের ভাগ্যে এরূপ প্রার্থনা হৃদয়ে স্বতঃই ও সহজে উদিত হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, পরম কারুণিক শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় জীবের পরম মঙ্গলের জন্য কৃপা করিয়া এই অমূল্য পদ সমূহ রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত পদ নিরন্তর পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিলে যে ক্রমশঃ এইরূপ প্রার্থনা-পরম্পরা হৃদয়ে উদিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব একান্ত-

চিত্তে পরম আগ্রহের সহিত অতি ব্যাকুল-ভাবে এই সমস্ত পদ অনুক্ষণ পাঠ ও আলোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারা পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া দেখিবেন যে, ইহাতে কি আনন্দ, এবং এতদ্দ্বারা ক্রমশঃ স্বতঃই এই ভাবে বিভাবিত হইয়া যাইবেন। যাঁহাদের হৃদয় স্বতঃই এই দেবদুর্ল্লভ অপূর্ব্ব প্রার্থনা-রত্ন-ভূষণে ভূষিত হইয়া রহিয়াছে, সেই সমস্ত ভাগ্যবান্ মহাপুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত অনুরোধ করা হইতেছে না, তাঁহারা এ হতভাগ্যের মাথার মণি-স্বরূপ—তাঁহাদের পদধূলি এ অধমের একমাত্র সম্বল। যদি তাঁহাদের শ্রীচরণ-কৃপায় এ দাসের ভাগ্যে কখনও হৃদয়ে এরূপ ভাবের প্রার্থনা-সন্ততির উদয় হয়, তাহা হইলে জীবন ধন্য হইবে, জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব; কিন্তু হায়, হায়! এ অভাগার সে আশা কোথায়—আমার ন্যায় মহাপরাধী যে ত্রিভুবনে আর কেহ নাই! শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে এ অধমের যে বিন্দুমাত্রও রতি নাই! আমি যে তাঁহাদের শ্রীচরণে মহা অপরাধী, সুতরাং তাঁহাদের অহেতুকী কৃপাই এ দাসের একমাত্র ভরসা।

ইতি শ্রীশ্রীপ্রার্থনার ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীলোচন দাস ঠাকুরের প্রার্থনা।

(১)

পাইয়া দুর্ল্লভ জন্ম না বুঝিলাম সাধু-ধর্ম্ম
স্বকর্ম্ম সকলি পরমাদ।
সকাম সহেতু ধরি প্রতিকূল বাঞ্ছা করি
ধিক্ মোর বাঁচিবার সাধ ॥
না বর্ত্তিল সাধু-শক্তি না পাইলাম শুদ্ধ-ভক্তি
হায় হায় অহঙ্কারে যাই।
ভব-রোগ মহাভারি বলধি হইতে নারি
কি সাধনে সাধু-বৈদ্য পাই ॥
সাধু-বৈদ্য গুণাতীত অকিঞ্চন তাঁর রীত
তেঁহ মায়া-সমুদ্রের পার।
বৈদ্য রৈল ভব-পারে মুঞি ভব-কারাগারে
সুস্থ হই কেমন প্রকার ॥
প্রতিকূল ভব-বন্ধ প্রপঞ্চে নয়ন অন্ধ
সাধু-বৈদ্য চিনিতে না পারি।
সদ্বুদ্ধির নাহি যোগ অসদ্বুদ্ধ্যে কর্ম্মভোগ
না হইলাম ভক্তির ভিখারী ॥
ভবরোগ-কৈতব-ভোগী ঔষধ না পায় রোগী
ভবরোগে সদাই দুর্ব্বল।
অপ্রাপ্য ঔষধ অতি প্রাপ্তিমাত্র কুপান্তি
দিনে দিনে রোগের প্রবল ॥

হাহা পদ্মাবতী-সুত প্রাণনাথ অবধূত
নির্লজ্জেরে করুণা প্রকাশ।
দুর্গতে উদ্ধারো পঁহু কৃপার ঘোষণা রহু
কহে ভবরোগী লোচন দাস ॥

(২)

আজন্ম ভব-রোগে-দুঃখী নিতাই! মোরে কর সুখী
নিজ-শক্তি কৃপা-বল দিয়া।
সুপত্নীর প্রাণপতি মুঞি কুপত্নীর প্রতি
চাও কৃপা-দৃষ্টি যে করিয়া ॥
পত্নী যদি ভ্রষ্টা হয় সে কলঙ্ক কোথা রয়
কুপত্নীর কলঙ্ক সম্বর ॥
ভ্রষ্টাশয়ে পতি ভ্রান্ত তুমি জগতের কান্ত
কান্ত হৈয়া কেন ত্যাগ কর ॥
মুঞি দুঃখী ভব-ব্যাধি যদি হও অপরাধী
তথাপিও তুমি নিত্য নাথ।
নির্লজ্জেরে কৃপা-ডোরে ভ্রষ্টা মুঞি অধমেরে
বান্ধি রাখ পাদ-পদ্ম সাথ ॥
চাও ভ্রষ্টা পত্নী পানে করুণা-কটাক্ষ-বাণে
কৈতব-অসুর কর নাশ।
ভ্রষ্টা-কৈতব যদি যায় পত্নী হৈয়া রহি পায়
কৈতবেতে পত্নী উপহাস ॥
ভবরোগ-কৈতব-ত্যাগী সেই পত্নী অনুরাগী
পতি প্রতি যার রতি রয়।

কৈতব অসুর অতি বিজাতীয় মোর গতি
ভবরোগী লোচন দাস কয় ॥

(৩)

হে নাথ দুর্গতি-ত্রাণ তুমি কাঙ্গালের প্রাণ
তুমি বিনে জীয়ন্তে মরণ।
এহেন পাপিষ্ঠ কীটে করুণা-কটাক্ষ-দিঠে
চাও ভবরোগীর বদন ॥
অধম চণ্ডাল পাপী অপরাধী মনস্তাপী
দুরন্ত দুর্জ্জন দুরাশয়।
না ছাড়ে পাপিষ্ঠ ভ্রান্ত পর-হিংসক পাষণ্ড
ভ্রষ্টাচারী কুটিল-হৃদয় ॥
শমনের দণ্ডপাত্র আমি সে কেবলমাত্র
সর্ব্ব দোষ আমার হিয়ায়।
কৈতব মায়ার ঘোরে অচেতন কৈল মোরে
পঁহু বিনে কে আর চিয়ায় ॥
পাপ আর তাপ তিনে দগ্ধ করে রাত্রিদিনে
দুষ্কর্ম্ম-ফলের এই দশা।
পড়িনু কুকর্ম্ম-কূপে তটে উঠাও কোনরূপে
কৃপা-রজ্জু কেবল ভরসা ॥
পঁহু তোর নাম পুঁজি আর যেন নাহি খুঁজি
এই নিষ্ঠা রহু মোর বুকে।
তোমাতে যাঁহার রতি সেই সঙ্গে মোর গতি
তাঁর সঙ্গ বিনা মরি দুখে ॥

নাহি মোর সেই সঙ্গ ভবরোগে হৈল ভঙ্গ
ভবরোগ সৎসঙ্গ-বাধক।
কহে রোগী লোচন দাস ভবরোগ কর নাশ
সুস্থ হইবে প্রবর্ত্ত সাধক॥

(৪)

ভব-রোগের বৈদ্যভুপ মহাশূর সাধু-রূপ
প্রেমরস-ভক্তির আধারী।
নির্লক্ষ্যে কৃপায় যদি দেন মহা মহৌষধি
তবে সে নীরোগ হৈতে পারি॥
যদি রোগী ঔষধি পায় তবে শীঘ্র রোগ যায়
অনায়াসে সুস্থ হয় রোগী।
সুস্থ হৈলে স্থির হয় চঞ্চলতা নাহি রয়
তবে হয় ভক্তির সুযোগী॥
দুরন্ত দুর্নীত প্রাণী হিতাহিত নাহি মানি
ভবরোগী নহি ভক্তিমান্।
গুণাতীত হেতু ধরি সত্ত্বগুণে ভক্তি করি
শুদ্ধ-ভক্তি না হয় প্রমাণ॥
শুদ্ধ-ভক্তি শুদ্ধ-সত্ত্বে ভবরোগ অন্ধে না বর্ত্তে
সেই রোগ কৈতব অসুর।
অসুর স্বভাব ধরি ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা করি
অসুরের রাগ-ভক্তি দূর॥
কি কহিব ভ্রষ্টা মুখে ভবরোগী মরে দুঃখে
অপরাধ-অগ্নিতে পোড়ে হিয়া।

দুর্গতি কাতরে কয় ভবরোগী দগ্ধ হয়
সুস্থ কর ভক্তিযোগ দিয়া ॥
ভক্তিহীন ভব-ব্যাধি হইয়াছি অপরাধী
ওহে নাথ! কৃপা-দৃষ্টে চাও।
কহে লোচন দাস রোগী ভবরোগ-দুষ্কর্ম্ম-ভোগী
করুণাতে পাতকী তরাও ॥

(৫)

এই বড় উপহাস জগৎ মায়ার ফাঁস
মায়া-রাজ্যে বৃথা জন্ম যায়।
ব্রজলোকের রাগভক্তি তার গুণে তার শক্তি
জগতে সে শক্তি নাহি পায় ॥
জারিল সংসার-বিষে গুণাতীত হৈব কিসে
সেই পথ দেহ চিনাইয়া।
মনোদুঃখ কারে ক'ব দুঃখ আর কত স'ব
বিশেষতঃ দগ্ধ করে হিয়া ॥
জগৎ বিদেশ হয় বিদেশী বিদেশে রয়
রাগভক্তি বর্ত্তে যেই দেশে।
ব্রজলোকের অনুসার সেই জগতের সার
সেই রাজ্যে করাহ প্রবেশে ॥
যদি হও অনুকূল ঘুচাও বুকের শূল
সকাম সহিত কর-পার।
যদি সূত্র সেই হয় নিজ-দেশে করি লয়
মায়া-রাজ্যে না রাখিহ আর ॥

জগৎ মায়ার ফাঁস লাগিলে সে সর্ব্বনাশ
মায়া-ফাঁস কিরূপে এড়ায় ।
তবে মায়া-বন্ধ যায় যদি তব কৃপা হয়
কৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥
দুরন্ত মায়ার ফন্দী ভব-কূপে আছি বন্দী
ওহে নাথ ! করহ খালাস ।
বহুদিনের বঁদুয়ান ভব-বন্ধ কর ত্রাণ
কহে ভবরোগী লোচন দাস ॥

(৬)

মুঞি ছার জীবাধম ক্ষণে ক্ষণে মতি-ভ্রম
স্থির কর পদ্মাবতী-সুত ।
দূর কর ভবরোগ দিয়া ভক্তিশক্তি যোগ
রসের মাতাল অবধূত ॥
তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র
তুমি সর্ব্ব সাধন আমার ।
তুমি কৃপা তুমি ধর্ম্ম তুমি জ্ঞান তুমি মর্ম্ম
তুমি প্রাপ্তি-বস্তু চমৎকার ॥
তুমি ভব তুমি ভক্তি তুমি ধর সর্ব্বশক্তি
তুমি মোর শুদ্ধ-সত্ত্বরস ।
তুমি সর্ব্ব-রস-কূপ তুমি সখা-সখীরূপ
তুমি সর্ব্ব ভাবেতে অবশ ॥
তুমি বৃক্ষ তুমি ফল তুমি তৃষ্ণা তুমি জল
তুমি সর্ব্ব-রূপে অবতার ।

তোমার ভক্তেতে বিনে তোমা রত্নে কেবা চিনে
তুমি প্রেমভক্তি-রত্ন-সার ।।
পাপিয়া দুঃখিয়া মুঞি জগতের নাথ তুঞি
অপরাধে অসদ্গতি পাই ।
যম-দণ্ড ঔষধি হয় তাতে মোর নাহি ভয়
পাছে পঁহু তোমারে হারাই ।।
কর্ম্মদণ্ড তাহা স'ব যমের যন্ত্রণা স'ব
ওহে নাথ ! না কর চাতুরী ।
কহে রোগী লোচন দাস মনে বড় পাই ত্রাস
পাছে তোমা মায়াতে পাসরি ।।

(৭)

নরক-যন্ত্রণা-দুখে সেহ দুখ হয় সুখ
মতি যদি তোমা প্রতি রয় ।
তবে সে কিসের দুখ মনে হয় বড় সুখ
শ্রীচরণে মন যদি রয় ।।
কৃপার আধার মন স্বাভাবিক অকিঞ্চন
কৃপা বিনে মুঞি ছার ভণ্ড ।
যাতে বর্ত্তে সাধু-শক্তি সেই শক্তি ধরে ভক্তি
ভক্তি বিনে সেই যম-দণ্ড ।।
ভবরোগী ভক্তিহীন হায় বৃথা গেল দিন
ভক্তিরত্ন-অভাবে দুঃখ পাই ।
ভক্তি-স্থানে অপরাধ অপরাধে ভক্তি-বাদ
ভক্তি-রত্ন কিরূপেতে পাই ।।

সকাম নিষ্কাম মুঞি দণ্ড-কর্ত্তা পঁহু তুঞি
মুঞি বিকরণে দণ্ডী হই।
এবে অস্ত্র নাহি ধর কর্ম্ম-দণ্ড কিসে কর
পরম করুণা-গুণ বই ॥
অতি দুষ্ট মো পাপিষ্ঠ যদি পঁহু হয় দৃষ্ট
দণ্ড কর উচিত যে হয়।
দণ্ড পাঞা মন ধাঞা পাদ-পদ্মে রহু যাঞা
ভৃঙ্গ যেন কমলেতে রয় ॥
ওহে নাথ! কৃপা দণ্ডে শুদ্ধ কর এ পাষণ্ডে
পাদপদ্মে ভক্তি দেহ দান।
কহে লোচন দাস দুখী দুঃখে জারে কর সুখী
ভক্তি বিনে দুঃখে পোড়ে প্রাণ ॥

(৮)

তুমি সর্ব্ব-রস-কূপ প্রেম-রত্নানন্দরূপ
জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
হৈয়াছি মায়ার বন্ধ হারাইয়া রত্নানন্দ
কবে পাব আনন্দ মোহন ॥
রত্ন হৈয়া রত্ন দিলে সদানন্দ যত্নে মিলে
রত্নে যত্ন না করিনু মুঞি।
এ ভবরোগীর ঠাঁই রত্ন আনি যত্ন নাই
অপরাধ ভুঞ্জি পঁহু মুঞি ॥
কীট মোর এ জীবন না ভাবিলাম শ্রীচরণ
মরণে জীবনে কর্ম্ম-ভোগ।

জন্মিয়া জন্মিয়া মরি যাতায়াত মাত্র করি
দুঃখ সুখ কর্ম্ম সহ যোগ ॥
যদবধি রহি ভবে আসিতে যাইতে হবে
গর্ভ-যন্ত্রণাতে প্রাণ ফাটে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সেই কর্ম্ম ত্যাগ করাও কর্ম্ম-ধর্ম্ম
কর্ম্ম-সূত্র করুণাতে কাটে ॥
মায়া-বিষ দীন করে স্বধর্ম্ম-আস্বাদন হরে
জয় জয় ভক্ত-কৃপা-বল।
প্রভু-স্বেচ্ছা যদি হয় কর্ম্ম-সূত্র নাহি রয়
করুণার তরঙ্গ প্রবল ॥
কত অপরাধ মোর বুঝিলাম নাহি ওর
প্রভু-স্বেচ্ছা হইয়া না হয়।
মনেতে বুঝিতে পারি মহৎ-অপরাধ ভারি
প্রভু তোর শক্তি নাহি রয় ॥
প্রভু তোর স্বরূপ অনন্ত-বিগ্রহ-রূপ
ঠাকুর বৈষ্ণব অবতার।
মায়ায় চেতন নাই ঠেকিয়াছি কত ঠাঁই
লোচন দাস ভবরোগী ছার ॥

(৯)

প্রাণ দগ্ধে দুঃখে সুখে কি কহিব ছার মুখে
অপরাধ-অগ্নিতে পোড়ে হিয়া।
অপরাধ-দাবানল নিবাইতে নাহি জল
মহা উঁক উঠে উথলিয়া ॥

অপরাধ অগ্নি-প্রায় দৈন্য-জল না যোগায়
দগ্ধ হৈনু দৈন্য-হীন হৈয়া।
অগ্নি যদি জল পায় এখনি নিবিয়ে যায়
তবে সে জ্বলন যায় রৈয়া॥
হা নির্লক্ষ্যে কৃপা-বল হায় দৈন্যরূপ জল
হা নিতাই দয়ালু হিয়ায়।
দেহ অকিঞ্চনে ভক্তি কৃপা-বল দৈন্য-শক্তি
তবে প্রভু অকিঞ্চনে ভায়॥
সাধু গুরু-ভক্তি-স্থান না হইনু সাবধান
মহা অগ্নি মহৎ-অপরাধ।
হায় জন্ম গেল বৈয়া অহঙ্কারে অন্ধ হৈয়া
অপরাধ হৈল পরমাদ॥
না করিলে নারি রৈতে সর্ব্ব অপরাধ হৈতে
রক্ষা কর পদ্মাবতী-সুত।
রাখিলে কিনারা পাই তুমি না রাখিলে যাই
পরম করুণ অবধূত॥
তুমি অণ্ড-কর্ত্তা নাথ সকলি তোমার হাত
সদানন্দ পঁহু স্বেচ্ছাময়।
ইচ্ছাতে যে হয় কর ইচ্ছাময় নাম ধর
ভব-রোগী লোচন দাস কয়॥

(১০)

সকাম সহেতু ধরি গগনের চন্দ্র ধরি
মোর ইচ্ছা সকলি বিফল।

তুমি পরানন্দময় তোমার যে ইচ্ছা হয়
সেই ইচ্ছা পরম প্রবল ॥
ইচ্ছাময় নাম ধর ইচ্ছাতে সকলি কর
পঁহু তোর ইচ্ছা চমৎকার।
ইচ্ছাতে মাৎসর্য্য হর ইচ্ছাতে সকলি কর
তুমি ইচ্ছাময় অবতার ॥
মোর ইচ্ছা দাস হই পদাম্বুজ সেবিতে রই
পঁহু তোর ইচ্ছা হৈলে হয়।
মুঞি ভ্রষ্টা অসৎ-মতি পঁহু-স্বেচ্ছায় মোর গতি
ইচ্ছায় করুণা-শক্তি রয় ॥
তুমি পূর্ণানন্দময় তোমার ইচ্ছা যেই হয়
পঁহু তোর ইচ্ছা সেই সত্য।
ইচ্ছাময় কর্ত্তা তুমি সকামেতে মগ্ন আমি
মোর ইচ্ছা সকলি অনিত্য ॥
ছার মন ঘূর্ণায়মান অপরাধ বলবান্
অগ্রসর হৈতে শক্তি নাই।
দুর্গতি-দুষ্কর্ম্ম-ভোগী লোচন দাস ভব-রোগী
পঁহু মোর গতি তোর ঠাঁই ॥

(১১)

অস্থির চঞ্চল আমি তথাপিহ নাথ তুমি
বিপথে সতত মন ধায়।
সৎপথের পথিক শূর তাঁর সঙ্গ বহু দূর
চঞ্চলের বৃথা জন্ম যায় ॥

ধিক্ মোর জন্ম কর্ম্ম না পাইলাম সাধু-ধর্ম্ম
ধিক্ মন গরবে পাগল।
ধিক্ ধিক্ পাপ দেহ অহঙ্কারে ফুলে সেহ
ধিক্ বুদ্ধি ধিক্ মোর বল ॥
ধিক্ মুঞি মিথ্যাবাদী মন নহে নিরুপাধি
নির্লজ্জ বেল্লিক ভ্রষ্টাচার।
গুণে লিপ্ত ক্ষিপ্ত মুই দুর্গতের নাথ তুই
অহঙ্কারে এ দশা আমার ॥
আমাতেই সর্ব্ব দোষ পর-দোষে করি রোষ
রোষে দোষ আপনি মিশায়।
সর্ব্ব দোষ মোর মনে দূষি কেন অন্য জনে
না বুঝিয়া মরি হায় হায় ॥
ভ্রষ্টা মন অহঙ্কারী বাক্যেতে বুঝিতে পারি
সুনিশ্চিতে পথ নাহি চিনু।
পাপ-তাপ-অন্ধকার পথের না পাই দ্বার
তোমার করুণা-চন্দ্র বিনু ॥
পঁহু-কৃপা-চন্দ্রমায় ধর্ম্ম-পথ দৃষ্ট হয়
কৃপা-চন্দ্রে অন্ধকার যায়।
দুরন্ত-দুষ্কর্ম্ম-ভোগী কহে লোচন দাস রোগী
কৃপা বিনে পথ নাহি পায় ॥

(১২)

করুণা ভরসা বল কৃপা-চন্দ্র উজ্জ্বল
পাপ-তাপ-তিমির না রয়।

অন্ধ-জনে নড়ি দিয়া পথ দেহ চিনাইয়া
পথিকের সঙ্গ যেন হয়॥
পথিকের সঙ্গ বিনে ধর্ম্ম-পথ কেবা জানে
সৎ পথিক শুদ্ধ ভক্ত শূর।
ধর্ম্ম-পথের প্রবর্ত্ত চমৎকার রাগে বর্ত্ত
তাঁর সঙ্গ প্রাপ্তি বহু দূর॥
মায়াতে মন মজিল শুদ্ধ-ভক্তি না জন্মিল
কৃপা হৈলে সাধু-সঙ্গ হয়।
হাহা পদ্মাবতী-সুত জগৎ-কর্ত্তা অবধূত
শ্রদ্ধা বিনে সাধু নাহি পায়॥
পঁহু তোর কৃপা-শক্তি হৈলে হয় শ্রদ্ধা ভক্তি
শ্রদ্ধা হৈলে হয় সাধু-সঙ্গ।
সঙ্গ হৈলে রঙ্গ ধরে মন অকিঞ্চন করে
তবে লব কৌপীন করঙ্গ॥
সাধ ছিল ছোট হব ঠাকুরালি নাহি লব
ভুলিলাম গরবে ফুলিয়া।
উচ্চেতে চড়িতে পারি নীচেতে রহিতে নারি
আপনাকে রহিলাম ভুলিয়া॥
নিজ-মূল নাহি জানি জানিলে সুসার মানি
নিজ-পরিচয়-মূল নাই।
রোগী লোচন দাস কয় করাইয়া পরিচয়
যদি নাথ! রাখ সেই ঠাঁই॥

(১৩)

কেবা আমি কে আমার নাহি জানি আমি কার
বুঝিলে সুঝিলে ভাল হয়।

হাহা পদ্মাবতী-সুত পর-দুঃখে অবধূত
কেবা আমি কে আমা জানায় ॥
জীব-সংস্থানে মুই কি প্রকারে জীব হই
করুণাতে চেতনা মানাই।
যদি কৃপা নাহি হয় তবে জন্ম বৃথা যায়
শুন শুন দয়াল গোসাঞি ॥
জীব নিত্য কৃষ্ণ-দাস দাস্য-ভাবে নিত্য বাস
অকিঞ্চন ক্ষুদ্র অভিমান।
একে জীব স্থূল হই আমি কৃষ্ণ-দাস নই
গুণে লিপ্ত সকাম প্রমাণ ॥
আমার চেতনা নাই সর্ব্বদা করি বড়াই
না বুঝিয়া ঠাকুরালি চাই।
ভ্রষ্টা ধাউর হঞা মহতের ভেক লঞা
সাধু সাধু বলাঞা বেড়াই ॥
হা নাথ নিতাই! তুমি কি দশার জীব আমি
মোর মূল দেহ চিনাইয়া।
তুমি হৃদয়ের নাথ সকলি তোমার হাত
স্থির করি রাখ মানাইয়া ॥
বিজাতীয় লোক হই স্বজাতীয় লোক নই
দুরন্ত পাপিষ্ঠ মুই ছার।
ভ্রষ্টা মুই নিষ্ঠা নাই ঠেকিয়াছি কত ঠাঁই
মনে অপরাধের বিকার ॥
ছার কীট জীব আমি পুরীষের কীড়া ক্রিমি
তা হৈতে নীচাতিনীচ মুই।

এই মোর নিজ-মূল অহঙ্কারে দশা ভুল
হাহা নাথ ! চেতন-কর্ত্তা তুই ॥
অচেতন মাতোয়াল গোঙাইলাম সর্ব্ব-কাল
কাম-ক্রোধ-চণ্ডালের বশে।
নিজ-মূল না জানিয়া গুরু-ধর্ম্ম না বুঝিয়া
আজন্ম গোঙাইলাম অনায়াসে ॥
হা নিতাই ফাটে হিয়া তোমা রত্ন হারাইয়া
হইয়াছি দুষ্কর্ম্মেতে ভোগী।
জন্মে জন্মে নাথ তুই ছি ছি ছার জীব মুই
ধিক্ ধিক্ লোচন দাস রোগী ॥

ইতি শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীপ্রার্থনা সমাপ্ত।

অর্থ।

(১)

দুর্ল্লভ জন্ম = মানব-জন্ম। সাধু-ধর্ম্ম = শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম ; ভক্তিপথ। স্বকর্ম্ম……পরমাদ = নিজের কর্ম্মফলে সমস্তই পণ্ড করিয়া দিল। সকাম সহেতু ধরি = সর্ব্বদাই কামনাযুক্ত ও তর্কনিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছি, নিষ্কাম ও সরল হইতে পারি না। প্রতিকূল = কৃষ্ণ-ভক্তির বিরোধী। বর্ত্তিল = আসিল, জন্মিল। সাধু-শক্তি = সৎপথে চলিবার ক্ষমতা। শুদ্ধ-ভক্তি = "শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" প্রবন্ধের ৩ দাগের ব্যাখ্যা দেখুন।

ভবরোগ = সংসারাসক্তি-রূপ ব্যাধি। মহাভারি = অত্যন্ত প্রবল।

বলধি হইতে নারি = ঐ রোগ হইতে নিস্তার পাইবার শক্তি আমার নাই। সাধু-বৈদ্য = সাধুরূপ চিকিৎসক।

গুণাতীত = নির্লিপ্ত। অকিঞ্চন তাঁর রীত = তাঁহার কার্য্য সবই অহেতুক। বৈদ্য ······ প্রকার = সাধু-রূপী চিকিৎসক রহিলেন ভব-সাগরের পারে, আর আমি রহিলাম ভব-সাগরের ভিতরে; অতএব কি প্রকারে আমার ভবরোগ আরোগ্য হইতে পারিবে? প্রপঞ্চে = মায়ায়।

ভবরোগ-কৈতব-ভোগী = সংসারাসক্তি-জনিত কপটতারূপ বিষম ব্যাধিতে ভুগিতেছি।

অপ্রাপ্য = দুর্ল্লভ, দুষ্প্রাপ্য। প্রাপ্তিমাত্র কুপাত্তি = যদিও বা ভাগ্যক্রমে ঔষধ পাই, কিন্তু আবার তৎ-সঙ্গে সঙ্গে কুপথ্য করিতে থাকি অর্থাৎ কোনও ভাগ্যে যদি দৈবাৎ সাধু-কৃপা লাভ হয়, কিন্তু অসৎ-ক্রিয়াচরণ পরিত্যাগ করিতে পারি না। পদ্মাবতী-সুত = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু।

অবধূত = সন্ন্যাসীর শিরোমণি। নির্লক্ষ্যেরে = যাহার দিকে তাকাইবার আর কেহ নাই তাহারে; অকিঞ্চনে; পথ-ভ্রষ্ট জনে। উদ্ধারো = উদ্ধার কর।

পঁহু = প্রভু। ঘোষণা = প্রচার।

(২)

সুপত্নী = সতী স্ত্রী; নিষ্কাম ভক্তগণকে বুঝাইতেছে। কুপত্নী = অসতী স্ত্রী; কামনা-যুক্ত ও ভক্তিহীনকে বুঝাইতেছে। ভ্রষ্টা — ব্যভিচারিণী; নষ্টা। সে কলঙ্ক কোথা রয় = সে অপযশ ত স্বামীতে গিয়াই বর্ত্তিবে। সম্বর = ত্যাগ কর; বাঁচাও; এড়াও। কুপত্নীর কলঙ্ক সম্বর = কুপত্নী হইতে যাহাতে তোমার কোন অপযশ না হইতে পারে, তাহাই কর অর্থাৎ কুপত্নীকে সুপত্নী করিয়া লও। ভ্রষ্টাশয়ে······কর = স্ত্রী ভ্রষ্টা হইয়াছে এই আশঙ্কায় সাধারণ পতি ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু তুমি হইতেছ যে জগৎ-পতি, অতএব আমি ভ্রষ্টা হইলেও, তুমি

আমাকে ত্যাগ করিতে পার না, যেহেতু আমি জগৎ ছাড়া নই। কৈতব-অসুর=কপটতা-রূপ দৈত্য।

চাও…… নাশ=তুমি যদি কৃপা-দৃষ্টি কর, তাহা হইলেই আমার কপটতা-রূপ দৈত্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

কৈতবেতে পত্নী উপহাস=কপট পত্নী হইয়া থাকা অর্থাৎ পতিভক্তি-হীন স্ত্রী হইয়া থাকা কেবল উপহাসের বিষয়।

বিজাতীয় মোর গতি=আমার চলন উল্টাপথে অর্থাৎ আমি কপটতা ত্যাগ করিয়া সরল পথে চলিতে পারি না, সুতরাং আমি কিরূপে ভক্তিপথের অধিকারী হইব?

(৩)

দুর্গতি-ত্রাণ=দীনহীনগণের উদ্ধার-কর্ত্তা; অগতির গতি। দিঠে=দৃষ্টিতে। করুণা-কটাক্ষ-দিঠে=কৃপা-দৃষ্টিতে।

চিয়ায়=চেতন করে। তাপ তিনে=ত্রিতাপে।

তটে=তীরে, পারে। পড়িনু…… ভরসা=নিজের কুকর্ম্ম-ফলে সংসার-গর্ত্তে পড়িয়া মরিতেছি, কৃপা করিয়া কোনরূপে আমাকে বাঁচাও, তোমার দয়াই আমার একমাত্র ভরসা। পুঁজি=সম্বল, ভরসা। আর…… খুঁজি=আমি যেন কেবল 'তোমার নাম করা' ছাড়া অন্য আর কিছু না করি বা না চাই। নিষ্ঠা=রতি, প্রবল শ্রদ্ধা।

সৎসঙ্গ-বাধক=সাধু-সঙ্গ লাভ করিতে দেয় না।

প্রবর্ত্ত সাধক=যিনি ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

(৪)

বৈদ্যভুপ=বৈদ্যরাজ। মহাশূর=প্রবল-শক্তিশালী। প্রেমরস-ভক্তির আধারী=প্রেমভক্তির অধিকারী, প্রেম-ভক্তির আকর। সুস্থ…সুযোগী=মনের

সমস্ত দুর্বাসনা দূরীভূত না হইলে, মনের চাঞ্চল্য ঘুচে না, চাঞ্চল্য না ঘুচিলেও ভজন-বিষয়ে মনঃসংযোগ হয় না।

দুরন্ত দুর্নীত প্রাণী = দারুণ দুষ্ক্রিয়াসক্ত জীব আমি।

গুণাতীত ·····প্রমাণ = হে নিতাই! হে প্রভু! তুমি ত্রিগুণাতীত হইয়াও শুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়া, আমি সত্ত্বগুণের প্রতি শ্রদ্ধা করি বটে, কিন্তু আমাতে সত্ত্বগুণ না থাকায় আমি বিশুদ্ধ-ভক্তি-পথের অধিকারী হইতে পারিতেছি না।

শুদ্ধ-ভক্তি ·····বর্ত্তে = বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট নিষ্কপট ভক্তে শুদ্ধ-ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়—কপটতারূপ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিতে শুদ্ধ-ভক্তির উদয় হয় না।

সেই রোগ কৈতব অসুর = সংসারাসক্তি-জনিত কপটতারূপ দৈত্যই হইতেছে সেই ভবরোগ।

রাগভক্তি = শ্রীব্রজবাসি-জনের অনুগত-রূপে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবে ভজনময়ী যে ভক্তি; বিশেষ বিবরণ "ভক্তিরস-সুধানিধি" প্রবন্ধে দেখুন।

ভ্রষ্টামুখে = পাপমুখে। দুর্গত = দুর্দ্দশাগ্রস্ত; মহাপতিত।

ভক্তিহীন····· অপরাধী = আমাতে ভক্তির লেশমাত্র নাই, সুতরাং আমি সংসারাসক্তি-রূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, কৃষ্ণ-বিস্মৃতি বশতঃ, মহা অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি।

পাতকী = পাপী। তরাও = উদ্ধার কর।

(৫)

ব্রজলোকের····· শক্তি = শ্রীব্রজবাসি-জনে রাগাত্মিকা ভক্তি জাজ্বল্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, এবং সেই রাগভক্তির প্রভাবেই তাঁহাদের অসাধারণ অপার শক্তি, যে শক্তির বলে তাঁহারা নিখিল-জগৎ-পতি শ্রীকৃষ্ণকে অধীনের ন্যায় বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

জগৎ·····প্রবেশে=এই সংসার হইতেছে বিদেশ-স্বরূপ, শ্রীব্রজধামই হইতেছেন আমাদের নিত্য স্বদেশ; আমরা বিদেশি-রূপে এই সংসার-বিদেশে আসিয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া রহিয়াছি, সুতরাং স্বদেশ-রূপ যে ব্রজধাম, যেখানে রাগভক্তি বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেখানে যাইবার অধিকার লাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব, হে নিতাইচাঁদ! তুমি কৃপা পূর্ব্বক আমাকে ব্রজ-জনের অনুগত করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সারভুত সেই ব্রজ-রাজ্যে অবস্থান করিবার অধিকার প্রদান কর। অনুকূল=সহায়, সদয়।

শূল=ব্যথা। সকাম সহিত কর পার=আমার এই বাসনা-যুক্ত অবস্থাতেই আমাকে উদ্ধার কর, কেননা নিষ্কাম হইবার ক্ষমতা আমার নাই। যদি সূত্র··· আর=যদি আমাকে এইরূপ সকাম অবস্থাতেই উদ্ধার করিয়া শ্রীব্রজধামে লইয়া যাওয়া তোমার অভিপ্রেত ও কৃপার বিষয় হয়, তাহা হইলে আমাকে এ মায়ায় রাজ্যে, এ সংসারে আর রাখিও না। এড়ায়=দূরে যায়।

ফন্দী=কৌশল, ফিকির; ফাঁদ। বঁদুয়ান্=বন্দী।

(৬)

ক্ষণে ক্ষণে মতি-ভ্রম=প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি কৃষ্ণ-ভজনের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। স্থির কর=আমাকে কৃষ্ণ-ভজনে অনুরক্ত ও নিযুক্ত করিয়া দিয়া, আমার চঞ্চলতা দূর কর।

ভক্তিশক্তি-যোগ=ভক্তিরূপ যে প্রবল শক্তি, যাহার প্রভাবে সুদুস্তর ভব-সিন্ধু অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেই শক্তির সংযোগ আমাতে করিয়া দাও।

রসের মাতাল=ভক্তিরস-মদোন্মত্ত। তুমি মর্ম্ম=তুমিই আমার প্রাণ।

তুমি প্রাপ্তি-বস্তু চমৎকার=জীবের আকাঙ্খা করিবার যত কিছু পদার্থ থাকিতে পারে, তন্মধ্যে তুমিই হইতেছ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পরমানন্দময় তোমাকে পাইলেই সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হইয়া পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে, যাহা আর অন্য কোন প্রকারে হইতে পারে না।

তুমি ভব=তুমিই শিব-ব্রহ্মাদি সর্ব্বদেবময়।

তুমি যন্ত্রী······চমৎকার=এতদ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, হে নিতাইচাঁদ! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব-ধন, আমি তোমা বই আর কিছুই জানি না।

তুমি ভক্তি=তুমিই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ ভক্তি-স্বরূপ।

তুমি সর্ব্ব-রস-কূপ=তুমিই সমস্ত ভক্তি-রস ও প্রেম-রসের আধার। তুমি সখা-সখী-রূপ=তুমিই ব্রজে সখা ও সখী রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমি ভব······অবতার=এতদ্দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, তুমিই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর-স্বরূপ; তোমা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তোমাতেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে।

পাপিয়া=মহাপাপী। দুঃখিয়া=অত্যন্ত দীনদুঃখী।

কর্ম্মদণ্ড তাহা স'ব=এ সংসারে কর্ম্ম-ফলের যত যন্ত্রণা-ভোগই হউক না কেন, তাহা সমস্তই সহ্য করিব।

যমের যন্ত্রণা স'ব=নরক-যন্ত্রণাও সহ্য করিব।

ওহে নাথ না কর চাতুরী=হে প্রভু! আমার সঙ্গে আর কোনও রূপ চতুরতা বা কপটতা করিও না, কোনও ছল করিও না, আমাকে অহেতুকী কৃপা কর। ত্রাস=ভয়।

মায়ায়=মায়ার বশীভূত হইয়া। পাসরি=ভুলিয়া যাই।

(৭)

নরক-যন্ত্রণা ·····যদি রয়=হে প্রভু! হে নিতাইচাঁদ! তোমার শ্রীপাদপদ্মে যদি আমার মতি থাকে, তাহা হইলে নরক-যন্ত্রণা বা অন্য যে কোনও যন্ত্রণা হউক না কেন, তাহা আমি গ্রাহ্যই করি না, তাহা সুখের বলিয়াই অনুভব করি।

কৃপার অকিঞ্চন=আমার মন হইতেছে স্বভাবতঃই অতি দুর্ব্বল ও নীচ, সুতরাং সেই মন তোমার কৃপার পাত্র।

যাতে……যম-দণ্ড = যাহাতে সাধু-শক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভজন-বিষয়ক শক্তি লাভ হইতে পারে, ভক্তিদেবী তাহার উপায় বিধান করিতে শক্তি ধরেন অর্থাৎ ভক্তি-লাভ হইলেই তৎ-সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবার শক্তিও হইয়া থাকে। ভক্তি বিনে সেই যম-দণ্ড = ভক্তির আচরণ অর্থাৎ ভজন সাধন না করিলে, যমের সেই শাস্তি বা নরক-ভোগ অদৃষ্টে রহিয়াছে।

দুষ্কাম = দুর্ব্বাসনা-যুক্ত। বিকরণে = কুকার্য্য করি বলিয়া।

দণ্ডী = দণ্ডনীয়। এবে অস্ত্র নাহি ধর = তুমি এই অবতারে পাষণ্ড-অসুর দলনের নিমিত্ত অস্ত্র ধর নাই, যেহেতু ইহা দয়ার অবতার—পাষণ্ডীকে অস্ত্রে না মারিয়া বা অন্য কোনরূপ শাস্তি না দিয়া, কেবল কৃপা-বিতরণ পূর্ব্বক তাহার উদ্ধার-সাধন করিয়াছ। যদি পহুঁ হয় দৃষ্টি = হে প্রভু! যদি তোমার কৃপাদৃষ্টি হয়। ধাঞা = ছুটিয়া গিয়া।

পাদ-পদ্মে রহু যাঞা = তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে দৃঢ়-রূপে ও স্থির-ভাবে লাগিয়া থাকুক। জারে = জীর্ণ করিতেছে।

(৮)

প্রেম-রত্নানন্দরূপ = সাক্ষাৎ-প্রেমানন্দ-স্বরূপ।

আনন্দ মোহন = পরমানন্দ-ধন।

রত্ন হৈয়া…… করিনু মুঞি = হে প্রভু নিত্যানন্দ! তুমি হইতেছ স্বয়ং অমূল্যরত্ন-স্বরূপ—তুমিই আমাকে কৃপা করিয়া ভক্তি-রত্ন দান করিলে; এই ভক্তিরত্নে যত্ন করিলে নিত্যানন্দ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু হায় আমার কি দুর্দ্দৈব! আমি এই ভক্তি-রত্নে যত্ন করিলাম না।

ভুঞ্জি = ভোগ করি। কীট = ছার, অতি তুচ্ছ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম…… কাটে = পাপ ও পুণ্য উভয়ই হইতেছে কর্ম্মের মধ্যে গণ্য; উভয়েরই ফল-ভোগ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ জন্মিতে ও মরিতে হয়, ইহাই হইতেছে কর্ম্মের ধর্ম্ম অর্থাৎ রীতি বা কার্য্য; অতএব তুমি আমার এই কর্ম্মের

ধর্ম্ম বা কর্ম্মের ফল-ভোগ ধ্বংস কর—তোমার কৃপাতেই অনাদিকাল-সঞ্জাত-কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে।

মায়া……কৃপা-বল=মায়া-রূপ বিষে দেহ ও মন জরজর করিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ক মাধুর্য্যাস্বাদ অনুভব করিতে দেয় না, কিন্তু ভক্তের কৃপার অসাধারণ-শক্তি-প্রভাবে মায়া পরাভূত হইয়া দূরে পলায়ন করে, তখন ভজন-জনিত মাধুর্য্যাস্বাদ লাভ হইয়া থাকে ; অতএব ভক্ত-কৃপার জয় হউক।

প্রভু-স্বেচ্ছা…… প্রবল=প্রভুর যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহার কৃপা-সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গাঘাতে কর্ম্ম-গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া যায়—কর্ম্ম-গ্রন্থি আর থাকিতে পারে না।

ওর সীমা। মহৎ অপরাধ ভারি=মহতের নিকট মহা অপরাধ অর্থাৎ আমার বিষম বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তোমার কৃপা আমাতে কার্য্যকরী হইতেছে না, যেহেতু হে প্রভো! বৈষ্ণবাপরাধ দূর করা যে তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

প্রভু …. অবতার=হে প্রভু নিতাইচাঁদ! বৈষ্ণবঠাকুরগণ হইতেছেন তোমারই স্বরূপ-প্রকাশ—তুমিই অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীবৈষ্ণব-রূপে বিরাজ করিতেছ।

মায়ায় চেতন নাই=মায়ার বশে জ্ঞান হারাইয়াছি।

ঠেকিয়াছি কত ঠাঁই=কতবার কত স্থানে দায়ে পড়িয়াছি।

(৯)

প্রাণ দগ্ধে দুখে সুখে=দুঃখেও আমার প্রাণ পুড়িতেছে, সুখেও আমার প্রাণ পুড়িতেছে, যেহেতু সুখ বা দুঃখ কোনও অবস্থাতেই আমার কৃষ্ণ-ভজন হইতেছে না।

দাবানল=দাবাগ্নি ; স্বতঃ প্রজ্বলিত বনাগ্নি। উঁকি=আগুনের হল্‌কা।

মহা উকি উঠে উথলিয়া = অপরাধ-রূপ আগুনে আমার হৃদয় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে।

দৈন্য-জল না যোগায় = আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দৈন্য নাই, তাহা হইলে সেই দৈন্য-রূপ জলে অপরাধ-রূপ অগ্নি নিশ্চয় নিবিয়া যাইত, যেহেতু দৈন্য থাকিলে, সেই দৈন্য-বশে আমি শ্রীবৈষ্ণবগণের শরণাগত হইতাম এবং তাহা হইলে তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন।

তবে সে জ্বলন যায় রৈয়া = তাহা হইলে আমার সে জ্বালা থামিয়া যায়। কৃপা-বল দৈন্য-শক্তি = কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ে দৈন্যরূপ শক্তি প্রদান কর।

তবে প্রভু অকিঞ্চনে ভায় = তাহা হইলে এ দীনহীনের উদ্ধার হইতে পারে। মহৎ-অপরাধ = সাধুর নিকট, গুরু-বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ। পরমাদ = বিষম বিপদের বিষয়।

না করিলে নারি রৈতে = অপরাধ না করিয়াও থাকিতে পারি না, যেহেতু আমি ভক্তিহীন বলিয়া শক্তিহীন।

রাখিলে কিনারা পাই = তুমি যদি ভক্তিধন দিয়া আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলেই আমি উদ্ধার হইতে পারি।

তুমি না রাখিলে যাই = তুমি রক্ষা না করিলে আমি ধ্বংস প্রাপ্ত হইব। অণ্ড-কর্ত্তা = নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি।

(১০)

সকাম······চন্দ্র ধরি = এ দিকে আমি নিষ্কাম ও নিষ্কপট হইতে পারি না, ও দিকে আবার আকাশের চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করি অর্থাৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেম-সেবা লাভ করিতে সাধ হয়; আমার এই যে সাধ, ইহা ঠিক যেন বামনের চাঁদ ধরার সাধ—নীচ হইয়া আমার কি উচ্চ আশা!

মাৎসর্য্য = ঈর্ষা, পরশ্রী-কাতরতা, পরের ভাল দেখিতে না পারা। হর = হরণ কর, ধ্বংস কর।

পদাম্বুজ=পাদপদ্ম। সেবিতে রই=সেবা করিতে থাকি। ইচ্ছায় করুণা-শক্তি রয়=তোমার ইচ্ছা হইলেই, তোমার কৃপার প্রভাব কার্য্যকরী হয় অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা হইলেই, তোমারই কৃপা-বলে, তোমার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা লাভ হইয়া থাকে। মোর ইচ্ছা সকলি অনিত্য=আমার ইচ্ছাগুলা কোনও কাজেরই নয়, যেহেতু আমি কৃষ্ণ-ভজনের ইচ্ছা না করিয়া অন্য যত বৃথা ইচ্ছা করিয়া থাকি।

ছার মন ঘুর্ণায়মান=আমার নীচ মন কেবল স্ত্রী-পুত্র, বিষয়াদি অনিত্য বস্তুতে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অগ্রসর হৈতে শক্তি নাই=শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-পথে অগ্রসর হইবার অর্থাৎ আগিয়ে উঠিবার ক্ষমতা আমার নাই।

(১১)

অস্থির চঞ্চল আমি=আমি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ে স্থিরচিত্ত নই, দৃঢ়-নিশ্চয় নই। ধায়=দৌড়ায়। সৎপথের পথিক শূর=ভক্তিপথের সুপথিক অর্থাৎ সাধু মহাত্মা।

তাঁর সঙ্গ বহু দূর=সাধুর সঙ্গ আমার অনেক দূরে রহিয়াছে অর্থাৎ সাধু-সঙ্গ-লাভ আমার ভাগ্যে নাই।

গরবে=গর্ব্বে, অহঙ্কারে। গরবে পাগল=অহংকারে উন্মত্ত। নহে নিরুপাধি=কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, অভিমান ও দুর্ব্বাসানাদি—এই সমস্ত উপাধি-পরিশূন্য নহে।

বেল্লিক=বেহায়া। ভ্রষ্টাচার=আচার-ভ্রষ্ট; কদাচারী।

গুণে লিপ্ত ক্ষিপ্ত মুই=গুণ অর্থে এখানে রজ ও তম গুণ; তাহাতে আসক্ত হইয়া আমি অহঙ্কারাদিতে উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছি। পর-দোষে করি রোষ=অন্যের দোষ দেখিলে রাগ করি। রোষে দোষ আপনি মিশায়=রাগ করিলে স্বতঃই নিজের দোষই উৎপন্ন হয়।

দূষি কেন অন্য জনে = অন্য লোকের দোষ দেই কেন ?

ভ্রষ্টা······বিন্দু = আমি যে কিরূপ অহঙ্কারী, তাহা আমি আমার নিজের কথাতেই বেশ বুঝিতে পারি ; এই অহঙ্কার বশতঃই আমি প্রকৃত পথ যে কি, তাহা অর্থাৎ ভক্তির পথ চিনিতে পারিলাম না। হায় হায় ! পাপ ও তাপ-রূপ অন্ধকারে আমার হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি ভক্তি-পথে প্রবেশ করিবার দোর বা দরজা দেখিতে পাইতেছি না ; অতএব আমার হৃদয়ে তোমার কৃপা-রূপ চন্দ্র উদয় করাইয়া, হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করতঃ, ভক্তিপথে প্রবেশ করাইয়া দাও। চন্দ্রমা = চন্দ্র, চাঁদ।

ধর্ম্মপথ = সৎ-পথ ; ভক্তিধর্ম্মের পথ।

(১২)

করুণা ······ রয় = হে প্রভু নিতাইচাঁদ ! তোমার কৃপাই আমার একমাত্র বল ভরসা ; তোমার সমুজ্জ্বল কৃপা-রূপ চন্দ্র উদিত হইলে সমস্ত পাপ-রূপ অন্ধকার স্বতঃই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নড়ি যষ্টি, লাঠি।

পথিকের = ভক্তিপথের পথিক শ্রীবৈষ্ণব-সাধুর।

অন্ধ-জনে ········হয় = অজ্ঞানান্ধ আমাকে জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করিয়া ভক্তির পথ দেখাইয়া দাও এবং আমার যাহাতে সাধু-সঙ্গ হয়, তাহাই কর।

ধর্ম্ম-পথের ······ দূর যিনি ভক্তিপথে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া সমুজ্জ্বল সুনির্ম্মল পরম মনোরম রাগমার্গে অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীব্রজগোপীর অনুগতা-রূপে দাসী-ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-স্মরণাদি-রূপ ভজন সাধন করিতেছেন, তাদৃশ মহাত্মার সঙ্গ লাভ হওয়া এ হতভাগ্যের পক্ষে বহু দূরের কথা। জগৎ-কর্ত্তা = জগৎপতি। শ্রদ্ধা = দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি।

সঙ্গ হৈলে রঙ্গ ধরে = সাধু-সঙ্গ হইলে সাধুর রীতি ও ভাব হৃদয়ে আসিয়া যায়। অকিঞ্চন = দীন-হীন, দৈন্যদশাপন্ন।

তবে লব কৌপীন করঙ্গ = তখন এই সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অর্থাৎ ভেক লইতে সমর্থ হইব।

সাধ ..... লব = আমার চিরদিনই এই ইচ্ছা ছিল যে, সকলের নিকট নীচ হইয়াই থাকিব, ভেক লইয়া 'বৈষ্ণব-ঠাকুর' সাজিব না, কেননা তাহা হইলে তখন সকলে আমাকে 'ঠাকুর' বলিয়া সম্মান করিবে, আর তাহাতে আমি অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিব।

উচ্চেতে........ ভুলিয়া = বড় হইতে আমার সাধ হয়, নীচ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা যায় না, ইহা আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি আমার নিজের স্বরূপ অর্থাৎ আমি যে কে, তাহা একেবারেই ভুলিয়া রহিলাম; আমার নিজের স্বরূপ হইতেছে আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু মায়ার কুহকে পড়িয়া সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। নিজ-মূল = নিজের স্বরূপ। সুসার = সুবিধা-জনক। নিজ-পরিচয়-মূল নাই = নিজের স্বরূপ জানিবার গোড়া হইতেছে তোমার কৃপা, কিন্তু আমারই দুষ্কৃতির ফলে আমার উপর সেই কৃপা হইতেছে না।

করাইয়া .... ঠাঁই = হে প্রভো! আমার নিজের স্বরূপ-জ্ঞান অর্থাৎ আমি যে নিত্য কৃষ্ণদাস এই জ্ঞান আমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া দিয়া, যদি সেই কৃষ্ণদাস-স্বরূপেই, আমাকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দাও।

(১৩)

জীব-সংস্থানে........ মানাই = আমি 'জীব' এই পদে অবস্থিত অর্থাৎ আমি মানব-রূপী একটী জীব মাত্র; কিন্তু আমি কি প্রকারে প্রকৃত মানব-পদ-বাচ্য হইতে পারি তাহা জানি না, কেননা প্রকৃত মানবের কার্য্য যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন, তাহা আমি করিতেছি না, সুতরাং কি প্রকারে আমি প্রকৃত মানব-পদ-বাচ্য হইতে পারিব? তবে তোমার কৃপা হইলে, আমার জ্ঞান লাভ হইতে পারে এবং তখন আমি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া প্রকৃত মানব হইতে পারি।

একে জীব স্থূল হই = বাহ্যিক স্থূল দেহের প্রতিই আমার আত্মাভিমান,

কিন্তু অন্তরে সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ নিজ-সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

বড়াই = গর্ব্ব। ধাউর = উচ্ছৃঙ্খল। মহতের ভেক লঞা = কপট সাধু সাজিয়া।

হা নাথ ······ চিনাইয়া = হা প্রভু! হা নিতাই! আমার স্বরূপ কি, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার কর্ত্তব্য কি ইত্যাদি বিষয় আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দাও।

বিজাতীয় লোক = ভক্তিহীন পাষণ্ড; অভক্ত।

স্বজাতীয় লোক = ভক্তলোক।

পুরীষের = বিষ্ঠার। কীড়া = কীট।

অচেতন ········ বশে = আমি কৃষ্ণ-ভজন-বিহীন হইয়া জ্ঞান হারাইয়াছি; তন্নিমিত্ত বিষয়-মদে মত্ত হইয়া ও কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশীভুত হইয়া চিরদিন বৃথায় কাটাইলাম।

হইয়াছি দুষ্কর্ম্মেতে ভোগী = আমার নিজ-কৃত অসৎ-কর্ম্ম সমূহের ফল-ভোগ করিতেছি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিহীন হইয়া পুনঃপুনঃ কেবল দুঃখ-ভোগই করিতেছি। বলা বাহুল্য, সৎকার্য্য-সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-কার্য্যই সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া জানিতে হইবে, এবং তাহাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য।

ছার জীব মুই = আমি অতি ঘৃণিত তুচ্ছ জীব।

ইতি শ্রীশ্রীলোচন দাস ঠাকুরের প্রার্থনার ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীপ্রার্থনা (বিবিধ)।

(১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ-সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেম-ধন সবারে যাচিয়া দিল
না লইনু মুঞিঃ দুরাচার ॥
আরে পামর মন ! বড় শেল রহল মরমে।
হেন সঙ্কীর্ত্তন-রসে ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ- কল্পতরু-ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞিঃ অভাগিয়া বিষ- বিষয়ে মাতিয়া রৈনু
হেন যুগে নিস্তার না হৈল ॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এইমত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া ॥
এহেন গৌরাঙ্গ-গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবন্মৃত গোবিন্দ দাস ॥

(২)

প্রথম জননী-কোলে স্তন-পান-কুতূহলে
অজ্ঞান আছিনু মতি-হীন।

তবে-ত বালক-সঙ্গে খেলাইনু নানা রঙ্গে
এমতি গোঙাইনু কত দিন ॥
দ্বিতীয় সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয়-জাল
পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ-বিলাস নারী এ সব কৌতুক করি
তাহা দেখি হাসে যম-রায় ॥
তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে
পুত্র কলত্র গৃহ-বাস।
আশা বাঢ়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে
হরি-পদে না করিনু আশ ॥
চারি হৈল গেল যদি হরিল আঁখির জ্যোতি
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরাম দাস কয় এইবার রাখ মহাশয়
ভক্তি-দান দেহ রাঙ্গা পায় ॥

(৩)

ভাই রে ! সাধু সঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
নিতাই-চৈতন্য-গুণ গাঞা ॥
চৌরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া শ্রম
ভালই দুর্ল্লভ দেহ পাঞা।
মহতের দায় দিয়া ভক্তি-পথে না চলিয়া
জন্ম যায় অকারণে বৈয়া ॥
মালা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া।

মাকালের ফল লাল দেখিতে সুন্দর ভাল
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া ॥
চন্দন-তরুর কাছে যত বৃক্ষ লতা আছে
আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধু-সঙ্গ সার নাই বলরাম ছার
ভব-কূপে রহিলাম পড়িয়া ॥

(৪)

লীলা শুনইতে শিলা দরবই
গুন-শুনি মুনি-মন ভোর।
ও সুখ-সাগরে জগ-জন নিমগন
শ্রবণে পরশ নহে মোর ॥
হরি হরি ! কি শেল রহল মোর চিতে।
না শুনিনু শ্রুতি ভরি নাগর নাগরী
দুহুঁজন-মধুর-চরিতে ॥
সোই গোবর্দ্ধন সোই বৃন্দাবন
সো নব রসময় কুঞ্জে।
সো যমুনা-জল- কেলি-কুতূহল
হত চিত তাহে নাহি রঞ্জে ॥
প্রিয়-সহচরীগণ- সঙ্গে আলাপন
খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয়ে না স্ফুরই বিফলে সে জীবই
ধিক্ ধিক্ বলরাম দাস ॥

(৫)

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ অদ্বৈত পরমানন্দ
তিন প্রভু এক তনু মন।

ইথে ভেদ-বুদ্ধি যার সেই যাউ ছারখার
তার হয় নরকে গমন ॥
অদ্বৈতের করুণায় জীবে প্রেমভক্তি পায়
গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম মিলে।
এমন অদ্বৈত-চাঁদে পড়িয়া বিষম ফাঁদে
পাইয়া সে না ভজিনু হেলে ॥
ধিক্ ধিক্ মুঞি দুরাচার।
করিনু-অসৎ-সঙ্গ- সকলি হইল ভঙ্গ
না ভজিনু হেন অবতার ॥
হাতে গলে বান্ধি যবে যম-দূতে লৈয়া যাবে
তখন ডাকিমু মুঞি কারে।
প্রেমদাস দুষ্ট-মতি না লইল কোন গতি
এমন দয়াল অবতারে ॥

(৬)

গৌরাঙ্গ! পাতকী উদ্ধারো করুণায়।
সাধু-মুখে শুনি আমি পতিত-পাবন তুমি
উদ্ধারিয়া লেহ নিজ-পায় ॥
ওক শোকময় হয় বিষম বিষয়-ভয়
পড়িয়া রহিনু মায়া-জালে।
কে হেন করুণ জন তাঁরে করোঁ নিবেদন
উদ্ধার পাইব কত কালে ॥
শরীরের মাঝে যত সব হৈল বৈরী মত
কেহো কারো নিষেধ না মানে।
যাতনা যমের ঘর শুনিয়া লাগয়ে ডর
হরি-কথা না শুনিনু কাণে ॥

সাধু-সঙ্গ না করিনু আপনা আপনি খাইনু
সতত কুমতি সঙ্গ-দোষে।
দশনে ধরিয়া তৃণ করে এই নিবেদন
অকিঞ্চন এ বল্লভ দাসে ॥

(৭)

এইবার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।
মো সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই ॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জর জর ॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা সবা হইতে বুঝি মোর পাপ ভারী ॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই।
তা সবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুটি ভাই ॥
লোচন বলে মো অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে ॥

(৮)

গৌরাঙ্গ ! তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু ॥
এ কুলে ও কুলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি ॥
বাসুদেব ঘোষে বলে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদ-ছায়া দিয়া ॥

(৯)

হরি হরি ! বিহি মোরে হবে অনুকূল।
বিষয়-বাসনা-পাশ কবে বা হইবে নাশ
কবে পাব গৌর-পদ-মূল ॥
যে মোরে করিত দয়া হারাইনু লাগ পাইয়া
পড়ি রৈনু অকূল পাথারে।
না পাঙ করুণ জন তারে করোঁ নিবেদন
কিসে মোর হইবে উদ্ধারে ॥
শরীরে করিয়া বাস সবে কৈল সর্ব্বনাশ
কেহ না ছোঁয় অধম দেখিয়া।
দাঁতে ঘাস উভরায় ডাকে পাপী করুণায়
এ বল্লভ দাস অভাগিয়া ॥

(১০)

গোরাচাঁদ ! ফিরি চাহ নয়ানের কোণে।
দেখি অপরাধী জনা যদি তুমি কর ঘৃণা
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে ॥
তুমি প্রভু দয়া-সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
সাধু-মুখে শুনিয়া মহিমা।
দিয়াছি তোমার দায় এই মোর উপায়
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা ॥
মুঞি ছার দুষ্ট-মতি তুয়া নামে নাহি রতি।
সদাই অসৎ-পথে ভোর।
তাহাতে হৈয়াছে পাপ আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর ॥

তোমার কৃপালুতা-গুণে অপরাধী নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায়।
পুরাহ আমার আশ ফুকরে বৈষ্ণব দাস
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায়॥

(১১)

পঁহু মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞিং।
এই কৃপা কর যেন তোমার গুণ গাই॥
যে সে কুলে জন্ম হউ যে সে দেহ পাঞা।
তোমার ভক্ত-সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাঞা॥
চিরকালের আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরাবে আমায়॥
তোমার নামে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণ-গানে যেন সদা হঙ ভোর॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত-সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে॥
অশ্রু কম্প পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু॥
যে সে কর প্রভু তুমি একমাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণব দাস তোমায় রহু মতি॥

(১২)

নাচিতে না জানি তমু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে না জানি তমু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি
নিরন্তর এই মতি চাই॥

বসুধা জাহ্নবা সহ নিতাই-চাঁদেরে ডাকি
সীতার সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর শ্রীবাসাদি সহচর
ইঁহা সবার নামে যেন মাতি॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্ট-যুগ জীব লোকনাথ।
ইঁহা সবার নাম করে দীন-প্রায় সদা ফিরে
যেন হয় তাঁ সবার সাথ॥
মহান্ত-সন্তান কিবা মহান্তের জন যেবা
ইঁহা সবার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্গম কভু ভয়ে প্রাণ কাঁপে মুহু
এ সাধে না পড়ে যেন বাদ॥
অন্তে শ্রীনিবাস-পদ- সেবা-যুক্ত সে সম্পদ
সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্ত-গ্রাস-শেষে কিবা গৌড় ব্রজ-বাসে
দন্তে তৃণ হরিদাসে কয়॥

(১৩)

তাতল সৈকত বারি-বিন্দু-সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপলুঁ
অব মঝু হব কোন্ কাজে॥
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥

আধ জনম হাম নিঁদে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রঙ্গ-রসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন্ বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সামাওত
সাগর-লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভব-তারণ-ভার তোহারা ॥

(১৪)

মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিল
দয়া জনি ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখীয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু॥

(১৫)

যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি! বন্দোঁ তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন্ উপায়॥
যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়লুঁ
সম্পদে বিপদহিঁ ভেলি॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি লেহ মনে গুণি
কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুয়া পায়ে লাজে॥

(১৬)

রাধানাথ! করুণা করহ আমা।
সাধন ভজন কিছু না করিনু
ব্রজে বা না পাই তোমা॥

রাধানাথ ! এ লাগি আকুল চিত।
রহি রহি মোর সংশয় হইছে
ভাবিতে হইনু ভীত ॥
রাধানাথ ! সময় হইল শেষ।
তব দয়া মোরে নিচয় হইবে
কিছু না দেখিয়ে লেশ ॥
রাধানাথ ! তোমায় সোঁপিত কায়।
রমণী যদি বা কুপথে চলয়ে
পতি-নামে সে বিকায় ॥
রাধানাথ ! লোকে বা হাসয়ে তোমা।
যে কেহ তোমার তারে না তরাইলে
অযশ রবে ঘোষণা ॥
রাধানাথ ! এড়াইতে নারিবে তুমি।
তুয়া পদে যদি রতি না থাকুক
সবে জানে তোমারি আমি ॥
রাধানাথ ! এ কথার করিব কি।
পতিত-পাবন তুয়া এক নাম
সাধু-মুখে শুনিয়াছি ॥
রাধানাথ ! অতয়ে করেছি আশ।
ব্রজে তোমা দোঁহা- পদে দাসী কর
গৌরসুন্দর দাস ॥

(১৭)

ওহে নাথ ! মো বড় পাতকী দুরাচার।
তোমার সে শ্রীচরণ না করিনু আরাধন
বৃথা দেহ বহি ফিরি ভার ॥

দারুণ-বিষয়-কীট হইনু পাইয়া মিঠ
বিষ হেন জ্ঞান নাহি হয়।
তোমার ভকত-সঙ্গে তব নামামৃত-রঙ্গে
হত-চিত তাহে না ডুবয় ॥
তুমি সে করুণা-সিন্ধু জগত-জীবের বন্ধু
নিজ-কৃপা-বলে যদি লেহ।
পতিত-পাবন নাম ঘোষণা রহিবে শ্যাম
জগতে করিবে এই থেহ ॥
এই কৃপা কর প্রভু তুয়া ভক্ত-সঙ্গ কভু
না ছাড়িয়ে জীবনে মরণে।
তব লীলা-গানে গুণে ডুবুক আমার মনে
গোপীকান্ত করে নিবেদনে ॥

(১৮)

হরি হরি আর কি এমন দিন হব।
গৌরাঙ্গ বলিতে অঙ্গ পুলকে পুরিব ॥
নিত্যানন্দ বলিতে কবে নয়নে বৈবে নীর।
অদ্বৈত বলিতে কবে হইব অস্থির ॥
চৈতন্য নিতাই আর পহুঁ সীতানাথে।
ডাকিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িব ভূমিতে ॥
সে নাম শ্রবণে লইতে হইবে চেতন।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ বলি করিব গর্জ্জন ॥
শ্রীনন্দ-কুমার সহ বৃষভানু-সুতা।
শ্রীবৃন্দাবনে লীলা কৈলা যথা যথা ॥

সেই সব লীলাস্থান দেখিয়া দেখিয়া।
সে লীলা স্মরণ করি পড়িব কান্দিয়া ॥
শ্রীরাস-মণ্ডল কবে দর্শন করিব।
হৃদয়ে স্ফুরিব লীলা মূর্চ্ছিত হইব ॥
প্রেমদাস কহে মোর হবে হেন দিন।
গৌরাঙ্গের ভক্ত-পথে হব উদাসীন ॥

(১৯)

হরি হরি ! ঐছে কি হোয়ব আমার।
সহচর-সঙ্গে রঙ্গে পহুঁ গৌরক
হেরব নদীয়া-বিহার ॥
সুরধুনী-তীরে নটন-রসে পহুঁ মোর
কীর্ত্তন করব বিলাস।
সো কিয়ে হাম নয়ন ভরি হেরব
পূরব চির-অভিলাষ ॥
শ্রীবাস-ভবনে যব্ নিজ-গণ সঙ্গহি
বৈঠব আপন ঠামে।
ডাহিনে নিত্যা- নন্দ ছত্র ধরি
পণ্ডিত গদাধর বামে ॥
তব্ কোই মোহে লেই তাঁহা যায়ব
হেরব সো মুখ-চন্দ।
পুলকহিঁ সকল অঙ্গ পরিপূরব
পাওব প্রেম-আনন্দ ॥
জননী-সম্বোধনে যব্ ঘরে আওব
করবহুঁ ভোজন পান।

রামানন্দ আনন্দে কি হেরব
সফল করব দু'নয়ান ॥

(২০)

তুহুঁ গুণমঞ্জরি রূপে গুণে আগরী
মধুর মধুর গুণ-ধামা।
ব্রজ-নব-যুব-দ্বন্দ্ব প্রেমসেবা-পরবন্ধ
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা ॥
কি কহিব তুয়া যশ দুঁহু সে তোঁহার বশ
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে।
আপনা অনুগা করি করুণা-কটাক্ষে হেরি
সেবা-সম্পদ কর দানে ॥
ইহ বামন-তনু চাঁদ ধরিতে জনু
মঝু মন হেন অভিলাষে।
এ জন কৃপণ অতি তুহুঁ সে কেবল গতি
নিজ-গুণে পূরবি আশে ॥
ঊর্ধ্ব অঙ্গুলি করি দশনেতে তৃণ ধরি
নিবেদহুঁ বারহিঁ বার।
শ্রীনিবাস দাস কামে প্রেম-সেবা ব্রজধামে
প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবার ॥

(২১)

শ্রীগুণমঞ্জরী-পদ মোর প্রাণ সম্পদ
শ্রীমণিমঞ্জরী তার সঙ্গে।
হেন দশা মোর হব সে পদ দেখিতে পাব
সখী সহ প্রেমের তরঙ্গে ॥

মদন-সুখদা নাম কুঞ্জ-শোভা অনুপাম
তাহে রত্ন-সিংহাসনোপরি।
চতুর্দ্দিকে সখীগণ বসিবেন দুই জন
রসাবেশে কিশোর-কিশোরী ॥

সেই সিংহাসন-বামে দাঁড়াইব সাবধানে
গুণ-মণি-মঞ্জরীর পাছে।
মালতীমঞ্জরী নাম রূপে গুণে অনুপাম
আমারে ডাকিবে নিজ-কাছে ॥
মুঞি তাঁর কাছে যাঞা দুঁহু রূপ নিরখিয়া
নয়নে বহিবে প্রেমধারা।
দোঁহার দর্শনামৃতে মোর নেত্র-চাতকে
রহিবে সে হইয়া বিভোরা ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সুখে তাম্বুল দিবেন মুখে
রাই কানু করিবে ভক্ষণ।
পিক ফেলিবার বেলি আলবাটি আন বলি
আমারে ডাকিবে দুই জন ॥
সখীর ইঙ্গিত পাঞা আলবাটি করে লঞা
ধরিব সে চন্দ্র-মুখ-পাশে।
তাহাতে ফেলিবে পিক মুঞি লঞা এক ভিত
দাঁড়াইব মনের হরিষে ॥
কত বা কৌতুক কাজ হইবে সে কুঞ্জ মাঝ
তাহা মুঞি শুনিব শ্রবণে।
পূরিবে মনের আশা পালটিবে মোর দশা
নিবেদয়ে বৈষ্ণব-চরণে ॥

(২২)

মদীশ্বরী ! তুমি মোরে করিবে করুণা।
এই ত তাপিত জনে তোমার সে শ্রীচরণে
দাসী করি করিবে আপনা ॥
দণ্ড দশ রাতি পরে হবে তুয়া অভিসারে
ললিতাদি-সহচরী-সঙ্গে।
যাইবা নিকুঞ্জ-বনে শ্রীনন্দ-কুমার সনে
মিলিবারে মদন-তরঙ্গে ॥
সে কালে সে গুণ-মণি- মঞ্জরী প্রেমের খনি
চন্দন-কটোরি ফুল-মালা।
দিবেন আমার করে সঙ্গে লৈয়া ধীরে ধীরে
নিভৃতে চলিবে সব বালা ॥
তুমি সশঙ্কিত হৈয়া ইতি উতি নিরখিয়া
সখী মাঝে করিবে গমন।
রহিয়া রহিয়া যাবা পাছে আমা নিরখিবা
মোর হবে সঙ্কুচিত মন ॥
হেন মতে কুঞ্জ মাঝে ভেটিবে নাগর-রাজে
আগুসরি লই যাবে কান।
দুঁহু রত্ন-সিংহাসনে বসিবা আনন্দ-মনে
দেখি মোর জুড়াবে নয়ান ॥
হেন দিন মোর-হব ইহা কি দেখিতে পাব
তুয়া দাসীগণ-সঙ্গে রৈয়া।
এ বড় বিচিত্র আশ এ দীন বৈষ্ণব দাস
লেহ কৃপা-তরঙ্গে বহাইয়া ॥

(২৩)

হা নাথ গোকুলচন্দ্র হা কৃষ্ণ পরমানন্দ
হাহা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধিকা চন্দ্র-মুখি গান্ধর্ব্বা ললিতা-সখি
কৃপা করি দেহ দরশন॥
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব-ধন
তাহার দর্শনামৃত পান।
করাইয়া জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ
করুণা-কটাক্ষ কর দান॥
দোঁহে সহচরী-সঙ্গে মদন-মোহন-ভঙ্গে
শ্রীকুণ্ডে কলপতরু-ছায়।
আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী
তবে হয় জীবন-উপায়॥
হাহা শ্রীদামের সখা কৃপা করি দাও দেখা
হাহা বিশাখার প্রাণ-সখি।
দোঁহে সকরুণ হৈয়া চরণ দর্শন দিয়া
দাসীগণ মাঝে লেহ লেখি॥
তোমরা করুণা-রাশি তোঁএ চিতে অভিলাষি
কৃপা করি পূর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি ডাকে নাম উচ্চ করি
দীন-হীন বৈষ্ণবের দাস॥

(২৪)

হরি হরি! কি কহিয়ে প্রলাপ-বচন।
কাঁহা সে সম্পদ সার কাঁহা এই মুঞি ছার
কিয়ে চিত্র বাউলের মন॥

অনন্ত-বৈকুণ্ঠ-সার বৃন্দাবন নাম যার
তাহে পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র।
তাঁর প্রিয়া-শিরোমণি শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী
বিলসয়ে সঙ্গে সখী-বৃন্দ ॥
তাঁর অনুচরী-সঙ্গে প্রেমসেবা-পরবন্ধে
ব্রহ্মা শিব শেষের অগম্য।
কাঁহা এ পাপিষ্ঠ জন পাপালয় মূর্ত্তিমান্
আশা করি করে তাহা কাম্য ॥
যথা বাঙনের ইন্দু পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু
মূকের যেমন বেদ-ধ্বনি।
পশ্চিমে উদয় সূর মল-গন্ধ সুকর্পূর
পথের কঙ্কর চিন্তামণি ॥
এ সব যদিও হয় কৃপা বিনে তবু নয়
শ্রীরাধামাধব-দরশন।
বৈষ্ণব দাসের মনে দরিদ্র বিজয়া পানে
শুতি যেন দেখয়ে স্বপন ॥

(২৫)

প্রাণনাথ ! মোরে তুমি কৃপা-দৃষ্টি কর।
মুঞি পাপী দুরাচার মোরে কর অঙ্গীকার
এ ভব-সাগর হৈতে তার ॥
মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছা হয় সেহো মোর স্থায়ী নয়
মন যোগে ও রাঙ্গা চরণে।
সেহো বুদ্ধি মোর নয় বিচারিলে এই হয়
আকর্ষয়ে তোমার নিজ-গুণে ॥

তুমি করুণার সিন্ধু এ দীন জনার বন্ধু
উদ্ধারিয়া দেহ পদ-সেবা।
এই অধমের ত্রাতা তোমা বিনে প্রেম-দাতা
ভুবনে আছয়ে অন্য কেবা ॥
মোর কর্ম্ম না বিচারি পূর্ব্ববৎ দয়া করি
মোরে দেহ সেই প্রেম-সেবা।
এ রাধামোহন কয় মোর পরিত্রাণ হয়
তব গুণ নাহি গায় কেবা ॥

(২৬)

সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে ॥
শ্রীগুরু-চরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-।
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য ॥
তোমা সবার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয় ॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু হও করুণা-সাগর।
এই ত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর ॥
গুণ-লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাহ মহিমা ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে রুচি আর প্রেম-ধন।
এ রাধামোহনে দেহ হৈয়া সকরুণ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপ্রার্থনা (বিবিধ) সমাপ্ত।

অর্থ।

(১)

বলরাম নিত্যানন্দ = বলরাম-রূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ; শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু হইতেছেন শ্রীবলরামের অবতার।

গোলোকের প্রেম-ধন = শ্রীব্রজ-প্রেম।

শ্রীগুরু……পাঞা = অভীষ্ট-পূর্ণকারী কল্পতরুর সদৃশ সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের আশ্রয় পাইয়া।

অভাগিয়া = অভাগা, হতভাগা। বিষ-বিষয়ে = বিষবৎ অনিষ্টকারী বিষয়-মদে। পরবেশ = প্রবেশ। পাপিয়া = পাপী। জীবন্মৃত = বাঁচিয়া থাকিয়াও মরার মত।

(২)

প্রথম = বাল্যকালে। মতি-হীন = বুদ্ধিহীন। দ্বিতীয় সময় কাল = যৌবন কাল। বিকার ইন্দ্রিয়-জাল = ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া কাম-ক্রীড়াদি কার্য্য করিতেছি।

পাপ……ভায় = পাপ-পুণ্যের কিছুই বিচার করি না।

তৃতীয় সময় কালে = প্রৌঢ় বয়সে ; যৌবন ও বার্দ্ধক্যের মধ্যবর্ত্তী যে সময়। কলত্র = স্ত্রী। চারি হৈল = বার্দ্ধক্য আসিল। চারি হৈল গেল যদি = এইরূপে যখন বার্দ্ধক্য অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা আসিল, তখন ত সবই ফুরাইয়া গেল।

হরিল আঁখির জ্যোতি = চোখের দৃষ্টি গেল।

শ্রবণে না শুনি অতিশয় = কাণে ভাল শুনিতে পাই না।

রাখ = রক্ষা কর। মহাশয় = হে প্রভু !

(৩)

মহতের····· চলিয়া = "শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি" এই কথা মুখে বলিতেছি বটে অর্থাৎ "আমি অমুক গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছি, অমুক বৈষ্ণবের নিকট শিক্ষা লইয়াছি" লোকের নিকট এইরূপ বলিয়া বলিয়া, কেবল সেই সমস্ত মহতের দায় দিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু ভজন সাধন কিছুই করিতেছি না।

মালা····· বেশ = তিলক মালা প্রভৃতি বৈষ্ণবের বেশ সবই ধরিয়াছি।

(৪)

নাগর নাগরী = শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা।

হত চিত = বিষয়োন্মত্ত পাপ-চিত্ত। রঞ্জে = অনুরক্ত হয়।

সহচরীগণ = সখীগণ। না স্ফুরই = স্ফূর্ত্তি পায় না।

বিফলে সে জীবই = আমি বৃথায় বাঁচিয়া রহিয়াছি।

(৫)

তিন প্রভু এক তনু-মন = এই তিন প্রভুতে কোনও ভেদ নাই; তিনে এক, একে তিন।

(৬)

ওক = গৃহ, সংসার। শরীরের মাঝে যত = রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝাইতেছেন। ডর = ভয়।

বৈরী মত = শত্রুর ন্যায়। কেহো····· মানে = কেহ কারও কথা শুনে না, বারণ করিলেও গ্রাহ্য করে না।

(৭)

নফর = দাস, চাকর। অধম = নীচ।

অনাচারী = দুরাচার। আনে = অন্যে, অপরে।

(৮)

এ কুলে……তিলাঞ্জলি = আমি দু'কুলেই জলাঞ্জলি দিলাম ; আমার দু'কুলই নষ্ট হইল অর্থাৎ এ দিকে সংসার সংসার করিয়া সংসারের সুখ-ভোগও হইল না, আর ও দিকে তোমার ভজন-সাধনও কিছুই করিতে পারিলাম না।

(৯)

বিহি = বিধি। অনুকূল = সদয়। পাশ = বন্ধন।

গৌর-পদ-মূল = শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেম-লাভের মূল-স্বরূপ যে শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম। যে মোরে করিত দয়া = শ্রীগুরুদেবকে বুঝাইতেছেন।

লাগ পাইয়া = হাতে পাইয়া।

শরীরে করিয়া বাস = রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝাইতেছেন। দাঁতে ঘাস = দন্তে তৃণ ধরিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত দৈন্য করিয়া।

উভরায় = উচ্চৈঃস্বরে। করুণায় = কাতরে।

(১০)

ওর = সীমা। তোমার ····মানে = তোমার কৃপা অপরাধের বিচার করে না। ফুকরে = করযোড়ে ডাকিয়া বলিতেছে। স্ফুরুক = স্ফূর্ত্তি পাউক, উচ্চারিত হউক।

(১১)

যে সে কুলে……পাঞা = ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বংশেই হউক বা চণ্ডালাদি নীচ-বংশেই হউক, তথা মানব-দেহেই হউক বা পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি নিকৃষ্ট-যোনিতেই হউক, যেরূপেই আমার জন্ম হউক না কেন। হিয়ায় = অন্তরে। সাত্ত্বিক বিকার = অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব-সমূহ।

অগেয়ান = অজ্ঞান। জনু = যেন।

অগেয়ান জনু = অচেতনের ন্যায় ; মূর্চ্ছিত হইয়া।

(১২)

বসুধা জাহ্নবা=শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর দুই পত্নীর নাম।

সীতাপতি=শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু।

নরহরি=শ্রীনরহরি সরকার-ঠাকুর।

গদাধর=শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী।

রূপ সনাতন রঘুনাথ ভট্ট-যুগ জীব=ছয় গোস্বামী।

লোকনাথ=শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

দীন-প্রায়=কাঙ্গালের ন্যায়। সাথ=সঙ্গ।

মহান্ত-সন্তান—প্রভু-সন্তান; গোস্বামী বা তদ্রূপ মহৎ-বংশ-জাত ব্যক্তি। মহান্তের জন=তাঁহাদের সম্পর্কীয় যে কেহ। উদ্গম=উদ্ভব, জন্ম। বাদ=বাধা, বিঘ্ন।

অন্তে……কয়=পদকর্ত্তা শ্রীহরিদাস পরম দৈন্য সহকারে বলিতেছেন:—যে মহাত্মা দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা-রূপ অমূল্য ধনের অধিকারী হন, তিনি শ্রীগৌড়মণ্ডলেই বাস করুন বা শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করুন, তাঁহার উচ্ছিষ্টে, তাঁহার অধরামৃতে যেন আমার রুচি হয়, কেননা তাহা হইলে, মহতের উচ্ছিষ্ট-প্রভাবেই, আমার শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ হইবে। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে বলিতেছেন:—

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণ-হেতুনা।
পরং নির্ব্বাণ-হেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনং॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবে কন্যাদান সংসার-মুক্তির একটী প্রধান কারণ, আর বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনও সংসার-মুক্তির আর একটী প্রধান কারণ।

(১৩)

তাতল…… কাজে=উত্তপ্ত বালুকায় জল-বিন্দু দিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ এই সংসারে পুত্র, মিত্র, স্ত্রী প্রভৃতি সমস্তই নশ্বর—এই

আছে এই নাই। কিন্তু হে কৃষ্ণ! হে প্রভু! আমি নিত্যধন তোমাকে ভুলিয়া সেই সমস্ত অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়াছি, তাহাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাহাদিগেরই সেবা করিতেছি, তোমার কাজ কিছুই করি না, এক্ষণে আমার কি উপায় হইবে?

মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা = হে মাধব! আমার অন্তিম-কালের যে কোনও উপায় দেখিতেছি না—মৃত্যুকালে আমি যে একেবারেই নিরুপায়। জগ-তারণ = জগতের উদ্ধার-কর্ত্তা। অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা = অতএব কেবলমাত্র তোমারই ভরসা করিয়া রহিয়াছি।

আধ……বেলা = আমার জীবনের অর্দ্ধেক সময় ঘুমে কাটাইলাম, বাল্যকাল ও বার্দ্ধক্যে কত দিন কাটিল, যৌবনে স্ত্রী-সঙ্গে কাম-বিলাসে মত্ত হইলাম, এই সমস্ত কালে ত তোমার ভজন সাধন কিছুই করিলাম না, এখন বল প্রভু! তোমাকে আর কোন্ সময়ে ভজন করিব?

কত……সমানা = কত কত ব্রহ্মা জন্মিতেছেন ও মরিতেছেন, কি হে প্রভু! তোমার আদিও নাই, অন্তও নাই; সাগরের তরঙ্গ, সাগর হইতে উত্থিত হইয়া, আবার যেমন সাগরেই মিশাইয়া যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তোমা হইতে জন্মিয়া আবার তোমাতেই লীন হইতেছেন।

ভণয়ে……তোহারা = পদকর্ত্তা শ্রীবিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে নাথ! অন্তিম-কালে মৃত্যু-ভয় হইতে রক্ষা করিতে তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই, তুমি ছাড়া আমার আর অন্য গতি নাই। হে প্রভু! তুমি শাস্ত্র-মুখে অর্থাৎ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারা ইহাই বলাইয়া থাক যে, তুমিই সকলের আদি, কিন্তু তুমি স্বয়ং অনাদি; অতএব হে নাথ! আমার এই ভব-সমুদ্র-পারের ভার তোমার উপর রহিল।

(১৪)

মিনতি = অনুনয়, দৈন্য। দেই……মোয় = তিল তুলসী হাতে লইয়া

অর্থাৎ নিষ্কপটে মনে প্রাণে তোমার শ্রীপাদপদ্মে দেহ সমর্পণ করিলাম; হে মাধব! হে প্রভু! আমার প্রতি যেন নির্দ্দয় হইও না, আমার উপর দয়া রাখিও।

গণইতে·····বিচার=আমার গুণাগুণ সম্বন্ধে যখন তুমি বিচার করিবে, তখন আমাতে কেবল দোষই দেখিতে পাইবে, গুণের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইবে না।

তুহুঁ······ছার=হে নাথ! শাস্ত্র-মুখে ও সাধু-মুখে তুমি প্রচার করিয়া থাক যে, তুমি জগতের নাথ, কিন্তু অধম কীট আমি, আমি ত জগতের বাহির নই, তবে কি তুমি আমারও নাথ নহ, তুমি কি আমাকে আশ্রয় দিবে না?

কিয়ে······পরসঙ্গ=আমার কর্ম্ম-ফলে আমি মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যে কোনও যোনিতে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করি না কেন, কিন্তু হে প্রভো! আমায় এই কৃপা করিও, যেন তোমার কথায়, তোমার কাজে আমার মতি থাকে।

তরইতে=উত্তীর্ণ হইতে, পার হইবার নিমিত্ত।

তুয়া ···· দীন-বন্ধু=হে দীননাথ! আমাকে এই কৃপা কর, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আমাকে বিন্দুমাত্র স্থান প্রদান কর।

(১৫)

বাঁটায়নু=বণ্টন করিলাম, দিলাম।

পাপে বাঁটায়নু=সাধু-সেবাদি সৎকার্য্যে না লাগাইয়া কেবল পরিবার-বর্গাদি প্রতিপালন ও অন্যান্য বৃথা কার্য্যে ব্যয় করিলাম। এতদ্দ্বারা কৃষ্ণ-কার্য্য ব্যতীত আর সমস্তকেই অসৎ-কার্য্য বলিতেছেন। পরিজনে=পরিবার-বর্গে।

মরণক······পুছত=মৃত্যুকালে কেহ কিন্তু আর পোঁছেও না, গ্রাহ্যও করে না। করম=কর্ম্ম।

পদ-নায়=শ্রীচরণ-রূপ তরণী অর্থাৎ নৌকাকে।

পাপ-পয়োনিধি=পাপ-সমুদ্র। যুবতী মতিময় মেলি=কামোন্মত্ত হইয়া যুবতী-সঙ্গে মিলিয়া ও তৎ-সহবাসে মুগ্ধ হইয়া। অমৃত= শ্রীকৃষ্ণ-ভজনামৃত। হলাহল=বিষ।

পিয়লুঁ=পান করিলাম, খাইলাম।

সম্পদে বিপদাহি ভেল=তোমার ভজন-রূপ সম্পত্তি লাভ করিবার পক্ষে আমার বিঘ্ন ঘটিয়া গেল।

ভণহুঁ ···· লাজে=পদকর্ত্তা শ্রীবিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে প্রভো! আমি তোমাকে আর কি বলিব, বলিলেই বা কি কাজ হইবে, যেহেতু আমি তোমার ভজন-সাধন কিছুই করি নাই, অতএব তুমি কৃপা করিয়া নিজ-মনে আমার দুর্দ্দশা বিচার পূর্ব্বক আমার উপায় কর; জগতে এমন নির্লজ্জ কে আছে যে, সারা জীবনটা তোমার ভজন ব্যতীত বৃথায় কাটাইয়া, শেষ বয়সে তোমার শ্রীচরণ-সেবা প্রার্থনা করিতে পারে? হে নাথ! এখন যে তোমার শ্রীমুখারবিন্দের দিকে তাকাইতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে।

(১৬)

রহি······ভীত=হে রাধানাথ! হে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন! আমি তোমার ভজন সাধন কিছুই করিলাম না বলিয়া, থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে এই সন্দেহ হইতেছে যে, আমি তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিব না এবং তাহা ভাবিয়াই আমি বিষম ভীত হইয়া পড়িয়াছি।

সময় হইল শেষ=মৃত্যুকাল যে আসিয়া পড়িল। নিচয়=নিশ্চয়।

লেশ=চিহ্ন। সোঁপিত কায়=দেহ সমর্পণ করা রহিয়াছে।

পতি-নামে সে বিকায়=পতির মর্য্যাদা-প্রভাবে ও পতির গুণে তাহার দোষ ঢাকিয়া যায়। অতয়ে=অতএব।

তোমা দোঁহা-পদে=শ্রীরাধিকা সহ তোমার শ্রীপাদপদ্মে।

(১৭)

মিঠ = মিষ্ট ; মিষ্টতা। হত-চিত = বিষয়াসক্ত দুর্দ্দান্ত মন। থেহ = যশঃ-কীর্ত্তন।

(১৮)

বৃষভানু-সুতা = শ্রীরাধিকা। উদাসীন = বৈরাগী।

(১৯)

নটন-রসে = নৃত্য করিতে করিতে।

(২০)

ব্রজ-নবযুব-দ্বন্দ্ব = শ্রীরাধা-কৃষ্ণ। প্রেম-সেবা-পরবন্ধ = তাঁহাদের প্রেমসেবা করাই হইতেছে তোমার কার্য্য।

বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা = স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট শ্রীরাধা ও নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ।

মঝু = আমার। অনুগা = অনুগতা।

করুণা-কটাক্ষে হেরি = কৃপা-দৃষ্টিপাত করিয়া।

সেবা-সম্পদ = শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা-রূপ অমূল্য সম্পত্তি। ইহ………অভিলাষে = বামন হইয়া যেমন চাঁদ ধরিতে আশা করে, আমিও ঠিক সেইরূপ দুরাশা করিতেছি।

কৃপণ = দীন। পূরবি = পূর্ণ করিবে। ঊর্দ্ধ্ব অঙ্গুলি করি = ঊর্দ্ধ্ববাহু করিয়া। নিবেদহুঁ = নিবেদন করে। বারহুঁ বার = পুনঃপুনঃ। কামে = কামনা করে।

প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবার = শ্রীব্রজ-পরিকর মধ্যে স্থান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

(২১)

পিক = থুথু। আলবাটী = পিকদানী।

(২২)

দণ্ড দশ = দণ্ড দশেক ; দশ দণ্ড আন্দাজ। (২৷৷০ দণ্ডে এক ঘণ্টা।)

দণ্ড…… ……সঙ্গে – হে দেবী শ্রীরাধে ! তুমি দশ দণ্ড আন্দাজ রাত্রির পরে শ্রীললিতা, বিশাখা, শ্রীরূপমঞ্জরী আদি সখীগণ সমভিব্যাহারে সঙ্কেত-কুঞ্জে তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সহ মিলিবার জন্য অভিসার করিবে।

গুণ-মণি-মঞ্জরী = গুণমঞ্জরী ও মণিমঞ্জরী।

কটোরি = কৌটা। বালা = গোপ-কুমারী।

ইতি উীত = এ দিক্ ও দিক্। নিরখিয়া = দেখিয়া।

(২৩)

ব্রজেশ্বরীর = মা যশোদার।

ললিতা-সখি = শ্রীরাধে ; ললিতার সখী অথবা ললিতা হইয়াছেন সখী যাঁহার, তিনি অর্থাৎ শ্রীরাধিকা।

তাহার দর্শনামৃত …… রাখ = শ্রীচরণের দর্শন-রূপ সুধা পান করাইয়া অর্থাৎ দর্শন দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।

করুণা-কটাক্ষ = কৃপা-দৃষ্টি।

মদন-মোহন-ভঙ্গে = পরম মনোহর ভঙ্গীতে।

শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু-ছায় = শ্রীরাধাকুণ্ডে কল্পবৃক্ষের ছায়ায় যখন অবস্থিত থাক। শ্রীদামের সখা = শ্রীকৃষ্ণ।

বিশাখার প্রাণ-সখি = শ্রীরাধে।

লেহ লেখি = গণনা কর ; ভুক্ত করিয়া লও।

করুণা-রাশি = দয়ার সাগর। তেঁঞি = সে কারণে

অভিলাষি = ইচ্ছা করি।

(২৪)

কি কহিয়ে প্রলাপ-বচন = আমি পাগলের মত আবোল তাবোল কি বক্‌ছি।

কিয়ে চিত্ত বাউলের মন = আমার মন যে একেবারে পাগলের মনের মত অদ্ভুত হইয়া উঠিল, মনে যে কত কি এলোমেলো অসম্ভব ভাব উঠিতেছে।

তাঁর অনুচরী-সঙ্গে = শ্রীরাধিকার সখীগণ সহ।

প্রেমসেবা-পরবন্ধে = আহা! কি পরম পরিপাটী-রূপেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা হইতেছে। ব্রহ্মা ······ অগম্য = অজ, ভবাদি দেবতাগণ—এমন কি শ্রীঅনন্তদেব পর্য্যন্তও যে প্রেমসেবা লাভ করিতে পারেন না।

পাপালয় মূর্ত্তিমান্ = সাক্ষাৎ সমস্ত পাপের আধার—ঠিক যেন পাপের মূর্ত্তি।

আশা ······ কাম্য = সেই সুদুর্ল্লভ শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমসেবা পাইবার আশা করিয়া তাহার কামনা করিতেছে।

যথা বাওনের ইন্দু = বামনের যেমন চাঁদ ধরিবার সাধ।

পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু = খোঁড়ার যেমন সাগর ডিঙ্গাইবার সাধ। মূকের যেমন বেদ-ধ্বনি = বোবার যেমন বেদ পাঠ করিবার সাধ।

পশ্চিমে উদয় সূর = পশ্চিম দিকে যেমন সূর্য্য উঠা।

মল-গন্ধ সুকর্পূর = বিষ্ঠার গন্ধ যেন কর্পূরের মত হওয়া।

পথের কঙ্কর চিন্তামণি = রাস্তার কাঁকর পাথর যেমন চিন্তামণি রত্নে পরিণত হওয়া।

এ সব যদিও হয় = এ সমস্ত অসম্ভবও যদি কখনও সম্ভব হয়।

দরিদ্র ······ স্বপন = দরিদ্র যেমন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে, আমারও শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-সেবা-লাভ করিবার এই আশা তদ্রূপ স্বপ্ন দেখার মত কল্পনামাত্র, ইহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

(২৫)

মোরে কর অঙ্গীকার = আমাকে নিজের করিয়া লও।

তার = উদ্ধার কর।   মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছা হয় = তোমার শ্রীপাদপদ্ম ভজন করিবার জন্য এক একবার ইচ্ছা হয় বটে।

সেহো মোর স্থায়ী নয় = তাহাও ক্ষণিক-বাঞ্ছা-মাত্র অর্থাৎ একটুখানি মনে উঠে, আবার কোথায় চলিয়া যায়।

মন যোগে ও রাঙ্গা চরণে = কেবল সেই সময়টা মাত্র তোমার শ্রীপাদপদ্মে গিয়া মন লাগে।

সেহো বুদ্ধি ······· নিজ-গুণে = তাহাও যে আমার সদ্বুদ্ধির গুণে হয় তাহা নহে, সে হয় কেবল তোমার অপূর্ব্ব গুণাবলীর আকর্ষণে অর্থাৎ তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া মনে ঐরূপ বাঞ্ছা ক্ষণে ক্ষণে উদয় হয়।

পূর্ব্ববৎ দয়া করি = পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রকট অবতারে যেরূপ অবিচারে দয়া করিয়াছ, সেইরূপে দয়া করিয়া।

(২৬)

পামর = নীচ।   কহিল = বলিলাম।

ইতি বিবিধ প্রার্থনার ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।। ক ।।
শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং ।। খ ।।

বিনীত নিবেদন।

(দেবতাগণ যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উত্থিত করিয়াছিলেন এবং উহা পান করিয়া অমর হইয়াছেন, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ও তদ্রূপ নিখিল-শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা"-রূপ এই অপূর্ব্ব সুধা উদ্ভূত করিয়াছেন, যাহা পান করিয়া ভক্ত-চকোরগণ পরম পরিতৃপ্ত হইতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করিয়া অমর বিজয়ি-রূপে বিরাজ করিতেছেন। এই প্রবন্ধের প্রত্যেক ত্রিপদীই অমূল্য রত্ন-স্বরূপ এবং তাহাতে এত নিগূঢ় ভাব নিহিত রহিয়াছে যে, তাহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য করা মাদৃশ ভজন-হীন অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহার কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়া এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের পক্ষে দুঃসাহসিকতার কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তথাপি, যাঁহার কৃপাবলে চলিতেছি ফিরিতেছি, যাঁহার প্রেরণায় সমস্ত কার্য্য করিতেছি, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অপার-করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কৃপাই, পরমারাধ্য-পাদ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্ম শিরে ধারণ করাইয়া, এ অধমকে এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ইহাতে এ দাসের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই। তথাপি, হে আমার পরম পূজ্য ভক্ত-মহোদয়গণ! আপনারা এ অধমের এই অকিঞ্চিৎকর ব্যাখ্যা দূরে পরিহার পূর্ব্বক, স্ব স্ব অভিমতানুসারে

এই দুরূহ প্রবন্ধের ভাবার্থ গ্রহণ করতঃ, এ দাসকে অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন, ইহাই আপনাদের শ্রীচরণে এ দাসের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

এই প্রবন্ধে আপনারা স্থানে স্থানে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীপাদ ঠাকুর-মহাশয় এক একটী কথার দুই তিনবার করিয়া পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, ঐ কথাগুলি প্রেমভক্তি-লাভার্থে এত প্রয়োজনীয় ও এতাদৃশ মূল্যবান্ যে, বারম্বাব উহার উল্লেখ না করিলে, আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল ও চঞ্চল-চিত্ত জীবের হৃদয়ে উহার পরমোৎকর্ষ-বিষয়ক ধারণা দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয় না এবং উহারা প্রয়োজনীয়তার উপদেশ সমূহও সম্যক্‌রূপে কার্যকরী হয় না।)

প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা—যে গ্রন্থ "প্রেমভক্তি" বিষয়ে চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না-স্বরূপ অর্থাৎ যে গ্রন্থ "প্রেমভক্তি" যে কি অনুত্তম ও নিগূঢ় পদার্থ এবং উহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্যোৎস্না যেমন আলোক প্রদান পূর্ব্বক অন্ধকার দূরীভূত করিয়া, পথ প্রদর্শন দ্বারা, দিশাহারা পথিককে যথাস্থানে পৌঁছিতে সমর্থ করে, এই গ্রন্থও তদ্রূপ প্রেমভক্তি-রূপ সমুজ্জ্বল আলোকে হৃদয়-গহ্বর উদ্ভাসিত করিয়া, পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট ও বিবিধ দুর্ব্বাসনা-পরিপূর্ণ হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভুত করতঃ, পথ-ভ্রান্ত মানবকে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-প্রেমসেবা-প্রাপ্তির প্রকৃত ও সুগম পন্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক, তচ্চরণারবিন্দ-লাভে সমর্থ করে। জ্যোৎস্না যেরূপ সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ, জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইলে সকলের হৃদয় যেমন জুড়াইয়া যায়, সকলে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, এই শ্রীগ্রন্থও তদ্রূপ সুশীতল, সুমধুর ও সুস্নিগ্ধ—এই শ্রীগ্রন্থ সমুদিত হইয়া হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিতেছেন, এই শ্রীগ্রন্থ পাঠে সকলে পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া পরম সুখে বিচরণ করিতেছেন।

ক। অজ্ঞান—"শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র ভজনীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই যে জীবের একান্ত কর্ত্তব্য" এই পরম তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ-লাভের বাসনা-জনিত মোহে অভিভুত হইয়া থাকার নাম অজ্ঞান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন :—

শ্রীগুরু-চরণপদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥ ১ ॥

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহো এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥

অঞ্জন = কজ্জল; চক্ষু-রোগের ঔষধ। শলাকা = তুলি। অঞ্জন-শলাকা = চক্ষু-রোগ সারিবার ঔষধ-যুক্ত তুলি।

অনুবাদ ঃ—আমি অজ্ঞান-রূপ তিমিরে অন্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু "স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরমারাধ্য, আর আমি যে তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার সেবাই যে আমার একান্ত কর্ত্তব্য" এই পরম-জ্ঞান-রূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা, যিনি আমার অন্ধ চক্ষু উন্মীলিত করতঃ, অন্ধতা ঘুচাইয়া দিলেন অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ-ভজন যে অবশ্য কর্ত্তব্য" এই পরম-তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পূর্ব্বক আমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া দিলেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি॥ ক ॥

খ। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মনোভিলাষ অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিরসশাস্ত্র সমূহের প্রচার যিনি এই ধরাতলে সাধন করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কবে আমাকে শ্রীচরণ-প্রান্তে স্থান দান করিবেন ?॥ খ ॥

১। সদ্ম = আলয়, আবাস। ভকতি-সদ্ম = ভক্তির আবাস-স্থান। যাহার

গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি এই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥ ২ ॥

প্রসাদে = যে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুগ্রহে। যাহা হ'তে = যে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে, তৎকৃপা-বলে।

ভাবার্থ ঃ—শ্রীগুরু-পাদপদ্মই হইতেছে ভক্তিরসের আবাস-স্থান অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত কদাচ ভক্তি-লাভ হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় দীক্ষা-লাভ হইয়া শ্রীভগবৎ-পূজায় অধিকার জন্মে ও শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভজনে অনুরাগ লাভ হইয়া থাকে ; সে কারণে আমি শ্রীগুরু-দেবের শ্রীচরণ-স্মরণ-পূর্ব্বক, একান্তভাবে তদীয় শরণাগত হইয়া, অত্যন্ত যত্নের সহিত পরমাদরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রসাদেই দুস্তর সংসার-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এবং শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে, তৎ-কৃপা-বলেই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে।

২। ঐক্য = যোজনা, মিলন। রতি = একান্ত নিষ্ঠা। সর্ব্ব আশা = সর্ব্বাভীষ্ট।

ভাবার্থ ঃ—শ্রীগুরু-মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ক অমৃতময় উপদেশ ও শাস্ত্রানুমোদিত আদেশ সমূহ হৃদয়ে পূর্ণরূপে সংযোজিত করিয়া অর্থাৎ চিত্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তির বাসনা ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ বাসনা অর্থাৎ ধন-জন, স্ত্রী, পুত্র, যশ-মান ও বিষয়াদি লাভ করিবার লালসা-রূপ অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র বাসনা একেবারেই বিসর্জ্জন কর। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা-লাভই জীবের একমাত্র সর্ব্বোত্তম গতি, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গতি

চক্ষু-দান দিল যেই　　　জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্য-জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে　　　অবিদ্যা-বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥ ৩ ॥

আর হইতে পারে না; শ্রীগুরু-চরণে একান্ত নিষ্ঠা করিলেই এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে।

জীবের যত কিছু আশা বা বাসনা থাকিতে পারে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা লাভের আশাই সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ, এই আশা অন্য সর্ব্ববিধ আশার রাজা বা অধীশ্বর; শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম-সেবা লাভ হইলেই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশা পূর্ণ হইল বলিয়া, তদধীনস্থ অন্য সর্ব্ব প্রকার আশা বা বাসনা তৎসহ স্বতঃই পরিপূর্ণ হইল বুঝিতে হইবে; এবং যেহেতু শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-প্রসাদেই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা-লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশা পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, তাহা হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুগ্রহেই অন্য সমস্ত আশা তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই পরিপূর্ণ হইল অর্থাৎ সব আশা পূরিল।

৩। প্রেমভক্তি = অন্য সর্ব্ববিধ বাসনা—এমন কি মোক্ষ লাভের বাসনা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া এবং যোগ, যাগ, তপস্যা, দান, ধ্যান, ব্রত, জ্ঞান, কর্ম্মাদি অন্য সর্ব্ববিধ পন্থা ও অন্য সমস্ত দেব-দেবীর পূজাদি পরিহার পূর্ব্বক, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করতঃ, শ্রীকৃষ্ণে নিরতিশয় মমতাপন্ন হইয়া, নিষ্কাম ও সর্ব্বতোভাবে তদীয় ভজনে যে সুনির্ম্মল প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহার নাম প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তির অপর নাম প্রেম; উপরোক্ত-রূপ শুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা এই প্রেমভক্তি বা প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

শুদ্ধ-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ-ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম ।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধ-ভক্তি—ইহা হৈতে প্রেম হয়ে ।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কহে ॥
ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।
সাধন করিলেও প্রেম নাহি উপজয় ॥

শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের যাজনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে বিশুদ্ধ প্রবল অনুরাগ অর্থাৎ রতি উৎপন্ন হয়, এবং সেই রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় ।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে এই প্রেম-জাতীয় ভক্তির নামই প্রেম-ভক্তি ঃ তাহা হইলেই প্রেমভক্তি ও প্রেম একই কথা হইল ।

সাধন-ভক্তির অঙ্গ বহুবিধ, তন্মধ্যে চৌষট্টি প্রধান । তদ্বিবরণ এই গ্রন্থের "সদাচার" প্রবন্ধে "ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ যাজন" নামক বিষয়ে দ্রষ্টব্য । সাধন-ভক্তির যাজন দুইটী মার্গে হইয়া থাকে—(১) বৈধী মার্গ ও (২) রাগ বা রাগানুগা মার্গ । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

রাগহীন জনে ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায় ।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসি-জনে ।
তাঁর অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥

এই রাগানুগা ভক্তিরই অপর নাম রাগ-ভক্তি ।

রতি ও প্রেমের সংজ্ঞা এবং সাধন-ভক্তির বিশেষ বিবরণ এই গ্রন্থের "ভক্তিরস-সুধানিধি" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ।

অবিদ্যা = কোনও পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সেই জিনিসটা যে কি, তাহা ঠিক জানার নাম স্বরূপ-জ্ঞান। এই স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবের নাম অর্থাৎ যে জিনিসটা যাহা, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারার নাম অবিদ্যা; এতদ্বারা নিত্যে অনিত্য বুদ্ধি ও অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি হইয়া থাকে; এই অবিদ্যার কার্য্য হইতেছে নিত্য-বস্তু শ্রীকৃষ্ণে মমতার অভাব জন্মাইয়া সংসার রূপ অনিত্য-বস্তুতে আসক্তি আনয়ন করে অর্থাৎ কৃষ্ণ যে নিত্যবস্তু ও সংসার যে অনিত্য-বস্তু তাহা বুঝিতে দেয় না অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞান হইতে দেয় না।

ভাবার্থ ঃ—যে গুরুদেব, অজ্ঞান-তিমিরান্ধতা দূর করিয়া, অর্থাৎ বিষয়-বাসনাদি অন্য সর্ব্ববিধ মোহ দূরীভূত করিয়া, জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করিলেন অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই যে একমাত্র কর্ত্তব্য" এই পরম জ্ঞানপথ প্রদর্শন করিলেন, তথা যে গুরুদেবের অনুগ্রহে আমার সমস্ত কুবাসনা—এমন কি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পর্য্যন্তও লাভের বাসনা-রূপ অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া, "শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য" এই সুনির্ম্মল অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানালোকে আমার হৃদয়-গহ্বর আলোকিত হইল, তথা যে গুরুদেবের নিকট হইতে অবিদ্যা-ধ্বংসকারিণী প্রেমভক্তি লাভ করিলাম এবং যে গুরুদেবের অপার মহিমা বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ও ভাগবতাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিতেছে, সেই শ্রীগুরুদেব আমার এক জন্মের প্রভু নহেন—তিনি আমার কত কত পূর্ব্ব জন্মেরও প্রভু, পর জন্মেরও প্রভু, তিনিই আমার একমাত্র পতি, একমাত্র গতি। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরু-পাদপদ্মে এতাদৃশ নিষ্ঠা না হইলে কদাচ প্রেমভক্তির অধিকারী হওয়া যায় না।

১-৩। শ্রীগুরু-মহিমা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও মহাজনগণের দুই একটী উক্তি শ্রবণ করুন, যথা ঃ—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে তাঁরে তাঁহারি প্রকাশ ॥

গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরু-রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন আপনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! শ্রীগুরুদেবকে আমারই স্বরূপ অর্থাৎ 'আমারই প্রকাশ' বা 'স্বয়ং আমি' বলিয়াই জানিবে; গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞানে কদাচ অবজ্ঞা করিও না। শ্রীগুরুদেব হইতেছেন সর্ব্বদেবময়।

পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন দাস মহোদয় "শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনায়" বলিতেছেন—

জীবের নিস্তার লাগি নন্দ-সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি ॥
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান ॥
সত্য-জ্ঞানে গুরু-বাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গুরু-পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥
হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রনা ॥

সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু"-গ্রন্থ-প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীল বৈষ্ণব দাস মহোদয় নিজ-কৃত পদে শ্রীগুরু-মহিমা কি সুন্দর-রূপে প্রকট করিয়াছেন দেখুন :—

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কল্পতরু
অদ্ভুত যাঁক প্রকাশ।

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥ ৪ ॥

হিয়-অগেয়ান- তিমির বর-জ্ঞান-
সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ ॥
ইহ লোচন-আনন্দ-ধাম।
অযাচিত এহেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম ॥ ধ্রু ॥
দুরগতি অগতি অসত-মতি যো জন
নাহি সুকৃতি-লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন- যুগল-ভজন-ধন
তাহে করত উপদেশ ॥
নিরমল গৌর- প্রেম-রস-সিঞ্চনে
পুরল সব মন-আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস।

৪। ভাবার্থঃ—শ্রীগুরুদেব হইতেছেন দয়ার সাগর, তাঁহার দয়ার অবধি নাই, তাঁহার কৃপাতেই অতি অধম-পতিতের ভাগ্যেও প্রেমভক্তি-লাভ হইয়া থাকে। আবার তিনি হইতেছেন পতিতের বন্ধু; তাঁহার শরণাগত হইলে অতি দুষ্কৃতি-শালী ব্যক্তিও হেলায় ভব-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়; তন্নিমিত্ত শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়, পরম দৈন্য সহকারে, জগতের জীবন-স্বরূপ স্বীয় গুরুদেব শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর দয়া ও তদীয় শ্রীচরণে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বলিতেছেন,—"হে প্রভো! হে শ্রীগুরুদেব! কৃপা করিয়া

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু ভুষণ করিয়া তনু
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন সাধু-সঙ্গে অনুক্ষণ
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥ ৫ ॥

আমাকে তোমার শ্রীচরণ-তলে আশ্রয় প্রদান কর। তুমি যে আমার ন্যায় অধম পতিতকেও দয়া করিলে, তোমার এই অপার করুণার সুযশ এক্ষণে ত্রিজগতে ঘোষিত হউক।"

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, শ্রীগুরুদেবের কৃপাই প্রেমভক্তি-লাভের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান উপায়। এইরূপে শ্রীগুরু-মহিমা-কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণব-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

৫। বৈষ্ণব······· হয়=শ্রীবৈষ্ণবের পদধূলি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিলে অর্থাৎ বৈষ্ণবের পদধূলি মস্তকে ও দেহে ধারণ করিলে, হৃদয়ে শ্রীগুরু-মহিমা ও তৎসহ শ্রীরাধা-গোবিন্দের পরম মধুর অলৌকিক লীলার অনুভূতি হইয়া থাকে, যে ফল কত কত ভজন সাধন করিয়াও লাভ করা যায় না। বৈষ্ণবের পদধূলিই হইতেছে সকলের মূল ও সর্ব্ব প্রধান বল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ এই তিন সাধনের বল ॥

পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহোদয় "পাষণ্ড-দলনে" বলিতেছেন ঃ—

ভক্ত-পদরজ আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ তিন মহাবল ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।

নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎ-পাদরজোঽভিষেকং ॥

অর্থাৎ হে মহারাজ রহূগণ! মহতের চরণ-রেণুর দ্বারা দেহের অভিষেক ব্যতীত তপস্যা, বৈদিক-কর্ম্ম, অন্নাদি-দান, পরোপকার ও বেদাভ্যাস দ্বারা এবং জল, অগ্নি ও সূর্য্যাদির উপাসনা দ্বারা শ্রীভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

বলা বাহুল্য, শ্রীভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, তৎপ্রভাবে শ্রীগুরু-মহিমাদিরও উপলব্ধি ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে দৃঢ়ানুরাগ লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহতের অর্থাৎ বৈষ্ণবের পদধূলিই হইল সকলের মঙ্গল।

সাক্ষাতেও দেখা যায় যে, শ্রীগুরুদেবও বৈষ্ণবের সম্মান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও দেখা যায়, স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও ভক্তের অত্যধিক সম্মান করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিতেছেন ঃ—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তস্য চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! যাহারা কেবল আমাকে ভক্তি করে, তাহারা আমার ভক্ত নহে, কিন্তু যাহারা আমার ভক্তকে ভক্তি করে, তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥

অর্থাৎ হে দেবি! সমস্ত দেব-দেবীর আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিষ্ণুভক্তগণের অর্চ্চনা আবার তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

আদিপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব ॥
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার ভক্তগণ যেখানে যেখানে গমন করে, আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়াও, সেই সেই স্থানে গমন করিয়া থাকি। বেদ ও মুক্তিগণও আমার ভক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিতেছেন ঃ—

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! পরম সমাদরে আমার ভক্ত-গণের সেবা করা ও সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা তাঁহাদিগের অভিবাদন করা, তথা 'আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ' এই জ্ঞানে আমার ভক্তের পূজা করা ও সর্ব্ব জীবে আমার অধিষ্ঠান আছে বলিয়া মনে করা—এই সমস্ত কার্য্য আমার ভক্তি-লাভের পরম উপায়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু-প্রসাদস্য কেবলং দাম্ভিকা জনাঃ॥

অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করে, কিন্তু বৈষ্ণব-গণের অর্চ্চনা করে না, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে পারে না, সুতরাং তাহারা প্রকৃত ভক্ত নহে, তাহারা কেবল দাম্ভিক মাত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী-মহারাজ "পাষণ্ডদলনে" বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণ-সেবা হৈতে বৈষ্ণব-সেবা বড়।
পুরাণে কহিল সত্য এই কথা দঢ়॥
কৃষ্ণ পূজে বৈষ্ণবের না করে পূজন।
কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদ-ভাজন॥

বৎসের পশ্চাতে যেন ধায় ধেনুগণ।
তেমতি ভক্তের পাছে ধায় জনার্দ্দন॥
ভক্তের পশ্চাতে মুক্তি ধায় স্তুতি করি।
সত্য সত্য বলে শাস্ত্র দেখহ বিচারি॥

"বৈষ্ণব-চরণ-রেণু" এই বাক্যে 'বৈষ্ণব' বলিতে গৃহী ও ত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবকেই বুঝিতে হইবে। যিনিই শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তদীয় ভজন সাধন করিতেছেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে, যথা ঃ—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণু-পূজা করিতেছেন, তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিবে ; এতদ্ভিন্ন অন্য আর সকলে 'অবৈষ্ণব'।

যদি কোন বৈষ্ণব সাধারণ দৃষ্টিতে কদাচারীও লক্ষিত হন, তথাপি কদাচ তাহার দোষ-দৃষ্টি বা তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন না, করিলে বৈষ্ণবাপরাধে ধ্বংস হইতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীগীতায় বলিতেছেন, যথা ঃ—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে অনন্যভাবে ভজন করিতেছে, সে যদি অত্যন্ত কদাচারীও হয়, তথাপি তাহাকে সাধু বলিয়াই জানিবে এবং সম্যক্‌রূপে তাহার পূজা করিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসত্যরাজ খানের "বৈষ্ণব কে" ? এই প্রশ্নে, সাধারণ ভাবে এই উত্তর দিয়াছিলেন, যথা ঃ—

সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ-নাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে ঃ—

যার মুখে একবার আইসে কৃষ্ণনাম।

তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। ইহা অবশ্য সাধারণ কথা, তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা আরও আছে।

ভক্তি-লিপ্সু ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে, বৈষ্ণবের কথা ত দূরে থাকুক, জীবমাত্রকেই সম্মান দিবার উপদেশ যখন শাস্ত্রে রহিয়াছে, যথা ঃ—

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তখন যিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেছেন, যাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের নিত্য বসতি-স্থল, সেই বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করিলে কি কোনও প্রকারে আর নিস্তার আছে? বৈষ্ণব সদাচারীই হউন আর কদাচারীই হউন, তাহা দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।

সুতরাং ইহা বিশেষ বুঝিতে হইবে যে, যিনিই 'কৃষ্ণনাম' গ্রহণ করিতেছেন, তিনিই বৈষ্ণব; তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান ও পদধূলি গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে তাঁহার সদাচার বা কদাচার দেখিবার কোনও প্রয়োজন নাই, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এবং এতদ্দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নির্ম্মল ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

মার্জ্জন .... পরাজয় = সাধু-সঙ্গ দ্বারা সর্ব্বদাই ভজন মার্জ্জিত হইয়া থাকে, এবং অজ্ঞান ও অবিদ্যা পরাভূত হইয়া দূরে পলায়ন করে অর্থাৎ ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গ লাভের লালসারূপ মনের সমস্ত দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল

হয় ও তদ্দ্বারা ভজন-পরিপাটী সমুজ্জ্বল হইয়া প্রেমভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ঃ—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন, প্রকৃষ্টরূপে সাধুসঙ্গ করিলে আমার মহিমা-ব্যঞ্জক এবং হৃদয় ও কর্ণের প্রীতিপ্রদ যে সমস্ত পবিত্র কথার আলোচনা হয়, অনুরাগভরে তৎসমস্ত শ্রবণ করিতে করিতে, আমাতে শীঘ্রই অবিদ্যা দূরীকরণের পথ-স্বরূপ প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি যথাক্রমে উদিত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয় ॥
সাধু-সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়।
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

জয় সনাতন-রূপ প্রেমভক্তি-রস-কূপ
যুগল-উজ্জ্বলময়-তনু।
যাঁহার প্রসাদে লোক পাসরিল সর্ব্ব শোক
প্রকটিল কল্পতরু জনু ॥ ৬ ॥

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

ইহার অনুবাদ "ভক্তিরস-সুধানিধি" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(সাধু সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা "প্রার্থনা" প্রবন্ধের ৪৬ দাগের ব্যাখ্যায় দেখুন।)

অতএব ৫ দাগের উক্তি দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, বৈষ্ণব-চরণধূলি ও সাধু-সঙ্গ এতদুভয়ই প্রেমভক্তি-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

৬। অনন্তর গ্রন্থকার শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ-দ্বয়ের বন্দনা-সূচক জয়-গান করিতেছেন, কেননা তাঁহাদের কৃপাতেই প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে—তাঁহারা হইতেছেন প্রেমভক্তি-রসের অক্ষয় ভাণ্ডার, শ্রীরাধাগোবিন্দের সমুজ্জ্বল প্রেমরসে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ। লোকে তাঁহাদের কৃপাতেই সমস্ত শোক দুঃখ ভুলিয়া গেল, যেহেতু তাঁহারাই জগতে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছেন। প্রেমভক্তি পাইলে প্রেমানন্দ-পূর্ণ হৃদয়ে দুঃখের স্থান আর কোথায় থাকিতে পারে? সমস্ত দুঃখ স্বতঃই একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। তাঁহারা যেন এ জগতে কল্পতরু প্রকট হইয়াছেন ; বস্তুতঃ তাঁহারা কল্পতরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু কল্পতরুর নিকট যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কল্পতরু প্রেমভক্তি দিতে অসমর্থ, আর সেই দেব-দুর্ল্লভ প্রেম-ভক্তি, যদ্দ্বারা শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা-রূপ অমূল্য রত্ন লাভ হইয়া থাকে,

প্রেমভক্তি-রীতি যত নিজ-গ্রন্থে সুবেকত
লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে পরানন্দ হয় চিতে
যুগল-মধুর রসাশ্রয় ॥ ৭ ॥

যুগল-কিশোর-প্রেম লক্ষবাণ যেন হেম
হেন ধন প্রকাশিল যাঁরা।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে সেই ধন
সে রতন মোর গলে হারা ॥ ৮ ॥

তাহা শ্রীরূপ-সনাতন জগতে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন ও অদ্যাবধি করিতেছেন। ইহা যে কিরূপে তাহা পরেই বলিতেছেন।

৭। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামি-পাদ-দ্বয় নিজ-গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদ তৎকৃত "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু", "শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি" প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীসনাতন গোস্বামি-পাদ তৎকৃত "শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে প্রেমভক্তির প্রণালী সমূহ অতি সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিলে চিত্তে প্রেমভক্তির উদয় হয় এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দের মধুর-রসময় প্রেমসেবা ও তজ্জনিত পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

৮। প্রেম = অনন্য-মমতা-যুক্ত, কাম-গন্ধ-হীন, নিষ্কপট, সুনির্ম্মল, সমুজ্জ্বল ও প্রগাঢ় যে প্রীতি বা ভালবাসা, তাহার নাম প্রেম। যুগল-কিশোর-প্রেম = শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ দুই জনের পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে প্রেম।

হেন ধন প্রকাশিল যাঁরা = যে শ্রীরূপ ও যে শ্রীসনাতন গোস্বামী এই প্রেম-রত্নের মহিমা জগতে প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস ॥

ভাগবতশাস্ত্র-মর্ম্ম নববিধ-ভক্তি-ধর্ম্ম
সদাই করিব সুসেবন।
অন্য-দেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিল ভাই
এই তত্ত্ব পরম ভজন ॥ ৯ ॥

শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস-প্রেম-লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥

লক্ষবান = স্বর্ণের মালিন্য দূর করিয়া বিশুদ্ধ করিবার জন্য অগ্নিতে দগ্ধ করাকে চলিত কথায় বাণ বা পুট বলে। একবার পোড়াইলে এক বাণ হয়। প্রত্যেক বাণে স্বর্ণ অধিকাধিক নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়। ঊর্দ্ধ্বসংখ্যা ৫ বাণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। সুতরাং লক্ষবাণ বলিতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, এতাদৃশ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল যে তাহার আর তুলনা নাই।

হেন ধন = এমন প্রেমরত্ন। যাঁরা = যে শ্রীরূপ ও যে শ্রীসনাতন।

যুগল……যাঁরা = শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেম এরূপ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল যে, তাহা বর্ণনাতীত। এই অমূল্য প্রেমরত্ন এত কাল অতি গোপনে ছিল, কিন্তু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভুপাদ-দ্বয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চার-প্রভাবে, সেই প্রেমধন জগতে প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক প্রেমতত্ত্ব, প্রেম-মাহাত্ম্য ও তৎ-প্রাপ্ত্যুপায় প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া, সেই পরম গোপনীয় সুদুর্ল্লভ প্রেমরত্ন প্রকট পূর্ব্বক জগতে প্রচার করিলেন।

সে রতন = সেই প্রেমরত্ন। মোর গলে হারা = আমার গলার হার-স্বরূপ; আমি গলায় হার করিয়া পরি।

৯। ভাগবত………সুসেবন = নববিধ ভক্তিধর্ম্ম যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনং ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, কৃষ্ণ-নাম ও গুণানুকীর্ত্তন, কৃষ্ণের স্মরণ, তদীয় পাদ-

সেবন, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য ও সখ্য এবং তাঁহাতে আত্ম-নিবেদন—এই যে নয় প্রকার ভক্তি-ধর্ম্ম ইহার নিরন্তর অনুশীলনের উপদেশই শ্রীমদ্ভাগবতের সার অর্থাৎ মর্ম্ম-কথা ; আমি সর্ব্বদাই সম্যক্-প্রকারে এই নবধা ভক্তির সেবা অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিব।

অন্য দেবাশ্রয় নাই = ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্য আর কোনও দেবতার শরণাপন্ন হইব না। বলা বাহুল্য, ইহাই হইতেছে ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ ভক্তির লক্ষণ ; ইহাতে এই অবস্থা আনয়ন করে যে, আমি কৃষ্ণ বই অন্য আর কাহাকেও জানি না, কৃষ্ণ বই অন্য আর কাহারও ভজন করিব না।

এই তত্ত্ব পরম ভজন = এইরূপ ঐকান্তিক-ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করাই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন ; তাই বলিয়া অন্য কোনও দেবতাকে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা করিব না,—সকল দেবতাকেই শ্রীকৃষ্ণের দাস-জ্ঞানে সম্যক্‌রূপে সম্মান করিব ও সকলের নিকট কৃষ্ণ-ভক্তি প্রার্থনা করিব।

শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

অর্থাৎ সর্ব্বদেবাধিপতি পরম ঈশ্বর শ্রীহরিই হইতেছেন সর্ব্বদা একমাত্র পরমারাধ্য ; কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মা, রুদ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণকে কদাচ অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।

স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহার এবম্বিধ উপাসনা নিজমাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীর বন্দনা করিবার তুল্যই হইয়া থাকে।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহাকে করিব ভিন
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥ ১০ ॥

১০। সাধু······ প্রেম মাঝে=সাধু, শাস্ত্র ও গুরুদেবের বাক্য—এই তিনটি বাক্য চিত্তে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরস্পরের মিলন করিয়া যেরূপ সঙ্গত বোধ হইবে, তাহাই দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করতঃ তদনুসারে ভজন করিতে করিতে প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকিব। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, কেবল সাধুর উপদেশ বা কেবল শাস্ত্রের উপদেশ বা কেবল গুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিব না, কারণ ইঁহাদের মধ্যে কেহ হয় ত অসঙ্গত উপদেশও দিতে পারেন, তন্নিমিত্ত এই তিনের উপদেশ পরস্পর মিল করিয়া যেরূপ সুসঙ্গত বোধ হইবে, তাহাই গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকিব।

কর্ম্মী=শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী যে ব্যক্তি; অথবা কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ না করিয়া যে ব্যক্তি মনে করে যে, দানাদি শুভকর্ম্মের বলেই আমি উদ্ধার হইয়া যাইব, তাদৃশ ব্যক্তি।

জ্ঞানী=যাঁহারা "কৃষ্ণ প্রভু ও আমি দাস" এ কথা স্বীকার করেন না, অপিতু যাঁহারা 'আমিই ব্রহ্ম, আমাতে ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই" এইরূপ জ্ঞানে সার্ষ্টি, সামীপ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির প্রয়াসী হইয়া নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে থাকেন, তাঁহারাই জ্ঞানী।

কর্ম্মী ....গাজে=এইরূপ কর্ম্মী ও জ্ঞানী লোক—ইঁহারা হইতেছেন কৃষ্ণভক্তি-হীন; অতএব ইঁহাদিগের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিব, কদাচ ইঁহাদের সঙ্গ করিব না, যেহেতু সঙ্গ করিলে ইঁহাদের মুখে ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্ম ও জ্ঞানের মহিমা অধিক শুনিয়া প্রাণে বড় আঘাত লাগিবে, ও তজ্জন্য ইঁহাদিগকে কিছু বিরুদ্ধ বলিলেও অপরাধ হইবে; তদ্ভিন্ন ইঁহাদের সঙ্গে থাকিতে

অন্য অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি
কায়-মনে করিব ভজন।
সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা না পূজিব দেবী-দেবা
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১১ ॥

থাকিতে ইঁহাদের কথা শুনিয়া শুনিয়া ক্রমশঃ জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি আসক্তিও জন্মিতে পারে ; ফলতঃ ইঁহাদের সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তির হানিই হইবে, সুতরাং ইঁহাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিব।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদেনোক্তং।

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ গ ॥

কর্ম্মী ও জ্ঞানীতে কখনও কখনও ভক্তির আচরণ দৃষ্ট হইলেও, উহা প্রকৃত বা নিষ্কাম ভক্তি নহে বুঝিতে হইবে, যেহেতু তাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বসুখা-ভিলাষে ঐরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে নহে ; সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে শুদ্ধভক্তি-নিষ্ঠা শিথিল হইবে বলিয়া, কদাচ তাঁহাদের সঙ্গ করিব না। এই তত্ত্বকথা নরোত্তম উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে।

গ। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বাসনা ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া, অনুকূল-ভাবে অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ে পোষকতা বা সহায়তা করে এরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কার্য্যানুষ্ঠান করাই হইতেছে উত্তমা ভক্তি ॥ গ ॥

১১। অন্য ……ভজন=শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বাসনা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির পোষকতাকারী কর্ম্ম ব্যতীত অন্য সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান বর্জ্জন করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রকটকারী জ্ঞান ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রকার জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিয়া দেহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যাদি ও

মনের দ্বারা তদীয় স্মরণাদি-রূপ ভজন সাধন করিব। এইরূপ ভাবে ভজন সাধন বিষয়ক যে ভক্তি, তাহা শুদ্ধভক্তি বা প্রেমভক্তিরই অন্তর্গত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে সেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবর-দেহে দেব-দেহে যৈছে অবস্থিতি ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥

সাধু......কারণ=কৃষ্ণভক্তিময় সাধুগণের সঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবাদি-রূপ ভজন সাধন করিতে থাকিলে দিনদিনই হৃদয়ে ভক্তিদেবী উজ্জ্বল হইয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের সাক্ষাৎ প্রেমসেবা-লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন, তজ্জন্যই সাধু-সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণ-সেবা করিব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

কোন ভাগ্যে কারোও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু-সঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥
সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তি-ফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয় ॥

(সাধু-সঙ্গ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা "প্রার্থনা" প্রবন্ধের ৪৬ দাগের ব্যাখ্যায় দেখুন।)

আমি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর কোনও দেব-দেবীর পূজা করিব না। ইহা হইতেছে ঐকান্তিক ভক্তির একটী লক্ষণ। পৃথক্ ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্য আর কোনও দেব-দেবীর পূজা করিলে ঐকান্তিকতার হানি হয় এবং তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ ভক্তির ক্ষীণতা হইয়া থাকে ; তাই বলিতেছেন, আমি অন্য আর কোনও দেব-দেবীর পূজা করিব না ; পতিব্রতা সতী যেমন কায়-মনোবাক্যে একমাত্র পতির

সেবা ব্যতীত অন্য আর কাহারও সেবা করেন না, একমাত্র পতি ব্যতীত অন্য আর কাহাকেও জানেন না, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। যাঁহারই সেবা-পূজা করা যায়, মন ক্রমশঃ তাঁহাতেই আকৃষ্ট হইতে থাকে; সুতরাং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-লাভের প্রয়াসী, তাঁহাদের পক্ষে অন্য দেবদেবীর সেবা-পূজা একেবারেই বিধেয় নহে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্য দেব-দেবীর সেবা-পূজা বিশেষ দোষাবহ; তবে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-জ্ঞানে ভক্তের ন্যায়ই তাঁহাদিগের পূজা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট কৃষ্ণ-ভক্তি প্রার্থনা করিলে, সেইরূপ পূজা দোষের হয় না বটে, কিন্তু সমস্ত দেবদেবীই যখন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ-কলা, তখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবদেবীর পূজা তাহাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব আমি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও দেবদেবীর পূজা করিব না, করিলে শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্তির হানি হইবে। শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তি-লাভই পরম প্রয়োজন। এইরূপ ভক্তি শুদ্ধ-ভক্তি বা প্রেমভক্তিরই অন্তর্গত।

উপরে যে সমস্ত কথা বলা হইল, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা বলিতেছেন, শ্রবণ করুন ঃ—

এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ।।

শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন, পূর্ব্বে যে সমস্ত অবতারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কেহ বা হইতেছেন মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা কলা। ইঁহারা যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর-পীড়িত লোক সকলকে রক্ষা করেন। এই মহাবিষ্ণু আবার শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; (সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই প্রকারান্তরে সর্ব্ব অবতারের মূল, তথা সমস্ত দেবতাগণেরও মূল)। এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন একমাত্র স্বয়ং ভগবান্।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্ব-দেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥

পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন, ভগবান্ শ্রীহরিই হইতেছেন সমস্ত দেবতাগণের অধিপতিরও অধিপতি, সুতরাং তিনিই সর্ব্বদা আরাধ্য; কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণকে কদাচ অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্তবামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্ক্তে হলাহলং বিষং ॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই মূর্খের পক্ষে তাহা অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করার সদৃশই হইয়া থাকে।

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশু-রাশিং জিঘৃক্ষতি ॥

মহাভারত।

অর্থাৎ মহাভারতে বলিতেছেন, যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহার তাহা স্বর্ণরাশি পরিত্যাগ করিয়া ভস্মরাশি পাইবার বাসনা করার তুল্যই হইয়া থাকে।

হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্ব-সংস্থিতৈ।
বিষ্ণু-মন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ! পঠধ্বং ধ্যাত কেশবং ॥

হরিবংশ।

অর্থাৎ শ্রীহরিবংশে বলিতেছেন, হে বিপ্রগণ! সত্ত্বগুণশালী আপনারা সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরিরই আরাধনা করিবেন, এবং সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্র জপ ও শ্রীকেশবের ধ্যান করিবেন।

মহাজনের যেই পথ তাহে হব অনুরত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায়-মনে করিয়া সুসার ॥ ১২ ॥

১২। মহাজনের……বিচার=মহাজনগণ যে রীতি অবলম্বন করিয়া ভজন সাধনের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তদনুসারেই চলিব। শাস্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

অর্থাৎ মহাজনগণ যে প্রণালী অনুসারে ভজন সাধন করিয়াছেন ও করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই হইতেছে প্রকৃত পথ এবং তাহাই সর্ব্বথা অনুসরণীয়।

দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ ও বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি সাধুগণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া, তাঁহারা হইতেছেন পূর্ব্ব-মহাজন, এবং ষড়্-গোস্বামিগণ হইতেছেন পর-মহাজন ; এই সমস্ত মহাজনগণের মতানুসারেই চলিব। পরন্তু যেমন পূর্ব্ব-বিধি হইতে পর-বিধি বলবান্, তদ্রূপ পূর্ব্ব-মহাজনগণ-প্রদর্শিত পথ হইতে পর-মহাজন শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোস্বামী-প্রদর্শিত পথ অধিকতর প্রশস্ত বলিয়া, আমরা বিশেষভাবে সেই পথই অবলম্বন করিব, যেহেতু ষড়্-গোস্বামী এবং অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ পরবর্ত্তি-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথাশ্রয়েই কেবল অভীষ্ট-সিদ্ধি অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা-লাভ হইয়া থাকে।

সাধন ……সুসার=সর্ব্বতোভাবে একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া কায় অর্থাৎ শরীরের দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে ভক্তি-অঙ্গের যাজন করিবে এবং মনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলাদির স্মরণ করিবে, ইহাতে কদাচ অবহেলা বা আলস্য করিও না।

অসৎ-সঙ্গ কর ত্যাগ ছাড় অন্য অনুরাগ
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ প্রেমকথা-রসরঙ্গ
লীলাকথা ব্রজরস-পূরে ॥ ১৩ ॥

১৩। অসৎ-সঙ্গ কর ত্যাগ = অসৎ-সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, ভজন-পথে একেবারেই অগ্রসর হওয়া যায় না, ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই পতিত হইতে হয়; তজ্জন্য অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিতে বিশেষ-রূপে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলিতেছেন ঃ—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থ-হানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥

অর্থাৎ অসৎ-সঙ্গ কদাচ করিবে না, যেহেতু তদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট-লাভের বিঘ্ন ও স্বীয় অধঃপতন ঘটিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥

অর্থাৎ অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করা হইতেছে বৈষ্ণবের একটী প্রধান সদাচার; সুতরাং বলা বাহুল্য, অসৎ লোকের সঙ্গ ত্যাগ করা বৈষ্ণবের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

অসৎ দুই প্রকার ঃ—(১) স্ত্রীসঙ্গী ও (২) কৃষ্ণাভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের অভক্ত। স্ত্রীসঙ্গী কাহাকে বলে? যাঁহারা কেবল পুত্র-কামনায় একমাত্র নিজ-স্ত্রীতে শাস্ত্র-বিধানানুসারে কেবলমাত্র ঋতুকালে অর্থাৎ ঋতুর প্রথম চারি দিবস ত্যাগ করিয়া পঞ্চম দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত কেবল যুগ্ম অর্থাৎ যোড়া দিনে অভিগমন করেন, তাঁহাদিগকে স্ত্রী-সঙ্গী বলে না, সুতরাং তাঁহারা এই শ্রেণীর অসৎ নহেন। এইরূপ স্ত্রী-সঙ্গকে শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ স্ত্রী-সঙ্গ কাহারও পক্ষে দোষাবহ নহে—গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষেও নহে।

শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থং চ মৈথুনং।
পচনং বিপ্র-সুখার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ ।।

অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণের নিমিত্তই যাঁহারা জীবন ধারণ করেন, পুত্রোৎপাদনের নিমিত্তই যাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ করেন, এবং বিপ্র-সুখার্থেই যাঁহারা রন্ধন করেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।

সুতরাং পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত কেবলমাত্র ঋতুকালে নিজ-স্ত্রীতে গমন শাস্ত্রানুসারে দোষাবহ নহে, তবে ঋতু ভিন্ন কালে, কদাচিৎ স্ত্রীর প্রীত্যর্থে বা নিজ-কাম-বশে স্ত্রী-গমন অবিধেয় না হইলেও, সুসঙ্গত নহে ; কিন্তু তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে এই বলিয়া নিবেদন করিতে হইবে যে, "হে প্রভো ! কেবল তোমার এই দাসীর সন্তোষের নিমিত্ত অথবা আমি স্বয়ং রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া, এইরূপ অযথা গমন করিতেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।" তবে ইহা বিশেষরূপে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র ঋতু-গমনই প্রশংসনীয় ও সুসঙ্গত ; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবাভিলাষী গৃহী ভক্তগণের পক্ষে ঋতুকালে কেবল একবারমাত্র অভিগমনই সর্ব্বোপরি প্রশংসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

ঋতুকালে স্ত্রী-গমনে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে যে, "হে প্রভো ! তোমার এই দাসীর গর্ভে এবার যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে যেন তোমার দাস হইয়া চির জীবন তোমারই সেবা-কার্য্য করে।"

এক্ষণে এই বুঝিতে হইবে যে, উক্তরূপ শাস্ত্র-বিধি উল্লংঘন করিয়া যদি কেহ নিজ-স্ত্রীতেও গমন করেন, তথাপি তিনি অসৎ-মধ্যে পরিগণিত। তাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গ করিতে নিষেধ করিতেছেন। আর পরস্ত্রী-সঙ্গ ত একেবারেই নিষিদ্ধ ; সুতরাং পরস্ত্রী-সঙ্গী ত অসৎ আছেই—তাহার সঙ্গ করা একেবারেই কর্ত্তব্য নহে। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীসঙ্গ-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা অনুক্ষণ তদ্বিষয়ক কথালোচনায় রত থাকে, তাহারাও স্ত্রী-সঙ্গী, সুতরাং অসৎ-মধ্যে পরিগণিত ;

তাহাদের সঙ্গ করাও নিষিদ্ধ। এক্ষণে এই বুঝা গেল যে, স্ত্রী-সঙ্গী কাহারা,—না (১) যাহারা শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ-পত্নীরও সঙ্গ করে, (২) যাহারা নিজ-পত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গ করে, এবং (৩) যাহারা স্ত্রীসঙ্গ-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তদ্বিষয়ক কথোপকথনে রত থাকে; —ইহারা সকলেই স্ত্রী-সঙ্গী, সুতরাং অসৎ-মধ্যে পরিগণিত; ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। এক্ষণে একটী প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, এরূপ ব্যক্তিও আছেন, যাঁহারা শাস্ত্র-মর্য্যাদা কিছুমাত্র লঙ্ঘন না করিয়া ঠিক উক্তরূপেই একমাত্র নিজস্ত্রী-সঙ্গ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন না, তাহা হইলে তাহারা সৎ কি অসৎ? এতৎ প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, তাঁহাদিগকেও অসৎ মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, কেননা তাঁহারা প্রথম প্রকার অসৎ যে স্ত্রী-সঙ্গী, তন্মধ্যে গণ্য না হইলেও, তাঁহারা কৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন না বলিয়া, দ্বিতীয় প্রকার অসৎ যে কৃষ্ণাভক্ত, সেই শ্রেণীর অসতের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। কৃষ্ণ-ভজন না করিলে, তা যে কেহই হউন না কেন, তিনি কৃষ্ণাভক্ত হইলেন; সুতরাং তিনি অসৎ-মধ্যে পরিগণিত।

ছাড় অন্য অনুরাগ = শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় ব্যতীত অন্য আর সমস্ত বিষয়েই আসক্তি পরিত্যাগ কর।

কর্ম্মী…… …দূরে = কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সঙ্গ করা যে কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তাহা হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে দৃঢ় করিয়া দিবার জন্য, পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াও আবার বলিতেছেন।

কেবল…… পূরে = সর্ব্বদা কেবল কৃষ্ণ-ভক্তের সঙ্গ করিবে, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-কথার রস-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে এবং ব্রজ-রস অর্থাৎ ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণলীলা-কাহিনীর অনুশীলন করিবে।

(অসৎ-সঙ্গের দোষ ও অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ সম্বন্ধে আরও শাস্ত্রোপদেশ এই গ্রন্থের "সদাচার" প্রবন্ধে "অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ" বিষয়ে দ্রষ্টব্য। "প্রার্থনা" প্রবন্ধের ৪৬ দাগের ব্যাখ্যায়ও দ্রষ্টব্য। স্ত্রীসঙ্গ-বিষয়ক বিধি এই গ্রন্থের "সদাচার" প্রবন্ধে "শয়ন-বিধি" বিষয়ে দ্রষ্টব্য।)

যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যদেব-পূজক ধ্যানী
ইহ লোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখ শোক যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি ভজ গিরিবর-ধারী ॥ ১৪ ॥

১৪। যোগী=যাঁহারা যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস করেন, তাঁহারাই যোগী।

ন্যাসী=মায়াবাদী সন্ন্যাসী।

অন্যদেব-পূজক=যাঁহারা অন্য দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-জ্ঞানে পূজা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্-ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই হইতেছেন অন্যদেব-পূজক।

ধ্যানী=যাঁহারা নিরাকার-জ্ঞানে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই হইতেছেন ধ্যানী।

ইহ লোক দূরে পরিহরি=এই সমস্ত লোকের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত কোনরূপ সংস্রব না রাখিয়া। যেবা ······যোগ= ভক্তি-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য সম্বন্ধীয় যে কোনও অনুষ্ঠান।

ধর্ম্ম ······· গিরিবর-ধারী=শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যবিধ ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়কে বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে অর্জ্জুন! তুমি লোকধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত প্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণাগত হও,

তীর্থ-যাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম
সর্ব্ব-সিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে করি মদ মাৎসর্য্য পরিহরি
সদা কর অনন্য-ভজন ॥ ১৫ ॥

তাহা হইলে আমিই তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব। আমার জন্য ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-পরিত্যাগে কিছুমাত্র শোক করিও না, যেহেতু উহা আমার নিমিত্ত বলিয়া উহাতে তোমার কোনও দোষই হইবে না।

১৫। তীর্থ যাত্রা .... চরণ = পুণ্য লাভ করিবার জন্য নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করা কেবল মনের ভুল মাত্র; এরূপ কষ্ট করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, যেহেতু একমাত্র শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ আশ্রয় করিলে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে।

এখানে তীর্থ বলিতে শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীদ্বারকা, শ্রীপুরী প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার স্থান-সমূহকে বুঝাইতেছে না, যেহেতু এ সকল পুণ্য-স্থান সাধারণ তীর্থের ন্যায় নহেন,—ইহাঁরা হইতেছেন ধাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অমানুষিক লীলার পুণ্যক্ষেত্র, যাহা তীর্থ হইতে অনেক উচ্চ স্তরে অবস্থিত এবং যাহার মাহাত্ম্য কোটী কোটী তীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত ভগবদ্ধাম ব্যতীত অন্যান্য পুণ্য স্থানের নাম তীর্থ। শ্রীভগবল্লীলাস্থান-সমূহে যাইতে কোনও নিষেধ নাই, তবে সেই সমস্ত ভগবদ্ধাম ব্যতীত অন্যান্য তীর্থে যাইবার যে কোনও আবশ্যকই নাই, এস্থলে সেই কথাই বলিতেছেন। এতদ্দ্বারা অন্যান্য তীর্থের অপকর্ষতা সূচিত করা ত্রিপদীর উদ্দেশ্য নহে, তবে প্রেমভক্তি-পিপাসুর পক্ষে যে তত্তৎ তীর্থ-গমনে কোনও প্রয়োজনই নাই,—যেহেতু উহা ভক্তি-লাভের পক্ষে অনুকূল নহে, সুতরাং তথায় যাওয়া কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র,—এই কথাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যথা ঃ—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ! ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

অর্থাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠির পরম-ভাগবত শ্রীবিদুর-মহাশয়কে, তদীয় তীর্থ-পর্য্যটনান্তে, বলিলেন,—হে প্রভো ! আপনার ন্যায় হরিদাসগণের তীর্থ-ভ্রমণে কি প্রয়োজন ? আপনারা ত স্বয়ংই তীর্থ-স্বরূপ। আপনাদের তীর্থ-পর্য্যটন কেবল তীর্থকে পবিত্র করিবার জন্য, পরন্তু নিজ-পবিত্রতার জন্য নহে। আপনাদের হৃদয়ে গদাধর শ্রীহরি নিত্য অবস্থিত রহিয়াছেন বলিয়া, আপনাদিগের শ্রীপাদ-স্পর্শে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থ সকল পুনঃ পবিত্র হইয়া থাকেন।

যে শ্রীহরি তদীয় ভক্তগণের অন্তরে অবস্থিত আছেন বলিয়া, ঐ ভক্তগণের পাদ-স্পর্শে তীর্থ সকল পবিত্র হইয়া থাকেন, সেই শ্রীহরির শ্রীচরণ যে কোটী কোটী তীর্থ অপেক্ষাও কত গুণে পবিত্র, তাহা কে বলিতে সক্ষম হইবে ? সুতরাং সাক্ষাৎ সেই গোবিন্দ শ্রীহরির শ্রীচরণ ভজন করিলে কি আর তীর্থ-ভ্রমণের কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে ?

দৃঢ় ······· করি = "কৃষ্ণ ব্যতীত যে আর কেহ বন্ধু নাই, কৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত যে পরিত্রাণের আর কোনও উপায় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ যে নিশ্চয়ই আমাকে দয়া করিবেন"—এই সমস্ত বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া।

মদ = বিষয়-মত্ততা, বিষয়াভিমান। মাৎসর্য্য = পর-হিংসা, পরশ্রী-কাতরতা। পরিহরি = পরিত্যাগ করিয়া।

অনন্য-ভজন = শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক বাসনা ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ বাসনা, ভক্তিশাস্ত্র-বিহিত ধর্ম্মাচরণ ব্যতীত বেদধর্ম্ম কুলধর্ম্ম লোকধর্ম্ম প্রভৃতি অন্য সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক জ্ঞান ব্যতীত—এমন কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্তও অন্য সর্ব্ববিধ জ্ঞান-চর্চ্চা, শ্রীকৃষ্ণভক্তির পোষকতাকারী কর্ম্ম ব্যতীত যাগ যজ্ঞ দান ব্রত যোগ তপ ধ্যানাদি অন্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠান,

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান নবভক্তি মহাজ্ঞান
এই ভক্তি পরম কারণ॥ ১৬॥
হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা না পূজিব দেবী-দেবা
এই ত অনন্যভক্তি-কথা।
আর যত উপালম্ভ বিশেষ সকলি দম্ভ
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥ ১৭॥

শ্রীকৃষ্ণ-পূজা ব্যতীত পৃথক্-ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্য সমস্ত দেব-দেবীর পূজাদি, শ্রীকৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্য যে কোনও কথানুশীলন, শ্রীকৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত অন্য আর কাহারও সঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থান ব্যতীত অন্য কোনও তীর্থস্থান বা অন্য যে কোনও স্থানে গমন বা অবস্থান ইত্যাদি রূপ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য যাহা কিছু আচরণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে কৃষ্ণ-কার্য্যে নিযুক্ত করতঃ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম কায়মনে ও একান্তভাবে ভজন করার নামই হইতেছে অনন্য-ভজন।

সদা কর অনন্য-ভজন = সর্ব্বদাই উপরোক্ত-রূপ অনন্যভাবে ভজন কর, ইহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইও না।

১৬। অর্চ্চন = পূজা। স্মরণ = চিন্তা। ধ্যান = বিশেষভাবে চিন্তা। নব-ভক্তি = ইহা ৯ দাগের ব্যাখ্যায় দেখুন।

অর্চ্চন ······ কারণ = অর্চ্চনাদি নয়টী ভক্তি-অঙ্গের যাজনা যে জীবের একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য, এই জ্ঞানই হইতেছে মহাজ্ঞান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা পরম জ্ঞান। এই সমস্ত ভক্তি-অঙ্গ যাজন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবা লাভ হইয়া থাকে।

১৭। হৃষীকে = ইন্দ্রিয় দ্বারা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়;

মন অন্তরেন্দ্রিয় ; সর্ব্ব সমেত একাদশেন্দ্রিয়। কেহ কেহ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটীকে অন্তরেন্দ্রিয় ধরিয়া সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশেন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন।

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা = উক্ত একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীগোবিন্দ-সেবন করিব। সে কিরূপে ? না—চক্ষু দ্বারা শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা-শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা নির্ম্মাল্য-আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা নৈবেদ্যাস্বাদন, ত্বক্ দ্বারা ভক্তপদরজঃ-স্পর্শ, বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-কীর্ত্তন, হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পরিচর্য্যা, পদ দ্বারা শ্রীভগবৎ-ক্ষেত্রে বা ভগবদালয়ে গমন এবং মন দ্বারা শ্রীভগবানের স্মরণ করিব। পরন্তু পায়ু ও উপস্থ দ্বারা শ্রীভগবৎ-সেবার কার্য্য কিছু হয় না বটে, তবে কোন কোন মহাজন বলেন যে, তদ্দ্বারা মল-মূত্র-ত্যাগের নিমিত্ত চিত্তের সুস্থতা নিবন্ধন স্থির-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-সাধনের পক্ষে সহায়তা হইয়া থাকে।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

অর্থাৎ ইহার ভাবার্থ এই যে,

সর্ব্বোপাধি অন্যাভিলাষ যতনে ছাড়িব।
জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি নির্ম্মল হইব ॥
ইন্দ্রিয় দ্বারায় করে গোবিন্দ-সেবন।
ইহাকে অনন্য-ভক্তি কহে মুনিগণ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

না পূজিব দেবীদেবা = ৯ ও ১১ দাগের ব্যাখ্যায় দেখুন।

অনন্য-ভক্তি = ইহা যে কিরূপ, তাহা ২৬৩ পৃষ্ঠায় 'অনন্য-ভজন' শব্দের ব্যাখ্যায় দেখুন।

আর যত ······ ব্যথা = "শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-

দেহে বৈসে রিপুগণ যতেক ইন্দ্রিয়গণ
কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ জানিলে না জানে প্রাণ
দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয় ॥ ১৮ ॥

পাদপদ্মে ভক্তি-লাভ হইয়া জীবের ভব-বন্ধন মোচন হয়"—এই যে জ্ঞান, ইহা ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ জ্ঞানের নাম উপালম্ভ ; উহা কেবল দম্ভেরই কারণ হইয়া থাকে, উহাতে জীবের দুঃখ নাশ হয় না ; লোকে না বুঝিয়া যে এই উপালম্ভ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক উক্ত জ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ জ্ঞান অবলম্বন করে, তাহা দেখিলে মনে বড়ই কষ্ট হয়।

১৮। রিপুগণ=কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপু। ইন্দ্রিয়গণ=একাদশ ইন্দ্রিয় ; উপরে ১৭ দাগের ব্যাখ্যায় ইহাদের নাম দেখুন।

প্রাণ 'প্রাণ' অর্থে এখানে মনকে বুঝাইতেছে।

ভাবার্থ—আমার দেহস্থিত রিপুগণ ও ইন্দ্রিয়গণ কেহ কাহারও কথা শুনে না, সকলেই স্বস্ব প্রধান। এই দেখুন, আমার কাণ কৃষ্ণ-কথা শুনিলেও তাহা বাস্তবিক পক্ষে আমার শুনা হইতেছে না, কারণ মনোযোগ না থাকায় তাহা আমি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছি না, তাহা ভাল-রূপে আমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভজন যে অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা জানিয়াও আমার মন তাহা গ্রাহ্য করিতেছে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না—পরম তত্ত্ব আমার দৃঢ়রূপে ধারণা হইতেছে না। রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ যখন স্বস্ব প্রধান থাকে, তখনই তাহারা এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া চিত্ত-বিক্ষিপ্ততা আনয়ন করে ; কিন্তু যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত ভোগ্য-বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা, তদ্বিষয়ে নিযুক্ত করা যায়, তখন তাহারা বশীভুত

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয় রিপু করি পরাজয়
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥ ১৯ ॥
কৃষ্ণ-সেবা কামার্পণে ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষি-জনে
লোভ সাধু-সঙ্গে হরি-কথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে মদ কৃষ্ণ-গুণ-গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ ২০ ॥

হইয়া স্থিরভাবে স্বস্ব কার্য্য করিতে থাকে। ইহা যে কিরূপে, তাহা শ্রীঠাকুর-মহাশয় তৎপরেই বলিতেছেন।

১৯-২০। কাম = সম্ভোগ-বাসনা। ক্রোধ = রাগ। লোভ = লালসা। মোহ = মুগ্ধতা। মদ = মত্ততা। মাৎসর্য্য = পরশ্রী-কাতরতা, পর-হিংসা। দম্ভ = গর্ব্ব।

ভাবার্থ ঃ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপুকে দমন করা অত্যন্ত দুরূহ, তাই তাহাদিগকে ও তৎসঙ্গে দম্ভকেও কৃষ্ণসেবন-কার্য্যে এক এক জনকে এক এক প্রকারে নিযুক্ত করিয়া দিব। অভীপ্সিত কার্য্য পাইলে, তখন তাহারা বশীভূত হইয়া স্থির ভাব ধারণ করতঃ, সেই সেই কার্য্য করিতে থাকিবে। অন্তরে দম্ভ থাকিলে কৃষ্ণ-ভক্তি তথা হইতে দূরীভূত হন, কিন্তু রিপুগণ এইরূপে কৃষ্ণ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, তৎপ্রভাবে শ্রীভক্তিদেবী অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া দৈন্যভাব আনয়ন করিয়া দিবেন ; যেখানে দৈন্য, সেখানে আর দম্ভের স্থান কোথায় ?—দম্ভ তখন স্বতঃই তথা হইতে দূরে পলায়ন করিবে। এইরূপে আমি রিপু জয় করিয়া আনন্দিত-মনে অবলীলাক্রমে শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ ভজন করিতে থাকিব।

অনন্তর কাম, ক্রোধাদি রিপুগণকে যে কিরূপে কৃষ্ণ-কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া দিবেন, তাহাই বলিতেছেন।

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে=কাম অর্থে কামনা বা বাসনা ; তবে জীবের স্ত্রীসঙ্গ-বাসনা সর্ব্বোপরি প্রবল বলিয়া, তাদৃশ বাসনাই সাধারণতঃ কাম বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু এই বাসনাকে, স্ত্রী-সঙ্গে বা তদ্বিষয়ক আলোচনায় আবদ্ধ না করিয়া, কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিব অর্থাৎ যখনই চিত্তে কামোদ্রেক হইবে, তখনই উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিব, বা কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিব, কিম্বা ভগবদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিব, বা কৃষ্ণের সেবা-কার্য্য করিব, অথবা ভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণলীলা-কথা ও কৃষ্ণ-গুণানুশীলন করিব, তাহা হইলেই কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-প্রভাবে স্ত্রীসঙ্গ-বাসনা দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণ-সেবানন্দ-লাভের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিবে এবং এইরূপে কামরিপু ক্রমশঃ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইবে। গৃহস্থের পক্ষে ইহা ছাড়াও, যদি কেহ "হে প্রভো ! তোমার এই দাসীর গর্ভে এইবার যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে যেন তোমারই দাস হইয়া চিরদিন তোমারই সেবা করে" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া কেবলমাত্র ঋতুকালে যথাবিধি স্বদার গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্যোচিত কার্য্যে কৃষ্ণ-সেবাভিলাষ বর্ত্তমান থাকিয়া কামরিপুকে ক্রমশঃ বশীভূত করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিবে।

ক্রোধ=কাহারও প্রতি কোনও প্রকারে ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। ক্রোধ হইলে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ বা ক্রোধের বস্তু হইতে দূরে গমন করিলে ক্রোধের অনেক শান্তি হয়, এবং ক্রমশঃই উহা দূরীভূত হয়। এইরূপে যাঁহারা ক্রোধ দমন করিতে না পারিবেন, তাঁহারা যেন কদাচ কোন ভক্তের প্রতি ক্রোধ না করেন, এবং অন্য লোকের প্রতিও ক্রোধ না করিয়া, কেবল যেন ভক্ত-দ্বেষীর প্রতিই ক্রোধ করেন, কারণ যাহারা ভক্তের প্রতি দ্বেষ করে, তাহারা মহা পাষণ্ডের মধ্যেই গণ্য, সুতরাং তাহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে ভক্তির ও ভক্তেরই মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়া থাকে ; এইরূপ ভক্ত-মর্য্যাদা-রক্ষণের বলেই ক্রোধ ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া যাইবে।

লোভ=বিষয়োপভোগের লোভ করিব না, ভাল খাওয়া ভাল পরার লোভ

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম অনর্থাদি যার ধাম
ভক্তি-পথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধু-জনার সঙ্গ ॥ ২১ ॥

করিব না, পরন্তু সাধু-সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের মুখে অমৃতময় হরি-কথা শ্রবণের জন্য কেবল লোভ করিব, তাহা হইলে সেই হরিকথা-সুধাধারা পান করিয়া তাহাই পুনঃপুনঃ শ্রবণের জন্য আমার লোভ হইবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে আসক্তি জন্মিলে, অন্যান্য ইতর বিষয় হইতে লোভ দূরীভূত হইয়া, ক্রমশঃ লোভ রিপুর দমন হইবে।

মোহ = এই আমার পিতা, এই আমার মাতা, এই আমার গৃহিণী, এই আমার গৃহ ইত্যাদি-রূপ অনিত্য-বিষয়ে মমতার নাম মোহ।

মোহ ইষ্টলাভ বিনে = শ্রীকৃষ্ণসেবা-রূপ অভীষ্ট-প্রাপ্তি যদি না হয়, তবে কৃষ্ণই আমার পিতা, মাতা, পুত্র, গৃহ, বিষয়—কৃষ্ণই আমার যথাসর্ব্বস্ব এইরূপ মমতায় মুগ্ধ হইয়া অবিরাম কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে থাকিব, তাহা হইলে তখন কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমার মোহ অর্থাৎ মমতা স্বতঃই দূরীভূত হইবে।

মদ = মত্ততা।

মদ কৃষ্ণগুণ-গানে = আমি বিষয়-ভোগে উন্মত্ত না হইয়া, কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণ-মহিমা-কীর্ত্তনাদি-রূপ কৃষ্ণগুণ-গানেই মত্ত হইব, তাহা হইলেই তৎপ্রভাবে আমার বিষয়-মদ স্বতঃই দূরীভুত হইবে।

নিযুক্ত করিব যথা তথা = এইরূপে রিপুগণকে যথোচিত কৃষ্ণসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব, তাহা হইলে তাহারা মনোমত কার্য্য পাইয়া সেই সেই কৃষ্ণ-কার্য্য করিতে থাকিলে তাহাদের কুক্রিয়াসক্তি দূরীভুত হইয়া স্বতঃই তাহাদের দমন হইয়া যাইবে।

২১। অন্যথা ······· সঙ্গ = কামকে পূর্ব্বোক্তরূপে কৃষ্ণসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত

ক্রোধে বা না করে কিবা ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা
লোভ মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন করিব মনের অধীন
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ ২২ ॥

না করিয়া অন্য-প্রকারে অর্থাৎ স্ত্রী-সম্ভোগাদি ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা-বিষয়ে নিযুক্ত করিলে, সে স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী হইবে এবং তাহা হইলেই মহা সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, যেহেতু এই অবস্থায় সে সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল হইয়া থাকে, এবং এইরূপে সে নানা প্রকার অনর্থ ঘটাইয়া ভক্তি-পথে সর্ব্বদাই বাধা প্রদান করে। তবে যদি সুকৃতি-বলে সাধুজনের সঙ্গ-লাভ ভাগ্যে ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তখন কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ সাধকের আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

যথা প্রপদ্যমানস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
শীত-ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতঃ সদা ॥

অর্থাৎ সূর্য্যদেবের আশ্রয় লইলে যেমন শীত-ভয় ও অন্ধকার-ভয় বিদূরিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বদা সাধুসেবা করিলে সর্ব্বপ্রকার ভয় দূরীভুত হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, সাধু-সঙ্গে কাম, ক্রোধাদি রিপু-ভয় দূরীভুত হওয়া ইহা অতি তুচ্ছ কথা, যেহেতু সাধু-সঙ্গের এমনই মহিমা যে তৎপ্রভাবে রিপুগণ আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে।

২২। লোভ ····· কথন = লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগণকেও ক্রোধের ন্যায়ই সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।

ছয় ···· স্মরণ = কাম, ক্রোধাদি ছয়টী রিপু সর্ব্বদাই অত্যন্ত নীচ, যেহেতু তাহারা ঘৃণিত কর্ম্ম করাইয়া সদাই অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তৎপ্রভাবে তাহাদিগকে মনের অধীন করিব, তাহা

আপনি পলাবে সব শুনিয়া গোবিন্দ-রব
সিংহ-রবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ-সুখ পাবে
যার হয় একান্ত ভজন ॥ ২৩ ॥

হইলে মন তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিবে,—তখন আর তাহারা কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে যখন সুদুস্তর মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন তাঁহার স্মরণ করিলে যে কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ আয়ত্তাধীন হইবে, ইহা ত অতি তুচ্ছ কথা। সুতরাং যখনই মনে কাম, ক্রোধাদি রিপুগণের উদয় হইবে, তখনই শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিলে, উহারা মন হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

২৩। গোবিন্দ-রব=শ্রীকৃষ্ণনাম-ধ্বনি অর্থাৎ 'হরি হরি', 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ গোবিন্দ' প্রভৃতি হরিনামোচ্চারণের শব্দ।

করিগণ=হস্তী সকল।

আপনি ···· করিগণ=সিংহ-গর্জ্জন শুনিয়া হস্তিগণ যেমন দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণনাম-ধ্বনি শুনিয়া সমস্ত রিপুগণের অনিষ্টকারিতা-শক্তি দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং তখন তাহারা বশীভূত হইয়া স্থির-ভাবে কৃষ্ণ-কার্য্য করিতে থাকিবে, আর কোনও অনিষ্ট করিবে না।

বিপত্তি=বিপদ। মহানন্দ-সুখ=প্রেমানন্দ-জনিত সুখ।

একান্ত ভজন=অনন্য-ভজন ; একনিষ্ঠ ভজন।

না করিহ অসৎ চেষ্টা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।
সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ-সুখ পাবে
প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥ ২৪ ॥

২৪। অসৎ চেষ্টা = অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় অসৎ কার্য্যানুষ্ঠান; অসৎ কার্য্যাচরণ।

না করিহ ··· চরণ = অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় অসৎ কার্য্যাচরণ করিও না, অথবা বিষয়াদি লাভ করিবার জন্য, বা লোকের নিকট সম্মান ও প্রতিপত্তি পাইবার জন্য, কিংবা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বীয় সুখ্যাতি-প্রচারের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করিও না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন; তাঁহার জন্য স্বয়ং শ্রীগোপীনাথ (রেমুণার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ) ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার সুযশ প্রচার হইবার ভয়ে, তিনি গোপীনাথের রাজ্য হইতে পলাইয়া গেলেন, যথাঃ—

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল পলাইয়া।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহাত্মাগণ এই প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা বলিয়াছেন, যথাঃ—"প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা।" শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী প্রতিষ্ঠার আশাকে "ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী" বলিয়াছেন। অতএব এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম চিন্তা কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত বিপদ দূরীভূত হইবে এবং তুমি পরমানন্দ-সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইবে, তোমার সুখের আর অবধি থাকিবে না। প্রেমভক্তি লাভ করিবার পক্ষে ইহাও একটী প্রকৃষ্ট উপায়।

অসৎ-সঙ্গ কুটিনাটি ছাড় অন্য পরিপাটি
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে পিরীতি সবাই টানে
ভক্তি-পথে পড়য়ে বিগতি ॥ ২৫ ॥

আপন-ভজন-পথ তাহে হব অনুরত
ইষ্টদেব-স্থানে লীলা-গান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই তোমারে কহিনু ভাই
হনুমান্ তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৬ ॥

তথাহি—

শ্রী-নাথে জানকী-নাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমল-লোচনঃ ॥ ঘ ॥

২৫। অসৎসঙ্গ কুটিনাটি = অসৎ-সঙ্গ নানাবিধ অসৎ কার্য্যরূপ কুটিনাটিতে আবদ্ধ করিয়া কৃষ্ণ-বিস্মৃতি জন্মাইয়া দেয়, সে জন্য অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ কর। 'অসৎ-সঙ্গ'-বিষয়ক বিশেষ বিবরণ ১৩ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

অন্য পরিপাটি = কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য যে কোনও কার্য্যানুষ্ঠান। অন্য দেবে না করিহ রতি = এরূপ নিষেধ করিবার কারণ পরের দুই লাইনে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক বিচারও পূর্ব্বোক্ত ৯ ও ১১ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৬। আপন··· অনুরত = নিজের যে ভজন-প্রণালী তাহাতেই অনুরক্ত হইব অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব যে ভজন-প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, আমি তদনুসারেই চলিব এবং তাহাতেই আসক্ত থাকিব, অন্য কাহারও বিরুদ্ধ-কথা শুনিয়া বিচলিত হইব না।

ইষ্টদেব-স্থানে লীলাগান = শ্রীমন্দিরে বা শ্রীধামে অথবা শ্রীগুরুদেব সমীপে বা স্বজাতীয়-বাসনা-বিশিষ্ট বৈষ্ণবের সমীপে শ্রীকৃষ্ণ-রসলীলা কীর্ত্তন করিব, অন্য স্থানে নহে।

দেবলোক পিতৃলোক পায় তারা মহাসুখ
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ।
যুগল ভজয়ে যাঁরা প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা
তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন ॥ ২৭ ॥

নৈষ্ঠিক ভজন=একনিষ্ঠ ভজন ; অনন্য-ভজন। নৈষ্ঠিক যে কিরূপ, তাহা পরেই উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছেন, যথা ঃ—

ঘ। শ্রীহনুমান্ বলিলেন—লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ ও সীতাপতি **শ্রীরামচন্দ্র** পরমাত্মা বিষয়ে অভেদ হইলেও, কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রই হইতেছেন আমার সর্ব্বস্ব-ধন ॥ ঘ ॥

(নৈষ্ঠিক ভজনের ইহা একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত)।

শ্রীব্রজসুন্দরীগণের যে কিরূপ অচিন্ত্য অপূর্ব্ব নৈষ্ঠিক ভাব, তদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনু অন্যত্র না হয় ॥
শ্যামসুন্দর শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপ-বেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী-বদন ॥
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥

অর্থাৎ গোপিকাগণের ভালবাসা বা প্রেমভাব একমাত্র গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য আর কাহারও প্রতি হয় না, এমন কি বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ প্রভৃতি সেই শ্রীকৃষ্ণেরই অন্য কোন বিগ্রহের প্রতিও নহে ॥ 'অন্যাকার' অর্থে ব্রজের ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ব্যতীত তদীয় নারায়ণ প্রভৃতি অন্যান্য বিগ্রহ বুঝাইতেছে। আহা মরি ! গোপীগণের কি সুন্দর নৈষ্ঠিক ভাব !! এরূপ নৈষ্ঠিক ভাবের কি তুলনা আছে ? তাঁহারা কৃষ্ণ বই আর কিছুই জানেন না।

২৭। দেবলোক…মহাসুখ=ইহা যে কিরূপে, তাহা নিম্নে বলা হইতেছে, যথা ঃ—

দেবলোক=ভক্তের নৈষ্ঠিক ভজন দর্শনে স্বর্গের দেবতারাও মহাসুখ অনুভব করেন, কেননা তাঁহারা হইতেছেন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলা; পূর্ণরূপী শ্রীকৃষ্ণের সেবা-পূজাতে অংশরূপী দেবতাগণেরও সেবা-পূজা স্বতঃই হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত তাঁহারাও তৃপ্তি লাভ করেন।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে উক্ত হইয়াছে ঃ—

সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তি-প্রণাশনঃ।

অর্থাৎ শরণাগতগণের দুঃখ-মোচনকারী। শ্রীবিষ্ণুই হইতেছেন সর্ব্বদেবময়।

পিতৃলোক=বংশে যদি কেহ কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হন,—নৈষ্ঠিক ভজনের ত কথাই নাই,—তাহা হইলে পিতৃপুরুষগণ মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন, কেননা তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের বংশজাত ঐ কৃষ্ণভক্ত সন্তানের ভজন-বলেই তাঁহারা উদ্ধার পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে পারিবেন। শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ।
মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতো স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥

অর্থাৎ বংশে কেহ বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিলে, পরলোক-গত পিতৃপুরুষগণ আনন্দে আস্ফালন ও নৃত্য করিতে থাকেন, কারণ তখন তাঁহারা দেখেন যে, এইবার আমার বংশে একজন বৈষ্ণব জন্মিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ=দেবগণ ও পিতৃপুরুষগণ পরমানন্দে বলিতে থাকেন, "বেশ বেশ, অতি উত্তম অতি উত্তম, বড় ভাল বড় ভাল, এইবার আমরা উদ্ধার পাইব।"

তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন=তাঁহাদের নৈষ্ঠিক ভজন-দর্শনে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিজগতের অধিবাসিগণ এত প্রীত হন যে, তাঁহারা সানন্দে ঐ ভক্তগণের সমস্ত আলাই বালাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পৃথক্ আবাস-যোগ দুঃখময় বিষ-ভোগ
ব্রজবাস গোবিন্দ-সেবন।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-নাম সত্য সত্য রসধাম
ব্রজলোক-সঙ্গে অনুক্ষণ ॥ ২৮ ॥

২৮। আবাস-যোগ = বাসের সংযোগ অর্থাৎ বাস।

পৃথক্······ সেবন = শ্রীব্রজ-মণ্ডল ব্যতীত অন্য আর কোন স্থানে বাস কেবল দুঃখময় বিষের জ্বালা-ভোগেরই কারণ হইয়া থাকে, যেহেতু ব্রজ ব্যতীত অন্য সমস্ত স্থানই দুঃখময় মায়িক উপাদানে গঠিত। সাক্ষাৎ ব্রজবাসে নিতান্ত অসমর্থ হইলে, তখন মানসে ব্রজবাস করিলেও ব্রজবাস সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু গোবিন্দ-ভজন-বিহীন হইয়া সাক্ষাৎ ব্রজবাস করিলেও কোন সুখ নাই, যথা শ্রীকবিরাজ-গোস্বামি-পাদ বলিতেছেন ঃ—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজ-মন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-সেবনমৃতে ন সুখং কদাপি ॥

অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে বাসই হউক বা নিজগৃহে বা কারাগারে বা স্বর্ণমন্দিরে বা ইন্দ্রলোকে বা নরকে—যেখানেই বাস হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ব্যতীত কোথাও সুখ নাই।

তবে শ্রীব্রজধামের এমনই এক অসাধারণ গুণ আছে যে, যদি কেহ কোনরূপে কিছুদিন ব্রজে বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীব্রজধাম কৃপা করিয়া তাঁহাকে গোবিন্দ-ভজন প্রদান পূর্ব্বক সুখী করিয়া থাকেন।

ব্রজলোক = ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ ; ব্রজ-জন।

সদা সেবা-অভিলাষ মনেতে করি বিশ্বাস
সদাকাল হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তম দাস বলে পড়িনু অসৎ-ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥ ২৯ ॥

তুমি ত দয়ার সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ-ভোলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
ওহে নাথ! কর পরিত্রাণ ॥ ৩০ ॥

যাবৎ জনম মোর অপরাধে হৈনু ভোর
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
মোর সম নাহিক অধমা ॥ ৩১ ॥

পতিত-পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি
সত্য সত্য যেন সতী-পতি ॥ ৩২ ॥

২৯। অসৎ-ভোলে = অসৎ-সঙ্গ, অসৎ কর্ম্মানুষ্ঠান, অসৎ চিন্তা ইত্যাদি—রূপ অসতের কবলে। শ্রীঠাকুর-মহাশয় নিত্যসিদ্ধ হইয়াও, বৈষ্ণবজনোচিত দৈন্য সহকারে এরূপ বলিতেছেন। এইরূপ দৈন্য বৈষ্ণবমাত্রেরই ভুষণ-স্বরূপ।

৩০-৩৬। শ্রীঠাকুর-মহাশয় সর্ব্বোত্তম হইয়াও বৈষ্ণবজনোচিত পরম দৈন্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণে এই সমস্ত কথা নিবেদন করিতেছেন।

কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে = তিমি নামক শত-যোজনব্যাপী অর্থাৎ অত্যন্ত বৃহৎ মৎস্যকেও যে মৎস্য গিলিয়া ফেলে তাহার নাম তিমিঙ্গিল; কাম-রূপ সেই তিমিঙ্গিল অর্থাৎ অতি প্রকাণ্ড জন্তু আমাকে গিলিয়া ফেলিতেছে।

তুমি ত পরম দেবা নাহি মোরে উপেক্ষিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করি অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥ ৩৩ ॥
কামে মোর হত চিত নাহি শুনে নিজ-হিত
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু
করুণা দেখুক সর্ব্ব-জনা ॥ ৩৪ ॥
মো সম পতিত নাই ত্রিভুবনে দেখ চাই
নরোত্তম-পাবন নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম পতিত-পাবন শ্যাম
নিজ-দাস কর গিরিধর ॥ ৩৫ ॥
নরোত্তম বড় দুঃখী নাথ মোরে কর সুখী
তোমার ভজন-সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায় এই ত পরম ভয়
নিবেদন করোঁ অনুক্ষণে ॥ ৩৬ ॥

যদি····· পতি = সতী স্ত্রী কোনও অপরাধ করিলেও তাহার যেমন পতি ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, তদ্রূপ আমি অপরাধী হইলেও তোমা ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই।

সতী স্ত্রী স্বামীর সেবাকার্য্যে কোন ত্রুটি করিলে, স্বামী তাহার সে অপরাধ মার্জ্জনা করেন, কিন্তু ব্যাভিচার করিয়া অপরাধিনী হইলে, পতি তাহার সে অপরাধ ক্ষমা না করিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করেন। সেইরূপ শ্রীভগবানে চিত্ত রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতে করিতে কোনও অপরাধ ঘটিলে তিনি তাহা ক্ষমা

আন কথা আন ব্যথা নাহি যেন যাঙ তথা
তোমার-চরণ-স্মৃতি-মাঝে।
অবিরত অবিকল তুয়া গুণ কল কল
গাই যেন সতের সমাজে ॥ ৩৭ ॥

করেন, কিন্তু তাঁহা হইতে চিত্ত বিচলিত হইয়া অন্যত্র আসক্ত হইলে, তখন আর তাঁহার কৃপা-লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

পরম দেবা = সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর, পরমেশ্বর।

নাহি মোরে উপেক্ষিবা = আমাকে তাচ্ছীল্য করিও না; আমাকে ঘৃণা করিয়া পায়ে ঠেলিও না।

হত = বিনষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত। চিত = চিত্ত, মন।

কামে মোর হত চিত = আমার মন নানাবিধ কামনায় আসক্ত হইয়া একেবারে তাহাতেই মজিয়া রহিয়াছে, সে একেবারেই অধঃপাতে গিয়াছে।

দুর্ব্বাসনা = বিষয়-ভোগাভিলাষাদি অশেষ প্রকার অসৎ লালসা।

অঙ্গীকুরু = নিজের বলিয়া গ্রহণ কর।

বাঞ্ছাকল্পতরু = সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী; যিনি সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ করেন অর্থাৎ যা চাওয়া যায়, তাই যিনি দেন।

অন্তরায় = কামাদি-কৃত বিঘ্ন। অনুক্ষণে = সর্ব্বদা।

৩৭। আন কথা = শ্রীকৃষ্ণ কথা ব্যতীত অন্য কোনও কথা।

আন ব্যথা = শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত কষ্ট ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার কষ্ট।

তোমার চরণ-স্মৃতি-মাঝে = যেখানে থাকিলে তোমার চরণ-স্মৃতি হয়, আমি যেন সেই স্থানেই অবস্থান করি।

অবিরত…… সমাজে = আমি যেন বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া, অবিচলিত-চিত্তে সর্ব্বদা সৎ-সঙ্গে থাকিয়া তোমারই গুণানুবাদ কীর্ত্তন করি।

অন্য ব্রত অন্য দান নাহি করোঁ বস্তু-জ্ঞান
অন্য-সেবা অন্য-দেব-পূজা।
'হাহা কৃষ্ণ' বলি বলি বেড়াব আনন্দ করি
মনে মোর নহে যেন দূজা ॥ ৩৮ ॥

৩৮। অন্য ব্রত=শ্রীএকাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি বৈষ্ণব-ব্রত ভিন্ন অন্য কোন দেবতার ব্রত।

অন্য দান=শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব সম্বন্ধীয় দান ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার দান।

অন্য ব্রত ········বস্তু-জ্ঞান=শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য সম্বন্ধীয় ব্রত ও অন্য প্রকার দান যেন আমি অতি তুচ্ছ পদার্থের মধ্যেও গণ্য না করি অর্থাৎ অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলিয়াই জ্ঞান করি, কেননা এরূপ জ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে আমার আসক্তি শিথিল হইয়া তত্তৎ বিষয়ে আসক্তি জন্মিতে পারিবে না।

স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যৎ কিঞ্চিদ্ বিষ্ণুভক্তায় দীয়তে।
দানং তদ্ বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষ-সাধনং ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, সেই দানই পবিত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং কেবল তাহাই হইতেছে পরিত্রাণ লাভের উপায়, অন্যরূপ দান নহে।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিতেছেন ঃ—

যথা কথঞ্চিদ্ যদ্দত্তং দেবদেবে জনার্দ্দনে।
অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি পাত্রমেকো জনার্দ্দনঃ ॥

অর্থাৎ যে কোনও রূপে দেবদেব জনার্দ্দনকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, কদাচ তাহার বিনাশ নাই জানিবে; জনার্দ্দনই হইতেছেন দানের একমাত্র পাত্র।

অন্য-সেবা অন্য-দেব-পূজা=আমি যেন শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা না করি, কিম্বা যেন অন্য দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-জ্ঞান না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহাদের পূজা না করি, কেননা তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণে আমার ঐকান্তিকতার হানি হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি আসক্তি জন্মিবে। প্রেমভক্তি-পিপাসুর পক্ষে যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও দেব-দেবীর পূজা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, তদ্বিষয়ক বিচার ২৫০, ২৫১ ও ২৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পৃথক্ ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা না করিয়া, কেবল কৃষ্ণভক্তি-লাভার্থে কৃষ্ণের ভক্ত-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা করা দোষাবহ না হইলেও, একনিষ্ঠ-ভাবে কাহারও পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। মহাজনগণ বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্বদেব পূজিব না হইব তৎপর।
সবার কাছে মাগি লব কৃষ্ণভক্তি-বর ॥

অর্থাৎ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-জ্ঞানে সমস্ত দেবতারই পূজা বা সম্মান করিতে পারি বটে, কিন্তু কাহারও প্রতি আসক্ত হইব না এবং সকলের নিকটেই 'কৃষ্ণ-ভক্তি' প্রার্থনা করিব।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই যখন সর্ব্ব সিদ্ধি হয়, তখন কৃষ্ণ-ভক্তের পক্ষে অন্য দেব-দেবীর পূজার কোনও আবশ্যকই নাই বা পূজা করা কর্ত্তব্যও নহে, তবে সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান করিতে হইবে। প্রেমভক্তি-পিপাসু ব্যক্তির স্বভাবতঃই এক কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর কোনও দিকে লক্ষ্য থাকে না কিম্বা অন্য আর কাহারও প্রতি তৃষ্ণা বা আসক্তি হয় না।

দুজা=দ্বিধা ভাব ; সন্দেহ।

মনে ········দুজা=উপরোক্ত কর্ত্তব্য বিষয়ে আমার মনে যেন কোনও দ্বিধা ভাব বা সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

জীবনে মরণে গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি
দোঁহার পিরীতি-রস-সুখে।
যুগল সহিত যাঁরা মোর প্রাণ গলে হারা
এই কথা রহু মোর বুকে ॥ ৩৯ ॥
যুগল-চরণ-সেবা এই ধন মোরে দিবা
যুগলের মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ কাম-রতিগণ-ভূপ
মনে রহু ও লীলা-কিরীতি ॥ ৪০ ॥

৩৯। ইহকালেই কি, আর পরকালেই কি, শ্রীরাধাকৃষ্ণই হইতেছেন আমার একমাত্র গতি, আমার একমাত্র প্রাণের আরাধ্য দেবতা—আমার প্রাণ-বল্লভ। শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলের প্রেমরস-সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইযা যাঁহারা তাঁহাদের সহিত নিত্য অবস্থান করিতেছেন, সেই সমস্ত সখীগণই হইতেছেন যে আমার প্রাণ ও তাঁহারাই যে আমার গলার হার-স্বরূপ, এই কথা, এই ভাব আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হউক।

৪০। যুগলের মনের পিরীতি = শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দের পরস্পরের প্রতি যে নিষ্কপট আন্তরিক ভালবাসা বা প্রেম।

যুগল-কিশোর·······ভূপ = শ্রীরাধা-গোবিন্দ-যুগলের অনির্ব্বচনীয় ভুবন-বিমোহন রূপ কোটী কোটী মদন ও কোটী কোটী রতির অনুপম সৌন্দর্য্যকেও তিরস্কার করিতেছে—সে অপূর্ব্ব রূপ যে সমস্ত রূপের রাজা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ-রূপ—সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন।
কাম-গায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥

দশনেতে তৃণ ধরি হাহা কিশোর কিশোরি
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজ-কুমার শ্যাম বৃষভানু-কুমারী নাম
শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী ॥ ৪১ ॥
কনক-কেতকী রাই শ্যাম মরকত-কাঁই
দরপ-দরপ করু চুর।
নটবর-শিরোমণি নাটিনীর শিখরিণী
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর ॥ ৪২ ॥

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন ॥

শ্রীরাধিকা-রূপ—যাঁর সৌন্দর্য্য-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।

মনে ······· কিরীতি = শ্রীরাধা-গোবিন্দের অমৃতময় লীলা-কাহিনী আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকুক, তাঁহাদিগের লীলা-বিলাস আমার চিত্তে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হউক।

কিরীতি = কীর্ত্তি।

৪১। কিশোর = শ্রীকৃষ্ণ। কিশোরী = শ্রীরাধিকা।

চরণাব্জে = শ্রীপাদপদ্মে।

মনোহারী = চিত্তাপহরণকারী, চিত্তাকর্ষক।

ব্রজরাজ······ মনোহারী = ব্রজ-মহারাজ শ্রীনন্দের নন্দনের নাম হইতেছে —"শ্যাম", আর বৃষভানু-রাজার নন্দিনীর নাম হইতেছে—"শ্রীরাধিকা"; এই দুইটী নাম কি মধুর—এত মধুর যে, ইহা শ্রবণ ও উচ্চারণ করিলে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। "শ্রীরাধা-শ্যাম"—কি সুন্দর নাম! এত সুন্দর, এত মধুর নাম ত কভু শুনি নাই, কভু হয় নাই, হবে না; "জয় জয় শ্রীরাধা-শ্যাম", বল "জয় জয় শ্রীরাধা-শ্যাম"।

শ্রীমুখ সুন্দর-বর হেম-নীল-কান্তি-ধর
ভাব-ভূষণ করু শোভা।
নীল-পীত-বাস-ধর গৌরী-শ্যাম মনোহর
অন্তরের ভাবে দুঁহে লোভা ॥ ৪৩ ॥
আভরণ মণিময় প্রতি অঙ্গে অভিনয়
কহে দীন নরোত্তম দাস।
নিশি দিশি গুণ গাঙ পরম আনন্দ পাঙ
মনে মোর এই অভিলাষ ॥ ৪৪ ॥

৪২-৪৪। কেতকী = কেয়া ফুল। কাঁই = কান্তি।
দরপ = কন্দর্প, কামদেব। দরপ = দর্প, গর্ব্ব।
করু চুর = চূর্ণ করিতেছে। লোভা = লুব্ধ, লোলুপ।

শ্রীরাধা-গোবিন্দের কথা বলিতে বলিতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়ায়, অন্তরে সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়া, শ্রীঠাকুর-মহাশয় তাঁহাদের ভুবন-বিমোহন অপরূপ রূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবে গদগদ হইয়া বলিতেছেন, মরি মরি, আহা মরি! আমার রাই হইতেছেন যেন সোণার কেতকী ফুল, আর শ্যাম হইতেছেন যেন নীলকান্তিময় সমুজ্জ্বল মরকত মণি; তাঁহাদের অলৌকিক পরম মধুর সৌন্দর্য্য পরম সুন্দর কন্দর্পেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। আমার শ্যাম হইতেছেন নায়কগণের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নায়ক-শিরোমণি এবং রাই হইতেছেন নায়িকাগণের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ নায়িকা-শিরোমণি। শাস্ত্রোল্লিখিত নায়ক ও নায়িকার যাবতীয় গুণ আমার শ্রীরাধা-শ্যামে নিঃশেষে বিরাজমান রহিয়াছে, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। দুই জনের গুণে দুই জন বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। হেমবর্ণ-কান্তি-বিশিষ্টা শ্রীরাধিকা ও নীলবর্ণ-কান্তি-বিশিষ্ট শ্রীশ্যামের বদন-মণ্ডল কি মনোহর, কি অপরূপ!

রাগের ভজন-পথ কহি এবে অভিমত
লোক-বেদ-সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হঞা ব্রজে সিদ্ধ-দেহ পাঞা
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥ ৪৫ ॥

আহা মরি! এরূপ রূপ ত কখনও দেখি নাই। অশ্রু, পুলকাদি সাত্ত্বিক-ভাব-রূপ ভূষণ সমূহ দুইজনের অঙ্গেই শোভা পাইতেছে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ভাবে বিভাবিত হইয়া রহিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে যেন ভাবময় অলঙ্কারই পরিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের পরস্পরের অন্তর-গত প্রেমভাব বাহিরে যেন অলঙ্কারের ন্যায় ঝলমল করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া তদীয় নীলবর্ণ অঙ্গ-কান্তিকে স্বীয় অঙ্গ-ভূষণ করিবার নিমিত্ত নীল বসন পরিধান করিয়াছেন; আবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা-প্রেমে বিভোর হইয়া তদীয় হেমবর্ণ অঙ্গকান্তিকে স্বীয় অঙ্গ-ভূষণ করিবার নিমিত্ত পীত বসন পরিধান করিয়াছেন। দেখ দেখ! নীল-বসন-ধারিণী শ্রীরাধিকা ও পীত-বসন-ধারী শ্রীশ্যামসুন্দর দুই জনে পরস্পর অন্তরের ভাবে পরস্পরের প্রতি কিরূপ লোলুপ হইয়াছেন—সে ভাবময় শোভা দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়, প্রাণ একেবারে জুড়াইয়া যায়।

আভরণ ········ অভিনয় = অভিনয়-কালে ভূষণাদির দ্বারা সজ্জিত হইয়া নট ও নটিনীদিগের অঙ্গ যেমন বড়ই মধুর হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধা-শ্যামের প্রতি অঙ্গ মণিময় আভরণে পরম মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে।

৪৫। রাগের ভজন-পথ = অভীষ্ট বস্তুতে যে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহার নাম রাগ; সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই সুপ্রসিদ্ধা রাগাত্মিকা ভক্তি একমাত্র শ্রীব্রজ-পরিকরগণেই প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা

ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি কহে। রাগাত্মিকা ভক্তিময় শ্রীব্রজ-পরিকরগণের ভাব প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত সাধকের চিত্ত লুব্ধ হয়, তাঁহারাই কেবল রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। এই রাগানুগা ভক্তির সাধন অর্থাৎ রাগের ভজন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবেই হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে মধুর ভাবই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতা-মাতা প্রেয়সীগণ লৈয়া।
ব্রজে ক্রীড়া করেন কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ-ভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হৈয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্ব্ব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥

আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস বা ভৃত্য এই ভাবে ভজনের নাম দাস্য-ভাবে ভজন, শ্রীকৃষ্ণ আমার সখা বা বন্ধু এই ভাবে ভজনের নাম সখ্য, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র বা পুত্র-স্থানীয় এই ভাবে ভজনের নাম বাৎসল্য এবং শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি বা প্রাণ-বল্লভ ও আমি তাঁহার দাসী এই ভাবে ভজনের নাম মধুর-ভাবে ভজন।

রাগের ভজন — "রাগের ভজন" অর্থে ব্রজের চারি ভাবের যে কোনও এক ভাবে ভজন বুঝায়, কিন্তু রাগানুগা-ভক্তিমার্গে মধুর ভাবে ভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া "রাগের ভজন" বলিতে এস্থলে রাগানুগা মার্গে কেবল 'মধুর' ভাবের ভজনকেই বুঝাইতেছেন। রাগের ভজন ও রাগানুগা ভজন এই দুইটী কথা একই অর্থে প্রযোজ্য। রাগানুগা ভক্তি ও রাগানুগা মার্গের সংক্ষিপ্ত নাম হইতেছে রাগ-ভক্তি ও রাগ-মার্গ।

পথ = পন্থা, উপায়, প্রণালী।

রাগের………পরাণী = এই রাগানুগা ভজনের প্রণালী যে কিরূপ তাহাই এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই কথা রাগমার্গাবলম্বী সমস্ত মহাজনগণের ও বেদ-ভাগবতাদি সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা। ইহা এই, যথাঃ—ব্রজে নিজের সিদ্ধ-দেহ ভাবনা করিয়া অর্থাৎ নিজেকে ব্রজে অবস্থিত একটী কিশোরী-বয়স্কা সুন্দরী গোপিকারূপে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবোপদিষ্ট মঞ্জরী-দেহ-প্রাপ্ত গোপকুমারী-রূপে চিন্তা করিয়া উল্লিখিত রাগময়ী সখীগণের অর্থাৎ শ্রীললিতাদি সখীগণ, শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীগণ ও তদনুগা নিত্যসিদ্ধা অন্যান্য ব্রজদেবীগণের অনুগতা হইয়া, তাঁহাদিগের মধুর ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক, শ্রীগুরু-রূপা সখীর বাম পার্শ্বে অবস্থান করতঃ ভজন করিতে হইবে অর্থাৎ এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে যে, নিজে যেন একটী কিশোরী-বয়স্কা পরমা সুন্দরী গোপ-কুমারী হইয়া ব্রজগোপীগণের অর্থাৎ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা সখীগণের অনুগতা ভাবে তথায় শ্রীগুরু-রূপা সখীর বাম পার্শ্বে অবস্থান করিতেছি; এইরূপ চিন্তায় বিভাবিত হইয়া সেই ব্রজগোপীগণের সুপ্রসিদ্ধ সুনির্ম্মল রাগময় ভাবের ছায়াবলম্বন পূর্ব্বক ভজন করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেনঃ—

সহজ গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যাজি সে কৃষ্ণ ভজয়॥

রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
অঙ্ঘ্রিপদ্ম-সুধা কহে কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ।
বিধি-মার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥
অতএব গোপী-ভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধ-দেহ চিন্তি করে তাঁহাঞি সেবন।
সখীভাবে—পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
গোপী-অনুগতি বিনে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র ঃ—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী-ভাবে যেই তাঁর করে অনুগতি ॥

রাধিকার সখী যত তাহা বা কহিব কত
মুখ্য সখী করিয়ে গণন।
ললিতা বিশাখা তথা সুচিত্রা চম্পকলতা
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন ॥ ৪৬ ॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখী লেখা
এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ।
সেবাপরা সখীগণ অসংখ্য তাহার গণ
মুখ্য মুখ্য করিয়ে গণন ॥ ৪৭ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সার শ্রীরতিমঞ্জরী আর
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে কস্তুরিকা আদি রঙ্গে
প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥ ৪৮ ॥

রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

এই সিদ্ধ-দেহ কল্পিত হইলেও ইহা পরম সত্য ; সাধকগণের ভজন পরিপক্ক অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে, তাঁহারা এইরূপ গোপী-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ইহাই হইতেছে রাগের ভজন-পথ। এই পথ বা প্রণালী ইহার পরেই ৪৬ হইতে ৫১ দাগ পর্য্যন্ত ত্রিপদীগুলিতে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন।

৪৬-৪৭। মুখ্য সখী=প্রধানা অষ্ট সখী। ইঁহাদিগের নাম পরেই দিয়াছেন। "যোগপীঠ" প্রবন্ধেও দ্রষ্টব্য।

নর্ম্ম-সখীগণ=প্রিয়নর্ম্ম সখীগণ। ইঁহাদিগের নাম এই গ্রন্থের "যোগপীঠ" প্রবন্ধে দেখুন।

সেবাপরা সখীগণ=প্রিয়নর্ম্ম সখীগণকে বুঝাইতেছেন। ইঁহাদিগের নাম "যোগপীঠ" প্রবন্ধে দেখুন।

এ সব অনুগা হঞা প্রেমসেবা লব চাঞা
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখী-মাঝে ॥ ৪৯ ॥
বৃন্দাবনে দুই জন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিয়া রহে সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥ ৫০ ॥
যুগল-চরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি
অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধ-দেহে পাব তাহা
রাগ-পথের এই সে উপায় ॥ ৫১ ॥

অসংখ্য তাহার গণ=এই প্রিয়নর্ম্ম সখীদিগের গণ বা যূথ অর্থাৎ অনুগতা সখী বা মঞ্জরীগণ হইতেছেন অসংখ্য অর্থাৎ অগণ্য, বহুসংখ্যক। ইঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম "যোগপীঠ" প্রবন্ধে দেখুন।

৪৯। এ সব অনুগা হঞা=এই সমস্ত প্রিয়নর্ম্ম সখী বা মঞ্জরীগণের অনুগতা হইয়া।

রূপে গুণে ডগমগি=শ্রীরাধা-গোবিন্দের অলৌকিক রূপ-মাধুর্য্যে ও অনির্ব্বচনীয় গুণাবলীতে মুগ্ধ ও বিভোর হইয়া।

৫০। বৃন্দাবনে··· · সুখে=শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের-চতুর্দ্দিকে সখীগণ অবস্থিত থাকিয়া সেবার যথাযোগ্য সময় ও ভাব বুঝিয়া সেই সেই সময়ে সেই সেই ভাবে সেবা করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন।

সেবি=সেবা করি। সদায়=সর্ব্বদা।

৫১। সাধনে·······তাহা=সাধন-কালে অর্থাৎ সাধনাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে

যেরূপ ভাবে ভজন করিব, সিদ্ধ-দেহে তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই পাইব অর্থাৎ দাস্য-ভাবে ভজন করিলে তাঁহাকে প্রভু-রূপে পাইব, সখ্য-ভাবে ভজিলে সখা-রূপে, বাৎসল্য-ভাবে ভজিলে পুত্র-স্থানীয়-রূপে ও মধুর-ভাবে ভজিলে তাঁহাকে পতি বা প্রাণবল্লভ-রূপে পাইব।

৪৬-৫১। ভজন-প্রণালী দ্বিবিধ—বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। বিধি-মার্গের ভজন ঐশ্বর্য্যময় বা ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত মাধুর্য্যময়; আর রাগ-মার্গের ভজন শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়। বিধিমার্গকে ঐশ্বর্য্য মার্গও বলিয়া থাকে ও রাগ-মার্গকে মাধুর্য্য-মার্গও বলিয়া থাকে। রাগ-মার্গের ভজনে ব্রজের সহিত সম্বন্ধ, আর বিধি-মার্গের ভজনে বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা প্রভৃতি অন্যান্য ধামের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহারা সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বমাধুর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাইতে চান, তাঁহারা রাগ-মার্গে ভজন করিয়া থাকেন; আর যাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার অংশ-কলারূপী অন্যান্য ঐশ্বর্য্যময় বা ঐশ্বর্য্য-প্রধান-রূপে পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কেবল বিধি-মার্গে ভজন করিয়া থাকেন।

রাগমার্গে ভজন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

এই রাগানুগা বা রাগমার্গ যে কিরূপ এবং রাগমার্গে ভজন করিলে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে যে কি ভাবে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব-যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥

'কোন ভাব' অর্থে দাস্য বা সখ্য বা বাৎসল্য বা মধুর—এই চারিটী ভাবের যে কোন একটী ভাবকে বুঝাইতেছে। ইহার মধ্যে যে ভাবে ভজন করা যায়, কৃষ্ণকে সেই ভাবেই পাওয়া যায়। যাঁহারা ব্রজের ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে

বাসনা করেন, তাঁহারা যেন ভজনের প্রথমাবস্থা হইতেই রাগমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে, রাগমার্গে ব্রজ-জনের অনুগত হইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের কোনও এক ভাবে ভজন করিতে হয়। ভজন করিতে করিতে কালক্রমে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তখন শ্রীব্রজে ভাব-যোগ্য দেহ লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ দাস্য-ভাবে ভজন করিলে ব্রজেও নিত্যদেহে শ্রীকৃষ্ণের দাস-রূপে, সখ্যভাবে সখা-রূপে ও বাৎসল্য-ভাবে পিতৃ-মাতৃ-স্থানীয় গুরুজন-রূপে অবস্থিতি ও কৃষ্ণসেবা লাভ হয় এবং মধুর-ভাবে গোপী-দেহ প্রাপ্তি হইয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের দাসী-রূপে প্রেম-সেবা লাভ হইয়া থাকে। তবে বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে মধুর ভাবে ভজনই হইতেছে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা লাভ অন্য আর কোনও ভাবে হয় না; অন্যান্য ভাবে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা লাভ হইয়া থাকে। রাগমার্গে সাধনের প্রথমাবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের যাজন করিতে হয়; এইরূপে ভজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি আদি দ্বারা সাধন যতই পরিপক্ক হইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ লীলা-স্মরণাদি উচ্চ অঙ্গের ভজনে অধিকার জন্মে। সাধন পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইলে সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। ভজন সিদ্ধ হইলে দেহান্তে শ্রীব্রজে নিত্যদেহে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা বা সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভ হইয়া থাকে। ইহাই জীবের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বাসনা, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাসনা আর হইতে পারে না।

বিধিমার্গে ভজন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া॥

রাগ-মার্গের ভক্তির নাম রাগ-ভক্তি বা রাগানুগা ভক্তি এবং বিধি-মার্গের ভক্তির নাম বৈধী ভক্তি। বৈধী ভক্তির সাধনে ব্রজের ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যথা,

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

গোপী-অনুগতি বিনে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র ঃ—

অঙ্ঘ্রিপদ্ম-সুধা কহে কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ।
বিধি-মার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥

ঐ গ্রন্থে আরও অন্যত্র ঃ—

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজের ভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাগ-মার্গে বা রাগানুগা-মার্গে ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবেই ভজন হইয়া থাকে। শান্ত রসের পৃথক্ অস্তিত্ব ব্রজে নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসি-জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥
দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ।
রাগ-মার্গে এই সব ভাবের গণন ॥

এই চারিটী ভাবের মধ্যে মধুর ভাবই হইতেছে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, যথা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তর-তম ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্ব্ব-প্রকারে আমাকে পাইবার পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং
স্বসাধু-কৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জর-গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের যে মিলন তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, যেহেতু তোমরা সর্ব্বতোভাবে নিজ-সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার সুখের জন্যই আমার সঙ্গ করিয়াছ; আমি কোনও কালে তোমাদের এই নিষ্কাম প্রীতির প্রতিদান করিতে পারিব না, যেহেতু তোমরা কুলবধূ হইয়াও দুশ্ছেদ্য গৃহরূপ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, ঐহিক

পারত্রিক সর্ব্ববিধ সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, কেবল আমাকেই ভজনা করিয়াছ, আমি কিন্তু সব পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমাদিগকে ভজনা করিতে পারিলাম না, সুতরাং তোমাদের ভজনের প্রতিদানও করিতে পারিলাম না, অতএব তোমাদের নিকট ঋণী হইয়া রহিলাম ; এক্ষণে তোমাদের এই সাধু কার্য্যই অর্থাৎ তোমাদের এই প্রেমই তোমাদের সাধু আচরণের প্রতিদান করিয়া আমার এই ঋণ পরিশোধ করুক।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তির নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য বা বিধি-মার্গে ও মাধুর্য্য বা রাগ-মার্গে নানাবিধ উপায়ে ভজন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐশ্বর্য্য-মার্গে বৈকুণ্ঠ, দ্বারকাদি ধামের মহৈশ্বর্য্যময় বা ঐশ্বর্য্য-প্রধান মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি ও মাধুর্য্য-মার্গে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বমাধুর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রজের ভাব ও ভজন শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় এবং অন্যান্য ধামের ভাব ও ভজন কেবল ঐশ্বর্য্যময় বা ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যময়। শ্রীকৃষ্ণ-লাভের জন্য এই ভজন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ ভাবে হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে ও বাৎসল্যের গুণ মধুরে আছে বলিয়া মধুর ভাবই হইতেছে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। ব্রজে শান্ত ভাবের স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব নাই, তথায় কেবল দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব ; তন্মধ্যে মধুর ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া এই ভাবে ভজন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-সেবাস্বাদন একমাত্র পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবলমাত্র শ্রীব্রজগোপীগণেই এই মধুর ভাব পূর্ণ ও বিশুদ্ধ-রূপে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণকে যে ভক্ত যে ভাবেই ভজনা করেন, তিনি তাঁহাকে তাহার বাসনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন, কিন্তু এই মধুরভাবাপন্ন ব্রজদেবীগণের ভজনানুরূপ ফল তিনি প্রদান করিতে পারেন না, কেননা তাঁহারা তাঁহার নিকট কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে কোনও বাসনাই নাই, বিন্দুমাত্র আত্ম-সুখাভিলাষ নাই, তাঁহারা কেবল কৃষ্ণ-সুখের নিমিত্তই

সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধ-দেহে তাহা পাই
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধন রীতি
ভকতি-লক্ষণ-তত্ত্ব-সার ॥ ৫২ ॥

তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন। সুতরাং গোপীগণের ভজনানুরূপ ফল কিছু দিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন তাঁহাদের নিকট ঋণী হইয়া রহিয়াছেন।

(শান্ত দাস্যাদি রসের আরও বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থের "অষ্টদশাক্ষর-মন্ত্ররাজ-মাহাত্ম্য" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

৫২। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তমাত্রেরই দুইটী অবস্থা—সাধক ও সিদ্ধ। সাধক অবস্থায় বৈষ্ণব-সদাচার-সমূহের প্রতিপালন, শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও লীলা-কথাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন, এবং মনে নিজ সিদ্ধ-দেহ ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলাদির স্মরণ—ইত্যাদিরূপে প্রবল আকাঙ্ক্ষার সহিত ভজন সাধন করিতে থাকিলে, কালক্রমে ঐ সাধন পরিপক্ক হইয়া সাধক-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম আনয়ন করতঃ সিদ্ধাবস্থা লাভ করাইয়া থাকে। এই সিদ্ধাবস্থায় ভক্তের দেহ, মন, প্রাণ সকলই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময় হইয়া যায়, তিনি তখন সর্ব্বদাই তদীয় চিত্তে কেবল শ্রীরাধাগোবিন্দের অপার-মাধুর্য্যময় লীলা-বিলাসাদি ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না, তাঁহার তখন বাহ্যজ্ঞান, বাহ্যস্মৃতি বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া তদীয় চিত্ত সেই অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় লীলারস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, তখন সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট কৃষ্ণময় অনুভূত হইয়া থাকে এবং তখন তাঁহার চিত্ত এই

যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে

অসাধারণ দেব-দুর্ল্লভ ভাবে বিভাবিত হইয়া যায়।

সাধন-কালে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে যে বস্তু পাইবার প্রার্থনা করি, সিদ্ধ-

দেহে তাঁহার নিকট হইতে সেই বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। শ্রীগীতায় তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

কিন্তু জীবের যত প্রকার অত্যুৎকৃষ্ট সুদুর্ল্লভ-বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমধন-প্রাপ্তির আকাংখা হইতে শ্রেষ্ঠ আকাংখা আর কিছুই হইতে পারে না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন আর কিছুই নাই—চতুর্দ্দশ ভুবনের কুত্রাপি এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন আর বিদ্যমান নাই ; যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের জন্য জীব লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, যাহা পাইবার জন্য জীব কতরূপ কঠোর সাধনা করিতেছে, এই প্রেমধন সেই চতুর্ব্বর্গের উপরিভাগে মহারাজাধিরাজের ন্যায় জাজ্বল্য-রূপে বিরাজ করিতেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে চতুর্ব্বিধ—তন্মধ্যে আবার মধুর প্রেম হইল সর্ব্ব-প্রধান। শ্রীব্রজধামে ব্রজ-সুন্দরীগণ-পরিবৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা, যাহা ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণেরও অগোচর, যাহা পাইবার জন্য শ্রীনারায়ণের অঙ্ক-শায়িনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্তও লালায়িতা, যাহার আস্বাদ পাইলে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতা-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাদি পর্য্যন্তও কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, সেই অমৃতময়ী রস-লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত চিত্তের প্রবল লালসাই হইতেছে মধুর-প্রেম। এই মধুর-প্রেম সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাই বাঞ্ছনীয়, এবং এই ধনেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া সাধন করিতে থাকিলে সাধকের সিদ্ধাবস্থায় এই অমূল্য রত্নই লাভ হইয়া থাকে।

পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার = সাধক ও সিদ্ধের মধ্যে এই পার্থক্য যে, সাধন যতদিন পরিপক্ক না হয় ততদিন ঐ অবস্থার নাম অর্থাৎ সাধনের অপক্ক অবস্থার নাম সাধনাবস্থা বা সাধক-দেহ, আর পক্ক হইলে তাহার নাম সিদ্ধাবস্থা বা সিদ্ধ-দেহ। সাধনাবস্থার ভক্তি হইল সাধন-ভক্তি ও সিদ্ধাবস্থার ভক্তি হইল প্রেমভক্তি।

নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ-গণনাতে আমারে গণিবে তাতে
তবহুঁ পুরিবে অভিলাষ ॥ ৫৩ ॥

তথাহি—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবা-পরাং তত্তদ্রূপালঙ্কার-ভূষিতাং ॥ ঙ ॥

পাকিলে...তত্ত্বসার = অপক্ক অবস্থায় সাধককে সাধনের রীতি অর্থাৎ প্রণালী অনুসারেই ভজন করিতে হয়, ইহা সাধন-ভক্তিরই অন্তর্গত। (সাধন-ভক্তির বিশেষ বিবরণ এই গ্রন্থের "ভক্তিরস-সুধানিধি" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)। আর ভজন পরিপক্ক হইলে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে ; তখন লীলা-স্মরণই হইতেছে প্রধান ভজন। ইহাই হইল ভক্তি-লক্ষণের সার কথা।

৫৩। ব্রজপুরে অনুরাগে বাস = রাগমার্গ অবলম্বন করিয়া পরম অনুরাগ-ভরে শ্রীব্রজমণ্ডলে অবস্থিতি।

সখীগণ অভিলাষ = আমিও যেন একজন সখীর মধ্যে গণ্য হইতে পারি অর্থাৎ শ্রীরাধিকার দাসীরূপে যেন একজন ব্রজগোপী হইতে পারি—ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন, কেননা তাহা হইলেই সর্ব্ব আশা পরিপূর্ণ হইবে।

ঙ। সখীগণের সঙ্গিনী-রূপে তাঁহাদের আজ্ঞা-ক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণা হইয়া ঐ সখীগণের ন্যায় রূপ-লাবণ্যে ও তাঁহাদিগের উপভুক্ত বসন-ভুষণাদিতে বিভুষিত হইয়া আপনাকে একটী পরমা সুন্দরী গোপকুমারী-রূপে চিন্তা করিবে ॥ ঙ ॥

চ। স্বীয় ভাবনানুরূপ লীলা-বিলাসকারী শ্রীকৃষ্ণকে এবং তদীয় প্রিয়-পরিজন শ্রীললিতা-বিশাখাদি ও শ্রীরূপমঞ্জরী আদি সখীগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীরাধিকাকে স্বীয় অভিলাষানুসারে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের লীলা-কথায়

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতং।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা ॥ চ ॥

যুগল চরণে প্রীতি পরম আনন্দ তথি
রতি প্রেমা হউ পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম উপাসনা রসধাম
চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥ ৫৪ ॥
মনের স্মরণ প্রাণ মধুর মধুর ধাম
যুগল-বিলাস স্মৃতি-সার।
সাধ্য সাধন এই ইহা পর আর নাই
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি-সার ॥ ৫৫ ॥

রত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রজে বাস করিবে। সশরীরে ব্রজবাস করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইলে, অগত্যা মনের দ্বারাই বাস করিবে, তাহাতেই ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে ॥ চ ॥

৫৪। যুগল…… তথি = শ্রীরাধা-গোবিন্দ দুই জনের শ্রীচরণে প্রীতি হইলে তাহাতে পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

রতি…… পরবন্ধে = শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসাভিজ্ঞ ভক্তজন-বিরচিত রসময় শ্রীকৃষ্ণলীলা-কাহিনীতে আমার প্রেমময়ী রতি হউক।

কৃষ্ণনাম …… রসধাম = শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীরাধানাম কীর্ত্তন-রূপ উপাসনা হইতেছে রসের আলয় অর্থাৎ তাঁহাদিগের নাম-কীর্ত্তন দ্বারা উপাসনা করিতে থাকিলে, তাঁহাদের অমৃতময় প্রেমরসাস্বাদন হইয়া থাকে।

চরণে পড়িয়া পরানন্দে = এইরূপে উপাসনা করিতে করিতে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে পড়িয়া রহিব।

এতদ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রীতি, রসিকভক্ত-

জলদ-সুন্দর কান্তি মধুর মধুর ভাঁতি
বৈদগধি-অবধি সুবেশ।
পীত-বসন-ধর আভরণ মণিবর
ময়ুর-চন্দ্রিকা করু কেশ ॥ ৫৬ ॥
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম বিলেপন
মোহন মুরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন কুসুমাবলি শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি
মধু-লোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ ॥ ৫৭ ॥

বিরচিত গ্রন্থাদির পর্য্যালোচনা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তন—এই সমস্ত অনুষ্ঠান হইতেছে রাগমার্গের কতিপয় মুখ্য সাধন।

৫৫। স্মরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণই হইতেছে মনের প্রাণ-স্বরূপ। দেহে প্রাণ না থাকিলে সে দেহ যেমন বৃথা, তদ্দ্বারা কোনও কাজই হয় না, সেইরূপ মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাদির স্মরণ না থাকিলে সে মনই বৃথা; দেহে প্রাণ না থাকিলে যেমন শৃগাল কুক্কুরাদিতে ভক্ষণ করিতে থাকে, সেইরূপ মনে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ না থাকিলে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ প্রতিনিয়ত দংশন করিয়া জর্জ্জরিত করে, কিন্তু স্মরণ থাকিলে তাহা পারে না। সর্ব্বপ্রকার ভজনের মধ্যে স্মরণই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ভজন। পরন্তু আবার পরম মধুর ধাম শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-স্মরণ—বিশেষতঃ অষ্টকালীয়-লীলা-স্মরণই হইতেছে সর্ব্ব প্রকার স্মরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধা-গোবিন্দ যুগলের প্রেমসেবা-লাভই হইতেছে আমাদের সাধ্য এবং তাঁহাদের লীলা-স্মরণই হইতেছে সাধন; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধন আর কিছুই নাই; এই তত্ত্ব হইতেছে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সর্ব্বপ্রকার ভজন-বিধির সার-তত্ত্ব—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা লাভ করিবার নিমিত্ত ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভজন-বিধি আর হইতে পারে না—লীলা-স্মরণ ব্যতীত শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা বা নিকুঞ্জ-সেবা লাভ হয় না।

ঈষত মধুর স্মিত বৈদগধি-লীলামৃত
লুবধল ব্রজবধূ-বৃন্দে।
চরণ-কমল'পর মণিময় নূপুর
নখমণি ঝলমল চন্দ্রে ॥ ৫৮ ॥
নূপুর-মরাল-ধ্বনি কুলবধূ-মরালিনী
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাড়য়ে রতি যেন মিলে পতি সতী
কুলের ধরম যায় দূরে ॥ ৫৯ ॥
গোবিন্দ-শরীর নিত্য তাঁহার সেবক সত্য
বৃন্দাবন-ভূমি তেজোময়।
শীতল-কিরণ-কর কল্পতরু-গুণধর
তরুলতা ষড় ঋতু রয় ॥ ৬০ ॥

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, রাগমার্গের ভজনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-স্মরণই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

৫৬-৬০। সাধ্য সাধন বর্ণনা করিতে করিতে অকস্মাৎ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ-মূলস্থ পরম-মোহন শ্রীগোবিন্দ-রূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় ভাবাবেশে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

জলদ-সুন্দর-কান্তি = তাহার অঙ্গ নব-জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ কান্তি-বিশিষ্ট অর্থাৎ তিনি নবজলধর-শ্যামসুন্দর।

মধুর মধুর ভাঁতি = তিনি পরম মধুর-রূপে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার সুস্নিগ্ধ অঙ্গ-জ্যোতিতে শ্রীব্রজধামের চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া পরম মধুর-রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে ; আহা মরি ! দেখ দেখ, কি অপরূপ রূপ ! ও রূপ দেখিলে মন প্রাণ একেবারে জুড়াইয়া যাইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

নবঘন-স্নিগ্ধবর্ণ দলিতাঞ্জন-চিক্কণ
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমার গণ হরে সবার নয়ন
কৃষ্ণ-কান্তি পরম প্রবল।

বৈদগ্ধি-অবধি সুবেশ = তাঁহার পরম মনোহর বেশ দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে—তিনি রসিকের চূড়ামণি।

পীত ·······কেশ = তিনি পীত-বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গে মণিময় অলঙ্কার সমূহ শোভা পাইতেছে, বক্ষে মণিরাজ কৌস্তুভ-মণি ঝক্ ঝক্ করিয়া দীপ্তি পাইতেছে; তিনি মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ করিয়াছেন—আহা মরি! তাঁহাকে কি সুন্দর দেখাইতেছে—তাঁহার রূপে যেন ত্রিজগৎ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সকলেই যেন স্তব্ধ হইয়া সেই পরম মনোহর রূপ দর্শন করিতেছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরে বলিতেছেন ঃ—

গোবিন্দের মাধুর্য্যেতে জগত মাতায়।
যে দেখে বারেক তার কিছুই না ভায়॥
গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সুন্দর।
মৌন-মুদ্রা-যুক্ত দ্বিভুজাতিমনোহর॥

শ্রীগোবিন্দের এই অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরীর সামান্য আভাষ-মাত্র দিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্ন-মণ্ডপ তাহে রত্ন-সিংহাসনে॥
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করে জগত মোহন॥

বাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা করেন প্রভু নানা রঙ্গে ॥
যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥
চৌদ্দ ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি পুরে যাঁর লীলা-গুণ-গান ॥
যাঁহার মাধুরী করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপ গোসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়-পরিচিতাং সাচি-বিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়ামুজ্জলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥

অর্থাৎ ওহে ভাই! স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুবান্ধব সহ যদি তোমার আমোদ প্রমোদ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক কেশিঘাটের সমীপে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তি দর্শন করিও না, কেননা সে মূর্ত্তি একবার দর্শন করিলে তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া আর তুমি ঘরে ফিরিতে পারিবে না। সে মূর্ত্তি কিরূপ—না, তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু মধুর হাসি, তিনি ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম, তাঁহার বিশাল বঙ্কিম নয়ন এবং তাঁহার বদন-কমলে বংশী ও শিরে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া শোভা পাইতেছে।

(এই গ্রন্থের "শ্রীনন্দনন্দন-ভগবদ্ধ্যানবিধি" প্রবন্ধে এবং তাহার বঙ্গানুবাদেও শ্রীকৃষ্ণ-রূপের কণামাত্র বর্ণনা দ্রষ্টব্য।)

নবীন ……ভৃঙ্গ = সদ্য বিকসিত সুসৌরভান্বিত পুষ্পসমূহের মাল্য তাঁহার গলদেশে কি সুন্দর শোভা পাইতেছে, আর সেই পুষ্পের সুগন্ধে ভ্রমর-

সমূহ আগমন পূর্ব্বক মধু-লোভে মত্ত হইয়া সেই শ্যামসুন্দরের চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

ঈষৎ······· বৃন্দে = আহা মরি! তিনি কি মৃদু মধুর হাস্য করিতেছেন, তাঁহার অধরে ঐ মন্দ মন্দ মধুর হাসি দেখিয়া হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে। তাঁহার এই মৃদু মধুর হাস্য ও তদীয় অমৃতস্যন্দি রসময়-লীলা-দর্শনে ব্রজসুন্দরীগণ এত লুব্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহারা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সেই রসিক-শিরোমণির রূপ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

চরণ ······ চন্দ্রে = সেই শ্যামসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে মণিময় নূপুর বিরাজ করিতেছে এবং তাঁহার শ্রীচরণের মণিসদৃশ দীপ্তিমান্ নখর-সমূহ চন্দ্রের ন্যায় ঝলমল করিতেছে।

নূপুর········দূরে = তাঁহার ঐ নূপুর-রূপ-হংসের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজবিলাসিনী কুলনারী-হংসীগণ এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহারা আর ঘরে থাকিতে পারিতেছেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি হংস সারস জিনি
কঙ্কণ-ধ্বনি চটক লাজায়।
একবার যেই শুনে ব্যাপি রহে তার কাণে
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥
যেবা বেণু-কলধ্বনি একবার তাহা শুনি
জগন্নারী-চিত্ত আউলায়।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি বিনামূল্যে হ'য়ে দাসী
বাউলী হৈয়া কৃষ্ণ-পাশে ধায়॥

সেই ব্রজকুল-ললামভূতা গোপসুন্দরীগণের হৃদয়ে শ্যামানুরাগ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, সতী যেমন পতির সহিত মিলিত হইবার জন্য আকুল-প্রাণে

ছুটিয়া যায়, তাঁহারাও সেইরূপ ব্যাকুল-প্রাণে শ্যামানুরাগে কুল, শীল, মান, লজ্জা, ধৈর্য্য, ভয়—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সেই নব-নটবর শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত হইবার জন্য উর্দ্ধ্ব-শ্বাসে ছুটিয়াছেন, তাঁহাদের তখন আর পর-পুরুষ বলিয়া কিছুমাত্র সঙ্কোচ-বোধ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণ-রূপামৃত-সিন্ধু তাহার তরঙ্গ-বিন্দু
এক বিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী তার চিত্ত-উচ্চ-গিরি
তাহা ডুবাই আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণ-বচন-মাধুরী নানা-রস-নর্ম্মধারী
তার অন্যায় কথন না যায়।
জগন্নারীর কাণে মাধুরী-গুণে বান্ধি টানে
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার বল
ছটায় জিতে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ষিতে দক্ষ
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন॥

এখানে পর-পুরুষরূপী শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হইলেও ব্রজবধূগণের সতীত্ব-ধর্ম্মের কিছুমাত্র লোপ পায় নাই, যেহেতু তাঁহারা একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর কাহাতেও অনুরক্ত নহেন—নিজ-পতিতে পর্য্যন্তও নহেন—এমন কি পরব্যোম-পতি শ্রীনারায়ণকে পর্য্যন্তও তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

গোপিকা-ভাবের এক সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনু অন্যত্র না হয়॥

শ্যাম-সুন্দর শিখিপুচ্ছ-গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপ-বেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী-বদন॥
ইহা বিনু কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপী-ভাব নাহি যায় নিকট তাহার॥
বসন্ত-কালে রাসলীলা করি গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে॥
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট।
অন্বেষিতে আইল তাঁহা গোপিকার ঠাট॥
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধরি রহে স্তব্ধ হৈয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে—ইহোঁ নারায়ণ-মূর্ত্তি।
এত বলি গোপী করে ভকতি প্রণতি॥
নমো নারায়ণ দেব! করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ-সঙ্গ দেহ মোর ঘুচাহ বিষাদ॥

এই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপ এতাদৃশ মধুর যে, ইহা শ্রীকৃষ্ণ-রূপের ধর্ম্মই

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

হইতেছে, ইহা কি পুরুষ, কি নারী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করে। কিন্তু এই আকর্ষণে সাধ্বীগণের সতীত্ব-ধর্ম্মে বিন্দুমাত্র দোষ স্পর্শে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ-পত্নী পতিব্রতা-শিরোমণি শ্রীলক্ষ্মীদেবীও যাঁহার সঙ্গ লাভ করিবার জন্য কামনা করিলে, তাঁহারও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না, সেই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করিলে, কিরূপে কাহারও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে আঘাত লাগিতে পারে? শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণ-

কালে রঙ্গক্ষেত্রে শ্রীবেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান-সময়ে তৎসহ কৃষ্ণ-কথানুশীলন-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, যথা ঃ—

প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি ॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হই কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥
এই লাগি সুখ-ভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি তপ করিল অপার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নী-বাক্যং—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব ! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রি-রেণু-স্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরেত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃত-ব্রতা ॥

অর্থাৎ কালিয়নাগ-পত্নী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে দেব ! পরম সুকুমারাঙ্গী শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে চরণরেণু-স্পর্শ-কামনায় সকল সুখ-ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রত ধারণ করিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছেন, আপনার সেই সুদুর্ল্লভ চরণরেণু-স্পর্শাধিকার এই কালিয়ের যে কোন্ সুকৃতির ফলে লাভ হইল, তাহা জানি না।

মহাপ্রভুর এই বাক্যে তখন ভট্ট মহাশয় বলিলেন, যথা ঃ—

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি-রূপ ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকেতে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥
কৃষ্ণ-সঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিকন্তু লাভ পাইয়ে রাসাদি বিলাস ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এ জগতে আমরা লোক-লোচনে জন-সমাজে ইহাই দেখিতে পাইতেছি এবং শুনিয়াও আসিতেছি যে, আবহমান কাল হইতে কত কত পতিব্রতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতি-রূপে লাভ করিয়া ও তাঁহার দাসী হইয়া পাদপদ্মে-সেবা প্রাপ্তির জন্য কায়-মনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া আসিয়াছেন এবং অদ্যাপি আমাদের সাক্ষাৎ দৃষ্টির গোচরেও করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে যদি কণামাত্রও দোষ থাকিত, তাহা হইলে যে পতিব্রতাগণের চরণ-স্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হয়, যাঁহারা একমাত্র পতি ভিন্ন অন্য আর কাহাকেও জানেন না, যাঁহাদের মন পতি হইতে কদাচ অন্যত্র বিচলিত হয় না, তাঁহারাও কেন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য ও দাসী রূপে তাঁহার পদসেবা লাভ করিবার জন্য এত লালায়িতা হইবেন? শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে কোনও রমণীরই দোষ স্পর্শিতে পারে না, শ্রীব্রজসুন্দরী-গণেরও নহে। পরন্তু

"যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী"

অর্থাৎ বশিষ্ঠ-পত্নী পরম পতিব্রতা শ্রীঅরুন্ধতী দেবী যে শ্রীরাধিকার সদৃশ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম পাইবার জন্য লালায়িতা, সেই পতিব্রতা-শিরোমণি কৃষ্ণ-কান্তা শ্রীরাধিকা ও তদীয়া কায়ব্যূহ-রূপিণী তৎসঙ্গিনীগণ কি কখনও কুলটা-অপবাদে কলঙ্কিত হইতে পারেন? শ্রীগৌতমীয়-তন্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ।।

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা হইতেছেন—দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী, সর্ব্ব-কান্তি, সম্মোহিনী ও পরা।

'দেবী' অর্থে পরমা সুন্দরী অর্থাৎ যাবতীয় সুন্দরীগণের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা।

'কৃষ্ণময়ী' অর্থে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ।।

'পরদেবতা' অর্থে সর্ব্ব-পূজ্যা, সর্ব্ব-পালিকা ও সকলের মাতৃ-স্বরূপিণী।

'সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী' অর্থে যিনি সমস্ত লক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ সমস্ত লক্ষ্মীগণ যাঁহাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

'সর্ব্ব-কান্তি' অর্থে যিনি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার, অথবা যিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

'সম্মোহিনী' অর্থে যে গোবিন্দ নিজ-রূপে ও নিজ-মাধুর্য্যে জগৎ মোহিত করেন, এতাদৃশ গোবিন্দকেও যিনি মুগ্ধ করেন, সেই গোবিন্দ-মোহিনী।

'পরা' অর্থে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

এই ত হইল শ্রীরাধিকার স্বরূপ; আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ত পরমেশ্বর—স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন ঃ—

এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সমস্ত অবতারগণের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই হইতেছেন মহাবিষ্ণুর অংশ ও কলা; মহাবিষ্ণুও আবার শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলিতেছেন ঃ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণং॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরমেশ্বর; তাঁহার তনু সচ্চিদানন্দময়; তিনি হইতেছেন শ্রীগোবিন্দ; তিনি সকলের আদি, কিন্তু স্বয়ং অনাদি; তিনি সকলেরই মূল।

পরমেশ্বর হইতেছেন সর্ব্বসদ্‌গুণাধার, সর্ব্বদোষ-পরিশূন্য, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বাত্মান্তর্যামী, সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্, নিখিলব্রহ্মাণ্ডাধীশ্বর, ত্রিগুণাতীত, মায়াতীত ও নিষ্কলঙ্ক ; সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ কি কখনও কুলটা কি অন্য কোনও দোষে দোষিণী হইতে পারেন ? তিনি স্বয়ং যেমন নিষ্কলঙ্ক, তাঁহার সঙ্গিনীগণও ঠিক তদ্রূপই নিষ্কলঙ্ক। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আত্মারাম ; তিনি অপ্রত্যক্ষ-ভাবে সকলের আত্মাতেই রমণ করিতেছেন ; সুতরাং তাঁহার রমণে কি কখনও কাহারও দোষ স্পর্শিতে পারে—তা অপ্রত্যক্ষ-ভাবেই হউক, আর প্রত্যক্ষ-ভাবেই হউক ? তিনি হইতেছেন ইচ্ছাময়, তাঁহার ইচ্ছা পরকীয়া-ভাবে বিহার করা, কেননা

পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।

তাঁহার ইচ্ছায় কেই বা বাধা প্রদান করিতে পারে, অথবা তাঁহার ইচ্ছায় কি কখনও কোনও দোষ থাকিতে পারে ? আরও দেখুন, সহস্র সহস্র গোপসুন্দরীগণ পরপুরুষ-রূপী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আসক্ত হইয়াছিলেন, কই অন্য কোনও পরপুরুষের প্রতি ত তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও আসক্তি হয় নাই, তাঁহারা ত আর কোনও পুরুষের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেন না। সচরাচর ইহাই পরিদৃষ্ট হয় যে, পরপুরুষাভিলাষিণী রমণীগণ কদাচ একজন পুরুষে আসক্ত হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না ; সুতরাং এরূপ অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন, না শুনিয়াছেন ? অপিচ, একজন পরপুরুষের প্রতি কয়জন স্ত্রীলোক আসক্ত হইতে পারে ? মাত্র দুই এক জন হইতে পারে, কিন্তু এরূপ সহস্র সহস্র কখনও হইতে পারে না, এরূপ দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না, বা শ্রুতিগোচরও হয় না। আরও অদ্ভুত এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী এই অসংখ্য রমণীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, সকলেই স্বসুখাভিলাষ-পরিশূন্য হইয়া নিষ্কপটে তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং অহর্নিশি তাঁহার চিন্তাতেই নিমগ্না থাকিতেন। প্রাকৃত জগতে কি এরূপ ভাব কখনও সম্ভবপর হইতে পারে ?

আরও অদ্ভূত এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী এই অসংখ্য ব্রজবধূগণের প্রত্যেকেরই সহিত একই সময়ে বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন—সকলেই দেখিতেছেন, কৃষ্ণ আমার পার্শ্বেই রহিয়াছেন, কৃষ্ণ আমার সঙ্গেই বিহার করিতেছেন। এরূপ অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক ব্যাপার কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন, না শুনিয়াছেন, না ইহা মনুষ্যের পক্ষে—কেবল মনুষ্য কেন, দেবতার পক্ষেও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? একমাত্র অপার লীলাময় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ব্যতীত এরূপ কার্য্য আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অসংখ্য নারীর কথা দূরে থাকুক্, কোনও পুরুষের কি এমন ক্ষমতাও আছে যে, দুই তিন জন মাত্র স্ত্রীলোককে লইয়াও একই কালে তাহাদের প্রত্যেকের পার্শ্বেই অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রত্যেকের সহিত একই কালে বিহার করিতে পারে?

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্

অর্থাৎ গোপীমণ্ডল-পরিশোভিত রাসোৎসব আরম্ভ হইলে অচিন্ত্য-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণের দুই দুই জনের মধ্যে এরূপ ভাবে প্রবিষ্ট হইলেন যে, প্রত্যেক গোপীই দেখিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমার পার্শ্বে রহিয়াছেন, আমার সঙ্গেই বিহার করিতেছেন।

আরও দেখুন, এই সমস্ত ব্রজ-ললনাগণের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুগণ—এমন কি পতি—পর্য্যন্তও নিষেধ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ সংসর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃ-বন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মনো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

অর্থাৎ সেই ব্রজ-সুন্দরীগণ তাঁহাদিগের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও কি হইবে? শ্রীগোবিন্দ যে তাঁহাদের মন প্রাণ সমস্তই অপহরণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত মিলিবার জন্য তাঁহারা যে একেবারে আত্মহারা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা আর কোনরূপে নিবৃত্ত হইলেন না।

এরূপ ঘটনা কি জড় জগতে কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে? আমার স্ত্রী আমারই চক্ষুর সম্মুখে পর-পুরুষের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছে, আর আমি বারণ করিলেও তাহা শুনিতেছে না, এরূপ ঘটনায় কে স্থির থাকিতে পারে, কে ইহার প্রতিবিধান না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? প্রাকৃত জগতে এরূপ ব্যাপার কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, কোনও পতিই পত্নীর এরূপ আচরণ ক্ষমা বা সহ্য করিতে পারেন না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই পরকীয়া লীলা অনাদিকাল হইতে, কি প্রকট কি অপ্রকট সকল অবস্থাতেই, সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে, ইহার প্রতিবন্ধক হইতে কাহারও সাধ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের দেহও যেমন অপ্রাকৃত, তাঁহার ধামও তেমনই অপ্রাকৃত, তাঁহার সঙ্গীগণও তদ্রূপ অপ্রাকৃত, তাঁহার লীলাও তেমনিও অপ্রাকৃত—তাঁহার সমস্তই যেমন অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও নিত্য; তাঁহার এই পরকীয়া-লীলাও তদ্রূপ অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও নিত্য; সুতরাং ইহাতে দোষের স্পর্শমাত্র নাই, তাঁহার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষঃ, নর—কাহারও নহে। পরকীয়া লীলা তাঁহার ইচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণের এই পরকীয়া লীলা যে কি মধুর, কি অপূর্ব্ব তাহা তাঁহার ভক্তগণই একমাত্র অবগত আছেন; যাঁহারা তাঁহার মধুর-প্রেমরসাশ্রিত হইয়া অনন্য-ভাবে তাঁহাকে ভজন করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহার এই অপূর্ব্ব পরকীয়া লীলার সুখাস্বাদে মগ্ন হইয়া সমস্ত ভুলিয়া রহিয়াছেন, অন্য সুখাস্বাদের স্পৃহা তাঁহাদের আর কণামাত্রও নাই, অন্য আনন্দ তাঁহাদের নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

তারপর দেখুন, এই পরকীয়া লীলা পরম নির্ম্মল, পরম পবিত্র না হইলে,

অষ্টাদশ পুরাণাদি বহুশাস্ত্র-প্রণেতা অসাধারণ শক্তিমান্ মহর্ষি শ্রীব্যাসদেব, তৎপুত্র আকুমার-বৈরাগ্যবান্ শ্রীশুকদেব, পরম ধার্ম্মিক মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ, দেবর্ষি শ্রীনারদ, দেবাদিদেব শ্রীমহাদেব প্রভৃতি বহু বহু শাস্ত্রকারগণ, মহামহা মুনিঋষি তপস্বিগণ, দেবগণ ও শ্রেষ্ঠ মানবগণ কদাচ পবিত্র হইবার বাসনায় এই পরকীয়া লীলার গুণ কীর্ত্তন করিতেন না। এই দেখুন, আজ কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা হইয়া গিয়াছে, আর অদ্যাপিও কত শত মহানুভবগণ, কত শত ধনে মানে কুলে শীলে বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ মানবগণ সেই অলৌকিক ব্রজলীলা-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতেছেন, সেই লীলা-মাধুর্য্যাস্বাদ পাইবার জন্য কত শত লোক ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছেন। এই লীলায় বিন্দুমাত্র দোষ থাকিলে, কেহই ইহা কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না, কেহই ইহা কীর্ত্তন করিয়া জন্ম সার্থক মনে করিতেন না, কেহই ইহা কীর্ত্তন করিয়া পরিত্রাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন না—ইহার স্মৃতি এতদিনে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ইহাতে বিন্দুমাত্র ব্যভিচার-দোষ থাকিলে, লোকে ইহাকে আদর না করিয়া ঘৃণাই করিত।

আরও দেখুন, যিনি যেরূপ প্রকৃতির দেবতা, তাঁহার উপাসনাও তদ্রূপ ভাবেই হইয়া থাকে। যিনি সত্ত্বগুণের দেবতা তাঁহার উপাসনা সাত্ত্বিক-ভাবে, যিনি রজোগুণের দেবতা তাঁহার উপাসনা রাজসিক-ভাবে এবং যিনি তমোগুনের দেবতা তাঁহার উপাসনা তামসিক-ভাবেই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। তাহা হইলে, যখন কেবল পরের রমণী, পর-পত্নী লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের এই পরকীয়া লীলা, তখন তাঁহার উপাসনাও তদ্রূপ ভাবেই অর্থাৎ পর-পত্নী লইয়াই বিহিত হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া একেবারেই তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার উপাসনায় স্ত্রীলোকের সঙ্গ একেবারেই নিষিদ্ধ, যেহেতু স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ যত বেশী থাকিবে, ততই তাঁহার ভজন হইতে বেশী দূরে পড়িতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে, পরস্ত্রীর সম্পর্ক ত

দূরের কথা—তাহা ত স্বপ্নেরও অতীত, পরন্তু নিজস্ত্রী-সম্পর্ক বিষয়েও যে অতি সাবধান হইতে শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক সর্ব্ব-প্রধান শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

ন তথাস্য ভবেদ্বন্ধো মোহশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ-সঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি-সঙ্গতঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকপিলদেব বলিলেন, হে মাতঃ! স্ত্রী-সংগ ও স্ত্রীসংগীর সংগ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু স্ত্রী-সংগে ও স্ত্রীসংগীর সংগে যেরূপ বন্ধন ও মোহ উৎপন্ন হয়, অন্য আর কাহারও সংগে তদ্রূপ হয় না।

বলা বাহুল্য, শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্ত্রীসংগ-বিষয়ক নিষেধ-বাক্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিষয় উপলক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে।

সুতরাং কৃষ্ণভক্তগণের পক্ষে স্ত্রী-সঙ্গ এবং এমন কি স্ত্রীসঙ্গীরও সঙ্গ অতীব অনিষ্টকর বলিয়া, উহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। যাহারা স্ত্রীলোকের সঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গও যখন অনিষ্টকর, তখন সাক্ষাৎ স্ত্রীলোকের সংগ যে তদপেক্ষা কত অধিক অনিষ্টকর, তাহা কি আর বলিতে হইবে? স্ত্রী-সংগে বন্ধন ও মোহ উৎপন্ন হয়, সুতরাং কৃষ্ণভজন-বিষয়ে, উহা বিশেষ অন্তরায় বলিয়া, সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

আবার দেখুন, গৃহী ভক্তগণের পক্ষে যথাবিধি স্ত্রীসংগের বিধান থাকিলেও, ত্যাগী ভক্তগণের পক্ষে স্ত্রীলোক-মাত্রেরই সংগে আলাপ পর্য্যন্তও নিষিদ্ধ। এতদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মহামুনির মন ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরকীয়া-ভাবাপন্ন হইলেও, অন্যের

পক্ষে স্বয়ং তদ্রূপ পরকীয়া-ভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ পর-পত্নী লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন যখন বিহিত না হইয়া বরং বিশেষরূপে নিষিদ্ধই হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই পরকীয়া-ভাব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কদাচ দূষণীয় নহে, পরন্তু অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণ দোষাবহ।

শ্রীকৃষ্ণের মধুর-রসাত্মক লীলা দ্বিবিধ অর্থাৎ স্বকীয়া ও পরকীয়া। গোলোক, বৈকুণ্ঠ, দ্বারকাদি ধামে তাঁহার লীলা স্বকীয়া, আর একমাত্র শ্রীব্রজধামে তাঁহার লীলা পরকীয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥

সংস্থান শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে অবস্থিতি ; এই অবস্থিতি নিত্য বুঝাইতেছে অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে স্বকীয়া ও পরকীয়া এই উভয়বিধ রূপেই মধুর বা শৃঙ্গার রস ও শৃঙ্গার-রসাত্মক লীলা নিত্য অবস্থান করিতেছেন ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই শৃঙ্গার-রসাত্মক স্বকীয়া লীলাও নিত্য, পরকীয়া লীলাও নিত্য। একমাত্র ব্রজ ভিন্ন অন্য কোনও ধামে পরকীয়া লীলার অস্তিত্ব নাই। দ্বারকাদি ধামে রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা স্বকীয়া নায়িকা ; কিন্তু ব্রজে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণ কেহই তাঁহার বিবাহিতা পত্নী নহেন, তবে তাঁহারা কেহই শাস্ত্রানুশাসন না মানিয়া, কেবলমাত্র অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পরন্তু মধুর রসের চরমোৎকর্ষ এবং রসাস্বাদের পরকাষ্ঠা স্বকীয়াতে হয় না, পরকীয়াতেই হইয়া থাকে, কেননা

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।

স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া-ভাবে রসাস্বাদন অধিকতর স্বাদু বলিয়া, রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের এই পরকীয়া লীলা। কেহ কেহ মনে করেন, এই পরকীয়া

লীলা ধর্ম্ম-বিগর্হিত ও জন-সমাজে নিন্দনীয়। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ব্রজের এই অনুত্তম পরকীয়া লীলাকে স্বকীয়া প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস পান—তাঁহারা এই দেখাইতে চান যে, 'এই লীলা বাহ্যতঃ পরকীয়া হইলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষে পরকীয়া নহে, ইহা স্বকীয়ার আবরণে পরকীয়া অর্থাৎ অপ্রকট লীলায় ইহা স্বকীয়া, কিন্তু প্রকট লীলায় স্বকীয়ার আবরণে পরকীয়া।' পরন্তু এই পরকীয়া লীলাকে স্বকীয়া প্রমাণ করিতে গেলে, ইহার নিত্যত্ব থাকে কোথায়? অতএব স্বকীয়া প্রমাণ করিতে যাইবার প্রয়াস পাওয়া ভ্রমাত্মক ও বিফল বলিয়াই মনে হয়। অপিচ, শ্রীকৃষ্ণের এই পরম-পাবন পরকীয়া লীলাকে স্বকীয়া বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে গেলে প্রকারান্তরে ইহাকে দূষণীয় বলিয়া স্বীকার করা হয় না কি? এই পরকীয়া লীলাকে যদি পরম-পাবন বলিয়াই দৃঢ় ধারণা থাকে, তবে ইহাকে স্বকীয়া বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইবার কি প্রয়োজন? ইহা যে স্বয়ং ভগবানের লীলা, এই দৃঢ় বিশ্বাস যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে আর কোনও প্রমাণেরই আবশ্যক হয় না। শ্রীব্রজ-মণ্ডলে লোক-লোচনের সমক্ষে তিনি প্রকট ভাবে যে পরকীয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই লীলা অনাদি কাল হইতে মানব-গোচরের অন্তরালে অপ্রকটভাবেও যে ঐরূপেই করিয়া আসিতেছেন, ইহা স্বীকার না করিলে ব্রজলীলা যে অনিত্য হইয়া যায়; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সর্ব্বোত্তম লীলা কদাচ অনিত্য হইতে পারে না; তাঁহার সমস্ত লীলাই যখন নিত্য, তখন ব্রজলীলা ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা, ইহার নিত্যতা সম্বন্ধে ত কোনও কথাই থাকিতে পারে না। শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

যথা প্রকট-লীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্য-লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বন-গোষ্ঠয়োঃ ॥
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর-বিঘাতনং ॥

পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজ-প্রিয়ং ॥

অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলার কাহিনী পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার অপ্রকট-লীলাতেও তথায় নিত্য সেই সমস্ত লীলা-বিলাসই হইতেছে; কেবল অসুর-বিনাশ সেখানে নাই, নতুবা তিনি প্রত্যহ সখাগণ সহ বনে গমনাগমন, গোষ্ঠ-লীলা ও গোচারণ করিতেছেন; তথায় এই পরকীয়াভিমানিনী ব্রজসুন্দরীগণ বিরাজমান রহিয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত প্রিয়তমাগণ তাঁহার সহিত নিত্যই গোপন-ভাবে বিহার করিতেছেন।

এই পরকীয়া লীলা যদি নিত্য না হইত, তাহা হইলে কেন মহা মহা পণ্ডিতগণ, মহা মহা ভাগবতগণ, মহা মহা সাধুগণ অদ্যাবধিও শ্রীকৃষ্ণের এই পরকীয়া ব্রজলীলার উপাসনা করিতেন এবং সিদ্ধদেহে গোপকিশোরী-রূপে উহা পাইবার জন্য এত লালায়িত হইতেন, কেনই বা উহা পাইবার বাসনায় তাঁহারা এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও উহার সাধনা করিতেন? পরকীয়া লীলা অনিত্য হইলে ত, এই লীলা যাঁহাদের প্রাণধন সেই সমস্ত বৈষ্ণব-মহাত্মাগণের সমস্ত ভজন সাধন যে একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়, কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাঁহারা ত অদ্যাবধিও এই পরকীয়া লীলায় স্থান পাইবার জন্য লালায়িত; সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই পরকীয়া লীলা এখনও সেইরূপ ভাবেই চলিতেছে; অতএব ইহার নিত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন :—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর-রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, শ্রীগৌর-লীলা হইতেছেন নিত্য।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নিত্যতা সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা প্রযোজ্য। শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা স্বরূপতঃ অভেদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদীয় পার্ষদ ও অনুগত গোস্বামিপাদগণ, এই পরকীয়া ভাব সমধিক মধুর ও নিত্য বলিয়া, এই পরকীয়া ভাবেরই উপাসনা-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। ঐ গোস্বামিপাদগণ নিজেও এই পরকীয়া ভাবে উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পরকীয়া ভাব অতি মধুর, মধুর হইতেও সুমধুর, ইহার মাধুর্য্যের তুলনা নাই; স্বকীয়া ভাব-মাধুর্য্য এই পরকীয়া ভাব-মাধুর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া স্বতঃই মস্তক অবনত করে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ।।

এই পয়ার দেখিলেই মনে হইতে পারে যে, "শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট লীলায় যোগমায়ার প্রভাবেই পরকীয়া-ভাবে লীলা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে স্বকীয়া।" পরন্তু একটু নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই এই পয়ারের অর্থ এইরূপ বোধগম্য হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"অপ্রকট ব্রজ-লীলায় যোগমায়ার প্রভাবে আমার প্রতি গোপীগণের যেরূপ 'উপপতি অর্থাৎ পরকীয়া-ভাব' বিদ্যমান রহিয়াছে, প্রকট ব্রজলীলাতেও যোগমায়া নিজ-প্রভাবে আমার প্রতি গোপীগণের ঠিক তদ্রূপ পরকীয়া ভাবই বিস্তার করিয়া লীলা করাইবেন" এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। আর ইহার ঠিক পূর্ব্বের পয়ারে বলিয়াছেন ঃ—

বৈকুণ্ঠাদ্যে যে যে লীলার নাহিক প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥

এতদ্দ্বারা ইহাই স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—বৈকুণ্ঠাদি ধামে অত্যদ্ভুত পরকীয়া লীলার অস্তিত্ব নাই, তথায় কেবল স্বকীয়া; কিন্তু

আমার অপ্রকট ব্রজে যে চমৎকার পরকীয়া লীলা রহিয়াছে, পরন্তু বৈকুণ্ঠাদি ধামে যাহার অস্তিত্ব নাই, সেই পরকীয়া লীলাই প্রকট করিব।

আবার বলিতেছি, এই পরকীয়া ভাবকে স্বকীয়া প্রমাণ করিতে যাইবার কি প্রয়োজন, যেহেতু পরকীয়া ভাব অন্য সকলের পক্ষে দূষণীয় হইলেও, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নহে ; তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এবং তাঁহার ইচ্ছা কখনও অসৎ হইতে পারে না ; তিনি হইতেছেন সর্ব্বনিয়ন্তা, কিন্তু তিনি স্বয়ং কোনও নিয়মের অধীন নহেন। অপিচ, গোপীগণের অন্তরে কামের লেশমাত্র নাই ; তাঁহাদের হৃদয় কেবল প্রেমে পরিপূর্ণ, সেখানে কামের স্থান কোথায় ? তাঁহাদের এই প্রেমই কাম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীগৌতমীয়-তন্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

প্রেমৈব গোপ-রামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-প্রিয়াঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীব্রজরমণীগণের প্রেমই কাম বলিয়া কথিত হয়, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ সহ তাঁহাদের বিলাস কাম-জনিত নহে, উহা প্রেম-জনিত। এই নিমিত্ত উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় ভক্তগণ এই প্রেম পাইবার জন্য বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

গোপীদিগের কোন কার্য্যই নিজ-সুখের জন্য নহে, সমস্তই কৃষ্ণ-সুখের জন্য—এমন কি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সঙ্গম পর্য্যন্তও নিজ-সুখের জন্য নহে, উহাও কৃষ্ণ-সুখের জন্য। সুতরাং তাঁহাদের কাম সর্ব্বতোভাবে স্বসুখ-বর্জ্জিত বলিয়া উহা 'কাম' নহে, উহা হইতেছে—'প্রেম'।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম—কভু নহে কাম ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে কহি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥

কামের তাৎপর্য্য নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল ॥
বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম লোকধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ-সুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ-পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥
অতএব 'কাম' 'প্রেম' বহুত অন্তর।
'কাম'—অন্ধ-তমঃ, 'প্রেম'—নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম-গন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥
আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥

কোন্ রমণী নিজের বিন্দুমাত্র সুখের বাসনা না করিয়া পুরুষের সেবা করিতে সমর্থ হয়? কোনও স্ত্রীলোকই স্বসুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নিজ-পতির বা পরপুরুষের সেবা করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের বাসনা—'কাম'; কিন্তু ব্রজগোপীগণ স্বসুখাভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণ-সুখাভিলাষেই কৃষ্ণের সেবা করেন বলিয়া, তাঁহাদের বাসনা হইতেছে—'প্রেম'। এই কামগন্ধ-বর্জ্জিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবা কোনও প্রকারে দূষণীয় হইতে পারে না।

শ্রীব্রজদেবীগণ সকলেই হইতেছেন সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীব্রজদেবীগণে কোনও ভেদ নাই। সুতরাং এই অভেদত্ব প্রযুক্তও, পরকীয়া ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সহ বিলাসে তাঁহাদের কোনও দোষ স্পর্শিতে পারে না।

অতএব বুঝা গেল যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই পরকীয়া লীলা কিছুমাত্র দূষণীয় নহে, কিন্তু পরকীয়া ভাব অন্য সকলেরই পক্ষে অতীব দোষাবহ।

গোবিন্দ ....রয়=শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং যেমন সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার কর-চরণাদি প্রতি অঙ্গও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার সর্ব্ব শরীরই সচ্চিদানন্দময়, সুতরাং তাঁহার শরীর নিত্য; জীবের শরীর প্রাকৃত উপাদানে গঠিত হওয়ায়, উহা নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য, কিন্তু শ্রীগোবিন্দের শরীর অপ্রাকৃত উপাদানে গঠিত হওয়ায়, উহা হইতেছে নিত্য—উহার বিনাশ নাই; উহাতে জরা, ব্যাধি, শোক, মোহ, তাপ, কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি জড়ীয় শরীরের যন্ত্রণাময় কোন ধর্ম্মই বিদ্যমান নাই, পরন্তু উহা সর্ব্ব সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ। জীবের শরীর হইতেছে জড়ীয় অর্থাৎ ইহা জরা, ব্যাধি মৃত্যু, শোক, মোহাদি সমস্ত জ্বালাময় ধর্ম্মেরই বশীভূত, সুতরাং ইহা অনিত্য; কিন্তু শ্রীগোবিন্দের শরীর হইতেছে নিত্য এবং তাঁহার সেবক অর্থাৎ নিত্য-পরিকরগণের শরীরও হইল তদ্রূপ নিত্য। তদীয় ধাম শ্রীবৃন্দাবন হইতেছে পরম জ্যোতির্ম্ময়। এই ব্রজধাম সাধারণ দৃষ্টিতে অন্যান্য স্থানের ন্যায় মায়িক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, ফলতঃ ইহা মায়িক নহে, ইহাও গোবিন্দ-শরীরের ন্যায়ই নিত্য। এই রত্নময় ভূমি শিবলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত দেবলোক, এমন কি অযোধ্যাদি সমস্ত বৈকুণ্ঠ-ধাম ও পরব্যোম অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠ-ধামাদি পর্য্যন্তও সর্ব্বলোকের উপরি অধিষ্ঠিত। এই অপ্রাকৃত চিন্ময় ধাম প্রাকৃত নয়নে সাধারণ স্থানের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহার অধিপতি শ্রীকৃষ্ণও যেমন নিত্য, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহও যেমন নিত্য, এই ভূমিও তদ্রূপ নিত্য, এই ভূমির তরু-লতা প্রভৃতি সমস্ত পদার্থও তদ্রূপ নিত্য। এখানকার তরুলতাগণ চন্দ্র-কিরণের ন্যায় সুশীতল, যাঁহাদের আশ্রয়ে প্রাণ জুড়াইয়া যায়; সমস্ত তরুলতাই কল্পতরুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ সমস্ত তরুলতাই হইতেছেন কল্পতরু এবং ইঁহারা ছয়

গোবিন্দ আনন্দময় নিকটে বনিতাচয়
বিহরে মধুর অতি শোভা।
ব্রজপুর-বনিতার চরণ-আশ্রয় সার
কর মন একান্ত করি লোভা ॥ ৬১ ॥

ঋতুতেই অর্থাৎ চিরদিনই সমানভাবে ফল-ফুলে সুসজ্জিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ সামান্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, যথা ঃ—

প্রকৃতির পর পরব্যোম নাম ধাম।
কৃষ্ণ-বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুনবান্ ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণ-লোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু-সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায় ॥
চিন্তামণি-ভুমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্ম-চক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম ॥
প্রেম-নেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপী-সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥

ধন্য লীলারস-ধন রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ
ভাব মন এক-চিত্ত হ'য়ে।
অন্য বোল গণ্ডগোল না শুনিহ উতরোল
রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়ে ॥ ৬২ ॥

(শ্রীবৃন্দাবন-ধামের কিঞ্চিৎ বিবরণ এই গ্রন্থের "শ্রীবৃন্দাবন-ধামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা" প্রবন্ধে এবং "শ্রীনন্দনন্দন-ভগবদ্ধ্যান-বিধি" প্রবন্ধে ও তাহার বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য।)

শীতল-কিরণ-কর = শীতল-কিরণ অর্থে চন্দ্র, তাহার কর, অর্থাৎ কিরণ; চন্দ্রের কিরণ।

৬১। শ্রীগোবিন্দ হইতেছেন আনন্দময় বিগ্রহ; আর সেই পরমানন্দময় শ্রীগোবিন্দের চতুষ্পার্শ্বে ব্রজবিলাসিনীগণ পরমানন্দে বিহার করিতেছেন; আহা মরি! সে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। সেই ব্রজ-ললনাগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ ও সার পদার্থ; রে মন! তুমি অনন্য-লোলুপ হইয়া সেই ব্রজগোপীগণের চরণ আশ্রয় কর। ইহাই হইতেছে রাগমার্গে ভজনের অপরিহার্য্য অবলম্বন এবং প্রকৃষ্ট ও প্রধান সোপান।

৬২। উতরোল = উচ্চ শব্দ; গণ্ডগোল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস-সম্পত্তির জয় হউক; ত্রিভুবনে এরূপ অমূল্য সম্পত্তি আর কুত্রাপি নাই, সুতরাং ধন্য এই অমূল্য ধন—ধন্য, ধন্য, পরম ধন্য; হে মন! এই ধন পাইবার জন্য তুমি অতি যত্নে একান্ত-চিত্তে কেবলমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিন্তা কর। অন্যে ইহা ব্যতীত যে যাহা কিছু করিতে বলে, সেই সমস্ত কথা কেবল গণ্ডগোল বলিয়াই জানিবে; সে সব গণ্ডগোলের কথায়, সে সমস্ত বাজে কথায় তুমি কদাচ কর্ণপাত করিও না, সে সব কথা তুমি একেবারেই গ্রাহ্য করিও না। তুমি শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করিয়া

পাপ-পুণ্যময় দেহ সকলি অনিত্য এহ
ধন জন সব মিছা ধন্ধ।
মরিলে যাইবে কোথা ইহাতে না পাও ব্যথা
তবু কার্য্য কর সদা মন্দ ॥ ৬৩ ॥
রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই পরম ঈশ্বর সেই
তাঁরে মন সদা কর ভয় ॥ ৬৪ ॥
পাপে না করিহ মন অধম সে পাপী জন
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য সে সুখের ধাম তার না লইও নাম
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি ॥ ৬৫ ॥

রাখ, প্রেম ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোনও পদার্থ অবস্থান করিতে দিও না, তোমার হৃদয় যেন কেবল প্রেমে গরগর করিতে থাকে।

৬৩-৬৫। অনিত্য—নশ্বর, অস্থায়ী। ধন্ধ—ধাঁধা।

রাগানুগামার্গের ভজনে দেহাদির অনিত্যতা-বোধ ভজনের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই হইয়া থাকে, তথাপি শ্রীঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে রাগমার্গে ভজনের উপদেশ দিয়াও আবার দেহাদির অনিত্যতার কথা বলিতেছেন কেন? ইহার কারণ এই যে, সাধকের প্রথমাবস্থায় দেহ ও ধন-জন-স্ত্রী-পুত্রাদিতে স্বভাবতঃই আসক্তি থাকে, কিন্তু এ সমস্ত যে অনিত্য, তাহা সম্যক্ বোধ না হইলে, তদ্বিষয়ে আসক্তি দূরীভূত হয় না; তন্নিমিত্ত শ্রীঠাকুর-মহাশয় দেহাদির অনিত্যতার কথা উল্লেখ করিয়া ভক্তগণকে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন। সাধক-হৃদয়ে প্রথমেই ভক্তির উদ্রেক হয়, কিন্তু তদবস্থায় দেহ ও সংসারাদিতে আসক্তি বশতঃ চিত্তে নানারূপ মালিন্য বিদ্যমান থাকে, পরে ভজন করিতে করিতে তৎপ্রভাবে ঐ

সমস্ত দূরীভূত হয়। কেহ কেহ বলেন, আগে চিত্ত-শুদ্ধি, পরে ভক্তি ; কিন্তু এ কথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ; পরন্তু প্রথমেই ভক্তির অংকুর হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ভক্ত্যঙ্গ সমূহের যাজন করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলে চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হইয়া থাকে। পরন্তু প্রথমে ভক্তি না হইলে কেহ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে যায় না ; অনন্তর কৃষ্ণনাম করিতে করিতে চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন ঃ—

পানেন তে দেব ! কথা-সুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধ-ভক্ত্যা বিষদাশয়া যে।
বৈরাগ্য-সারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যং ॥

অর্থাৎ দেবগণ স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে দেব ! তোমার কথামৃত পান দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ভক্তি বশতঃ যাঁহাদিগের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা বৈরাগ্য-সার জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিতে ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণকথা-শ্রবণ দ্বারা ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় ; তাহা হইলে প্রথমেই অন্তরে ভক্তির লেশ থাকে বা জন্মে, তন্নিমিত্ত কৃষ্ণকথা-শ্রবণে রুচি হয় এবং তৎপরে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে ঐ ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল করে, অনন্তর বৈরাগ্য লাভ হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও বলিতেছেন ঃ—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ

অর্থাৎ এতদ্দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, প্রথমে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়; শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস বা প্রকারান্তরে ভক্তিকেই বুঝায়। শ্রদ্ধা হইলে তৎপরে সাধুসঙ্গ হয় অর্থাৎ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা-শিক্ষাদি লাভ হয়; তৎপরে ভজন-ক্রিয়া হইতে থাকে; অনন্তর এই ভজন-কার্য্য দ্বারা সর্ব্ববিধ অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। পরন্তু প্রথমে ভক্তি না হইলে কেহ ভজন করিতে যায় না; সুতরাং আগে ভক্তি, তার পর ভজন এবং তৎপরে সেই ভজনের ফলে অনর্থ-নিবৃত্তি অর্থাৎ চিত্তের সর্ব্ববিধ মলিনতা ও সর্ব্ববিধ বিঘ্ন-বিনাশ হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ ঠাকুর-মহাশয়ও এই "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ—

প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মন-শুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা

এতদ্দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, আগে ভক্তি, তার পর চিত্ত-শুদ্ধি।

আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টান্তেও প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি, কোন ব্যক্তিও প্রথমে চিত্ত নির্ম্মল করিয়া লইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন না; সকলেই প্রথমে অন্ততঃ কণামাত্র ভক্তি লাভ করিয়াও ভজনে প্রবৃত্ত হন; তদবস্থায় তাঁহার চিত্তে স্বতঃই অশেষবিধ মালিন্য বিদ্যমান থাকে; অনন্তর ভজন করিতে করিতে যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আইসে। ইহা আমরা প্রতিনিয়তই দৃষ্টি-গোচর করিতেছি এবং ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। 'আগে চিত্ত শুদ্ধি, পরে ভক্তি' ইহা বলিলে এই হয় যে, চিত্তশুদ্ধিও কোনও কালে হয় না, ভক্তিলাভও কোনও কালে হয় না—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সমূহের যাজন ব্যতীত চিত্ত-শুদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং চিত্ত-শুদ্ধির প্রথম এবং প্রধান সোপান হইতেছে ভক্তি।

'দেহাদি সমস্তই অনিত্য' এই বোধ না হইলে, তাহাতে আসক্তি বশতঃ রাগানুগা ভজনে রতি দৃঢ় হয় না, তন্নিমিত্ত ইহাদের অনিত্যতার কথা হৃদয়ে জাগাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীঠাকুর-মহাশয় বলিতেছেন ঃ—

পাপময় দেহও অনিত্য, পুণ্যময় দেহও অনিত্য, যেহেতু পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মেরই ফল-ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু দ্বারা দেহের ধ্বংস ও নূতন দেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া জন্ম মৃত্যু রহিত করিয়া দেয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, ধন-সম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্র-পরিবারাদি সমস্তই মিথ্যা ধাঁধা মাত্র; আমরা কেবল মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সত্য-জ্ঞানে তাহাতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছি; কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম একান্ত-ভাবে আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে থাকেন, এই মোহ তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না, আর যাঁহারা কৃষ্ণ ভুলিয়া যান, তাঁহারাই অনিত্যে নিত্য জ্ঞান করতঃ, এই সমস্ত অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া, বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। তুমি প্রতিনিয়তই চোখের উপর দেখিতে পাইতেছ, মরিয়া মরিয়া কে কোথায় চলিয়া যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই, তুমিও মরিয়া ঐরূপ কোথায় চলিয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই, তথাপি তুমি সর্ব্বদাই অসৎ কর্ম্ম করিতেছ এবং এইরূপে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি বশতঃ ক্রমাগতই আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছ। রাজার যে এহেন সুবিশাল রাজ্য, যাহার সাজপাট দেখিলে মনে হয়, ইহার কদাচ ধ্বংস হইবে না, কিন্তু তাহাও দেখ রঙ্গভুমির অভিনয় মাত্র, এই আছে এই নাই; অভিনয় হইয়া গেলে যেমন কে কোথায় চলিয়া যায়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ, যেন ভোজবাজির খেলা। সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছ এবং শুনিতেও পাইতেছ কত কত রাজ্য ধ্বংস হইয়া দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া যাইতেছে; সুতরাং এত বড় রাজ্যপাটও যখন অনিত্য, তখন অন্য পরের কা কথা। অতএব হে মন! যাঁহার মায়ায় এইরূপ স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াদি অনিত্য বস্তুতে নিত্য-বোধ ঘটাইতেছে, তিনি হইলেন পরমেশ্বর, তাঁহাকে সর্ব্বদাই ভয় কর, কারণ তাঁহাকে ভয় করিলে, তোমার আর অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে না; কথায় বলে, ভয়ে ভক্তি—ভয় হইতে তাঁহাতে তোমার ভক্তির উদয় হইবে, তখন তুমি তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়

করিবে, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে এই মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

শাস্ত্র-সাধু-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগীতায় বলিতেছেন ঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী মায়া কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, এই মায়ার হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই ; তবে কেবল যাহারা অকপট-চিত্তে একান্তভাবে আমার শরণাগত হয়, তাহারাই এই মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে—মায়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায়।

রাগমার্গে ভজন করিতে থাকিলে মায়ার বন্ধন স্বতঃই শিথিল হইয়া যায়, তথাপি শ্রীঠাকুর-মহাশয় পূর্ব্বে রাগমার্গে ভজনের উপদেশ দিয়া আবার মায়ার আক্রমণ সম্বন্ধে বলিতেছেন কেন, ইহার ত কোনও প্রয়োজন নাই ? পরন্তু ইহার কারণ এই যে, শ্রীভগবানের এই মায়ার ঈদৃশ প্রভাব, এই মায়া এরূপ সুদুস্তর যে, রাগানুগা মার্গের সাধকও, পাছে যদি বিষয় বা বিষয়ীর সঙ্গ বশতঃ, দৈবক্রমে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হন, তন্নিমিত্ত বিশেষ-ভাবে সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে এতৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া উপদেশ দিতেছেন।

হেন মায়া ····· ভয়=যিনি সকলকে এরূপ মিছা মায়ায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই হইতেছেন পরম ঈশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বর কে ? না, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সেই পরমেশ্বর ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেনঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং--

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণং॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরমেশ্বর; তাঁহার তনু সচ্চিদানন্দময়; তিনি হইতেছেন শ্রীগোবিন্দ; তিনি সকলের আদি, কিন্তু স্বয়ং অনাদি; তিনি সকলেরই মূল।

এই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই ভয় কর, ভয়ে ভয়ে একমাত্র তাঁহারই শরণাগত হও, তাহা হইলে তাঁহাতে তোমার ভক্তি অব্যাহত থাকিবে এবং সেই ভক্তির প্রভাবেই মায়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিবে।

পাপে ······ করি = শ্রীঠাকুর-মহাশয় ঐরূপে আরও বলিতেছেন, হে মন! পাপ-কার্য্যে আস্থা করিও না, পাপি-লোক অত্যন্ত অধম, তাহার সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে, তাহার ছায়া পর্য্যন্তও স্পর্শ করিও না; অপিচ স্বর্গ-সুখাদি মহাসুখের আশ্রয়ভূত যে পুণ্যকর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক্, তাহার নাম পর্য্যন্তও লইও না; এখন কথা হইতেছে এই যে, যে স্বর্গসুখ-ভোগের জন্য লোকে দান-ব্রতাদি কত পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, শ্রীঠাকুর-মহাশয় সেই পুণ্য কার্য্য করিতে কেন নিষেধ করিতেছেন? ইহার কারণ এই যে, পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানেও ভোগাবসানে পুনঃ পতন ও জন্মগ্রহণ ত আছেই, তদ্ভিন্ন এই সমস্ত কার্য্যে আসক্তি বশতঃ কৃষ্ণভক্তির বিশেষ হানি হইয়া থাকে। রাগমার্গের ভজনে এক কৃষ্ণকার্য্য ব্যতীত আর কোনও কার্য্যই নাই। শ্রীঠাকুর-মহাশয় পুণ্যকে ত্যাগ করিতে ত বলিতেছেনই, আবার যে মুক্তি পাইলে লোকে কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, যাহা পাইবার জন্য মুনিগণ কত কঠোর তপস্যা করিতেছেন, যাহার জন্য জ্ঞানিগণ সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞান-চর্চ্চায় জীবনপাত করিতেছেন, যে মুক্তি লাভ করা লোকে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে, যে মুক্তি লাভ করিতে পারিলে জীবের শোক, তাপ, জরা, ব্যাধি,

জন্ম-মৃত্যু রহিত হইয়া যায়, এবম্বিধ মুক্তিকেও শ্রীঠাকুর-মহাশয় যেন ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, মুক্তি পাইলে জীব ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাতে তাহার ভোগাবসান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যে আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, তাহার নিকট মুক্তি ত অতি তুচ্ছ কথা! শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় যে কি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহা একমাত্র ভক্তেই বুঝিতে পারেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ তদীয় দাস হইয়া তাঁহার সেবা করা ভিন্ন মোক্ষ প্রভৃতি কোনও প্রকার নির্ব্বাণ কামনা করেন না। যে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দকেও শাস্ত্রে চন্দ্রের নিকট খদ্যোত বা জোনাকী পোকা এবং সিন্ধুর নিকট জল-বিন্দুর ন্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ—

কৃষ্ণ-প্রেমামৃত হয় যে আনন্দ-সিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দ তার কাছে নহে এক বিন্দু॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এহেন প্রেমানন্দকেও ভক্তগণ কৃষ্ণ-সেবানন্দের অপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ করিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেঃ—

নিজ-প্রেমানন্দে যবে কৃষ্ণ-সেবা বাধে।
সে আনন্দোপরি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

অতএব কৃষ্ণ-সেবানন্দের নিকট কৃষ্ণ-প্রেমানন্দও যখন হীন, তখন তাহার সহিত মুক্তি বা স্বর্গসুখাদির ত একেবারে তুলনাই হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

অর্থাৎ কপিলদেব স্বীয় জননী শ্রীদেবহূতিকে বলিতেছেন, হে মাতঃ! সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য্য),

প্রেমভক্তি সুধানিধি   তাহে ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষারনিধি-প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে   সকল সন্তাপ যাবে
পরতত্ত্ব কহিল উপায় ॥ ৬৬ ॥

সামীপ্য (আমার নিকটে বাস), সারূপ্য (আমার সমান রূপ) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য (আমাতে লীন হওয়া)—এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি দিতে চাহিলেও, ভক্তেরা একমাত্র আমার সেবা ব্যতীত ঐ সমস্ত কিছুই গ্রহণ করে না—তাহারা অন্য আর কিছুই চায় না, কেবলমাত্র আমার সেবাই চাহিয়া থাকে।

পুণ্য ও মুক্তি দুইই ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, কেননা লোকে সুখ-ভোগেচ্ছায় পুণ্য কার্য্য করিয়া থাকে এবং আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবারণের ইচ্ছায় মুক্তি কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু মনে যদি এই সমস্ত ইচ্ছার উদয় হয়, তাহা হইলে ভজন সাধন করা সত্ত্বেও, কৃষ্ণ-প্রেমের সঞ্চার হয় না, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম নাহি উপজয়॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভোগ ও মুক্তি-লাভের বাসনা-রূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ সেই হৃদয়ে কি প্রকারে ভক্তি-সুখের উদয় হইতে পারে?

৬৬। প্রেমভক্তি হইতেছে অমৃতময় সমুদ্র, ইহাতে নিরন্তর ডুবিয়া থাক অর্থাৎ নিরন্তর এই প্রেমভক্তির অনুশীলন কর; প্রেমভক্তি ব্যতীত অন্য আর যাহা কিছু অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি অন্য যাহা কিছু—এমন কি

অন্যের পরশ যেন নাহি হয় কদাচন
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ-নাম-গান এই সে পরম ধ্যান
আর না করিহ পরমাণ।। ৬৭ ।।
কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা-ভক্ত না হইবে অনুরক্ত
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজ-জনের যেই মত তাহে হবে অনুগত
এই যে পরম তত্ত্ব-ধন।। ৬৮ ।।

বৈধী মার্গ পর্য্যন্তও—সমস্তই লবণ-সমুদ্রের তুল্য বিস্বাদ। এই প্রেমভক্তি-রূপ অমৃতময় সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিলে তোমার সকল দুঃখ দূরীভূত হইবে ও অবিরাম পরমানন্দ উপভোগ করিবে। ইহাই হইতেছে পরমতত্ত্ব; পরমতত্ত্ব বা পরতত্ত্ব অবগত হইবার এই প্রশস্ত পথ বলিয়া দিলাম।

৬৭। প্রেমভক্তির অনুশীলন ব্যতীত যেন জ্ঞান, কর্ম্ম, তপ, যোগ বা বিষয়াদি অন্য কোনও পদার্থের প্রসঙ্গ করিও না, বা তাহাতে যেন কদাচ আসক্তি না হয়, তাহাদের নাম-গন্ধ পর্য্যন্তও লওয়া না হয়, এ বিষয়ে সর্ব্বদাই বিশেষরূপে সতর্ক থাকিবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে যে পরম ধ্যান-স্বরূপ, এই কথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; ইহার সত্যতা অবধারণের জন্য আর কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যাইও না।

৬৮। কর্ম্মী=কামনার বশবর্ত্তী হইয়া দান, ব্রতাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির নাম কর্ম্মী; কিন্তু শ্রীভগবৎকর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাগণ কর্ম্মী মধ্যে গণ্য নহেন।

জ্ঞানী=যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারাই হইলেন জ্ঞানী; কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনকারী ভাগবতগণ জ্ঞানী মধ্যে গণ্য নহেন।

প্রার্থনা করিবে সদা শুদ্ধ-ভাবে প্রেম-কথা
নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
একান্ত করিয়া মন ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ
গ্রন্থি-পাপ হবে পরিচ্ছেদ ॥ ৬৯ ॥

এইরূপ কর্ম্মী ও জ্ঞানী ব্যক্তিতে কদাচিৎ ভক্তির চিহ্ন দেখিলেও, তাহা মিছা-ভক্তি বলিয়া জানিবে, কেননা তাহা নিষ্কাম বা বিশুদ্ধ ভক্তি নহে ; সুতরাং এই সমস্ত মিছা-ভক্তে আসক্ত হইও না। কেবল বিশুদ্ধ ভজনের প্রতি মনোযোগ করিবে। বিশুদ্ধ ভজন-প্রণালী যে কিরূপ, তাহা পূর্ব্বে ১১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত দাগের ত্রিপদীগুলিতে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীব্রজপরিকরগণের যেরূপ ভক্তির রীতি বা ভাব, কেবল তাহারই অনুগত হইয়া চলিবে।

৬৯। শুদ্ধভাবে = নির্ম্মলচিত্তে অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া।

কৃষ্ণ-নাম ও কৃষ্ণ-মন্ত্রে কোনও ভেদ নাই ইহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্ব্বদাই অতি দৈন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিবে, এবং নির্ম্মলচিত্তে অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমকথার আলোচনা করিবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমকথানুশীলনে পাছে কামোদ্রেক হয়—তাহা হইলেই ত একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে, সুদুর্ল্লভ ভক্তি-ধন হইতে বঞ্চিত হইয়া মহাপাপ ও মহা অপরাধে অভিভূত হইতে হইবে—তন্নিমিত্ত শ্রীঠাকুর-মহাশয় শুদ্ধ-ভাবে অর্থাৎ কাম-শূন্য চিত্তে প্রেমকথালাপ করিতে বলিয়া, অতি চতুরতার সহিত ভক্তগণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

একান্ত করিয়া মন = অন্য কোনও বিষয়ে মন না দিয়া একাগ্র-চিত্তে। গ্রন্থিপাপ = অনাদিকাল কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের অনাদি-কালার্জ্জিত হৃদয়-সংলগ্ন পাপ ; এই পাপে জীবের অসদ্বুদ্ধি আনয়ন করে।

হবে পরিচ্ছেদ = ছিন্ন হইবে, দূরীভূত হইবে।

রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ ভরসা করিয়া মন
কমল বলিয়া হৃদে লও।
গাইয়া তাঁদের গুণ হৃদে করি আন্দোলন
পরম আনন্দ সুখ পাও ॥ ৭০ ॥
হেমগিরি-তনু রাই আঁখি দরশন চাই
রোদন করিয়ে অভিলাষে।
জলধর ঢর ঢর অঙ্গ অতি মনোহর
রূপেতে ভুবন পরকাশে ॥ ৭১ ॥
সখীগণ চারি পাশে সেবা করে অভিলাষে
পরম সে সেবা সুখ ধরে।
এই মনে আশা মোর ঐছে রসে হঞা ভোর
নরোত্তম সদাই বিহরে ॥ ৭২ ॥

৭০। কমল = পদ্ম। আন্দোলন = অনুশীলন, চর্চ্চা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ আমার একান্ত ভরসা ; সেই চরণ কি মনোহর, কি মধুর—যেন বিকশিত পদ্মের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে। হে মন! সেই শ্রীচরণ একান্ত ভরসা করিয়া পদ্ম বলিয়া হৃদয়ে ধারণ কর, হৃদয় জুড়াইয়া যাক্। তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়া এবং হৃদয়ে তাঁহাদের গুণাবলীর অনুশীলন ও চিন্তা করিয়া পরমানন্দ-সুখ-সাগরে নিমগ্ন হও।

৭১-৭২। আমার রাই হইতেছেন যেন একটী সোণার পর্ব্বত, আর শ্যামের মনোহর অঙ্গ-কান্তি যেন নব-জলধরের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে ; দুই জনের রূপে ত্রিভুবন আলোকিত করিয়াছে ; আমার নয়ন সেই রূপ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে এবং উহা দেখিবার বাসনায় আমি আকুল-প্রাণে ক্রন্দন করিতেছি। তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে সখীগণ প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতেছেন, আহা

রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান স্বপনে না বল আন
প্রেম বিনা আন নাহি চাও।
যুগল-কিশোর-প্রেম যেন লক্ষবাণ হেম
আরতি-পিরীতি রসে ধ্যাও ॥ ৭৩ ॥
জল বিনু যেন মীন দুঃখ পায় আয়ুহীন
প্রেম বিনু সেইমত ভক্ত।
চাতক-জলদ-গীত এমতি প্রেমের রীতি
জানে সেই যেই অনুরক্ত ॥ ৭৪ ॥

মরি! সে সেবায় তাঁহারা কি পরমানন্দই লাভ করিতেছেন! অনন্তর শ্রীঠাকুর মহাশয় অতি দৈন্য সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন যে, আমার মনে বড় আশা হইয়াছে, ঐ সেবানন্দ-রসে বিভোর হইয়া, সর্ব্বদাই যেন সখীগণের অনুগতা-রূপে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া, ঐরূপে সেবার কার্য্য করতঃ কালাতিপাত করিতে পারি।

৭৩। হে মন! তুমি সর্ব্বদাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্তা কর, এমন কি স্বপ্নেও যেন আর অন্য কিছু চিন্তা করিও না, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করিও না।

যুগল········ ধ্যাও = হে মন! শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম হইতেছে লক্ষবাণ সুবর্ণের ন্যায় সুনির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল; তুমি অত্যন্ত কাতর-ভাবে ও পরম প্রীতি সহকারে, সেই প্রেম-রত্ন লাভ করিবার জন্য, অনুক্ষণ তাহারই চিন্তা করিতে থাক।

৭৪। জলের অভাবে মৎস্যগণ আয়ুহীন হইয়া যেমন ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, হৃদয়ে প্রেমের অভাব হইলে ঐকান্তিক ভক্তগণও তদ্রূপ ব্যাকুল হইয়া উঠেন। চাতক যেমন পিপাসায় কাতর হইলে, প্রাণান্তেও মেঘের জল ভিন্ন অন্য

মকরন্দ ভ্রমর যেন চকোর চন্দ্রিকা তেন
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি।
অন্যত্র না চলে মন যেন দরিদ্রের ধন
এইমত প্রেমভক্তি-রীতি ॥ ৭৫ ॥

বিষয় গরলময় তাহে মান সুখচয়
সে না সুখ দুঃখ করি মান।
গোবিন্দ-বিষয়-রস সঙ্গ কর তাঁর দাস
প্রেমভক্তি সত্য করি জান ॥ ৭৬ ॥

কোনও জলই পান করিতে চায় না, ঐকান্তিক ভক্তগণও তদ্রূপ শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা ভিন্ন অন্য আর কিছুই চান না ; ইহাই হইতেছে প্রেমের রীতি অর্থাৎ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে ভক্ত এই রীতি অবগত আছেন, তিনি প্রেম-সেবা লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক ভজনে আসক্ত হইয়া থাকেন।

৭৫। মকরন্দ = মধু। চন্দ্রিকা = চন্দ্রের সুধা ; জ্যোৎস্না।

ভ্রমর কেবল পুষ্পের মধু পান করিবার জন্যই ব্যাকুল ; চকোর কেবল চন্দ্রের সুধা পান করিবার জন্যই ব্যগ্র। পতিব্রতা স্ত্রীলোক কেবল পতিসেবার জন্যই উৎকণ্ঠিত ; দরিদ্রের চিত্ত ধন হইতে অন্যত্র বিচলিত হয় না ; এই সকলের চিত্ত যেরূপ স্ব স্ব প্রিয় বস্তু হইতে কদাচ অন্যত্র বিচলিত হয় না, প্রেমভক্তির রীতিও ঠিক তদ্রূপ—প্রেমপিপাসু ভক্তের চিত্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ-চরণ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না, তাঁহার চিত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা ব্যতীত আর কিছুই চায় না—ইহাই হইতেছে প্রেমভক্তির নিয়ম।

৭৬। গরলময় = বিষময়।

বিষয় হইতেছে বিষে পরিপূর্ণ ; সেই বিষয়োপ-ভোগ সুখের বলিয়া মনে করিতেছ, কিন্তু সেই সুখভোগ যে দুঃখেরই কারণ, তাহা একবারও ভাবিতেছ

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট
গুণেহিঁ বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ-বিমুখ জনে স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥ ৭৭ ॥
অজ্ঞান অভাগা যত নাহি লয় সত-মত
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন জগ মাঝে সেই দীন
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥ ৭৮ ॥

না ; বিষয়োপভোগ আপাততঃ সুখের বোধ হইলেও, পরিণামে যে উহা তোমাকে নরকে ডুবাইয়া বিষম দুঃখ দিবে, তাহা একবারও চিন্তা করিতেছ না ; বিষয়-ভোগে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছ এবং তজ্জন্য হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়াছ। অতএব হে আমার প্রিয় ভক্তগণ ! এখনও বলিতেছি, এখনও সাবধান করিয়া দিতেছি, অনিত্য বিষয়-সুখের উপভোগে মত্ত না হইয়া শ্রীগোবিন্দসেবা-বিষয়াত্মক অপ্রাকৃত প্রেমরসোপভোগে রত হও অর্থাৎ তুচ্ছ বিষয়-সেবা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-বিষয় শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম প্রেমভক্তি সহকারে সেবা করিতে করিতে পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাক। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রেম-ভক্তিই হইতেছে যে একমাত্র সত্যবস্তু, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিও।

৭৭। স্থানে স্থানে এমন পাষণ্ড আছে, যাহারা কৃষ্ণ-ভক্তের প্রেমাচরণ দেখিয়া ক্রোধান্বিত হয় ; তাহারা কৃষ্ণ-ভক্তগণের প্রেমানন্দ-সম্ভূত কম্প, অশ্রু, হাস্য, রোদন প্রভৃতি প্রেম-বিকারাত্মক গুণ সকলকে দোষ বলিয়া গ্রহণ করে ; সেই সমস্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ পাষণ্ডের চিত্তে এই প্রেমভক্তি-ধন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না ; সুতরাং তাহারা এই অমূল্য নিধির মূল্য বুঝিতে সমর্থ হয় না, এই অপার্থিব ধনের আদর তাহারা জানে না, তাহারা ইহাকে অতি তুচ্ছ পদার্থ বলিয়াই মনে করে।

৭৮। অজ্ঞান = যে ব্যক্তি কেবল বিষয়-ভোগেই লিপ্ত এবং তন্নিবন্ধন 'কৃষ্ণ-ভজন যে জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য' এই বোধ যাহার রহিত হইয়াছে।

আর সব পরিহরি পরম ঈশ্বর হরি
সেব মন প্রেম করি আশ।
এক ব্রজরাজ-পুর গোবিন্দ রসিক-বর
কর মন সদা অভিলাষ ॥ ৭৯ ॥

অভাগা = যে জন কৃষ্ণভক্তি-ধন হইতে বঞ্চিত।

নাহি লয় সত-মত = সাধুগণের পরম মঙ্গলময় কৃষ্ণভজন-বিষয়ক উপদেশ সমূহ গ্রাহ্য করে না।

অহঙ্কারে না জানে আপনা = 'আমিই কর্ত্তা' এই জ্ঞানে তাহারা আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছে, তাহারা যে 'কৃষ্ণের নিত্য-দাস' এই নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে, আর তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

অভিমানী = যে জন বিদ্যা-ধনাদির অভিমানে মত্ত।

এই সমস্ত লোকই ভক্তিহীন—ইহারা কৃষ্ণভক্তিরূপ অমূল্য ধনে বঞ্চিত; সুতরাং ইহাদের ন্যায় দীন দুঃখী কাঙ্গাল আর কে আছে? ইহারা যে অহর্নিশি নানা প্রকারে বিষয়ের চিন্তা করিয়া মরে, ইহাদের সেই সমস্ত চিন্তা একেবারেই বিফল। কৃষ্ণ-চিন্তা ভিন্ন আর অন্য সমস্ত চিন্তাই বৃথা, কেননা অন্য চিন্তা দ্বারা কাহারও প্রকৃত ও নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না।

৭৯। আর সব পরিহরি = কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত অন্য আর যাহা কিছু সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(ইহার অনুবাদ ২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

আর সব····· আশ = হে মন! তুমি শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা, শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবাদ-শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ-কথানুশীলন, শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-স্মরণ, শ্রীকৃষ্ণ পরিচর্য্যা প্রভৃতি কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত অন্য আর যাহা কিছু সমস্ত কার্য্য

পরিত্যাগ করিয়া ও সর্ব্বতোভাবে স্বসুখাভিলাষ বিসর্জ্জন দিয়া, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিবার বাসনা হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক, স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর। এই প্রেম লাভ করিতে পারিলে তোমার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে, তুমি একেবারে পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল যে অনুরাগে নাহি লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসী-বিন্দু ॥
শুদ্ধ প্রেম সুখ-সিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥

এক ব্রজরাজপুর=একমাত্র শ্রীবৃন্দাবন।

এক····· অভিলাষ=একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনে রসিক-চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা পাইবার জন্য সর্ব্বদা লালসা কর, এই লালসা যে কিরূপ তাহার একটু আভাষ দিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণ মোর জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ সেবা করি সুখী করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥

এই লালসা দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমময় মতি বা বুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে এবং তদ্রূপ মতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবা অনায়াস-লভ্য হয়; তজ্জন্য শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ উপদেশ দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তিময় মতি যদি তোমার না

নরোত্তম দাস কহে সদা মোর প্রাণ দহে
হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর মিছা মোহে হৈনু ভোর
দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া ॥ ৮০ ॥

বচনের অগোচর বৃন্দাবন লীলা-স্থল
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দ-ঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ নাহি জরা মৃত্যু দুঃখ
কৃষ্ণ-লীলা-রস অনুক্ষণ ॥ ৮১ ॥

থাকে, তাহা হইলে এই লালসা-রূপ মূল্য দ্বারা সাধুগণের নিকট হইতে উহা ক্রয় কর অর্থাৎ ঐ মতি পাইবার জন্য লালসা করিয়া সাধুগণের সঙ্গ কর, সাধুগণের সেবা কর, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় তোমার এই মতি ও তজ্জনিত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ হইবে। শ্রীপদ্যাবলীতে বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণ-ভক্তিরস-ভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি-সুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥

অর্থাৎ যদি ভাগ্যগুণে সৎসঙ্গ লাভ ঘটে, তাহা হইলে সেই সাধুর নিকট কৃষ্ণভক্তিরসময় মতি বা বুদ্ধি ক্রয় কর। লালসাই হইতেছে উহার একমাত্র মূল্য, কিন্তু এই লালসাও আবার এরূপ দুর্লভ যে, উহা কোটি জন্মের পুণ্য ফলেও লাভ হয় না।

৮০। দহে = দগ্ধ হয়। হেন ভক্ত = শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমধনে ধনী যে ভক্ত। অভাগ্য = দুর্ভাগ্য, দুর্দ্দশা। ওর = সীমা, শেষ। মিছা মোহে = কৃষ্ণ ভুলিয়া কেবল ধন-জন-পুত্রাদি বিষয়ের মোহে।

৮১। বচনের ······ ঘন = যে চিদানন্দময় শ্রীবৃন্দাবনে সুবিমল কৃষ্ণ-

প্রেমানন্দ স্বতঃই নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ লীলাভূমি সেই প্রেমময় শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে ?

যাহাতে ·······অনুক্ষণ=যে শ্রীবৃন্দাবনে সুখ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে অর্থাৎ সেখানে কেবলই সুখ, দুঃখের লেশমাত্র নাই। শ্রীবৃন্দাবন ধামও যেমন সচ্চিদানন্দময়, তত্রত্য জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, গিরি-নদী, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্তই সচ্চিদানন্দময়, সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে বিভাবিত, সকলেই কৃষ্ণপ্রেমময়, তাহারা কৃষ্ণ বই আর কিছুই জানে না। সেখানে জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই। সেখানে সর্ব্বদাই কেবল অমৃতময় কৃষ্ণ-লীলাই হইতেছে, আর সেই লীলারস-সমুদ্র হইতে আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইয়া সুখের ঢেউ খেলিতেছে। বাহ্য-দৃষ্টিতে প্রাকৃত-নয়নে শ্রীবৃন্দাবনে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ রহিয়াছে বলিয়া অনুমান হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা অন্তর্দ্দৃষ্টিতে প্রেমের চক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ দর্শন করিতেছেন, তাহারা দেখিতেছেন যে, শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমি—সেখানে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, দুঃখ, শোক, তাপ কিছুই নাই, সে স্থান কেবলই সুখময়, কেবলই আনন্দময়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্ম-চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ।।
প্রেম-নেত্রে দেখে তার স্বরূপ আকার।
গোপ-গোপী-সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিহার ।।

"শ্রীভক্তমাল" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীহরিদাস নামে একজন কাশীবাসী কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন। বহুকালাবধি তাঁহার মনে আশা ছিল যে, শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া

রাধাকৃষ্ণ দুঁহু-প্রেম লক্ষবাণ যেন হেম
যাহার হিল্লোলে রস-সিন্ধু।
চকোর-নয়ন-প্রেম কাম রতি করে ধ্যান
পিরীতি-সুখের দুঁহে বন্ধু॥ ৮২ ॥

দেহ-ত্যাগ করিবেন। কালক্রমে অকস্মাৎ তাঁহার কঠিন পীড়া হইল, তখন তিনি ডুলি চড়িয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। অনন্তর

যাইতে যাইতে পথে কাল প্রাপ্ত হইল।
সেই স্থানে বৃন্দাবন দরশন দিল॥
শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা সহ শ্রীরাস-মণ্ডলে।
দরশন পাইল জীবিত সেই কালে॥
দেহ ত্যাগ করিয়া পাইলা গোপী-দেহ।
বিহারে মাতিল বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সহ॥

শ্রীভক্তমাল।

প্রেম-নেত্রের প্রভাবে শ্রীবৃন্দাবন যদি অন্যত্র আসিয়া প্রকট হইতে পারেন, তবে বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান শ্রীবৃন্দাবনে যে সেই ধামের অপ্রাকৃত রূপ প্রেম-নেত্রে অবশ্য দর্শন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহও যেমন নিত্য ও অপ্রাকৃত, তদীয় লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনও তদ্রূপ নিত্য ও অপ্রাকৃত; তদীয় লীলাও তদ্রূপ নিত্য ও অপ্রাকৃত। শ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিতেছেন ঃ—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এতদ্দ্বারা শ্রীগৌর-লীলা যে নিত্য, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ঠিক এই একই কথা। উভয় লীলাই স্বরূপতঃ অভেদ।

৮২। রাধাকৃষ্ণ······রসসিন্ধু=শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলের পরস্পরের প্রতি

রাধিকা প্রেয়সী-বরা বাম দিকে মনোহরা
কনক-কেশর কান্তি ধরে।
অনুরাগে রক্ত শাড়ী নীল-পট্ট মনোহারী
প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে ॥ ৮৩ ॥
করয়ে লোচন পান রূপ লীলা দুঁহু ধ্যান
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ-বিধি-অগোচর রতন বেদীর'পর
সেব নিতি কিশোর-কিশোরী ॥ ৮৪ ॥

যে অকৃত্রিম প্রীতি অর্থাৎ প্রেম, তাহা লক্ষবান স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল; সেই প্রেমের তরঙ্গ রস-সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে ও তাহা হইতে উচ্ছলিত রস-ধারা চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে—তাহাতে চতুর্দ্দিক্ রসে ঢল ঢল করিতেছে।

চকোর····· বন্ধু=শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদিগের চকোর সদৃশ নয়ন-যুগল দ্বারা, পরস্পর পরস্পরের মুখ-চন্দ্রের প্রেমসুধা পান করিতেছেন এবং সেই নয়নের দৃষ্টি-জনিত প্রেম লাভ করিবার জন্য কাম ও রতি একাগ্রভাবে তচ্চিন্তা করিতেছেন ও তদবসরে তাঁহাদের অন্তরে উদিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রেম-সুখের পরম সহায় হইতেছেন।

৮৩। শ্রীশ্যামসুন্দরের বাম দিকে তদীয় প্রিয়া-শিরোমণি পরমা সুন্দরী শ্রীরাধিকা সুবর্ণ-প্রতিমার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি শ্যাম-অনুরাগে রঞ্জিত শ্যাম-বর্ণ-সদৃশ মনোহর নীল-পট্টশাড়ী পরিধান করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি অঙ্গ মণিময় ভূষণে ভূষিত হইয়া আহা মরি! কি অপরূপ শোভাই ধারণ করিয়াছে, সে রূপ দেখিলে যে চোখ্ ফিরান যায় না।

৮৪। সখীগণ সকলে নয়ন ভরিয়া সেই রূপ-সাগরের অমৃত-ধারা পান করিতেছেন এবং ঐ যুগল-রূপ ও লীলারস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দ

দুর্ল্লভ জনম হেন নাহি ভজ হরি কেন
কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম
ভক্তি কর কৃষ্ণপদ-দ্বন্দ্বে ॥ ৮৫ ॥

উপভোগ করিতেছেন। বেদাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রের বিধানানুসারে সাধন করিয়াও যাঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা যায় না, হে মন! শ্রীবৃন্দাবনে রত্নময় বেদীর উপর যোগপীঠস্থ সহস্রদল-কমলে বিরাজিত সেই নিত্য-কিশোর শ্রীশ্যামসুন্দর ও নিত্য-কিশোরী শ্রীমতী শ্রীরাধিকার অনুক্ষণ সেবা কর।

৮৫। দুর্ল্লভ জনম = মনুষ্য জন্ম; চৌরাশি লক্ষ অন্য যোনি ভ্রমণ করিয়া তৎপরে মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ হয় বলিয়া, মানব-জন্ম হইতেছে দুর্ল্লভ। এই মানব-দেহ ভিন্ন অন্য কোনও দেহে হরি-ভজন হয় না। এতাদৃশ দুর্ল্লভ মানব-জন্ম পাইয়াও, যাহারা হরি-ভজন না করে, তাহাদের ন্যায় অভাগা আর কে আছে, তাহারা পশুরই তুল্য, ভব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মরা ছাড়া তাহাদের আর কি গতি আছে? তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরম দয়ালু শ্রীঠাকুর-মহাশয় তাহাদিগকে হরি-ভজনের উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—যোগ, যাগ, দান, ব্রত, তপস্যা, প্রভৃতি অন্য যাহা কিছু ক্রিয়া কর্ম্ম সমস্তই পরিত্যাগ কর; বেদাদি শাস্ত্রে যে এই সমস্ত ও অন্যান্য ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মের বিধান দিয়াছেন, তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইও না; সেই সমস্ত শাস্ত্র-বিধি উল্লংঘন করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মেই ভক্তি কর। ইহাই হইতেছে ঐকান্তিক ভক্তির কথা; এই একনিষ্ঠ ভক্তিই হইল শুদ্ধ-ভক্তি; ইহা হইতেই প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয়, যে ভক্তিতে কৃষ্ণ বই আর অন্য কিছুই জানে না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

শুদ্ধ-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ-ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥

বিষয় বিষম গতি নাহি ভজ ব্রজপতি
নন্দের নন্দন সুখ-সার।
স্বর্গ আর অপবর্গ সংসার নরক-ভোগ
সর্ব্বনাশা জনম-বিকার ॥ ৮৬ ॥

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধ-ভক্তি—ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন ঃ—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদন্যাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(ইহার অনুবাদ "ভক্তিরস-সুধানিধি" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং ॥
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

(ইহার অনুবাদ "ভক্তিরস-সুধানিধি" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগীতায় বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(ইহার অনুবাদ ২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

৮৬। বিষয় বিষম গতি = বিষয়ের রীতি বড়ই ভয়ঙ্কর, ইহা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভুলাইয়া নরকে ডুবায়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ঃ—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে ॥

অর্থাৎ অনুক্ষণ বিষয়ের চিন্তা করিলে, চিত্ত বিষয়েই নিমগ্ন হয়; আর অনুক্ষণ আমার চিন্তা করিলে, চিত্ত আমাতেই আসক্ত ও তন্ময় হইয়া যায়।

শাস্ত্রে আরও বলিতেছেন ঃ—

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ যে বস্তু পশ্চিম দিকে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা পাইবার জন্য পূর্ব্ব দিকে ভ্রমণ করিলে, উহা যেমন ক্রমশঃ দূরেই পড়িয়া যায়, আর উহা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ বিষয়াসক্ত চিত্ত হইয়া বিষয়ের সেবা করিতে থাকিলে, কৃষ্ণে আসক্তি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক দূরে পড়িয়া যায়। কৃষ্ণ ও বিষয় এ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বস্তু—কৃষ্ণ-চিন্তা করিলে বিষয়ের চিন্তা দূরীভূত হইবে, আর বিষয়ের চিন্তা করিলে কৃষ্ণ-চিন্তা দূরীভূত হইবে।

ব্রজরাজ শ্রীনন্দের নন্দনই হইতেছেন সর্ব্ব-সুখের আধার; সেই সুখময় নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে না ভজিয়া কেন বিষময় বিষয়ের সেবা করিয়া নিজেই নিজের অধোগতি করিতেছ?

অপবর্গ = মুক্তি।

স্বর্গই বল, আর মুক্তিই বল, আর সংসারই বল—এ সমস্তই নরক-ভোগ সদৃশ অর্থাৎ স্বর্গসুখ-ভোগ, মোক্ষসুখ-ভোগ, সংসারসুখ-ভোগ—এ সমস্ত সুখভোগই নরক-যন্ত্রণা-ভোগেরই তুল্য, তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র ভাল নহে, যেহেতু এ সকলের দ্বারা অবিনশ্বর সুখ ও পরম ইষ্ট লাভ হয় না, অধিকন্তু ইহাদিগের বাসনা, কৃষ্ণ-সেবাভিলাষ ভুলাইয়া, সর্ব্বনাশই করিয়া থাকে; স্বর্গভোগাবসানে আবার পুনঃপুনঃ নানা যোনিতে জন্ম লাভ হইয়া নানারূপে দুঃখ ভোগ হইতে থাকে; আর সংসার ত স্বতঃই অশেষ দুঃখের আগার, ইহা সকলেই প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছেন; মুক্তি পাইলে ভোগাবসান হয়

বটে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ কোথায়? সুতরাং কৃষ্ণভক্তগণ স্বর্গও চান না, মুক্তিও চান না; স্বর্গ ও মুক্তিকে তাঁহারা নরকের সমান বলিয়াই দেখিয়া থাকেন; উহাদিগকে ঠিক নরকের তুল্যই বোধ করেন ও তদ্রূপই ঘৃণা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

নারায়ণ-পরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যেতি।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থ-দর্শিনঃ॥

অর্থাৎ নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তগণ কোথাও ভীত হন না; তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে সমান চক্ষেই দেখিয়া থাকেন।

স্বর্গ আর নরক যে একই পদার্থ, তৎসম্বন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় বলিতেছেন, যথা শ্রীভক্তমালে ঃ—

স্বর্গের যে সুখ ভাই নরক-সমান।
তাহার কারণ কহি শুন দিয়া কাণ॥
তথায় অপূর্ব্ব ভোগ অমৃত-সমান।
অপূর্ব্ব সুন্দরী-সঙ্গে রসের বিধান॥
স্বর্ণ অট্টালিকা সুকোমল শয্যা তায়।
সুখেতে শয়ন অভিমানেতে বৈসয়॥
দেখহ বিচারি ভাই ইথে যত সুখ।
শূকর-দেহেতে হয় সকলি সম্মুখ॥
স্বর্গেতে যতেক ভোগ জিহ্বার আস্বাদে।
শূকরেতে বিষ্ঠা ভক্ষে সেই সুখ-স্বাদে॥
তথা যে সুন্দরী-সঙ্গে রস-আস্বাদন।
শূকর শূকরী-সঙ্গে তেমতি গমন॥
নয়ন-আনন্দ আর রত্নময় গৃহে।
যথা তথা খোঙাড়েতে শূকরীর সহে॥

দেহে না করিহ আস্থা মৈলে দেহে কি অবস্থা
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্ম-গতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ সাধু-শাস্ত্র-মত যজ
যুগল-চরণে কর রতি ॥ ৮৭ ॥

স্বর্গেতে যে সুখ সেহ দুঃখেতে মিশ্রিত।
অন্যের উৎকর্ষ দেখি ঈর্ষায় তাপিত ॥
পুণ্যক্ষয় পতনের সময় জানয়।
তাহাতে উদ্বিগ্ন-চিত্ত আছয়ে সদায় ॥
অসুরের পরাক্রমে স্থান-ভ্রষ্ট হৈয়া।
দীনহীন-প্রায় কভু বেড়ায় ফিরিয়া ॥
নিশ্চয় জানিহ ভাই কৃষ্ণাশ্রয় বিনে।
কোথাও নিবৃত্তি নাহি এ তিন ভুবনে ॥
কৃষ্ণাশ্রয়-মাত্রে তাপ-ত্রয় যায় ক্ষয়।
চিদানন্দ নিত্য দেহে প্রেম আস্বাদয় ॥

৮৭। দেহের প্রতি আসক্তি করিও না, স্বীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দেহের সেবার রত হইও না, যেহেতু এই দেহ নশ্বর, ইহার কিছুমাত্র স্থায়িত্ব নাই। মরিয়া গেলে দেহের যে কি অবস্থা হয়, তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ—হয় পোড়াইয়া ছাই করিবে, না হয় পচিয়া গলিয়া যাইবে, না হয় শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ করিবে। কর্ম্ম-স্রোত অনবরত কেবল দুঃখের সাগরে নিমগ্ন করিতেছে, কর্ম্ম-বিপাকে জীবের কেবল দুঃখ-ভোগই হইতেছে।

দেখিয়া শুনিয়া ভজ = বিষয়-বাসনা-বিহীন কৃষ্ণগত-প্রাণ ঐকান্তিক পরম ভাগবতগণ যেরূপে ভজন সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের সেই ভজন-রীতি স্বয়ং দেখিয়া ও ভক্ত-মুখে শ্রবণ করিয়া, সেইরূপ প্রণালীতে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভজন করিতে থাক।

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥ ৮৮ ॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি অন্য দেবে বলে পতি
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান ভরমে করয়ে ধ্যান
বৃথা তার সে ছার ভাবনে॥ ৮৯ ॥

সাধু-শাস্ত্র-মত যজ = শ্রীকৃষ্ণ-পরায়ণ সাধুগণ যেরূপে ভজন সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেইমত ও তাঁহাদের উপদেশ-মত এবং শ্রীভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র-সমূহের উপদেশ-মত শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির সাধন কর।

ব্রহ্মযামলে বলিতেছেন :—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

অর্থাৎ শ্রুতি (বেদ), স্মৃতি (শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণব-স্মৃতি-গ্রন্থ-সমূহ), পুরাণ (বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রতিপাদক পুরাণ-সমূহ) এবং নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সমূহের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া, শ্রীহরি-পাদপদ্মে একান্ত ভক্তি করিলেও, উহা অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে।

ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, স্বকপোল-কল্পিত ভজন-প্রণালী কেবল উৎপাতই বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা ইষ্ট লাভ হয় না, ভজনের সম্যক্ ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যুগল ······ রতি = শ্রীরাধা-গোবিন্দ যুগলের শ্রীপাদপদ্ম-সেবনে অনুরক্ত হও।

৮৯। যে জন শ্রীরাধাকৃষ্ণে অনুরাগ না করিয়া, তদীয় ভজন বর্জ্জন-পূর্ব্বক,

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক নাহি জানে ভক্তিযোগ
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি পরমার্থ-তত্ত্ব জানি
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ৯০ ॥

ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্য দেবতাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, সে প্রেমভক্তির তত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত নহে।

নাহি ভক্তির সন্ধান—সে জন কৃষ্ণভক্তির খোঁজ খবর কিছুই জানে না, কৃষ্ণ-ভক্তি যে কি পরম পদার্থ সে বোধ তাহার কিছুই নাই। 'একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই যে জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য' এই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া, অন্যবিধ ভ্রমাত্মক তত্ত্বজ্ঞানের বশীভূত হইয়া, সে ব্যক্তি অন্য দেব-দেবীকে ঈশ্বর জ্ঞানে চিন্তা করিতে থাকে, কিন্তু তাহার এই অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ চিন্তা একেবারেই বৃথা, যেহেতু এতদ্দ্বারা তাহার পরমার্থ লাভ হইবে না।

৯০। লোকে বিবিধ প্রকারে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া জ্ঞান-যোগ ও কর্ম্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ করে, যেহেতু তাহারা ভক্তি-যোগের মাহাত্ম্য অবগত নহে। প্রেমভক্তিই হইতেছে যে ভক্তগণের প্রাণ-স্বরূপ, প্রেম-ভক্তিই হইতেছে যে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব—এই পরমার্থ-তত্ত্ব আমি অবগত আছি বলিয়া, ঐ সমস্ত লোকের কথায় কর্ণপাত করিব না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধি-ভক্তি জপ ধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ ॥

জগৎ-ব্যাপক হরি অজ ভব আজ্ঞাকারী
মধুর মুরতি লীলা কথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই পরম রসিক সেই
তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥ ৯১ ॥

পরম নাগর কৃষ্ণ তাহে হও অতি তৃষ্ণ
ভজ তাঁরে ব্রজ-ভাব লঞা।
রসিক-ভকত-সঙ্গে রহিব পিরীতি-রঙ্গে
ব্রজপুরে বসতি করিয়া ॥ ৯২ ॥

শ্রীগুরু ভকত-জন তাঁহার চরণে মন
আরোপিয়া কথা-অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত হইয়া তাঁহার যূথ
সদা বিহরিব ব্রজপুরে ॥ ৯৩ ॥

৯১। জগৎপতি শ্রীহরি চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন—এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে তিনি নাই। ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণ তাঁহারই আদেশ শিরে বহন করিয়া সৃষ্টি ও সংহারাদি নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। সেই শ্রীহরির রূপ ও লীলা যে কি মধুর, তাহা বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; সেই অপরূপ রূপ ও লীলার কাহিনীই বা কত মধুর, শুনিলে প্রাণ একেবারে জুড়াইয়া যায়; যিনি এই তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি পরম রসিক-ভক্ত, আমি সর্ব্ব প্রকারে তাঁহারই সঙ্গ করিব।

৯২। হে মন! রসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা পাইবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হও এবং রাগময়ী ব্রজ-গোপীর অনুগত হইয়া রাগানুগামার্গে মধুর-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে থাক। আমার এই ভাগ্য হউক যে, আমি যেন শ্রীব্রজ-মণ্ডলে বাস করিয়া রসিক-ভক্ত সহ শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমকথা-প্রসঙ্গে পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে পারি।

৯৩। শাস্ত্রাদেশ শিরে ধারণ করিয়া, আমি শ্রীগুরুদেব ও ভক্ত-জনের

লীলারস সদা গান যুগল-কিশোর প্রাণ
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে ভাই আর কিছু নাহি চাই
কহে দীন নরোত্তম দাসে ॥ ৯৪ ॥
আন কথা না শুনিব আন কথা না কহিব
সকলি করিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা লালসা সে ইষ্ট কথা
ইহা বিনু সকলি অনর্থ ॥ ৯৫ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত তাহা বা কহিব কত
অনন্ত অপার কেবা জানে।

শ্রীচরণে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক, একটী পরমা সুন্দরী গোপ-কিশোরী-রূপে, সর্ব্বতোভাবে শ্রীব্রজ-গোপীগণের অনুগতা ও তাঁহাদের যূথবর্ত্তিনী হইয়া, নিজ সিদ্ধ-দেহে শ্রীব্রজ-মণ্ডলে সর্ব্বদা বিহার করিব, এই আমার একান্ত অভিলাষ।

৯৪। **লীলারস** ···· অভিলাষে=শ্রীরাধা-গোবিন্দ যুগল-কিশোর আমার প্রাণ হউন এবং আমি যেন তাঁহাদেরই রসময় লীলা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে পারি, সদাই যেন সেই লীলারস আস্বাদন করিতে পারি—এই বাসনা হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক লালসা সহকারে ইহাই প্রার্থনা করিব।

৯৫। আমি শ্রীকৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্য কোনও কথা শুনিব না, অন্য কোনও কথা বলিব না এবং সর্ব্বদাই কেবল শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-বিষয়ক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি সদাই এই প্রার্থনা করিব যে, কেবল সেই ইষ্ট কথায় অর্থাৎ পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ-কথায় আমার লালসা হউক, আর অন্য কোনও বিষয়ে যেন আমার অভিলাষ না হয়, যেহেতু এই ইষ্ট কথার অনুশীলন ব্যতীত আর যাহা কিছু সকলই অনর্থের মূল।

ব্রজপুর-প্রেম নিত্য এই সে পরম তত্ত্ব
ভজ সদা অনুরাগ-মনে ॥ ৯৬ ॥
গোবিন্দ গোকুল-চন্দ্র শত শত রস-কন্দ
পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যাঁর ধাম গিরিধারী যাঁর নাম
সখী-সঙ্গে তাঁরে ভজ রঙ্গে ॥ ৯৭ ॥

৯৬। ঈশ্বর কি বস্তু, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার কীদৃশ মহিমা—এ সব তত্ত্বের অবধি নাই ; এই তত্ত্ব জানিতে ও বর্ণনা করিতে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতা ও গন্ধর্ব্বাদি হইতে মহা মহা মুনি-ঋষি তপস্বিগণ পর্য্যন্ত কাহারও সাধ্য নাই, তা আমি ত কোন্ ছার, আমি সেই তত্ত্বের কি জানি, কি বলিতে পারি ? যাহা হউক, সে সব তত্ত্ব-কথায় আমার কোন প্রয়োজনও নাই, আমি কেবলমাত্র এই পরম তত্ত্ব অবগত আছি যে, একমাত্র শ্রীব্রজ-মণ্ডলের প্রেমই হইতেছে নিত্য বস্তু, এই প্রেমই একমাত্র সত্য পদার্থ, আর সমস্তই অনিত্য, সমস্তই মিথ্যা ; প্রেমময় শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলে এই অতুলনীয় অনির্ব্বচনীয় প্রেম জাজ্জ্বল্যরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রজের সমস্ত নর-নারী, তরু-লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, মাঠ-ঘাট প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সকলেই এই প্রেমে পূর্ণ হইয়া প্রেমরসে ঢল ঢল করিতেছে ; ইহাই হইতেছে পরম তত্ত্ব, ইহা ভিন্ন আমার আর কোনও তত্ত্ব জানিবার প্রয়োজন নাই ; হে মন ! এই প্রেম লাভ করিবার জন্য প্রবল অনুরাগ সহকারে সর্ব্বদা শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম ভজনা কর।

৯৭। সেই ব্রজ-মণ্ডলে গোকুল-চন্দ্র শ্রীগোবিন্দ, চন্দ্রের ন্যায় সুস্নিগ্ধ ও পরম মনোহর শোভা বিস্তার করিয়া, বিরাজ করিতেছেন ; তিনি যাবতীয় রসের আধার ; অসংখ্য গোপ-গোপী তাঁহার পরিকর-রূপে সঙ্গে রহিয়াছেন ; নন্দীশ্বর অর্থাৎ নন্দীগ্রাম তাঁহার বসতিস্থল এবং তাঁহার নাম হইতেছে গিরিধারী। হে

প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই তোমারে কহিল ভাই
আর দুর্ব্বাসনা পরিহর।
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই এ সব ভজন পাই
প্রেমভক্তি-সখী অনুচর ॥ ৯৮ ॥
সার্থক ভজন-পথ সাধু-সঙ্গ অবিরত
স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি তবে হয় মন-শুদ্ধি
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥ ৯৯ ॥

মন! ব্রজ-গোপীগণের সঙ্গে, তাঁহাদের অনুগতা দাসী হইয়া, গোপগোপী-পরিবৃত গোবর্দ্ধনধারী সেই শ্রীগোবিন্দের ভজনা কর।

৯৮। দুর্ব্বাসনা = শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবার বাসনা ব্যতীত অন্য আর যাহা কিছু বাসনা, সমস্তই হইতেছে দুর্ব্বাসনা।

পরিহর = পরিত্যাগ কর।

শ্রীগুরু········ পাই = একমাত্র শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রেমভক্তি-লাভের এই সমস্ত ভজন-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় এবং তাঁহারই শ্রীচরণ-কৃপায় প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রেমভক্তি-সখী অনুচর = প্রেমভক্তি-রূপ সখীর দাসী হও অর্থাৎ প্রেমভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর, তদীয় আশ্রিতা হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা কর।

৯৯। সার্থক········ কৃষ্ণ-কথা = সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণের স্মরণ, কৃষ্ণ-গুণানুকীর্ত্তন, কৃষ্ণকথানুশীলন, কৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদন, কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন, কৃষ্ণের সেবন ইত্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই প্রেমভক্তি-লাভের প্রশস্ত ভজন-পথ।

প্রেমভক্তি ········ব্যথা = যদি প্রেমভক্তি লাভ হয়, তাহা হইলেই কেবল চিত্ত নির্ম্মল হইয়া থাকে, তাহা হইলেই তখন হৃদয়ের শোক-তাপাদি সকল জ্বালা, কাম-ক্রোধাদি সকল অনর্থ, দ্বেষ-হিংসাদি সকল জঞ্জাল এবং চতুর্ব্বর্গ লাভের

বিষয় বিপত্তি জান সংসার স্বপন মান
নর-তনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা প্রেমভাবে লীলা-কথা
আর যত হৃদয়ের শূল ॥ ১০০ ॥

বাসনা পর্য্যন্ত সমস্ত দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হয়—একমাত্র সেই প্রেমভক্তিই তখন হৃদয়-রাজ্যে মহারাজাধিরাজ-রূপে জাজ্বল্যমান বিরাজ করিতে থাকেন, হৃদয় তখন পরমানন্দময় হইয়া যায়—হৃদয়ের সকল জ্বালা একেবারে জুড়াইয়া যায়।

১০০। বিষয়কে বিপদের কারণ বলিয়া জানিবে, যেহেতু বিষয়ের স্বভাবে জীবকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভুলাইয়া নরকের পথে লইয়া যায়, সুতরাং এই বিপজ্জনক বিষয়ের লালসা, বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিবে। ধন-জন, স্ত্রীপুত্র-পরিবারাদি-পরিবেষ্টিত এই সংসারকে স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানিবে এবং এই অনিত্য সংসারের প্রতি সর্ব্বতোভাবে আসক্তি ত্যাগ করিবে। দেখ দেখি কি আশ্চর্য্য! আমরা প্রত্যহ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি—যে অর্থ, যে বিষয় আজ আমরা বলিতেছি, কাল তাহা নাশ পাইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে; যে স্ত্রী-পুত্রকে আমার আমার বলিয়া এত আদর করিতেছি, তাহারা মরিয়া কে কোথায় চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের সহিত আর কোনও সম্পর্কই থাকিতেছে না; তথাপি এ সকলকে 'আমার আমার' করিয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া রহিয়াছি; ইহাই হইতেছে শ্রীভগবানের দুরতিক্রমণীয় মায়ার দুর্দ্দান্ত প্রভাব।

নর-তনু ভজনের মূল=মানব-দেহই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ, অন্য আর কোনও দেহে ভজন-সাধন হয় না—দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি দেহেও নহে।

প্রেমভাবে লীলা-কথা = প্রেম সহকারে শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলাকথার অনুশীলন কর।

রাধিকা-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়
তাঁরে মুঞি যাই বলিহারি ॥ ১০১ ॥

আর যত হৃদয়ের শূল=অনুরাগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ও প্রেম সহকারে তদীয় লীলা-কথানুশীলন ব্যতীত আর যাহা কিছু করা যায়, তাহা, হৃদয়ে শূল বিদ্ধ হইলে যেরূপ যন্ত্রণা-দায়ক হয়, তদ্রূপই যন্ত্রণা-প্রদ হইয়া থাকে।

১০১। সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের চিৎশক্তি বা স্বরূপ শক্তির তিনটী বিকাশ—সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী; ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

সৎ চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

এই হ্লাদিনীর সার হইতেছে প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার মহাভাব; শ্রীরাধারাণী হইতেছেন এই মহাভাব-স্বরূপিণী, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণের নিজ-শক্তি—রাধা, ক্রীড়ার সহায় ॥

এই শ্রীরাধিকা হইতেছেন মূর্ত্তিমতী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ; শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপ-শক্তির নাম হ্লাদিনী ও আহ্লাদিনী, ইনি সেই হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী-শক্তি-রূপিণী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে অনুক্ষণ সুখ দিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
হ্লাদিনীর সারাংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা-ঠাকুরাণী॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পানে।
নিরন্তর পূর্ণ করেন কৃষ্ণের সর্ব্ব কামে॥
যাঁহার সৌভাগ্য-সুখ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজ-রামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্য-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমতে জীব ছার॥

যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্যামসুন্দর মদনমোহন-রূপে, সমস্ত জগৎ মোহিত করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিতেছেন শ্রীরাধা ; সুতরাং শ্রীরাধিকা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। শ্রীরাধিকা হইতেছেন পূর্ণ-শক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পূর্ণ-শক্তি-মান্ ; অগ্নি ও অগ্নিশিখাতে যেমন কোনও ভেদ নাই, তেমনই শক্তি ও শক্তিমানে

জয় জয় রাধা-নাম বৃন্দাবন যাঁর ধাম
কৃষ্ণ-সুখ-বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণ-গান না শুনিল মোর কাণ
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ ১০২ ॥

কোনও ভেদ নাই ; সুতরাং শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন একই বস্তু, কেবল লীলা-আস্বাদনের জন্য দুই রূপ ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

জগত-মোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥
রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কিছু নাহি ভেদ ॥
কৃষ্ণ রাধা ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

সুতরাং এই শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ-ধূলি অঙ্গে ধারণ করিলে, গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম অবলীলাক্রমে লাভ হইবে, তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে ? অতএব সেই শ্রীরাধিকা-চরণ-ধূলি দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিবার জন্য শ্রীঠাকুর-মহাশয় এই পরম-মঙ্গলময় উপদেশ দিতেছেন।

যে জন এহেন শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ আশ্রয় করে, তাহার তুল্য মহানুভব ও মহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কে আছে ? ধন্য, ধন্য, সেই মহাত্মা মহাধন্য, তাঁহাকে বলিহারি যাই, তাঁহার বালাই লইয়া মরি।

১০২। জয়·······ধাম—শ্রীবৃন্দাবন যাঁহার একমাত্র বসতি-স্থল, যিনি শ্রীবৃন্দাবন ভিন্ন অন্য কুত্রাপি গমন করেন না, সেই শ্রীরাধিকার জয় হউক, সেই

শ্রীরাধা-নামের জয় হউক। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-নামে যেমন কোনও ভেদ নাই, তেমনই তদীয় অভিন্নাত্মা রাধা ও রাধা-নামে কোনও ভেদ নাই।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিতেছেন ঃ—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ ।।

অর্থাৎ নাম ও নামীর অভিন্নতা প্রযুক্ত অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নামে কোনও ভেদ নাই বলিয়া, নামও হইতেছেন তাঁহারই ন্যায় চিন্তামণি-স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদানকারী ; নাম হইতেছেন স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণ, যে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, পবিত্র ও নিত্যমুক্ত।

সুতরাং শ্রীরাধিকার নামের জয় দেওয়া ও শ্রীরাধিকার জয় দেওয়া একই কথা। বলা বাহুল্য শ্রীরাধা বা শ্রীরাধা-নামের জয়-গানে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ-সুখ-বিলাসের নিধি=সেই শ্রীরাধিকা হইতেছেন কৃষ্ণ-সুখ ও কৃষ্ণ-বিলাসের আধারভুতা। শ্রীরাধিকার প্রেমে ও শ্রীরাধা সহ বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ অনুভব করেন, তিনি আর কোনও প্রকারে সে সুখ লাভ করিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ।।
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ।।
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ।।
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ।।
নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয়ে যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটীগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ।।

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র

কৃষ্ণেরে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখ-রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিবার হ্লাদিনী কারণ ॥

ঐ গ্রন্থের আরও অন্যত্র

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি-সার।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যাঁর ॥

ঐ গ্রন্থের আরও অন্যত্র

রায় কহে কৃষ্ণ হয়েন ধীর ললিত।
নিরন্তর কাম-ক্রীড়া তাঁহার চরিত ॥
রাত্রিদিন কুঞ্জ-ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর বয়স রাধা সহ সফল করে রঙ্গে ॥

ঐ গ্রন্থের আরও অন্যত্র

শতকোটী গোপী সঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা-পাশ ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেমে হইল বামতা ॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈলা শ্রীহরি ॥

তাঁর ভক্ত-সঙ্গে সদা রস-লীলা প্রেম-কথা
যে কহে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই তার কভু সিদ্ধি নাই
নাহি শুনি যেন তার নাম ।। ১০৩ ।।
কৃষ্ণনাম-গানে ভাই রাধিকা-চরণ পাই
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
দুঃখময় অন্য-কথা-দ্বন্দ্ব ।। ১০৪ ।।

ইতস্ততো ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া ।।
শতকোটিতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ।।

উল্লিখিত পয়ারগুলি হইতে শ্রীরাধিকার প্রেমে ও তৎ সহ বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যে কত সুখ অনুভব করেন, তাহা কিঞ্চিন্মাত্র বোধগম্য হইবে।

হেন .....বিধি=শ্রীঠাকুর-মহাশয় অহর্নিশি শ্রীরাধিকার গুণ-গানে মত্ত থাকিয়াও, বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সহকারে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন। সর্ব্বোত্তম হইয়াও, তাঁহার ঈদৃশ দৈন্য লোক-শিক্ষার পরম উপায়-স্বরূপ।

১০৩। তাঁর ....ঘনশ্যাম=যে জন শ্রীরাধিকার ভক্ত-সঙ্গে রসময় লীলা-কথা ও শ্রীরাধিকার প্রেম-মহিমার বিষয় আলোচনা করেন, তিনি নবজলধর-শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন।

ইহাতে ....নাম=যে জন উক্তরূপে শ্রীরাধিকার ভক্ত-সঙ্গে লীলা ও প্রেমকথালাপ না করে, তাহার কদাচ অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় না; আমি যেন সেই অভাগার নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ না করি।

১০৪। কৃষ্ণনাম... .....কৃষ্ণচন্দ্র=শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা হইতেছেন একই

অহঙ্কার অভিমান অসৎ-সঙ্গ অসৎ-জ্ঞান
ছাড়ি ভজ গুরু-পাদপদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন দেহ গেহ পরিজন
গুরু-বাক্য পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৫ ॥

আত্মা, কেবল লীলার নিমিত্ত ভিন্ন দেহমাত্র; শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শক্তিমান্ ও শ্রীরাধা হইলেন তদীয় শক্তি; সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণে যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ শক্তিমান্ ও শক্তিতে কোনও ভেদ নাই—একই পদার্থ; সুতরাং শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কিছুমাত্র ভেদ না থাকায়, শ্রীরাধিকার গুণ গান করিলে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিলে শ্রীরাধিকা-পাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে।

ঘুচাহ মনের ব্যথা = মনের যত জ্বালা যন্ত্রণা, যত জঞ্জাল সমস্ত দূর কর।

দুঃখময় অন্যকথা-দ্বন্দ্ব = কৃষ্ণ-কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা লইয়া আন্দোলন ও তর্ক বিতর্ক করিতে থাকিলে, উহা কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে।

১০৫। অহঙ্কার = "আমিই সব করিতেছি, আমি ধনী, আমি পণ্ডিত, আমার গৃহ, আমার পুত্র" ইত্যাদি-রূপ 'অহং মমতা' অর্থাৎ 'আমি আমার' বুদ্ধি বা মানসিক বৃত্তির নাম অহঙ্কার।

অভিমান—বিদ্যা, ধন, কুলাদির গর্ব্ব।

অসৎ-সঙ্গ = এতদ্বিষয়ক বিশেষ বিবরণ ১৩ দাগের ব্যাখ্যায় ২৫৮ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।

অসৎ-জ্ঞান = "শ্রীকৃষ্ণ-ভজন জীবের একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য" এই জ্ঞান ভিন্ন অন্য যে কোনও প্রকারের জ্ঞান, তাহা হইতেছে অসৎ জ্ঞান।

কর ……পরিজন = নিজের দেহ, মন, প্রাণ, বিষয়-অর্থ, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি যাহা কিছু, সমস্তই শ্রীগুরুদেবেরই দ্রব্য ও উহা তাঁহারই কৃপা-জনিত দান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব রতি মতি তাঁরে সেব
প্রেম-কল্পতরুবর-দাতা।
ব্রজরাজ-নন্দন রাধিকার প্রাণধন
অপরূপ এই সব কথা ॥ ১০৬ ॥

বলিয়া বোধ করিতে হইবে, এবং তৎসমস্তই শ্রীগুরু-পাদপদ্মে এই বলিয়া সমর্পণ কর যে, "হে প্রভো! হে শ্রীগুরুদেব! এ সমস্তই তোমার বস্তু, তবে তুমি কৃপা করিয়া আমাকে উপভোগ করিতে দিয়াছ বলিয়া, আমি যেন তোমারই আদেশে তোমার দাসরূপে ইহার উপভোগ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি মাত্র। ফলতঃ এ সকল কিছুই আমার নহে, এ সমস্তই তোমার; তোমার বস্তু তোমাতেই সমর্পণ করিলাম।"

গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব = শ্রীগুরুদেবের উপদেশ-সমূহ পরম মহিমময়। তাঁহার এই বিপুল-শক্তিসম্পন্ন মহান্ উপদেশ-সমূহ অতি সযত্নে গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ কর।

১০৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের কৃপা ব্যতীত কেহই প্রেমভক্তি ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেম-সেবা লাভ করিতে পারে না; অতএব একান্তচিত্তে পরমানুরাগ-ভরে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর ভজনা কর। প্রেমভক্তি-রূপ কল্পতরুরাজ তিনিই জগতে দান করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই আচণ্ডালে অকাতরে প্রেমভক্তি-রত্ন বিতরণ করিয়াছেন। তিনি কে? না, তিনি হইতেছেন ব্রজরাজ শ্রীনন্দের নন্দন স্বয়ং সেই শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীগোবিন্দ, তিনি শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীগোবিন্দ; এ সমস্ত অদ্ভুত কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে বটে, কিন্তু ইহা অতি সত্য, অত্যন্ত নিগূঢ় কথা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন :—

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য-গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে কৃপালু আর নাঞি ॥

নবদ্বীপে অবতরি রাধা-ভাব অঙ্গীকরি
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন-বাঞ্ছা-অভিলাষী শচী গর্ভে পরকাশী
সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥ ১০৭ ॥

এই গোবিন্দ যে আবার কে, তৎসম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি ॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি-শক্তি।

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নং।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ-ভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ইহার অনুবাদ "শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্র" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

১০৭। সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার প্রেম-ভাব ও তদীয় কনক-সদৃশ অঙ্গ-কান্তি গ্রহণ পূর্ব্বক, স্বীয় তিনটী বাঞ্ছা পরিপূরণের অভিলাষী হইয়া, ব্রজ ও অন্যান্য ধামের পরিকরগণ সমভিব্যাহারে, শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীশচী-গর্ভে প্রকট হইলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
'পূর্ণানন্দ-রস-স্বরূপ' সবে কহে মোরে ॥

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমারে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ (১)
অন্যোন্য-সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥
তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥ (২)
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥ (৩)
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাঢ়ে চিত্তে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধা-ভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হৈব অবতীর্ণ॥
সর্ব্ব-ভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার-সময়॥
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥

পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ-দুগ্ধ-সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ-পূর্ণ ইন্দু ॥

(উপরোক্ত (১), (২) ও (৩) চিহ্নিত পয়ারে তিনটী বাঞ্ছার আভাষ প্রদান করিয়াছেন।)

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কি ভাব অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম চারিবিধ ভক্ত-আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ-ভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ-আস্বাদনে ॥
তটস্থ হৈয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্ব্ব-রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
'স্বকীয়া' 'পরকীয়া' ভাবে দ্বিবিধ-সংস্থান ॥
পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধিকার ভাবের অবধি ॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব—প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ-বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র শ্রীরাধিকার এই ভাব আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন, যথা ঃ—

গোপীগণের প্রেম—অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম—কভু নহে কাম ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে কহি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল ॥
বেদ-ধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম লোক-ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ-সুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ-পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
নির্ম্মল বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥
অতএব 'কাম' 'প্রেম' বহুত অন্তর।
'কাম'—অন্ধ-তম, 'প্রেম'—নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম-গন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥
আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥

আর এক অদ্ভূত গোপীর ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপিকা করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখ-বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয়ে কোটীগুণ॥
গোপিকার দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ-সুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসান॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
কিন্তু কৃষ্ণ-সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখ-বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে॥
কামগন্ধ-হীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নিৰ্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যৈছে দগ্ধ হেম॥
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥
সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্য-অবতার।

উপরে বলা হইয়াছে যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিনটী বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই তিনটী বাঞ্ছা যে কি কি, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বর্ণিত হইতেছে, যথা :—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী-গর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

অর্থাৎ (১) শ্রীরাধিকার প্রেম-মহিমাই বা কিরূপ, (২) সেই প্রেম দ্বারা শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক আস্বাদিত আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য ও তাহার আস্বাদনই বা কিরূপ এবং (৩) আমাকে অনুভব করিয়া অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে উপভোগ করিয়া শ্রীরাধিকার সুখই বা কিরূপ—এই তিন বিষয়ে লোভ হেতু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই শ্রীরাধিকার ভাব-যুক্ত হইয়া শ্রীশচী-গর্ভ-সমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

এই তিনটী বাঞ্ছা এক্ষণে বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে ঃ—

(১) শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই প্রেমের মহিমা যে কিরূপ, তাহা অবগত হইতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অর্থাৎ সেই প্রেমের মধুরিমা স্বয়ং আস্বাদন করিয়া প্রেমের মহিমা জানিতে তাঁহার ইচ্ছা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয়ে যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটীগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥
রাধা-প্রেম বিভু যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥

যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার ॥
সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয় ॥
বিষয়-জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটীগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥
আশ্রয়-জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নেহো আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি ॥

(২) শ্রীরাধিকা সেই প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই নিজ-মাধুর্য্য যে কিরূপ, তাহা আস্বাদন করিয়া জানিতে তাঁহার ইচ্ছা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

এই এক, শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥
এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥
দর্পণাদ্যে যদি দেখি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি ॥

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥
কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল ॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব-মন।
আপনা আস্বাদিতে করে অনেক যতন ॥
এ মাধুর্য্যামৃত যেবা সদা পান করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥
অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে হয় মন টলমল ॥
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥
এই ত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।

(৩) শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধিকার সুখই বা কিরূপ অর্থাৎ তাঁহাকে দর্শন, স্পর্শন, স্মরণাদি দ্বারা উপভোগ করিয়া শ্রীরাধিকা যে সুখ লাভ করেন, সেই সুখ যে কিরূপ, তাহা স্বয়ং আস্বাদন করিয়া জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥
গোপীগণের প্রেম—অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম—কভু নহে কাম ॥

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে—

প্রেমৈব গোপ-রামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছতি ভগবৎ-প্রিয়াঃ ॥

(ইহার অনুবাদ ৩১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে কহি 'কাম' ।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ।।
বেদ-ধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম লোক-ধর্ম্ম কর্ম্ম ।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ-সুখ আত্ম-সুখ-মর্ম্ম ।।
দুস্ত্যজ আর্য্য-পথ নিজ-পরিজন ।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন ।।
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন ।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ।।
অতএব 'কাম' 'প্রেম' বহুত অন্তর ।
কাম—অন্ধ-তম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ।।
অতএব গোপীগণে নাহি কাম-গন্ধ ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ।।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে ।
যে যৈছে ভজে তৈছে তাহারে ভজিতে ।।
সে প্রতিজ্ঞা মিথ্যা কৈল গোপীর ভজনে ।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ-বচনে ।।
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে ।
অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং
স্বসাধু-কৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জর-গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ।।

(ইহার অনুবাদ ২৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

গোপিকা করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ-বাঞ্ছা নাহি সুখ হয়ে কোটিগুণ॥
গোপিকার দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী-শোভা দেখি কৃষ্ণ-শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপী-শোভা বাঢ়ে তত॥
কিন্তু কৃষ্ণ-সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখ-বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটী ইষ্ট-সমীহিত॥
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥
কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ-রস-স্বরূপ সবে কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমারে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥

মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধা-অঙ্গ-স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত॥
রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
পরস্পর বেণু-গীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে নেত্রে হয় অন্ধ॥
তাম্বুল-চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার অঙ্গ-স্পর্শে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, উক্ত তিনটী বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ও আনুষঙ্গিক নাম-প্রেম বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে, শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

গৌরহরি অবতরি প্রেমের বাদর করি
সাধিল মনের নিজ-কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি কি লাগি কাঁদয়ে নিতি
ইহা বুঝে ভকত-সমাজ ॥ ১০৮ ॥

১০৮। অপার করুণা-নিধান ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, জীবের দুঃখে সদয় হইয়া, পরম নিগূঢ় ব্রজপ্রেম-ধন, যাহা পূর্ব্বে আর কখনও বিতরণ করেন নাই, সেই সুদুর্লভ প্রেম-রত্ন জগতে অকাতরে বিতরণ করিবার জন্য, নবদ্বীপে শ্রীশচী-গর্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, প্রেমরস-বর্ষণে জগৎ ভাসাইয়া দিলেন—নাম-প্রেম-বিতরণে জগৎ উদ্ধার করিয়া যুগ-ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরের তিনটী অভিলাষও পূর্ণ করিলেন।

শ্রীব্রজধামে ঐশ্বর্য্য-গন্ধ-হীন বিশুদ্ধ প্রেমময় লীলা করিয়া, স্বয়ং সেই লীলারস আস্বাদন ও জগতে উহা প্রচার করা যেমন শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য কারণ এবং অসুর-সংহারাদি হইতেছে গৌণ কারণ, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে ॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম ।।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ।।
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেম-বশ আমি না হই অধীন ।।
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ।।
এই শুদ্ধ-ভাব লঞা করিমু অবতার।
করিমু বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার ।।
বৈকুণ্ঠাদ্যে যে যে লীলার নাহিক প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ।।

এইরূপ শ্রীচৈতন্য-অবতারেও পূর্ব্বোক্ত তিনটী বাঞ্ছা পূর্ণ করাই হইতেছে অবতারের মুখ্য কারণ এবং নাম-প্রেম বিতরণ করা হইতেছে গৌণ কারণ, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ।।
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ।।
'প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ।।'
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণের প্রাকট্য-কারণ।
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ-প্রয়োজন ।।
এইমত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ।।

কোনো কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কালের হৈল সে কালে মিলন॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন-সঞ্চার।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসার॥
এইমত ভক্ত-ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণের যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, নাম-প্রেম-বিতরণের ইচ্ছা কেন হইল, তৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজের ভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনে করিমু ভক্তভাব-অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সভারে॥

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনে অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে দয়ায়॥
চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহ-গ্রীব সিংহ-বীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র আরও বলিতেছেন, যথা ঃ—

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্য-অবতার।
যুগধর্ম্ম—নাম প্রেম কৈল পরচার॥
সেই ভাবে নিজ-বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম॥

রাধিকার····· সমাজ=শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীরাধিকার প্রেমরস-মধুরিমা ও তৎসুখাস্বাদনের নিমিত্ত, শ্রীরাধা-ভাবে কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া, 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়া অবিরাম ক্রন্দন করিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর॥

হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলী-বদন ॥
রাত্রিদিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙান স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র আরও যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন ঃ—

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ কে করে উপায় ॥
হাহা সখি! কি করোঁ উপায়।
কাহা করোঁ কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥
হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন হাহা পদ্ম-লোচন
হাহা দিব্য-সদ্‌গুণ-সাগর।
হাহা শ্যামসুন্দর হাহা পীতাম্বর-ধর
হাহা রাসবিলাস-নাগর ॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই তুমি কহ কাঁহা যাই
এত কহি চলিলা ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি প্রভুরে আনিলা ধরি
নিজ-স্থানে বসাইলা লৈয়া ॥

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র আরও যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন ঃ—

ব্রজেন্দ্র-কুল দুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ-ইন্দু
জন্মি কৈল জগত উজোর।

গোপতে সাধিব সিদ্ধি সাধন নবধা ভক্তি
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।
করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে মগন মন
ইষ্ট-লাভ বিনু সব বাধা ॥ ১০৯ ॥

যাঁর কান্ত্যমৃত পিয়ে নিরন্তর পিয়া জীয়ে
ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর।
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
তিলেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন ॥

এই ক্রন্দন এক অপার্থিব বস্তু; ইহা এই জড় জগতের বিরহাদি শোক-তাপ-জনিত দুঃখের ক্রন্দনের ন্যায় ক্লেশপ্রদ ক্রন্দন নহে, পরন্তু ইহা আনন্দময় ক্রন্দন; এই ক্রন্দনে বুক ফাটিয়া গেলেও, ইহাতে দুঃখের লেশমাত্র নাই; ইহা বাহ্যতঃ দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃত-পক্ষে ইহা যে আনন্দ-জলধি, তাহা একমাত্র ভক্তগণই অনুভব করিতে সমর্থ, ভক্তগণই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥

১০৯। গোপতে ···· ভক্তি=শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ প্রেমসেবা-প্রাপ্তির বাসনা সম্বন্ধে সিদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত অতি গোপন-ভাবে ভজন সাধন করিতে হইবে, নতুবা নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া সাধনের ব্যাঘাত ঘটাইবে। নববিধ ভক্তি-অঙ্গের যাজন দ্বারা এই ভজন সাধন হইয়া থাকে। নববিধ ভক্তি-অঙ্গ যে কি কি, তাহা পূর্ব্বে ২৫০ ও ২৫১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে।

সংসার-বাটোয়ারে কাম-পাশে বান্ধি মারে
ফুকারে কহয়ে হরি-দাস।
করহ ভকত-সঙ্গ প্রেমকথা-রসরঙ্গ
তবে হবে বিপদ-বিনাশ ॥ ১১০ ॥
স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত মরি যাবে শত শত
আপনারে হও সাবধান।
মুঞিও সে বিষয়-হত না ভজিনু হরি-পদ
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥ ১১১ ॥

প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা = শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেম-সেবা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা অতি দৈন্য সহকারে প্রার্থনা করিতে হইবে।

ইষ্ট-লাভ বিনু সব বাধা = শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্ম-সেবা লাভের অভীষ্ট-সিদ্ধি ব্যতীত আর যাহা কিছু সমস্তই হইতেছে অনর্থ ; আমি যেন অহর্নিশি সেই অভীষ্ট-লাভের জন্যই ভাবনা করি, অন্য আর কোনও বিষয়ের চিন্তা না করি।

১১০। বাটোয়ার = বাটপাড়, ডাকাইত।
পাশ = রজ্জু, দড়ি।

এই সংসার-রূপ দস্যু লোক-সকলকে কামনা রজ্জুতে বাঁধিয়া মারিতেছে অর্থাৎ সকল লোকই এই সুদুস্তর সংসার-সাগরে পড়িয়া, নানাবিধ ভোগ-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-বিস্মৃতি বশতঃ নরকে ডুবিয়া মরিতেছে ; তন্নিমিত্ত হরি-দাস অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বলিতেছেন—সর্ব্বদা ভক্ত-সঙ্গ কর, তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-কথার অনুশীলন কর এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা-রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হও, তাহা হইলেই সকল অনর্থ দূরীভুত হইবে, সকল বিপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

১১১। মুঞিও··· পরিত্রাণ = আমি সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরিতেছি,

রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ
তাঁর সঙ্গ বিনে সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুন তাঁর সঙ্গ হয় যেন
নরোত্তম তবে হয় ধন্য ॥ ১১২ ॥
আপন ভজন-কথা না কহিবে যথা তথা
ইহাতে হইবে সাবধানে।

বিষয়-বিষে জর্জ্জরীভূত হইতেছি, বিষয়োপভোগে উন্মত্ততা প্রযুক্ত হিতাহিত-বিবেকশূন্য হইয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়াছি এবং তন্নিমিত্ত আমার একেবারেই হরি-ভজন হইতেছে না, আমার আর কোন প্রকারে নিস্তার নাই।

১১২। রামচন্দ্র কবিরাজ=ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র। ইনি মহাপণ্ডিত, মহাকবি ও মহাভক্ত। শ্রীঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ দুই জনে পরস্পর এত প্রীতি ছিল যে, কেহ কাহাকেও না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না—দুই জনে একেবারে হরিহরাত্মা। "শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে রামচন্দ্র গুরুর আদেশে ব্রজে বাস করিতেছিলেন বলিয়া, তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া, শ্রীঠাকুর-মহাশয় জগৎ শূন্যময় দেখিতে-ছিলেন; রামচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁহার যত কিছু মর্ম্ম-কথার আলোচনা হইত। রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার এতাদৃশ হৃদ্যতা ছিল যে, তিনি ব্যাকুল-প্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন, যদি পুনরায় জন্ম হয়, তবে জন্মান্তরেও যেন রামচন্দ্রের সঙ্গ পাই। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রীতির নিদর্শন আর কি হইতে পারে?

যদি হয় জন্ম পুন=এতদ্দ্বারা প্রকারান্তরে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ঐকান্তিক ভক্তগণের কদাচ পুনরায় জন্ম গ্রহণ হয় না—তাঁহাদিগের শ্রীরাধা-গোবিন্দ-প্রেমসেবা-লাভ হইয়া থাকে; তথাপি যদি কোন কর্ম্ম-বিপাকে বা শ্রীভগবৎকার্য্য-সাধনার্থে পুনরায় জন্ম লাভ হয়।

না করিহ কেহ রোষ না লইহ কেহ দোষ
প্রণমহ সবার চরণে ॥ ১১৩ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু মোরে যে বলান বাণী।
তাহা বিনে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥ ১১৪॥

১১৩। আপন …তথা=নিজে কিরূপ ভাবে ভজন সাধন করিতেছ, কিরূপ লীলাস্বাদন করিতেছ, রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির কিরূপ অনুভব করিতেছ ইত্যাদি ভজনের কথা যাহার তাহার নিকট বলিও না, কেবল শ্রীগুরুদেব ও স্বজাতীয়-বাসনা-বিশিষ্ট একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিও।

না করিহ কেহ রোষ=শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের ন্যায় রসিক ভক্ত কয় জন আছেন, তাঁহার ন্যায় প্রেমভক্তির অধিকারীই বা কয় জন আছেন? তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও, তিনি রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, ধনে, মানে নিরতিশয় গৌরবান্বিত হইয়াও, স্বীয় অলৌকিক ভক্তি-প্রভাবে তিনি হইতেছেন অসাধারণ দৈন্যের খনি; তাই তিনি করযোড়ে পরম দৈন্য সহকারে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছেন—আমি মূর্খ, আমি কিছুই জানি না, এই যে আমি কত কি বলিলাম, বাতুলের মত কত কি প্রলাপ করিলাম, ইহাতে কেহই যেন আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, কেহই আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না, অজ্ঞ বলিয়া সকলেই আমাকে কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন—সকাতরে ইহাই প্রার্থনা করিয়া আমি সকলের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি।

১১৪। শ্রীঠাকুর-মহাশয় আরও বলিতেছেন, এই আমি যা কিছু বলিলাম, ইহা কিছুই আমার নিজের কথা নহে; কিছু বলিবার বা লিখিবার ক্ষমতা আমার নিজের কিছুই নাই; শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু নিজ-গুণে কৃপা করিয়া আমাকে যাহা বলাইলেন, আমি তাহাই বলিলাম, তদ্ভিন্ন ভাল-মন্দ আমি আর কিছুই জানি না।

লোকনাথপ্রভু-পদ হৃদে করি আশ।
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥ ১১৫ ॥
ইতি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর-মহাশয় বিরচিত
শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা সমাপ্ত।

ফলতঃ, এই "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" গ্রন্থখানিও নিপুণতার সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, মনুষ্যের শক্তিতে কদাচ এরূপ অমূল্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না—ইহার রচনা শ্রীভগবানের প্রেরণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থ সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন ঃ—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥

এই "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" গ্রন্থ সম্বন্ধেও প্রকারান্তরে ঠিক ঐ একই কথা প্রযোজ্য অর্থাৎ

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
নরোত্তম-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥

এই গ্রন্থে নিখিল ভক্তিশাস্ত্রের সার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে অথচ অনুপম দক্ষতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক ত্রিপদীই এত ভাবে পরিপূর্ণ ও এত উপদেশময় যে, তাহা লইয়া যেন এক একখানি পৃথক্ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। এই গ্রন্থের আশ্রয় লইয়া ইহার উপদেশমত কার্য্য করিলে, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সুবিমল প্রেমভক্তি উৎপন্ন হইয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের ব্রজ-প্রেমসেবা লাভ হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে, এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের মূল্য নাই, এই অলৌকিক গ্রন্থের তুলনা নাই।

১১৫। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের ভক্তির অবধি নাই। তিনি বিঘ্ন-বিনাশের নিমিত্ত প্রথমেই শ্রীগুরুদেবের চরণ বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন,

এবং তাঁহারই শ্রীচরণ-কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল বলিয়া, গ্রন্থ-শেষে বড় সাধের সহিত তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি ইহাই বুঝাইলেন যে, শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না ; শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং তদীয় চরণ-সেবা ব্যতীত কোনও বাসনা পূর্ণ হয় না, কদাচ পরমার্থ লাভও হয় না।

ইতি শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার সার-কথা।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা-লাভই জীবের মুখ্য এবং চরম আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হইতেছে পঞ্চম পুরুষার্থ, যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেরও উপরিভাগে জাজ্বল্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই প্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন অপরিহার্য্য— ভজন ব্যতিরেকে কদাচ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-লাভ হইতে পারে না। ভজন করিতে হইলে, ভজন-পথে প্রবেশের সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান সোপান হইতেছে শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়। সর্ব্ব-প্রথমেই সদ্‌গুরুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তিময় গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিতে হয়। দীক্ষা না হইলে কাহারও পূজাদিতে অধিকার জন্মে না ; পরন্তু আবার দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যদি ভজন না করা যায়, তাহা হইলেও সেই দীক্ষার সার্থকতা উপলব্ধি হয় না ; অতএব দীক্ষা লাভ হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গেই ভজন অবশ্য কর্ত্তব্য। (এতদ্বিষয়ক বিশেষ বিবরণ এই গ্রন্থের "সংক্ষিপ্ত-সদাচার" প্রবন্ধের 'দীক্ষা' বিষয়ে দ্রষ্টব্য।)

দীক্ষা লাভ হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে একান্ত ভক্তি করাই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির মূল ও প্রধান অবলম্বন ; শ্রীগুরু-চরণে ভক্তি ব্যতীত কেহই কৃষ্ণ-ভক্তি বা

কৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারে না ; তন্নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, অগ্রে গুরুর পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিবে, যথা ঃ—

প্রথমঞ্চ গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মনার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

স্মৃতি মহার্ণব।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, অগ্রে গুরুর পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, নতুবা পূজা নিষ্ফল হয়।

শ্রীগুরুদেবের প্রতি যেন বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্য-বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! গুরুদেবকে আমারই স্বরূপ অর্থাৎ 'আমারই প্রকাশ' বা 'স্বয়ং আমি' বলিয়াই জানিবে ; কদাচ গুরুকে অবজ্ঞা বা অবমাননা করিও না এবং কদাচ মনুষ্য-জ্ঞানে তৎপ্রতি অসূয়া অর্থাৎ দ্বেষ প্রকাশ করিও না, অথবা কোনও রূপে তাঁহার নিন্দা করিও না ; গুরুদেব হইতেছেন সর্ব্বদেবময়।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিষয়ে শ্রীগুরুদেবের সদুপদেশ ও তদীয় শাস্ত্রানুমোদিত আদেশ-সমূহ হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া ভজন-পথে অগ্রসর হইতে হয়। তাঁহার সুসঙ্গত আদেশ ও উপদেশ-সমূহ কদাচ অন্যথা করিতে নাই, করিলে কৃষ্ণভক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাৎ তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শাস্ত্র-বচন।

অর্থাৎ এতদ্দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করিবে না।

(উপরোক্ত শ্লোকের অনুবাদ ও শ্রীগুরুভক্তি সম্বন্ধে অধিক বিবরণ এই গ্রন্থের "সংক্ষিপ্ত-সদাচার" প্রবন্ধে 'গুরু-সেবা ও গুরু-ভক্তি' বিষয়ে দ্রষ্টব্য।)

শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ় ভক্তিই হইতেছে প্রেম-ভক্তি-লাভের একটী প্রধান সোপান।

শ্রীবৈষ্ণব-প্রীতি ও শ্রীবৈষ্ণব-সেবা হইতেছে প্রেমভক্তি-লাভের আর একটী প্রকৃষ্ট উপায়। বৈষ্ণবের পদধূলি, বৈষ্ণবের চরণামৃত ও বৈষ্ণবের অধরামৃত যে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-প্রদান-বিষয়ে কিরূপ অমূল্য বস্তু ও কিরূপ অসাধারণ শক্তিমান্, তাহা কে বলিতে সক্ষম হইবে ?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল ।।

শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় "প্রার্থনা" গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ—

বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান-কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

তিনি ঐ স্থানে আরও বলিতেছেন ঃ—

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।

স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

যেষাং পাদ-রজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবী-জলং।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কি পুনঃ পাদয়োর্জলং ।।

অর্থাৎ যাঁহাদের পদ-ধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হইলে অর্থাৎ উহা মস্তকে ও দেহে ধারণ করিলে, গঙ্গা নর্ম্মদা ও যমুনা-স্নানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাদের

পদ-জল বা চরণামৃত পান করিলে যে কি ফল লাভ হয়, তাহা আর কে বলিতে সক্ষম হইবে ?

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে বলিতেছেন ঃ—

হরিপূজা-রতানাঞ্চ হরিনাম-রতাত্মনাং।
শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিং ॥

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি হরিপূজা ও হরিনাম-পরায়ণ জনগণের অর্থাৎ শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবা করেন, তাঁহারা মহাপাপী হইলেও পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।

লিঙ্গপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

ভোজনাচ্ছাদনং সর্ব্বং যথাশক্ত্যা করোতি যঃ।
বিষ্ণু-ভক্তস্য সততং স বৈ ভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাধ্যানুসারে নিরন্তর বৈষ্ণবগণকে আহার ও বসন প্রদান করেন, তাঁহাকে পরম ভাগবত বলিয়া জানিবে।

আদিপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় ! মা ভজস্বান্য-দেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন ! তুমি কেবল শ্রীবৈষ্ণবগণেরই ভজনা বা সেবা কর, অন্য কোনও দেবতার ভজনা করিও না ; বৈষ্ণবগণ সমস্ত দেবতাগণকে ও এই জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবলমাত্র শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করে, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের অর্চ্চনা করে না, সে ব্যক্তি কেবল দাম্ভিক মধ্যেই পরিগণিত অর্থাৎ সে ভক্ত মধ্যে গণ্য নহে।

স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন ঃ—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে প্রহার করে, বা তাঁহার নিন্দা করে, বা দ্বেষ করে, বা তাঁহার অভ্যর্থনা না করে, বা তাঁহার প্রতি ক্রোধ করে, অথবা বৈষ্ণব দেখিয়া আনন্দিত না হয়, এই ছয় প্রকার ব্যক্তি ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "মদ্ভক্ত-পূজাভ্যাধিকা" এই বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন, না

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।

এবং তিনি বেদ-ভাগবতাদি নিখিল শাস্ত্রে ঐ কথাই দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যথা ঃ—

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ় ॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

প্রেমভক্তি-লাভ-বিষয়ে বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণব-সম্মানই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। বৈষ্ণবের পূজা দ্বারা গুরু ভক্তি ও কৃষ্ণ-ভক্তি স্বতঃই লাভ হইয়া থাকে এবং জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হয়।

অতএব ইহা বিশেষরূপে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি করাই হইতেছে প্রেমভক্তি-লাভের সর্ব্ব-প্রধান সাধন।

প্রেমভক্তি-লাভের আর একটী প্রধান সোপান হইতেছে সাধু-সঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিময় সাধুর সঙ্গে ভজন পরিমার্জ্জিত হয় এবং মনের সমস্ত কুবাসনা ও বিষয়ান্তর-লালসা বিদূরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ঐকান্তিকতা আনয়ন করে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে বলিতেছেন ঃ—

অসারভুতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ!।
ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গো হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাং ॥

অর্থাৎ শ্রীনারদ মহাশয় শ্রীসনৎকুমারকে বলিলেন, হে ব্রহ্ম-নন্দন! যাঁহারা

সম্যক্-প্রকারে হরিভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই অসার সংসারে ভগবদ্ভক্তসঙ্গই হইতেছে সার পদার্থ।

ঐ পুরাণে আরও বলিতেছেন ঃ—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্ব-সঞ্চিতৈঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতেই প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে মানবগণের সৎসঙ্গ অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন ঃ—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীবিদুর মহাশয় শ্রীমৈত্রেয় মুনিকে বলিলেন, হে মুনে! আপনার ন্যায় সাধুজনের চরণ-সেবা দ্বারা কি না লাভ হয়? তদ্দারা শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতোপরিস্থ মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে স্বতঃই প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে, যদ্দারা সংসার দুঃখ অনায়াসে দূরীভূত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধু-সঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম-জন্মে পুনঃ তিঁহো মুখ্য অঙ্গ ॥

পাষণ্ড-দলনে পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ বলিতেছেন ঃ—

সাধু-সঙ্গ সাধু-সঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধু-সঙ্গে সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় ॥

তথাহি মোহমুদ্গরে—

নলিনীদল-গত-জলমতি-তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥

সাধু-সঙ্গের এতাদৃশ মহিমা যে, প্রেমভক্তি-লাভার্থে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের যাজনা হইতেও সাধু-সঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়া "শ্রীভক্তমাল" গ্রন্থে বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণ হ'তে যেমন কৃষ্ণের পোষক-দ্রব্যেতে।
যশোদা মাতার হয় অধিক যত্ন তাতে॥
ক্ষুধা নাহি ভাঙ্গে কৃষ্ণ আছেন স্তন-পানে।
তাঁরে রাখি মাতা যান দুগ্ধ উতারণে॥
তেমতি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গ হৈতে।
অধিক যত্ন করিবেন সাধু-সঙ্গাদিতে॥

'সাধু-সঙ্গ' অর্থে স্বজাতীয়-বাসনা-বিশিষ্ট ও নিজের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ যে সাধু, সেইরূপ সাধুর সঙ্গ করিতে বলিতেছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপূর্ণ-হৃদয়-বিশিষ্ট সাধুর সঙ্গ অতি দুর্ল্লভ ও সুকৃতি-লভ্য হইলেও, তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে।

প্রেমভক্তি-লাভ-বিষয়ে সাধু-সঙ্গ যে একটী প্রধান সোপান, তাহা এক্ষণে বোধগম্য হইল।

এই প্রেমভক্তি-লাভার্থে শ্রীরূপ-সনাতনাদি ছয় গোস্বামীর শরণ লইতে হইবে ; তাঁহাদের অনুগত হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথানুসারে না চলিলে, কেহই প্রেমভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না, কেননা তাঁহারাই কৃপা করিয়া বহুসংখ্যক অমূল্য গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক প্রেমভক্তি-লাভের পথ প্রদর্শন করতঃ উহা অতি সুগম ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের যাজন হইতেছে প্রেমভক্তি-পথে অগ্রসর হইবার একটী প্রধান অবলম্বন।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও দেব-দেবীর আশ্রয় লওয়া বা তাঁহাদের সেবা-পূজা করা প্রেমভক্তি-পথের বিষম অন্তরায়, কেননা তদ্দ্বারা ঐকান্তিকতার হানি হইয়া থাকে এবং প্রকারান্তরে ব্যভিচার-দোষে দোষী হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণে

একনিষ্ঠ না হইলে, প্রেমভক্তি লাভ করা কদাচ সম্ভবপর নহে। অতএব সাবধানে অন্য দেব-দেবীর সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাঁহাদের সেবা-পূজা ও প্রসাদ-গ্রহণাদি সমস্তই বর্জ্জন করিতে হইবে, তবে তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক তৎসমীপে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুদেবের আদেশ ও উপদেশ সমূহ পরস্পর সামঞ্জস্য করিয়া যেরূপ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই গ্রহণ পূর্ব্বক চিত্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ, তদনুসারে ভজন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজন-বর্গের লালসা, অর্থ-লালসা, বিষয়-স্পৃহা, ভোগাভিলাষ, সম্মান ও সুযশ লাভের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিষ্ঠার আশা প্রভৃতি অন্য সর্ব্ববিধ কুবাসনা পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির লালসা করিতে হইবে।

যোগ-পথ, জ্ঞান-পথ, কর্ম্ম-পথ প্রভৃতি অন্য সর্ব্ববিধ পন্থা পরিহার পূর্ব্বক, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তি-পথেরই অনুসরণ করিতে হইবে। জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি সমস্তকেই ভক্তি-পথের বাধক বলিয়া জানিবেন।

অসৎ-সঙ্গ একেবারেই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। কৃষ্ণভক্তি বিনাশ করিতে অসৎ-সঙ্গের ন্যায় প্রবল রিপু আর দ্বিতীয় নাই। জগতে এমন অমঙ্গল কিছুই নাই, যাহা অসৎ-সঙ্গ-প্রভাবে ঘটিতে না পারে। সৎসঙ্গ যেমন সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মূল, অসৎ-সঙ্গও তদ্রূপ সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের মূল। (অসৎ-সঙ্গ সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ১৩ দাগের ব্যাখ্যায় ২৫৮ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।)

যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক প্রভৃতি ভিন্ন-পথাবলম্বী সাধকগণের সঙ্গ সযত্নে বর্জ্জন করিতে হইবে, কেননা তাঁহাদের সংসর্গে কৃষ্ণভক্তির বিশেষ হানি হইয়া থাকে, যেহেতু

আপন আপন স্থানে পিরীতি সবাই টানে
ভক্তি-পথে পড়য়ে বিগতি।

সুতরাং কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য আর কাহারও সঙ্গ করা হইবে না—কৃষ্ণ-ভক্ত ব্যতীত জুড়াইবার স্থান আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীপুরী, শ্রীদ্বারকা প্রভৃতি কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় তীর্থস্থান অর্থাৎ ধাম ব্যতীত অন্য কোনও তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজন নাই; প্রেমভক্তি-লাভের সৌকর্য্যার্থে আবাব এই সমস্ত ধামের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-ধামই সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীব্রজ-মণ্ডলে বাস করিয়া ভজন করিতে পারিলে, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা চিত্তে স্বতঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কাম-ক্রোধাদি রিপু ও চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহা যে কিরূপে, তাহা ১৯-২০ দাগের ব্যাখ্যায় ২৬৮ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণ-সেবা-কার্য্য পাইলে, এই রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া পরম মঙ্গলময় কৃষ্ণ-কার্য্যই করিতে থাকিবে—তখন আর কোন প্রকার অমঙ্গল করিবে না।

অহঙ্কার ও অভিমানকে একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলিব না শুনিব না, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্রত ও দানাদি ব্যতীত অন্য কোন ব্রত ও দানাদি করিব না, শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা-কীর্ত্তনাদি ব্যতীত অন্য কোনও কিছুই কীর্ত্তন করিব না—ইত্যাদিরূপে সমস্ত কার্য্য কৃষ্ণ সম্বন্ধ লইয়াই করিব, অন্য কোনও সম্বন্ধে নহে, এইরূপে দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে হইবে।

শ্রীবৃন্দাবনে বাস অবশ্য কর্ত্তব্য—তা সশরীরেই হউক, আর অসামর্থ্য বশতঃ মনের দ্বারাই হউক। একমাত্র শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া একান্ত-ভাবে তাঁহাদের ভজন করিতে হইবে। মানসে শ্রীব্রজ-গোপীগণের অনুগতা গোপ-কুমারী-রূপে নিজ-সিদ্ধ-দেহ ভাবনা পূর্ব্বক যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা স্মরণ করিতে হয়, ইহাকেই ভজনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। সাধনের প্রথমাবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের যাজনকেই প্রধান অবলম্বন

করিতে হয়; তন্মধ্যে আবার নাম-কীর্ত্তনই হইতেছে বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। এইরূপে সাধন করিতে করিতে সাধন যতই পরিপক্ক হইতে থাকিবে, ততই লীলা-স্মরণে স্বতঃই মনোনিবেশ হইবে। ভজনের প্রথমাবস্থা হইতেই চিত্তে এই আকাঙ্ক্ষা সদাই প্রবল রাখিতে হইবে যে, আমি যেন কালক্রমে সখীগণের অনুগতা দাসীরূপে ব্রজে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-সেবা লাভ করিতে পারি। এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভজন করিতে থাকিলে, যথাকালে এই সর্ব্বোত্তম বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে।

প্রবল অনুরাগের সহিত ভজন করিতে হইবে; অনুরাগভরে ভজন না করিলে ভজনের সফলতা উপলব্ধি করা যায় না। একনিষ্ঠ হইয়া ভজন করিতে থাকিলে অনুরাগ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে; একনিষ্ঠ না হইলে প্রেমভক্তি-লাভের আশা সুদূর-পরাহত। সতী যেমন পতি বই আর কাহাকেও জানে না, মীন যেমন জল বিনা বাঁচিতে পারে না, চাতক যেমন মেঘ ভিন্ন আর কাহারও দিকে তাকায় না, কুমুদিনী যেমন চন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও চায় না, পদ্মিনী যেমন সূর্য্য ভিন্ন আর কাহারও প্রতীক্ষা করে না, ভ্রমর যেমন পুষ্প-মধু ভিন্ন অন্য কিছুতে পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ অন্য সমস্ত দেবদেবীর আশ্রয় বা উপাসনা, ধন-জন-প্রতিষ্ঠাদি অন্য সর্ব্ব প্রকার দুর্ব্বাসনা এবং যোগ-যাগ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি অন্য সর্ব্ববিধ পন্থাবলম্বন পরিত্যাগ করতঃ, একনিষ্ঠ-ভাবাপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিতে পারিলে প্রেমভক্তি লাভ হওয়া নিতান্তই দুর্ঘট—চিত্তে সর্ব্বদাই এই ভাব রাখিতে হইবে যে, আমি কৃষ্ণ বই আর কাহাকেও জানি না, কৃষ্ণ বই আর কাহাকেও চাহি না, কৃষ্ণই আমার হৃদয়-বল্লভ, কৃষ্ণই আমার প্রাণ-ধন, কৃষ্ণই আমার যথা-সর্ব্বস্ব।

পাপ ও পুণ্য দুইই পরিত্যাগ করিতে হইবে; এমন কি, স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের বাসনাও যেন কদাচ হৃদয়ে উদিত না হয়। সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় এ সমস্ত আবর্জ্জনা ত স্বতঃই চিত্তে একেবারেই স্থান পায় না, ইহারা হৃদয়

হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। কিন্তু সাধনের প্রথমাবস্থায় এ সমস্ত ভাবের অস্তিত্ব থাকে বলিয়া, এগুলি পরিবর্জ্জন-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিব না, কায়মনোবাক্যে পরের অনিষ্ট করিব না, পরদ্রব্যাপহরণ করিব না, মিথ্যা কথা বলিব না, দুর্ব্বাক্য দ্বারা বা অন্য কোনও প্রকারে কাহারও মনঃকষ্ট দিব না, পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিব না, গুরুজনকে অবজ্ঞা করিব না, প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিব না, মৎস্য-মাংসাদি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিব না, মাদক দ্রব্যাদি সেবন করিব না ইত্যাদিরূপ কত কত কুকার্য্য রহিয়াছে, যাহা পাপ মধ্যে পরিগণিত—সেই সমস্ত পাপ-কার্য্য করিব না বলিয়া হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে হইবে এবং তদ্বিষয়ে সম্যক্ শক্তি-লাভার্থে একান্ত-ভাবে শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ দান-ব্রতাদি পুণ্যকার্য্যও কত প্রকার রহিয়াছে, তাহাও পরিহার করিতে হইবে। পাপ ও পুণ্য কোনও কার্য্যই করা হইবে না, কারণ এ সমস্ত কার্য্যই ভজনের বিশেষ অন্তরায়—ইহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতির বিশেষ প্রতিবন্ধক। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়কে বলিয়াছেন ঃ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ঃ

(ইহার অনুবাদ ২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন ঃ—

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম নাহি উপজয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ বিষয়-ভোগ ও মুক্তি-লাভের স্পৃহা-রূপ পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে অবস্থিত থাকে, সে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে ভক্তি-সুখের উদয় কি প্রকারে হইতে পারে?

নিজের দেহের প্রতিও আসক্ত হইও না, যেহেতু এই দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর, ইহা কদাচ চিরস্থায়ী নহে। দেহের সৌষ্ঠবার্থে অনুরক্ত হইলে তুমি ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়িবে, স্বসুখাভিলাষ তোমার প্রবল হইবে, তাহা হইলেই ভক্তিদেবী তোমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবেন। দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই তখন তাহারা আপনা হইতেই কৃষ্ণকার্য করিতে থাকিবে এবং ভজনের বিশেষ সহায় হইবে।

স্ত্রী-পুত্র ও বিষয়াদি অনিত্য বস্তুতে কদাচ আসক্ত হইও না, যেহেতু এ সমস্তই কৃষ্ণ-ভক্তির বিশেষ প্রতিকূল। এ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিবে এবং উহা তাঁহারই কৃপা-জনিত দান বলিয়া চিত্তে দৃঢ়রূপে ধারণা করতঃ উহা গ্রহণ পূর্ব্বক অনাসক্ত-ভাবে তত্তৎ বস্তু উপভোগ করিবে। সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ সমস্ত দ্রব্য কিছুই আমার নহে—সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুই জীবের দুঃখে পরম সদয় হইয়া এই পরমানন্দময় দেব-দুর্ল্লভ শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেম জগতে আনয়ন করিয়াছেন ও অকাতরে অযাচকে পর্য্যন্ত উহা বিতরণ করিয়াছেন; এই প্রেম বিতরণ-বিষয়ে তিনি কল্পতরু সদৃশ; অতএব শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীপাদপদ্মে প্রেমভক্তি-লাভ করিবার নিমিত্ত সেই পরম-করুণ শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীচরণারবিন্দে একান্তভাবে শরণাগত হও, তাঁহার শ্রীচরণে পরম দৈন্য সহকারে প্রার্থনা কর এবং নিরন্তর তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া অতি কাতরভাবে রোদন কর, তাহা হইলেই তিনি সদয় হইয়া এই অনুত্তম অপার্থিব বস্তু—এই সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম-ধন তোমাকে প্রদান করিবেন।

ইতি শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার সার-কথা সমাপ্ত।

পাষণ্ড-দলন (১)।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-দেবং বন্দে জগদ্‌গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং ॥
শ্রীগোবিন্দং ঘনশ্যামং পীতাম্বর-ধরং পরং।
শ্রীনন্দ-নন্দনং নৌমি শ্রীগোপীজন-বল্লভং ॥
শ্রীরামং রেবতী-কান্তং প্রেমানন্দ-কলেবরং।
রৌহিণেয়ং ভজেদ্দেবং কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়কং ॥
গৌরো গৌড়ং জহৌ ভক্তি-ভারং সংন্যাস্য যৎকরে।
তং বংশীবদনং বন্দে প্রভুং শক্ত্যবতারকং ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্‌ ভবেৎ ॥

জয় জয় জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় জীব হয় ধন্য ধন্য ॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ পূর্ণানন্দ-ধাম।
জয় বলরাম জয় হরে কৃষ্ণ নাম ॥
জয় প্রভু নিত্যানন্দ জাহ্নবা-জীবন।
জয় গৌর-প্রিয় প্রভু শ্রীবংশীবদন ॥
জয় জয় কৃষ্ণ-ভক্ত করুণা-সাগর।
যাঁহাদের গুণ হয় জ্ঞান-অগোচর ॥
সেই সব ভক্ত-পদ করিয়া বন্দন।
মুঞি ক্ষুদ্র হঞা কহি পাষণ্ড-দলন ॥

(১)

শুন শুন ওরে ভাই! হঞা এক-মন।
সকল ছাড়িয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
পরম-পুরুষ কৃষ্ণ সর্ব্বোপাধি-মুক্ত।
প্রকৃতির গুণত্রয়ে হইয়া সংযুক্ত॥
জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ।
হরি ব্রহ্মা হর নাম করেন ধারণ॥
কিন্তু সত্ত্ব-মূর্ত্তি সেই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে।
অবহেলে সুখ লাভ হয় জেনো মনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্ব-তনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

(২)

ভজনীয় ভগবান্ নন্দের নন্দন।
তাহার প্রমাণ কহি শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মার অর্পিত অর্ঘ্য-জল মহামৃত।
যাঁর পদ-নখ হৈতে হইয়া নিঃসৃত॥
শিবের সহিত পৃথিবী করয়ে উদ্ধার।
সেই কৃষ্ণ বিনা কেবা ভগবান্ আর॥
অতএব নন্দ-সুতে সদা ভজ ভাই!।
নন্দ-সুত কৃষ্ণ বিনা ভগবান্ নাই॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অথাপি যৎপাদ-নখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ।

(৩)

ভৃগু-মুখে কৃষ্ণ-গুণ করিয়া শ্রবণ।
বিস্মিত সংশয়-শূন্য হঞা মুনিগণ ॥
অন্যদেব-উপাসনা করিয়া বর্জ্জন।
সুখ লাগি লইলেন কৃষ্ণের শরণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্ত-সংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোঽভয়ং ॥

(৪)

আগম পুরাণ তন্ত্র আদি শাস্ত্রগণ।
চরাচর জগতের মোহের কারণ ॥
কল্পাবধি অন্য দেবে বলিয়া প্রধান।
জল্পনা করেন করু তাহে কিবা আন ॥
বেদাদি শাস্ত্রের ভাই! তাৎপর্য্য সকলে।
আনয়ন কর যদি বিবেচনা-স্থলে ॥
তাহাতে সিদ্ধান্ত এই হইবে নিশ্চয়।
কৃষ্ণ বিনা ভগবান্ কেহ না আছয় ॥

এই শাস্ত্র-বাক্যে ভাই! যতেক সুধীর।
সর্ব্বেশ্বর বলি কৃষ্ণে করিলেন স্থির ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥

(৫)

সূত কহিলেন শুন শুন ঋষিগণ!।
যত যত অবতার করিনু কীর্ত্তন ॥
তার মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণাংশ-সম্ভূত।
আর কেহ কেহ কলারূপে পরিণত ॥
সর্ব্বশক্তি-পূর্ণ হেতু নন্দ-সুত হরি।
একমাত্র ভগবান্ জেনো দৃঢ় করি ॥
যখন অসুরগণ হইয়া প্রবল।
ভুবন ব্যাকুল করে প্রকাশিয়া বল ॥
সেই কালে অংশু-কলা-রূপে ভগবান্।
অবতীর্ণ হঞা করে সর্ব্ব লোক ত্রাণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

(৬)

ব্রহ্মা শিব আদি যত আছে দেবগণ।
তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ না করি কখন ॥

সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর নন্দ-সুত-হরি।
কায়মনোবাক্যে তাঁরে ভজ দৃঢ় করি॥

তথাহি পাদ্মে—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

(৭)

দুই বাহু তুলি মুঞি ত্রিসত্য করিয়া।
যাহা বলিতেছি তাহা শুন মন দিয়া॥
বেদ হইতে ভাল শাস্ত্র কভু দেখি নাই।
কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেব কেহ নাই॥

তথাহি নারসিংহে—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥

(৮)

শত্রু মিত্র, বিষ পথ্য, অধর্ম্ম সুধর্ম্ম।
কৃষ্ণ সুপ্রসন্নে হয় কহিলাম মর্ম্ম॥
আর যার প্রতি কৃষ্ণ বিরূপ থাকয়।
তাহার সকল ভাই! ঘটে বিপর্য্যয়॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥

(৯)

কৃষ্ণের নিমিত্ত যদি কোন ভাগ্যবান্।
কদাচন পাপ কার্য্য করে সমাধান॥

তাঁর সেই পাপ ধর্ম্ম-মধ্যে গণ্য হয়।
শ্রীমুখের আজ্ঞা ইথে নাহিক সংশয় ॥
আর যদি কেহ কৃষ্ণে করি অনাদর।
ধর্ম্ম কার্য্য করে সদা হইয়া তৎপর ॥
তার সেই ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের মহিমায়।
পাপ মধ্যে গণ্য হয় কহিনু তোমায় ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎ-প্রভাবতঃ ॥

(১০)

নিজ-মাতা পরিহরি চণ্ডালী-পূজনে।
যেমন তৎপর হয় মহাপাপী জনে ॥
সেইরূপ মহাপাপী ভবে আছে যেবা।
সেই কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য দেবে করে সেবা ॥

তথাহি স্কান্দে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥

(১১)

বাসুদেবে পরিত্যাগ করিয়া যে জন।
অন্য দেবতার করে অর্চ্চন বন্দন ॥
সে মূঢ় অমৃত ত্যজি বিষ করে পান।
শাস্ত্র-বাক্য ইথে কভু না ভাবিহ আন ॥

তথাহি স্কান্দে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্তামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষং ॥

(১২)

মায়ার কিঙ্কর হঞা ভবে যেই জন।
বিষ্ণুকে ছাড়িয়া করে অন্যদেবার্চ্চন ॥
সেই জন স্বর্ণরাশি করি পরিহার।
পাংশুরাশি লৈতে ইচ্ছা করে অনিবার ॥

তথাহি মহাভারতে—

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥

(১৩)

বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করি যেই মূর্খ জন।
অন্য দেবতার করে আশ্রয় গ্রহণ ॥
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই ছাড়ি গঙ্গা-জল।
মৃগতৃষ্ণা প্রতি ধায় হইয়া বিকল ॥

তথাহি মহাভারতে—

অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥

(১৪)

অবিদ্যার দাস হঞা যেই দুরমতি।
বিষ্ণুর অপেক্ষা হীন-দেবের সংহতি ॥
বিষ্ণুর সমান বলে সেই ত চণ্ডাল।
প্রকৃত চণ্ডাল কভু নহে ত চণ্ডাল ॥

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে—

যো মোহাদ্ বিষ্ণুমন্যেন হীন-দেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্ ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ ॥

(১৫)

যে সকল জড়-বুদ্ধি বিষ্ণু-ভগবানে।
অন্যান্য দেবের সহ করে তুল্য-জ্ঞানে॥
তাহারা একাগ্র-মন যদ্যপি করয়।
তথাপি কৃষ্ণের নিষ্ঠা ভক্তি না লভয়॥

তথাহি বৈষ্ণবতন্ত্রে—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্র-মনসশ্চাপি বিষ্ণু-সামান্যদর্শিনঃ॥

(১৬)

দ্বিজগণে সম্বোধিয়া কহেন শঙ্কর।
আপনারা সত্ত্বগুণ-নিষ্ঠ নিরন্তর॥
অতএব সদা কর কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ কর কৃষ্ণের স্মরণ॥

তথাহি হরিবংশে—

হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্ব-সংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণু-মন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ! পঠধ্বং ধ্যাত কেশবং॥

(১৭)

বিপ্রগণে লক্ষ্য করি কহেন পার্ব্বতী।
হায় হায়! বড় দুঃখ হতেছে সম্প্রতি॥
সর্ব্ব-সুখ-দাতা আর সবার ঈশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমানে যতেক বর্ব্বর॥
সংসারেতে দুঃখভোগ করে সর্ব্বক্ষণ।
মায়ার প্রভাব এ কি করি দরশন॥

যাঁর অন্বেষণ লাগি দিগম্বর হৈয়া।
জটা ভস্ম ধরি শিব বেড়ান ভ্রমিয়া॥
সেই রাধাকান্ত কৃষ্ণ হইতে প্রধান।
কে আছে দেবতা আর, না জানি সন্ধান॥

তথাহি হরিবংশে —

অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্ত-সুখদে হরৌ।
বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ॥
যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটা-ভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষতে জনৈঃ।
ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবো লক্ষ্মীকান্তাম্মধুদ্বিষঃ॥

(১৮)

দম তপ সত্য ধর্ম্ম অমাৎসর্য্য যাগ।
ধৃতি শ্রুতি ক্ষমা লজ্জা দান দ্বেষ-ত্যাগ॥
এই বার গুণে বিপ্র হইয়া শোভন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম যদি না করে ভজন॥
তবে সেই বিপ্রাপেক্ষা একান্ত ভকত।
চণ্ডাল পরম শ্রেষ্ঠ জানিহ সতত॥
সেই সে করিতে পারে সর্ব্ব-কুলোদ্ধার।
ওহে ভাই! এই বাক্য জেনো সারাৎসার॥
গর্ব্ব-পূর্ণ বিপ্র নারে স্বদেহ শোধিতে।
কুল-উদ্ধারের কথা রহুক দূরেতে॥
ভকতি-হীনের গুণ দম্ভের কারণ।
অতএব সর্ব্বকাল শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত-মনোচবনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

(১৯)

নিত্য-সুখ পুরুষার্থ লভিতে মনন।
যাহার আছয়ে তার সদা সর্ব্বক্ষণ॥
হরির স্মরণ আর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চনাদি করা চাঞি করিয়া যতন॥
যেহেতু সবার আত্মা ঈশ্বর শ্রীহরি।
শুকের বচন ইহা জেনো সত্য করি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

তস্মাদ্ভারত! সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং॥

(২০)

সর্ব্বদা হরিকে ভাই! করিবে স্মরণ।
বারেক নাহিক তাঁরে হবে বিস্মরণ॥
শাস্ত্রেতে নিষেধ বিধি যতেক আছয়।
সে সব উহার দাস জানিহ নিশ্চয়।

তথাহি পদ্মপুরাণে—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

(২১)

পুরুষের মুখ বাহু উরু পদ হৈতে।
গুণত্রয় দ্বারা চারি আশ্রম সহিতে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি।
ক্রমে ক্রমে জন্মিয়াছে কহিনু বিস্তারি॥
ভিন্ন ভিন্ন হয় সব উহাদের ধর্ম্ম।
তোমার নিকটে এই কহিলাম মর্ম্ম॥
সেই একমাত্র কৃষ্ণ পুরুষ হইতে।
সবার হঞাছে জন্ম জানিহ নিশ্চিতে॥
অতএব কৃষ্ণ প্রভু পিতা সবাকার।
এই বাক্য খণ্ডিবারে সাধ্য আছে কার॥
পিতা-প্রভু-হেতু কৃষ্ণ যারা নাহি ভজে।
রৌরবে পড়িয়া তারা চিরকাল মজে॥
'পুরুষ' শবদে আত্মা পুরাণে কহয়।
সেই আত্মা কৃষ্ণচন্দ্র জানিহ নিশ্চয়॥
অজ্ঞানে হইয়া অন্ধ রহে যেই জন।
সেই পাপী নাহি করে কৃষ্ণের ভজন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

(২২)

কৃষ্ণচন্দ্রে স্তুতি করি কহে দেবগণ।
নিবেদন করি শুন কমল-লোচন!॥

যারা তব পাদপদ্ম করি অনাদর।
আপনাদিগকে মুক্ত ভাবে নিরন্তর॥
তব পদে ভকতির অভাব-কারণ।
তাহাদের শুদ্ধা বুদ্ধি নহে কদাচন॥
বহু জনমের পুণ্যে সেই সব জন।
মোক্ষপদ-সন্নিহিত যদি কভু হন॥
তথাপি তাহারা বিঘ্নে হঞা অভিভূত।
অধোদেশে পড়ে ইহা কহিনু নিশ্চিত॥
তব পদে ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি হয়।
বেদাদি সকলে ইহা ফুকারিয়া কয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্ত-মানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(২৩)

সেই সে পরম ধর্ম্ম পুরুষের হয়।
কৃষ্ণ-পদে অহৈতুকী ভক্তি সুনিশ্চয়॥
যাহাতে হয়েন আত্মা সদা পরসন্ন।
হেন কৃষ্ণ-ভক্তি ছাড়ি নাহি লও অন্য॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

(২৪)

কৃষ্ণে স্তব করি কহে গান্ধিনী-নন্দন।
ওহে প্রভু! আর এক করুন শ্রবণ॥
আপনি অত্যন্ত ভক্ত-প্রিয় সত্যশীল।
হিতকারী দয়াবান্ কৃতজ্ঞ সুশীল॥
অতএব সব ছাড়ি বুদ্ধিমান্ জন।
আপনার পাদপদ্মে লয়েন শরণ॥
আপনি করেন পূর্ণ স্বদাসের কাম।
সেহ বেশী নহে আত্মাবধি কর দান॥
আপনার উপচয় আর অপচয়।
কভু নাহি দেখি নাথ! কহিনু নিশ্চয়॥
এই সব শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে কহিলাম ভাই।
সকল ছাড়িয়া ভজ দয়াল কানাই॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্ত-প্রিয়াদৃত-গিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥

(২৫)

শ্রীকৃষ্ণ কেমন দয়াময় তাহা শুন।
তোমার নিকটে আমি বলি পুনঃপুন॥
অসাধ্বী পূতনা কৃষ্ণে নাশিবার তরে।
বিষ মাখাইয়া নিজ-স্তনের উপরে॥

কৃষ্ণচন্দ্রে সেই স্তন পান করাইল।
তাহাতে পূতনা ধাত্রী-গতি লাভ কৈল॥
কৃষ্ণ তার ভক্ত-বেশ করিয়া দর্শন।
ধাত্রীর সদৃশ গতি কৈলেন অর্পণ॥
অতএব কৃষ্ণাপেক্ষা দয়ালু বা কেবা।
যে তাঁর শরণ লঞা সদা করি সেবা॥
দয়ালের শিরোমণি নন্দের নন্দন।
উদ্ধবের বাক্য এই ব্যাসের লিখন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহো বকী যং স্তন-কালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাক্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

(২৬)

পরম পবিত্র ভাই শ্রীকৃষ্ণের যশ।
যাহার শ্রবণে হয় হৃদয় সরস॥
এহেন কৃষ্ণের পদপল্লব-প্লবনে।
সাধুরা করেছে সদা আশ্রয় গ্রহণে॥
সে পদপল্লব-প্লব আশ্রয় মাত্রেতে।
সংসার-সাগর পার হবে নির্ভয়েতে॥
আশ্রয়-প্রভাবে ভাই! সংসার-সাগর।
বৎস-পদ-তুল্য হয় জেনো নিরন্তর॥
আর সেই কৃষ্ণ-পদপল্লব-প্লবন।
আশ্রয়েতে লাভ হয় বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥

তথা হৈতে কোন কালে না হয় পতন।
তব সন্নিধানে সব করিনু কীর্ত্তন॥
অতএব সব ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ-পদ।
পরম আনন্দ পাবে হবে নিরাপদ॥
যাহারা লঞাছে কৃষ্ণ-চরণে শরণ।
বিঘ্নের মাথায় তারা করি পদার্পণ॥
নির্ভয়েতে জগ মাঝে ভ্রমিয়া বেড়ান।
সত্য সত্য এই বাক্য না ভাবিহ আন॥
এই সব শাস্ত্র-বাক্যে যার মিথ্যা-জ্ঞান।
সে পাষণ্ড মিছা কেন রাখয়ে পরাণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লব-প্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো-মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎস-পদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাং॥
তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো!॥

(২৭)

অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ করিয়া যতন।
ওহে সখা! গুহ্য কথা করহ শ্রবণ॥
আশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম করি পরিহার।
অনন্য-ভাবেতে লহ শরণ আমার॥

তাহা হৈলে সর্ব্ব পাপ হইতে মোচন।
করিব তোমায় আমি কুন্তীর নন্দন! ॥
অতএব সর্ব্ব ধর্ম্ম দূরে পরিহরি।
এক-নিষ্ঠ হঞা ভাই! ভজ ভজ হরি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং—

সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং তাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

(২৮)

আর কহি শুন ভাই! হঞা এক-মন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম একেবারে করিয়া বর্জ্জন ॥
শরণাগত-পালক কৃষ্ণের শরণ।
একান্ত-ভাবেতে যিনি করেন গ্রহণ ॥
তিনি আর দেব-ঋষি-ভূত-পিতৃ-নর-।
ঋণে কভু নহে ঋণী জেনো নিরন্তর ॥
অতএব লাজ ভয় করি পরিহার।
অনন্য-ভাবেতে ভজ নন্দের কুমার ॥
কৃষ্ণচন্দ্র যার প্রতি হন পরসন্ন।
কার সাধ্য করে ভাই! তারে অবসন্ন ॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রে যেবা নাহিক ভজয়।
বড়ই দুর্ব্বুদ্ধি তার কহিনু নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে —

দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্!।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥

(২৯)

একমাত্র ভজনীয় নন্দের নন্দন।
তব সন্নিধানে তাহা করিনু কীর্ত্তন ॥
এবে শুন কহি ভাই ! অধিকারি-কথা।
যে কথা-শ্রবণে ঘুচে অন্তরের ব্যথা ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-শূন্য শ্রদ্ধাবান্ জন।
শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতে অধিকারী সদা হন ॥
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি-বিচার।
কৃষ্ণ-ভক্তি নাহি করে কহি বারবার ॥
মাঘস্নান-প্রসঙ্গেতে দিলীপ রাজারে।
কহেন বশিষ্ঠ দেব করিয়া বিস্তারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতে যৈছে সবে অধিকারী।
তৈছে মাঘ-স্নানে ইহা কহিনু বিচারি ॥

তথাহি পাদ্মে—

সর্ব্বেঽধিকারিণো হ্যত্র হরি-ভক্তৌ যথা নৃপ ! ॥

(৩০)

ময়ূরধ্বজ-দেশেতে নীচ শূদ্রগণ।
শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রেতে দীক্ষা করিয়া গ্রহণ ॥
শঙ্খ চক্র আদি চিহ্ন ধারণ করিয়া।
যাজ্ঞিকের ন্যায় রহে শোভিত হইয়া ॥

তথাহি কাশীখণ্ডে—

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খ-চক্রাঙ্ক-ধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ ॥

(৩১)

ওহে ভাই ! যাঁহাদের গোবিন্দ-ভক্তিতে।
অধিকার হইয়াছে জানিবে নিশ্চিতে ॥
তাঁহাদের জাতি-ব্যাখ্যা করিবে বর্জ্জন।
সকল শাস্ত্রেতে ইহা ফুকারিয়া কন ॥
শূদ্র বা ধীবর কিম্বা চণ্ডাল অধম।
যদ্যপি একান্তে ভজে গোবিন্দ-চরণ ॥
তাঁহারে সামান্য-রূপে কভু না হেরিবে।
কৃষ্ণ-ভক্ত বলি তাঁর বন্দনা করিবে ॥
কৃষ্ণ-ভক্তে নীচ-জ্ঞানে যে করে দর্শন।
নিশ্চয় তাহার হয় নরকে পতন ॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥

(৩২)

কৃষ্ণ কন চারিবেদী ব্রাহ্মণ-কুমার।
যদ্যপি নাহিক হয় ভকত আমার ॥
তিনিও আমার প্রিয় হইতে না পারে।
সত্য সত্য সত্য ইহা কহি বারে বারে ॥
চণ্ডাল যদ্যপি হয় আমার ভকত।
সেহ মোর প্রিয় হয় জানিহ সতত ॥
তাঁহারে করিবে দান লবে তাঁর ঠাঁই।
মোর তুল্য পূজ্য সেই ভুবনে সদাই ॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং॥

(৩৩)

সধবা বা পতিহীনা যেবা কোন নারী।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভজে দৃঢ় ভক্তি করি॥
সে নারী নিজের শত এক কুল উদ্ধারে।
ব্রহ্মার বচন ইহা কহিনু তোমারে॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণু-ভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতং॥

(৩৪)

গোবিন্দের প্রতি সদা ভক্তি করে যাঁরা।
বরণ সঙ্কর হইলেও পূত তাঁরা॥
আর যারা কৃষ্ণ-পদে ভক্তি না করয়।
কুলীন হ'লেও তারা ম্লেচ্ছ-তুল্য হয়॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে—

সঙ্কীর্ণ-যোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছ-তুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

(৩৫)

হরিভক্তি-শূন্য জন চণ্ডাল নিশ্চয়।
হরি-ভক্ত চণ্ডাল সে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হয়॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি-পরায়ণাঃ॥

(৩৬)

শূদ্র কভু নহে ভাই! কৃষ্ণ-ভক্তগণ।
ভাগবত বলি হয় তাঁদের গণন॥
যারা কৃষ্ণ-পদে ভক্তি নাহি করে ভাই!।
সকল বর্ণের মধ্যে শূদ্র তাহারাই॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ব-বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

(৩৭)

অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেবকী-নন্দন।
ওহে সখা! আর এক করহ শ্রবণ॥
অন্য দেবে রতি ছাড়ি দুরাচার জন।
যদি করে মনোবাক্যে আমার ভজন॥
তাহার নিশ্চয়-বুদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।
আর সেহ মহাসাধু বলি মান্য হয়॥
নীচ জাতি আর নারী বৈশ্য শূদ্রগণ।
যদি লয় মোর পদে একান্ত শরণ।
সেহ সবে শ্রেষ্ঠ গতি পাইবে নিশ্চয়।
ভক্ত বিপ্র ক্ষত্রিয়ের কথা কি আছয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপ-যোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা॥

(৩৮)

হরিভক্তি-যুক্ত হরিনাম-পরায়ণ।
দুর্ব্বৃত্তি-সদ্বৃত্তিশালী তাঁরা যদি হন ॥
তথাপি তাঁদের করি নিত্য নমস্কার।
সভা মাঝে সূত ইহা বলে বারবার ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরিভক্তি-পরা যে চ হরিনাম-পরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥

(৩৯)

চণ্ডাল যদ্যপি ভাই! কৃষ্ণভক্ত হয়।
ভক্তি-হীন বিপ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে নিশ্চয় ॥
যতি যদি হয় কৃষ্ণভক্তি-বিরহিত।
চণ্ডাল অপেক্ষা নীচ জানিহ নিশ্চিত ॥

তথাহি নারদীয়ে—

শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥

(৪০)

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের এবে বিশেষ লক্ষণ।
তোমার নিকটে কহি করহ শ্রবণ ॥
যিনি কৃষ্ণ-স্মৃতি হেতু দেহের জনম।
মৃত্যু ক্ষুধা ভয় তৃষ্ণা আদির কারণ ॥
সংসার-ধর্ম্মেতে নাহি হন বিমোহিত।
তিনি ভাগবত-শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চিত ॥

তথা'হ শ্রীমদ্ভাগবতে—

দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়-ক্ষুদ্ভয়-তর্ষ-কৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসার-ধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবত-প্রধানঃ ॥

(৪১)

ত্রৈলোক্যাধিপত্য-লাভ হৈলে উপস্থিত।
ইন্দ্রাদি দেবের অন্বেষিত আরাধিত ॥
গোবিন্দ-পদারবিন্দ হৈতে যার মন।
লব নিমিষার্দ্ধ নাহি করয়ে গমন ॥
গোবিন্দ-পদারবিন্দ করে সার জ্ঞান।
তাহাকে জানিহ ভাই বৈষ্ণব-প্রধান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ত্রিভুবন-বিভব-হেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতি-রজিতাত্ম-সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ-পদারবিন্দাৎ
লব-নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥

(৪২)

এহেন বৈষ্ণবে ভাই করিতে ভজন।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেবকী-নন্দন ॥
অন্য দেবতার পার্থ ! ছাড়িয়া পূজন।
সর্ব্বদা করহ তুমি বৈষ্ণব-ভজন ॥
বৈষ্ণব সকল সর্ব্ব দেবের সহিত।
করেন পবিত্র পৃথ্বী জানিহ নিশ্চিত ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় ! মা ভজস্বান্য-দেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্ব-দেবমিদং জগৎ ॥

(৪৩)

যাঁহার আছয়ে কৃষ্ণে নিষ্কামা ভকতি।
দেবগণ বৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণ-সংহতি ॥
বশীভূত হঞা তাঁর শরীরের মাঝ।
ওহে ভাই ! সদাকাল করেন বিরাজ ॥
কৃষ্ণভক্তি-বিহীনের মহৎ গুণ নাই।
বিষয়-সুখেতে তিহ ধাবিত সদাই ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

(৪৪)

ভগবান্ কহিলেন শুনহ অর্জ্জুন !।
যে স্থানে গমন করে মম ভক্তগণ ॥
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া আমি যাই সেই স্থানে।
নিশ্চয় কহিনু ইহা তব সন্নিধানে।
বেদের সহিত তথা ভুক্তি-মুক্তিগণ।
আমার ভক্তের পাছু করেন গমন ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব!।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥

(৪৫)

যথায় থাকেন ভাই! হরিভক্ত জন।
ব্রহ্মা হরি শিব আর দেব-সিদ্ধ-গণ ॥
তথায় তৎকালে জানি করেন বিরাজ।
আর এক কথা এবে কহি তব মাঝ ॥
নিমিষ বা নিমিষার্দ্ধ কাল যেই স্থানে।
হরি-ভক্তগণ সুখে করে অবস্থানে ॥
সেই স্থানে সর্ব্ব শ্রেয়ঃ তৎকালে থাকয়।
আর সেই স্থান তীর্থ তপোবন হয় ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরিভক্তি-পরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাদ্যা নিত্যং তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ ॥
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ।
তত্রৈব সর্ব্ব-শ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনং ॥

(৪৬)

যাঁহারা বিষ্ণুর প্রতি একান্তানুরক্ত।
লোকানুগ্রহেতে রত শান্ত দয়া-যুক্ত ॥
তাঁহারা বিষ্ণুর তুল্য জানিবে নিশ্চয়।
শাস্ত্র-বাক্য ইথে কিছু নাহিক সংশয় ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

যে বিষ্ণু-নিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহ-তৎপরাঃ।
সর্ব্বভূত-দয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

(৪৭)

আর এক কথা ভাই! করহ শ্রবণ।
অদ্যাপি শঙ্কর ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥
বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ জনের প্রভাবে।
জানিতে সমর্থ নাহি হন স্ব-স্বভাবে ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ।
প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাং ॥

(৪৮)

সহস্র যাজ্ঞিক হৈতে জানিহ নিশ্চয়।
সকল-বেদান্ত-বেত্তা জন শ্রেষ্ঠ হয় ॥
সকল-বেদান্ত-বেত্তা কোটী জন হৈতে।
এক বিষ্ণু-ভক্ত শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চিতে ॥
দশ-শত বিষ্ণু-ভক্ত বৈষ্ণব হইতে।
একান্ত বৈষ্ণব এক শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চিতে ॥
যাঁহারা একান্ত-ভক্ত তাঁহারা শোভন।
কৃষ্ণের পরম পদ প্রাপ্ত জানি হন ॥

তথাহি গারুড়ে—

সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্ত-পারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ-কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥

(৪৯)

ব্রহ্মা কহিলেন শুন কেশি-নিসূদন !।
তোমার একান্ত ভক্ত হন যেই জন ॥
সকল ধর্ম্মের কর্ত্তা সেই মহাশয়।
তব সন্নিধানে ইহা কহিনু নিশ্চয় ॥
হে অচ্যুত ! আর যেবা তোমার অভক্ত।
সে সর্ব্ব পাপের কর্ত্তা জানি যে সতত ॥
তব ভক্তগণ যদি করেন অধর্ম্ম।
তথাপি সে ধর্ম্ম হয়—কহিলাম মর্ম্ম ॥
তোমাতে অভক্ত যদি করে ধর্ম্মাচার।
অধর্ম্ম বলিয়া তাহা জানি অনিবার ॥

তথাহি স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

স কর্ত্তা সর্ব্ব-ধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব !।
স কর্ত্তা সর্ব্ব-পাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত !॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত !।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে !॥

(৫০)

যথায় মাৎসর্য্য-দ্বেষ-লোভাদি-রহিত।
গোবিন্দের ভক্তগণ করে অবস্থিত ॥
তথায় থাকেন প্রভু নন্দের নন্দন।
ইহাতে সংশয় নাহি কর কদাচন ॥

যে স্থানে নির্ম্মল-চিত্ত কৃষ্ণভক্তগণ।
অবস্থিতি নাহি ভাই! করেন কখন॥
সেই স্থানে উপহার উপবাস গান।
নৃত্য আদি দ্বারা হৈলে নিত্যারাধ্যমান॥
তথাপি সে স্থানে হরি তৃপ্ত নাহি হন।
এ বাক্যে সন্দেহ তুমি না কর কখন॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

যত্র রাগাদি-রহিতা বাসুদেব-পরায়ণাঃ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতে! নাত্র সংশয়ঃ॥
ন গন্ধৈর্ন তথা তোয়ৈর্ন পুষ্পৈশ্চ মনোহরৈঃ।
সান্নিধ্যং কুরুতে দেবো যত্র সন্তি ন বৈষ্ণবাঃ॥
বলিভিশ্চোপবাসৈশ্চ নৃত্য-গীতাদিভিস্তথা।
নিত্যারাধ্যমানোঽপি তত্র বিষ্ণুর্ন তৃপ্যতি॥

(৫১)

নিষ্পাপ উদার কৃষ্ণ-নিষ্ঠ অকিঞ্চন।
দয়াময় মহাভাগ বৈষ্ণবের গণ॥
ভ্রমিয়া সকল লোক করেন পবিত্র।
এহেতু বৈষ্ণবগণ হন মহাতীর্থ॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীত-কল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলাঁল্লোকাংস্তত্তীর্থমধিকং ততঃ॥

(৫২)

সাধুগণ নিজাশ্রম হইতে অন্যত্র।
কদাপি না যান নিজ-স্বার্থের নিমিত্ত॥

দীন-চিত্ত গৃহস্থের কল্যাণের তরে।
নিজ-গুণে কৃপা করি যান তার ঘরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন-চেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্! কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥

(৫৩)

নারায়ণ-পরায়ণ বৈষ্ণবের গণ।
পাপ-কার্য্যে লিপ্ত নাহি হন কদাচন ॥
ভাস্করের ন্যায় তাঁরা হইয়া উদিত।
সকল লোকেরে ভাই! করেন পবিত্র ॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্ণু-তৎপরাঃ।
পুনন্তি সকলাঁল্লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥

(৫৪)

সহস্র জন্মের মধ্যে প্রমাদ বশতঃ।
কখন বৈষ্ণব যদি করেন পাতক ॥
তথাপি তাহাতে তিনি লিপ্ত নাহি হন।
এই কথা ব্যাসদেব ফুকারিয়া কন ॥
তাঁহার দর্শন মাত্রে অন্য সবাকার।
পাপরাশি ভস্ম হয় জানি অনিবার ॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

জন্মান্তর-সহস্রেষু বিষ্ণুভক্তো ন লিপ্যতে।
যস্য সন্দর্শনাদেব ভস্মীভবতি পাতকং ॥

(৫৫)

কৃষ্ণেতে অনন্য-ভক্তি হঞাছে যাঁহার।
বাহ্যে দুরাচার কার্য্য যদি থাকে তাঁর ॥
তথাপি অন্তর-গত ভক্তির জ্যোতিতে।
সদা শোভা পান তিনি কহিনু নিশ্চিতে ॥
যেমন যামিনী-নাথ হঞা কলঙ্কিত।
তিমিরের কাছে নাহি হন পরাজিত ॥

তথাহি শ্রীনারসিংহে—

ভগবতি চ হরাবনন্য-চেতা
ভৃশ-মলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশ-কলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ
তিমির-পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ ॥

(৫৬)

লোকরক্ষা-বিশারদ হরিভক্তগণ।
হৃদিস্থ হরির আজ্ঞাক্রমে অনুক্ষণ ॥
আনন্দে সংসার মাঝে ভ্রমিয়া বেড়ান।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা জেনো মতিমান্ ॥

তথাহি স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

নূনং ভাগবতা লোকে লোকরক্ষা-বিশারদাঃ।
ব্রজন্তি বিষ্ণুনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে ! ॥

(৫৭)

জীব সকলের প্রতি করুণা করিয়া।
নিজ-ভক্তরূপ হরি স্বেচ্ছায় ধরিয়া ॥

জীবের রক্ষার লাগি ভুবন-ভিতর।
ভ্রমিয়া বেড়ান ভাই! জেনো নিরন্তর॥

তথাহি স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

ভগবানের সর্ব্বত্র ভুতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরঁল্লোকান্ ভক্ত-রূপেণ নারদ!॥

(৫৮)

মার্কণ্ডেয় প্রতি কহিলেন ভগবান্।
ওহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বলি কর অবধান॥
আমি সদা সর্ব্বক্ষণ প্রচ্ছন্ন-শরীরে।
ভক্ত-রূপে নিত্য রাখি সকল লোকেরে॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নিত্যং প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্ত-রূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

(৫৯)

দর্শন স্পর্শন সহবাস আলাপন।
এই সকলের দ্বারা কৃষ্ণভক্তগণ॥
ক্ষণকাল মধ্যে সাক্ষাৎ চণ্ডাল অধমে।
পবিত্র করেন ইহা জেনো মনে মনে॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—

দর্শন-স্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশং॥

(৬০)

নিজ-কুলাচার যেহ করেছে বর্জ্জন।
আর মহাপাতকেতে লিপ্ত অনুক্ষণ॥

সেই যদি লয় কৃষ্ণ-ভক্তের আশ্রয় ।
তাহা হৈলে কভু তার যন্ত্রণা না হয় ।।

তথাহি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—

ত্যক্ত-সর্ব্ব-কুলাচারো মহাপাতকবানপি ।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাং ।।

(৬১)

যেই মরুদেশে হরি-তত্ত্বজ্ঞ সুধীর ।
সফল শীতল-ছায়াযুক্ত দয়াবীর ।।
সজ্জন-পাদপ নাই, সেই দেশেতে ভাই ! ।
ক্ষণমাত্র না রহিবে কহিনু ইহাই ।।

তথাহি বাশিষ্ঠে—

যস্মিন্ দেশে মরৌ তজ্‌জ্ঞো নাস্তি সজ্জন-পাদপঃ ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র দিবসং বসেৎ ।।

(৬২)

সাধুগণ-সন্নিধানে সদা সর্ব্বক্ষণ ।
গমন করিবে নিজ-মঙ্গল-কারণ ।।
যদি তাঁরা কিছু নাহি দেন উপদেশ ।
তথাপি তথায় সুখ পাইবে বিশেষ ।।
পরস্পর মিলি স্বচ্ছন্দেতে সাধুগণ ।
করিবেন যাহা যাহা কথোপকথন ।।
তাঁহাদের উপদেশ তাহাই যে হয় ।
বশিষ্ঠের বাক্য ইহা মিথ্যা কভু নয় ।।

তথাহি বাশিষ্ঠে—

সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন ।
যা হি স্বৈর-কথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তাঃ ।।

(৬৩)

সাধু-দর্শনের ফল করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় বন্ধন-মোচন॥
সর্ব্বত্র সমান-চিত্ত স্বধর্ম্মানুরক্ত।
কৃষ্ণেতে অর্পিত-আত্মা বিষয়ে বিরক্ত॥
রবির দর্শনে যৈছে আঁখির বন্ধন।
কদাপি নাহিক রয় জেনো সর্ব্বক্ষণ॥
সেইরূপ সাধু-সকলের দরশনে।
জীবের সকল বন্ধ হয় বিমোচনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সাধূনাং সম-চিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোহক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥

(৬৪)

জলময় স্থান ভাই! তীর্থ নাহি হয়।
মৃত্তিকা-পাষাণময়ী মূর্ত্তি দেব নয়॥
তাঁহারা করেন বহুকালে শুদ্ধ মন।
দর্শন মাত্রেতে শুদ্ধ করে সাধুগণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

(৬৫)

সাধু-সেবনের ফল কর অবধান।
যাহার শ্রবণে ভাই! নাশয়ে অজ্ঞান॥

অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র তারা পৃথ্বী জলাকাশ।
বায়ু বাক্য মন আর জানিহ নির্যাস॥
ইহারা হইলে ভেদ-বুদ্ধিতে পূজিত।
অজ্ঞান নাশিতে নাহি পারে কদাচিত॥
মুহূর্ত্তেক মাত্র সাধু করিলে সেবন।
সকল অজ্ঞান নাশ হয় সেই ক্ষণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্র-তারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদ-কৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্ত-সেবয়া॥

(৬৬)

একান্ত-মনেতে বহ্নি করিলে সেবন।
শীত-ভয় অন্ধকার না থাকে কখন॥
সেইরূপ সদা সাধু-সংসেবী জনার।
কখনও কোন ভয় নাহি রহে আর॥

তথাহি পাদ্মে—

যথা প্রপদ্যমানস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
শীত-ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতঃ সদা॥

(৬৭)

বৈষ্ণব-দর্শনমাত্রে মানব সবার।
অপযশ নাশ হয় কহি বারবার॥
আর বুদ্ধি নিরমল হয় সেই ক্ষণ।
তাহার প্রতিষ্ঠা করে সকল ভুবন॥

তথাহি পাদ্মে—

বিনাশয়ত্যপযশো বুদ্ধিং বিষদয়ত্যপি।
প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ো নৃণাং বৈষ্ণব-দর্শনং ॥

(৬৮)

বৈষ্ণব-সঙ্গের কথা করহ শ্রবণ।
যে কথা-শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গমে হয় পাপ-নিবারণ।
সর্ব্ব সুমঙ্গল ভাই! হয় সংযোজন ॥
যশোরাশি সুবিস্তার চারিদিকে হয়।
বৈষ্ণব-সঙ্গের ফল এই সুনিশ্চয় ॥

তথাহি পাদ্মে—

অপাকরোতি দুরিতং শ্রেয়ঃ সংযোজয়ত্যপি।
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষ্ণব-সঙ্গমঃ ॥

(৬৯)

পরম-উজ্জ্বল-সাধুসঙ্গতি-গঙ্গায়।
স্নান করিলেন ভবে যেই মহাশয় ॥
তাঁহার তপস্যা দান তীর্থ যজ্ঞে ভাই!।
কিছুতেই প্রয়োজন দেখিতে না পাই ॥

তথাহি পাদ্মে—

যঃ স্নাতঃ শান্ত-সিতয়া সাধু-সঙ্গতি-গঙ্গয়া।
কিন্তস্য দানৈঃ কিন্তীর্থৈঃ কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥

(৭০)

শ্রীঅচ্যুতে কহিলেন রাজা মুচুকুন্দ।
আপনার অনুগ্রহে যখন মুকুন্দ! ॥

সংসারী জনারে হয় এ সংসার ক্ষয়।
তখনি তাহার সাধু সহ সঙ্গ হয় ।।
সাধু-সঙ্গ হবা মাত্র সাধুদের গতি।
গোপী-লক্ষ্মী-পতি আপনায় হয় মতি ।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত ! সৎ-সমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ।।

(৭১)

নয়ন সফল হয় ভক্ত-দরশনে।
দেহের সার্থক হয় ভক্ত-পরশনে ।।
রসনার ফল জানি ভক্তের কীর্ত্তন।
এহেতু সংসারে সুদুর্ল্লভ ভক্তগণ ।।

তথাহি শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি
তন্বা ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ।।

(৭২)

ভক্ত সকলের সঙ্গ-লেশের সহিত।
স্বর্গ মোক্ষ তুল্য নাহি করি কদাচিৎ ।।
ইহাতে নরের তুচ্ছ রাজ্যাদি অতুল।
উহার সহিত কিসে হয় সমতুল ।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

(৭৩)

অসাধু-সঙ্গের ফল করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে শান্তি লভে নরগণ ॥
অসতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তি-হীন।
সেহ যদি সদাচারে হয় পরবীণ ॥
তথাপি তাহার নাহি শুভ-গতি হয়।
ভাগবত-বাক্য ইহা মিথ্যা কভু নয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ভগবদ্ভক্তি-হীনা যে মুখ্যাসন্তস্ত এব হি।
তেষাং নিষ্ঠা শুভা ক্বাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি ॥

(৭৪)

অসাধু-সঙ্গেতে সত্য শৌচ মৌন শম।
দয়া বুদ্ধি লজ্জা শোভা যশ ক্ষমা দম ॥
ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভাই ! সব যায় নাশ।
অতএব নাহি কর অসাধু-সম্ভাষ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ং ॥

(৭৫)

শিশ্নোদর-পরায়ণ অসাধু সহিত।
সংসর্গ কখন যদি কর কদাচিৎ ॥

তাদের সংসর্গে ভাই অন্ধতম কূপে।
নিশ্চয় পতন হবে কহিনু স্বরূপে॥
অন্ধের অনুগত অন্ধ যেরূপ পড়য়।
তদ্রূপ পতন তার জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর-তৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোহন্ধবৎ॥

(৭৬)

অসতের সঙ্গ সদা করিয়া বর্জ্জন।
সাধু-সঙ্গ কর ভাই ! করি এক মন॥
নিষ্কিঞ্চন সাধুদের চরণ-ধূলার।
অভিষেক বিনা জ্ঞান-ভকতি-প্রেমার॥
উদয়-সম্ভব নাহি দেখি কদাচিৎ।
তোমারে কহিনু ইহা করিয়া নিশ্চিত॥
অন্নাদি-বিভাগ তপ বৈদিক করম।
বেদাভ্যাস জল-অগ্নি-সূর্য্যের পূজন॥
কিছুতেই জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমার উদয়।
ওহে ভাই ! নাহি হয় জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎ-পাদরজোঽভিষেকং॥

(৭৭)

যত দিন গৃহাসক্ত মানব ভক্তিতে।
নিষ্কিঞ্চন সাধুদের চরণ-ধূলিতে ॥
নিজাঙ্গের অভিষেক না পারে করিতে।
তত দিন তাহাদের মন কোনমতে ॥
কৃষ্ণের পদারবিন্দ স্পর্শিতে না পারে।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা কহিনু তোমারে ॥
যখন মানস স্পর্শে কৃষ্ণের চরণ।
তখনি সংসার-জ্বালা হয় নিবারণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(৭৮)

ভক্ত-সম্মানের কথা করহ শ্রবণ।
যে কথা-শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥
কৃষ্ণকে প্রীতির সহ যৈছে ভক্ত-জন।
করেন প্রফুল্ল-মুখে প্রণাম বন্দন ॥
তৈছে শ্রীগোবিন্দ-ভক্ত করিয়া দর্শন।
যে ভক্ত করেন তাঁরে প্রণাম অর্চ্চন ॥
সেই ভক্তে কৃষ্ণ-ভক্ত বলিয়া জানহ।
ত্রিলোক তারেন তিনি ভকতির সহ ॥

তথাহি লিঙ্গপুরাণে—

বিষ্ণু-ভক্তমথায়াতং যো দৃষ্টবা সুমুখঃ প্রিয়ঃ।
প্রণামাদিং করোত্যেব বাসুদেবে যথা তথা।
স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ং॥

(৭৯)

ভক্তের কর্কশ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধৈর্য্য ধরি যেবা করে প্রণাম বন্দন॥
বৈষ্ণব বলিয়া তাঁরে জানিবে নিশ্চয়।
লিঙ্গ-পুরাণেতে ইহা ফুকারিয়া কয়॥

তথাহি লিঙ্গপুরাণে—

রূক্ষাক্ষরা গিরঃ শৃণ্বন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ।
প্রণাম-পূর্ব্বকং ক্ষান্ত্বা যো বদেদ্ বৈষ্ণবো হি সঃ॥

(৮০)

নিজ-সাধ্যমতে ভক্তগণে যেই জন।
খাদ্যদ্রব্য বস্ত্র আদি করেন অর্পণ॥
নিশ্চয় তাহাকে হরি-ভক্ত বলা যায়।
ভক্তপূজা-কথা এই কৈনু সমুদায়॥

তথাহি লিঙ্গপুরাণে—

ভোজনাচ্ছাদনং সর্ব্বং যথাশক্ত্যা করোতি যঃ।
বিষ্ণু-ভক্তস্য সততং স বৈ ভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

(৮১)

যমরাজ কহিলেন শুন দূতগণ!।
বৈষ্ণব-সেবীকে সদা করিবে বর্জ্জন॥

যাঁহাদের গৃহে করে বৈষ্ণব ভোজন।
যাঁহারা বৈষ্ণব-সঙ্গ করে সর্ব্বক্ষণ ॥
সেই সব নিষ্পাপীর উপর আমার।
নিশ্চয় জানিহ নাহি কোন অধিকার ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণব-সঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গ-হতকিল্বিষাঃ ॥

(৮২)

শ্রীহরি-বুদ্ধিতে যেবা হরি-ভক্ত-জনে।
কায়মনোবাক্যে নিত্য করেন পূজনে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেব সমুদায়।
তাঁর প্রতি তুষ্ট হন কহিনু তোমায় ॥
হরিনাম-পরায়ণ হরি-পূজা-রত।
বৈষ্ণবদিগের সেবা-কার্য্যে অনুরত ॥
সংসারের মাঝে ভাই! আছয়ে যাহারা।
পাপী হইলেও হরিধামে যায় তারা ॥
কৃষ্ণের নিষ্কাম ভক্তগণে যেই জন।
শ্রদ্ধান্বিত হঞা ভাই! করান ভোজন ॥
সে জন একবিংশতি কুলের সহিত।
শ্রীহরি-ধামেতে যায় জানিহ নিশ্চিত ॥
যাঁহার গৃহেতে কৃষ্ণপূজা-পরায়ণ।
বৈষ্ণব করেন বাস জানি সর্ব্বক্ষণ ॥
তাঁর গৃহে শিব ব্রহ্মা আদি দেব যত।
আর হরি লক্ষ্মী সহ রহেন সতত ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরিভক্তি-রতান্ যস্তু হরি-বুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।।
হরিপূজা-রতানাঞ্চ হরিনাম-রতাত্মনাং।
শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিং ।।
যো বিষ্ণুভক্তান্ নিষ্কামান্ ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ত্রিসপ্ত-কুল-সংযুক্তঃ স যাতি হরি-মন্দিরং ।।
দেব-পূজা-পরো যস্য গৃহে বসতি সর্ব্বদা।
তত্রৈব সর্ব্বদেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ।

(৮৩)

শালগ্রাম-আদি কৃষ্ণ-মূর্ত্তির অগ্রেতে।
নৈবেদ্য অর্পণ ভাই ! করিলে পরেতে ।।
তাহা কৃষ্ণ দৃষ্টিমাত্রে করেন গ্রহণ।
তোমার নিকটে ইহা করিনু কীর্ত্তন ।।
ভক্তের বদনে কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
ব্রহ্ম-পুরাণেতে ইহা আছয়ে লিখন ।।

তথাহি ব্রহ্মপুরাণে—

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্টৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ! ।।

(৮৪)

করিয়া গোবিন্দ-পূজা তাঁর ভক্ত-জনে।
মনুষ্য-জ্ঞানেকে কভু না করে পূজনে ।।
সে জন শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত কখনো না হয়।
দাম্ভিক সে জন ইহা জানিবে নিশ্চয় ।।

তথাহি পাদ্মে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিক স্মৃতঃ॥

(৮৫)

সর্ব্বদেব-পূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্চ্চন।
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-ভক্তের পূজন॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥

(৮৬)

অতএব কর ভাই! বৈষ্ণব পূজন।
বৈষ্ণব-নিন্দাদি দূরে করিয়া বর্জ্জন॥
কৃষ্ণভক্ত-জনে যেবা করে উপহাস।
ধর্ম্ম অর্থ যশ পুত্র তার হয় নাশ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম!।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থ-ধর্ম্ম-যশঃ-সুতাঃ॥

(৮৭)

যেই সব মূঢ়-বুদ্ধি মানবের গণ।
বৈষ্ণবগণের ভাই করয়ে নিন্দন॥
তাহারা জানিহ পিতৃগণের সহিত।
রৌরব নরকে হয় নিশ্চয় পতিত॥

তথাহি স্কান্দে—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥

(৮৮)

যাহারা বৈষ্ণবগণে করয়ে প্রহার।
তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ করে অনিবার ॥
কভু নাহি করে তাঁহাদের সমাদর।
তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় নিরন্তর ॥
তাঁহাদের দেখি নাহি করয়ে আনন্দ।
নরকে পড়য়ে ভাই ! সেই সব মন্দ ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

(৮৯)

বৈষ্ণবগণেরে যেই জন দেয় কষ্ট।
জন্মার্জ্জিত পুণ্য তার সব হয় নষ্ট ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

জন্ম-প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতং।
নাশমায়াতি তৎ সর্ব্বং পীড়য়েদ্ যদি বৈষ্ণবান্ ॥

(৯০)

যেই সব মহাপাপী দুরাচারগণ।
পবিত্রাত্মা সাধুদের করয়ে নিন্দন ॥
সেই সব পাপি-জনে যমদূতগণ।
তীক্ষ্ন করপত্র দ্বারা করে বিদারণ ॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে—

করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যম-শাসনৈঃ।
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং॥

(৯১)

বৈষ্ণবের অপমান করে যেই জন।
তার প্রতি তুষ্ট নাহি হন নারায়ণ॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে—

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তর-শতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে॥

(৯২)

কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-নিন্দা করিয়া শ্রবণ।
তথা হৈতে যেবা নাহি করে পলায়ন॥
সে জন সুকৃত-চ্যুত হইয়া নরকে।
নিশ্চয় পড়য়ে ভাই! কহিনু তোমাকে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥

(৯৩)

বৈষ্ণব দেখিয়া প্রীতি আদর সহিত।
শয্যা হৈতে নাহি উঠে হঞা সাবহিত॥
সেই জন নরকের অতিথি নিশ্চয়।
ব্রাহ্মণের প্রতি ইহা যম-রাজা কয়॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র! স নরো নরকাতিথিঃ॥

(৯৪)

প্রচ্ছন্ন-শরীরে নিজ-ভক্ত-রূপ ধরি।
সদা লোক সকলেরে পালেন শ্রীহরি ॥
অতএব প্রাতে উঠি যেই সব জন।
নিত্য করে বৈষ্ণবের নামাদি কীর্ত্তন ॥
কলিযুগে তাঁহারাই মহাভাগবত।
তাঁহারাই কৃষ্ণ-তুল্য শাস্ত্র-অভিমত ॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে –

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাস্তু কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণ-তুল্যাঃ কলৌ বলে ! ॥

(৯৫)

ওহে ভাই ! কৃষ্ণ-মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত।
ভজ গুরু কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ভক্ত অবিরত ॥
এই তিন বিনা ভবে কিছু নাহি আর।
বেদাদি সকলে ইহা কহে বারবার ॥
সংসার হইতে মুক্ত হইবার তরে।
যাহার বাসনা সদা আছয়ে অন্তরে ॥
সে জন বেদাখ্য-শব্দব্রহ্ম-অনুগত।
ব্যাখ্যায় নিপুণ বিপ্র শ্রীকৃষ্ণে নিরত ॥
ক্রোধ-লোভ-আদি-হীন শান্ত সদাশয়।
গুরুর চরণাশ্রয় একান্তে করয় ॥
গুরু-পাদাশ্রয় বিনা সংসার-মোচন।
কখন কাহারো নাহি হয় কদাচন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥

(৯৬)

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সুব্রাহ্মণ।
সকল বর্ণের গুরু বেদের লিখন ॥
ইনি সর্ব্বলোক মধ্যে শ্রীহরির ন্যায়।
পূজনীয় সদাকাল কহিনু তোমায় ॥
অতএব নিজ-শ্রেয়ঃ-লাভের নিমিত্ত।
বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ গুরু করিবে নিশ্চিত ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥

(৯৭)

শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্রেতে দীক্ষা লইয়া যে জন।
করয়ে বিষ্ণুর পূজা হঞা এক-মন ॥
সে জনে বৈষ্ণব বলি জানিহ নিশ্চয়।
তাহা ছাড়া আর যত অবৈষ্ণব হয় ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে —

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

(৯৮)

সহস্র-শাখা বেদ পড়ে আর ত ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ব বিদ্যা আছে বড় শাস্ত্রেতে নিপুণ ॥

অবৈষ্ণব হয় যদি গুরু-যোগ্য নয়।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ফুকারিয়া কয়॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র-শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

(৯৯)

সম্প্রদায়-হীন অবৈষ্ণব গুরু ভাই !।
ছাড়িয়া করহ গুরু বৈষ্ণব-গোসাঞি॥
সম্প্রদায়-ভক্তি-হীন ব্রাহ্মণ গুরুর।
উপদিষ্ট মন্ত্রে নর যায় অন্ধপুর॥
অতএব সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-গোসাঞি।
গুরু করি রাধাকৃষ্ণ ভজহ সদাই॥

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

তথাহি পাদ্মে গৌতমীয়তন্ত্রে চ—

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥

(১০০)

দীক্ষা লঞা গুরু-গোসাঞির শ্রীচরণ।
নৈষ্ঠিক হইয়া সদা করিবে সেবন॥
গুরু-গোসাঞির পাদপদ্ম-সেবা বিনু।
রাধাকৃষ্ণ নাহি মিলে তোমারে কহিনু॥

যেই কৃষ্ণ সেই গুরু মহিমায় জান।
গুরু-গোসাঞিরে নাহি কর জীব-জ্ঞান ॥
জীবের উদ্ধার লাগি নন্দ-সুত হরি।
ভুবনে ভ্রমেন সদা গুরু-রূপ ধরি ॥
গুরুতে নৈষ্ঠিক রতি সদাই রাখিবে।
ভাগবত-ধর্ম্ম তাঁর নিকটে শিখিবে ॥
গুরু-গোসাঞির কভু বিক্রিয়া-দর্শনে।
ঘৃণাদি কখন নাহি কর মনে মনে ॥
গুরু-গোসাঞির প্রতি যার অবিশ্বাস।
জনমে জনমে তার সব হয় নাশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্য-বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেতাত্মাত্মদো হরিঃ ॥

(১০১)

সম্প্রদায়ী ভাগবত-বিপ্র-সন্নিধানে।
শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্রেতে দীক্ষা করিয়া গ্রহণে ॥
বৈষ্ণব হইয়া সদা হঞা অনুরক্ত।
অকপটে সেব সদা গুরু কৃষ্ণ ভক্ত ॥
কলিতে বৈষ্ণব নাম বড়ই দুর্ল্লভ।
বহুভাগ্য যার তার পক্ষেতে সুলভ ॥
ব্রহ্ম-রুদ্র-পদ হৈতে বৈষ্ণবাখ্যা বড়।
এ বাক্যে সন্দেহ ভাই! কভু নাহি কর ॥

তথাহি সৌপর্ণে—

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্ম-রুদ্র-পদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥

(১০২)

যত দিন বংশে কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ।
সন্তান নাহিক করে জনম গ্রহণ ॥
তত দিন পিতৃলোক পিণ্ডের আশায়।
সংসারে ভ্রমেন সদা দুঃখিত হিয়ায় ॥
যে কুলে বৈষ্ণব নাম সন্তানের হয়।
সে কুল পবিত্র হয় জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃতার্থা হয়েন ভাই জননী তাহার।
পৃথিবী বসতি ধন্য হয় জেনো সার ॥
পিতৃলোক তার সব স্বর্গে নৃত্য করে।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা কহিনু তোমারে ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ড-তৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তি-যুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ং ॥

(১০৩)

সংসারের মাঝে যেই হরি-ভক্ত হয়।
সেই সে পরম জ্ঞানী কহিনু নিশ্চয় ॥

যোগী সকলের শ্রেষ্ঠ সেই জন জানি।
যজ্ঞের সংগ্রহকারী তাহারে যে মানি ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

স এব জ্ঞানবাঁল্লোকে যোগিনাং প্রথমো হি সঃ।
মহাক্রতূনামাহর্ত্তা হরিভক্তি-যুতো হি যঃ ॥

(১০৪)

কলিযুগ-ধর্ম্ম ভাই! করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে দুঃখ হয় বিমোচন ॥
কলিতে কেবল প্রভু শ্রীহরির নাম।
একমাত্র ধর্ম্ম এই জেনো অবিরাম ॥
নাম বিনা কলিযুগে আর গতি নাই।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা কহিলাম ভাই! ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(১০৫)

কলিতে গোবিন্দ-নামে যত পাপ হরে।
লোকেতে পাতক তত করিতে না পারে ॥
কর্ম্ম-মন-বাক্যোদ্ভব পাপ তত নাই।
যত পাপ কৃষ্ণ-নামে নাশ করে ভাই ॥
অতএব সব ছাড়ি শ্রীগোবিন্দ-নাম।
মনে প্রাণে ঐক্য করি বল অবিরাম।

তথাহি স্কান্দে—

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ-কীর্ত্তনং ॥

(১০৬)

যৈছে জল আগি নিবাইতে শক্তি ধরে।
যৈছে সূর্য্যদেব অন্ধকার নাশ করে ॥
তৈছে হরি-সঙ্কীর্ত্তন কলি-পাপ যত।
নাশিতে সমর্থ হন জানিহ সতত ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শময়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নাম-সঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥

(১০৭)

হরিনাম-কীর্ত্তনেতে মানব-নিচয়।
সর্ব্ব-পাপে মুক্ত হঞা ভব পার হয় ॥
তখন শ্রীহরিনাম কলির পাতক।
অবশ্য জানিহ ভাই ! হয়েন নাশক ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে —

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রয়াতি
সংসার-পারং দুরিতৌঘ-মুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষ-জন্ম-
পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রং ॥

(১০৮)

কলিযুগে শ্রীগোবিন্দনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
যেমন পবিত্র হয় মানবের গণে ॥
তেমন পবিত্র তপ্তকৃচ্ছ চান্দ্রায়ণ।
পরাকাদি ব্রতে ভাই ! না হয় কখন ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—

পরাক-চান্দ্রায়ণ-তপ্তকৃচ্ছ্রৈ-
র্ন দেহে-শুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধব-কীর্ত্তনেন
গোবিন্দ-নাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥

(১০৯)

সর্ব্ব-কালে সর্ব্ব-স্থানে কৃষ্ণ-নাম যত।
আনন্দেতে সঙ্কীর্ত্তন করিবে সতত॥
কৃষ্ণ হরি বিষ্ণু নাম কীর্ত্তনেতে ভাই।
কালাকাল অশৌচাদি বিচার যে নাই॥
কৃষ্ণের যতেক নাম মানবের গণে।
সতত পবিত্র করে জেনো মনে মনে॥
অতএব শুদ্ধাশুদ্ধ না করি বিচার।
'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' নাম কর অনিবার॥

তথাহি স্কান্দে পাদ্মে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
ন শৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥

(১১০)

সংসারের মধ্যে ভাই শ্রীহরি-কীর্ত্তন।
উত্তম তপস্যা ইহা কহে মুনিগণ॥
বিশেষ কলিতে কৃষ্ণ-প্রীতির কারণ।
সর্ব্বদা করিবে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

তথাহি স্কান্দে—

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনং।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণু-প্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

(১১১)

সত্যেতে বিষ্ণুর ধ্যানে জীব মুক্ত হয়।
ত্রেতা-যুগে যজ্ঞে মুক্ত জানিহ নিশ্চয় ॥
দ্বাপর-যুগেতে মুক্ত কৃষ্ণের সেবনে।
কলিতে কেবল হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ ॥

(১১২)

দান ব্রত তপ তীর্থ-যাত্রা প্রভৃতির।
দেব-সাধু-রাজসূয়-অশ্বমেধাদির ॥
পাপ-হর যত বল আছয়ে বর্ণন।
সেই সব বল হরি করিয়া হরণ ॥
নিজ-নাম সকলেতে করিলা রক্ষণ।
অতএব কলি-ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

দান-ব্রত-তপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেব-মহতাং সর্ব্বপাপ হরাঃ শুভাঃ ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥

(১১৩)

বেদাগম আদি বহুশাস্ত্র-অধ্যয়নে।
কাশী কাঞ্চী আদি যত তীর্থ-পর্য্যটনে ॥

নাহি কোন প্রয়োজন কহিনু তোমায়।
যদি নিজমুক্তি-ইচ্ছা করহ হিয়ায় ॥
তবে স্পষ্টাক্ষরে ভাই! এই নাম গাও।
হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ! মোরে দেখা দাও ॥

তথাহি লঘুভাগবতে—

কিন্তাত বেদাগম-শাস্ত্রবিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনং।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি-কারণং
"গোবিন্দ গোবিন্দ" ইতি স্ফুটং রট ॥

(১১৪)

সূর্য্যের গ্রহণ-কালে কোটী-গাভী-দান।
প্রয়াগ-তীর্থেতে কল্পকাল-অবস্থান ॥
যজ্ঞাযুত আর গিরিতুল্য-স্বর্ণদান।
গোবিন্দ-নামের কভু না হয় সমান ॥

তথাহি লঘুভাগবতে—

গোকোটি-দানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণ-দানং
গোবিন্দ-কীর্ত্তের্না সমং শতাংশৈঃ ॥

বহুশাস্ত্র-অভ্যাসেতে নাহি প্রয়োজন।
তাহে নানা বিঘ্ন ভাই! হতেছে দর্শন ॥
অতএব কহি আমি তব সন্নিধানে।
রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা কর এক-মনে ॥

জীবের স্বধর্ম্ম রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা।
তাহা ছাড়া যত দেখ মায়ার বঞ্চনা ॥
জাতি বিদ্যা রূপ আর মহত্ত্ব যৌবন।
এই পঞ্চ অভিমান করহ বর্জ্জন ॥
ভক্তির কণ্টক এই পঞ্চ অভিমান।
নিশ্চয় কহিনু ইহা তব সন্নিধান ॥
ভক্তি বিনু নাহি হয় গোবিন্দ-ভজন।
ভক্তের নিকটে কর ভক্তি উপার্জ্জন ॥
তৃণ হইতে আপনাকে নীচ ভাব মনে।
তরু হৈতে সহ্যশীল হও সর্ব্বক্ষণে ॥
অমানী জনেরে নিত্য করহ সম্মান।
এইমত হঞা সদা লও হরিনাম ॥
গোবিন্দ-ভজন আর গোবিন্দ-কীর্ত্তন।
জীবের স্বধর্ম্ম এই শাস্ত্রে নিরূপণ ॥
এই সব তত্ত্বকথা গুরু-সন্নিধানে।
পাইবে কহিনু ইহা তব বিদ্যমানে ॥
গুরু-কৃপা বিনা ভাই ! অন্য উপায়েতে।
কোটী জন্মে নাহি মিলে জানিবে মনেতে ॥
শ্রীগুরু-জাহ্নবা-পদ করিয়া শরণ।
এ রাম কহিল এই পাষণ্ড-দলন।

ইতি শ্রীল রামচন্দ্র-গোস্বামী প্রভু-কৃত পাষণ্ড-দলন (১) সমাপ্ত।

পাষণ্ড-দলন (২)।

(১)

শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥
সর্ব্ব বর্ণে যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

(২)

শুনহ সকল লোক! বৈষ্ণব-মহিমা।
কিঞ্চিৎ করিয়া কহি মুঞি মূর্খ জনা ॥
বামন হইয়া চাও চাঁদ ধরিবারে।
অল্প করি কহি কিছু শুনহ সংসারে ॥
অভক্ত ব্রাহ্মণ নহে প্রভুর প্রিয়পাত্র।
শাস্ত্রে বলে যেই ভজে সেই প্রিয়পাত্র ॥
অভক্ত বিপ্রের দ্রব্য না করে স্পর্শন।
ইতিহাস-সমুচ্চয় শুনহ বচন ॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যং—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥

(৩)

শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে।
সেই জন ভাগবত জানিহ সংসারে ॥

সর্ব্ব বর্ণে সেই শূদ্র যে না ভজে হরি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কথা কহিছে ফুকারি ॥

তথাহি পাদ্মে—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ব-বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥

(৪)

নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে।
নীচ করি মানে যেই, যায় নরকেতে ॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥

(৫)

দ্বাদশ গুণেতে যুক্ত হয় ত ব্রাহ্মণ।
বিমুখ হইলে পদ্মনাভের চরণ ॥
শ্বপচ হইতে নীচ সেই সে অধম।
শ্বপচে ভজিলে কৃষ্ণ সবার উত্তম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্-গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

(৬)

বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতি-বুদ্ধি করে।
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে ॥

নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয়।
ফুকারি ফুকারি ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়॥
যেই মূর্খ শাস্ত্রের বচন চাহে কথা।
কত ঠাঁই আছে শ্লোক শাস্ত্রেতে সর্ব্বথা॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীগুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলি-মল-মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্য-নাম্নোঃ কলুষ-দহনয়োরন্যসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(৭)

বৎসের পশ্চাতে যেন ধায় ধেনুগণ।
তেমতি ভক্তের পাছে ধায় জনার্দ্দন॥
ভক্তের পশ্চাতে মুক্তি ধায় স্তুতি করি।
সত্য সত্য বলে শাস্ত্র দেখহ বিচারি॥

তথাহি আদিপুরাণে—

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব!।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ॥

(৮)

শাস্ত্রমত প্রমাণের এই দিল সীমা।
কার শক্তি আছে ইহা খণ্ডুক আসিয়া॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞে কভু ভক্তি নয়।
নিশ্চয় জানিহ সবে সাধু-সঙ্গে হয়॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তি কল্পলতিকায়াং—

পুণ্যাম্ভোধি-ভবা তমোবিঘটিনী সৎসঙ্গ-মূলোত্তমা
শ্রদ্ধা-পল্লবিনী বিরক্তি-কলিকা প্রেম-প্রসূনোজ্জ্বলা।

সান্দ্রানন্দ-রসাবহঞ্চ পরমং জ্ঞান-ফলং বিভ্রতী
সেয়ং শ্রীহরিভক্তি-কল্পলতিকা ভূয়াৎ সতাং প্রীতয়ে ॥

(৯)

সাধু-সঙ্গ সাধু-সঙ্গ সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধু-সঙ্গে সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় ॥

তথাহি শংকরাচার্য্যকৃত-মোহমুদ্গরে—

নলিনীদল-গত-জলমতি-তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥

(১০)

যোগি-হৃদে বৈকুণ্ঠেতে নাহি থাকি আমি।
সদা ভক্ত-নিকটে রহিয়া গান শুনি ॥

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ! ॥

(১১)

কৃষ্ণ পূজে বৈষ্ণবের না করে পূজন।
কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদ-ভাজন ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু-প্রসাদস্য কেবলং দাম্ভিকা জনাঃ ॥

(১২)

কৃষ্ণ-সেবা হইতে বৈষ্ণব-সেবা বড়।
পুরাণে কহিল সত্য এই কথা দঢ় ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥

(১৩)

অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ করি সম্বোধন।
অন্য দেবে নাহি ভজ কুন্তীর নন্দন! ॥
এক-চিত্তে ভজ তুমি কেবল বৈষ্ণব।
পবিত্র করেন তাঁরা দেবতাদি সব ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয়! মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্ব-দেবমিদং জগৎ ॥

(১৪)

নৈবেদ্য যে খাই আমি ভক্তের বদনে।
শুন শুন বলি ব্রহ্মা! তোমার সদনে ॥

তথাহি ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং—

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্টৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ! ॥

(১৫)

বৈষ্ণবের বশ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
এই সব জানি ভজ বৈষ্ণব নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ!।
সাধুভিগ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন-প্রিয়ঃ ॥

(১৬)

প্রাতে উঠি করে যেবা বৈষ্ণব-কীর্ত্তন।
শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-তুল্য হয় সেই জন॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে—

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণ-তুল্যাঃ কলৌ বলে!॥

(১৭)

হেন বৈষ্ণবের গুণ কিবা দিব সীমা।
আনন্দ করিয়া গাও বৈষ্ণব-মহিমা॥
অচ্যুতানুরক্ত তাঁরা, তাঁদের কৃপায়।
জীবগণ এই ভবে সদা সুখ পায়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ভুতানাং দেব-চরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাং॥

(১৮)

বৈষ্ণব-মহিমা কিছু কহনে না যায়।
ভুবন পবিত্র হয় যাঁহার কৃপায়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

বাগ্গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
হসত্যভীক্ষ্ণং রোদিতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তি-যুক্তো ভুবনং পুনাতি॥

(১৯)

প্রভাতে বৈষ্ণব সব বুলে ক্ষিতি-তলে।
'কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ভজ' সর্ব্ব জীবে বলে॥

না শুনি তাহার বোল মায়ার কারণে।
পাপ-পুণ্যে রত লোক হত তিন গুণে ॥
যমের প্রহার তার না যায় খণ্ডন।
যাবৎ না ভজে গুরু-বৈষ্ণব-চরণ ॥
না ভজয়ে পাপিলোক নিন্দা করে সব।
যমদূত-হাতে সেই পায় পরাভব ॥
বৈষ্ণবেরে দেখি যেই পাপী নিন্দা করে।
শত শত পাপ আসি সে পাপীরে ধরে ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

নিন্দন্তি যে হরের্ভক্তান্নরাঃ পাপেন মোহিতাঃ।
পৃথিব্যাং যানি পাপানি গৃহ্ণন্তি তে নরাধমাঃ ॥

(২০)

স্কন্দ-পুরাণেতে আছে বহুত বিস্তার।
তাহা শুনি পাপী বলে না নিন্দিব আর ॥
শূকর-সকল গ্রাম করয়ে শোধন।
তৈছে পাপিলোক সাধু করয়ে মাজ্জর্ন ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

নিন্দকাঃ শূকরাশ্চৈব সফলং নির্ম্মিতং দ্বয়ং।
শুধ্যন্তি শূকরা গ্রামং সাধুং শুধ্যন্তি নিন্দকাঃ ॥

(২১)

বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলে সর্ব্বনাশ হয়।
আয়ু শ্রী যশ ধর্ম্ম লোকাশিষ ক্ষয় ॥
আর যত শ্রেয়ঃ কোটি-জন্মের সঞ্চয়।
অধিক কি কব কৃষ্ণ-ভক্তি দূরে যায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে —

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

(২২)

বৈষ্ণব পরম ধর্ম্ম পুরাণের কথা।
বৈষ্ণব পরম তপ জানিহ সর্ব্বথা ॥
বৈষ্ণব পরমারাধ্য এ তিন ভুবনে।
বৈষ্ণব পরম গুরু কহে সর্ব্ব-জনে ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মো বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ ॥

(২৩)

জলময় তীর্থ আর যত দেবগণ।
মৃত্তিকা-পাষাণ-বিষ্ণুমূর্ত্তি-দরশন ॥
পবিত্র করিতে তাঁরা পারে বহু দিনে।
সাধুর দর্শনে পাপ যায় সেই ক্ষণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

(২৪)

প্রথম স্কন্ধের কথা কিঞ্চিৎ কহিব।
যাহা শুনি সবে বলে বৈষ্ণব ভজিব ॥
সাধু-সঙ্গে মনুষ্যের যত সুখ-সিন্ধু।
ভুক্তি মুক্তি তার আগে নহে এক বিন্দু ॥

হেন বৈষ্ণবের কৃপা পাইল যে জন।
তাহার ভাগ্যের কথা না যায় কথন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

(২৫)

এইমত ভাগবতে কহিছে সঘন।
পাষণ্ডী না শুনে সাধু আনন্দে মগন ॥
তীর্থ সব পবিত্র করিতে হয় মন।
হাঁটিয়া বৈষ্ণব করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
এহেন বৈষ্ণব-সঙ্গে ভব-ভয় তরি।
তাঁহার কৃপার ফল কহিতে না পারি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥

(২৬)

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন-চেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্! কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥

(২৭)

পদ্ম-পুরাণেতে আছে পরম সিদ্ধান্ত।
বৈষ্ণব-মহিমা-তত্ত্ব নাহি যার অন্ত ॥

দুই দণ্ড কিম্বা এক দণ্ড পরিমাণ।
বৈষ্ণব-গোসাঞিঃ যথা হন অধিষ্ঠান ॥
সেই স্থানে সর্ব্ব তীর্থ তপোবন হয়।
সত্য সত্য পুনঃ সত্য জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি পাদ্মে—

মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠতি বৈষ্ণবঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং তত্তীর্থং তত্তপোবনং ॥

(২৮)

বৈষ্ণব-স্মরণমাত্রে সর্ব্ব পাপ হরে।
দর্শন স্পর্শন-মহিমা কে কহিতে পারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥

(২৯)

গীতা-পাঠ গোবিন্দের স্মরণ-কীর্ত্তনে।
তীর্থকোটি-ফল পায় বৈষ্ণব দর্শনে ॥

তথাহি পাদ্মে—

গীতায়াঃ শ্লোক-পাঠেন গোবিন্দ-স্মৃতি-কীর্ত্তনাৎ।
বৈষ্ণবালোকনেনৈব তীর্থকোটি-ফলং লভেৎ ॥

(৩০)

কোটিবিধ ক্রিয়া বৈষ্ণবের পাদোদক।
নিস্তার নাহিক কৈলে যোগ আদি তপ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎ-পাদরজোঽভিষেকং॥

(৩১)

ইন্দ্র আদি করি সবার কর্ম্মভোগ হয়।
কৃষ্ণ-ভক্ত কভু নাহি কর্ম্মেতে পড়য়॥

তথাহি আদিপুরাণে—

পতন্তীন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে স্বকর্ম্ম-ফলভাগিনঃ।
কৃষ্ণ-ভক্তাশ্চ যে কেচিৎ সর্ব্বথা ন পতন্ত্যধঃ॥

(৩২)

সাধু-সঙ্গে অবৈষ্ণবগণ ভক্ত হয়।
অগঙ্গার জল যেন গঙ্গাতে পড়য়॥

তথাহি আদিপুরাণে—

সাধুসঙ্গ-পরিষ্বঙ্গাদসাধোরপি সাধুতা।
অগাঙ্গমপি গাঙ্গং স্যাৎ গঙ্গায়াং পতিতং পয়ঃ॥

(৩৩)

যাহার কুলেতে হন বৈষ্ণব উদ্ভব।
স্বর্গে নৃত্য করে তার পিতৃলোক সব॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ং॥

(৩৪)

পাপিলোক বলে—"বৈষ্ণব বলিব কাহারে"।
শাস্ত্রে বলে—"বিষ্ণু-উপাসনা যেই করে ।।
হরিনাম-পরায়ণ, পূজয়ে কেশব।
কৃষ্ণমন্ত্র-গ্রহণ, বিষ্ণু জানয়ে—বৈষ্ণব" ।।

তথাহি পাদ্মে—

হরিনাম পরো যস্তু বিষ্ণুপূজা-পরায়ণঃ।
কৃষ্ণমন্ত্রং যো গৃহ্ণাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ ।।

(৩৫)

অবৈষ্ণব গুরু কভু না করিহ ভাই।
সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব-গোসাঞি ।।

তথাহি পাদ্মে নারদপঞ্চরাত্রে চ—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ।।

(৩৬)

সহস্র-শাখা বেদ পড়ে আর ত ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ব বিদ্যা আছে সব শাস্ত্রেতে নিপুণ ।।
অবৈষ্ণব হয় যদি গুরু-যোগ্য নয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিহ নিশ্চয় ।।

তথাহি পাদ্মে—

সহস্র-শাখাধ্যায়ী চ সর্ব্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
কুলে মহতি জাতোঽপি ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ।।

(৩৭)

বিষ্ণুভক্তি-হীন হয় যে অধম জন।
জানিহ বিফল তার বেদ-অধ্যয়ন ।।

তীর্থ-পর্য্যটনে সেই লভে কিবা ফল।
তপ-যজ্ঞ-আদি তার সকলই বিফল॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

কিম্বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিমু তীর্থ-নিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥

(৩৮)

চণ্ডাল-অধম অবৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ।
তার দরশন দূরে করিবে বর্জ্জন॥

তথাহি পাদ্মে—

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাশ্চ তে।
তেষাং সন্দর্শনালাপং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

(৩৯)

ধিক্ কুল যজ্ঞ ব্রত বিফল জীবন।
বিমুখ হইল অধোক্ষজে যেই জন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবিদ্ যত্তদ্ ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

(৪০)

পদ্ম-পুরাণেতে শ্লোক আছয়ে বিস্তর।
শুনিয়া পাষণ্ডগণ না করে উত্তর॥
অবৈষ্ণব-পাণ্ডিত্য সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বিত।
তথাহি তাহার বাক্য না হয় গৃহীত॥
কুক্কুর-উচ্ছিষ্ট ঘৃত হয় ত যেমন।
অতএব তাহা কেহ না করে গ্রহণ॥

তথাহি পাদ্মে—

অবৈষ্ণবস্য পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বিতং।
বাক্যং তস্য ন গৃহ্ণীয়াৎ শ্বনালীঢ়ং হবির্যথা ॥

(৪১)

সর্প ব্যাঘ্র কুম্ভীরের আলিঙ্গন লিহ।
তথাপি পাষণ্ড-সঙ্গ স্বপ্নে না করিহ ॥

তথাহি বিষ্ণুরহস্যে—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জলৌকসাং।
ন সঙ্গঃ শল্য-যুক্তানাং নানা-দেবৈক-সেবিনাং ॥

(৪২)

এমন সঙ্গের দোষ শুন লোক সব।
অসৎ-সঙ্গ ছাড়ি ভজ ঠাকুর বৈষ্ণব ॥
শুনহ সকল লোক বৈষ্ণব-মহিমা।
বেদ-শাস্ত্র-পুরাণেতে দিতে নারে সীমা ॥
অসতের সঙ্গে যদি কর আলাপন।
দর্শন নিশ্বাস কিবা করহ ভোজন ॥
তাহাতে সকল পাপ হয় ত বিস্তার।
জল-মধ্যে তৈল যেন করয়ে সঞ্চার ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

আলাপাদ্গাত্র-সংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥

(৪৩)

বৈষ্ণব-মহিমা কিছু শুন সর্ব্ব-জন।
যাঁর স্মৃতিমাত্রে কোটি-পাপ-বিমোচন ॥

যাঁর পদ-রজে লভি গঙ্গাদির জল।
কি কহিব কত তাঁর পাদোদক-বল ॥

তথাহি স্কান্দে—

যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপ-লক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥
যেষাং পাদ-রজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবী-জলং।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জ্জলং ॥

(৪৪)

ভক্ত-পদরজ আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ তিন মহাবল ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা না নোয়ায় মুণ্ড।
তার মুণ্ড পড়ে গিয়া নরকের কুণ্ড ॥

তথাহি পাদ্মে—

দৃষ্টবা তু ভগবদ্ভক্তান্ প্রণামং ন করোতি যঃ।
বিনষ্ট-সর্ব্বধর্ম্মশ্চ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥

(৪৫)

আর কিছু কহি কথা শাস্ত্রের বচন।
বৈষ্ণব-ঠাকুর হন ভুবন-পাবন ॥
যাহার কুলেতে হয় পুত্র মহাজন।
পিতৃগণ করে তার স্বর্গেতে নর্ত্তন ॥
আস্ফালন করি নাচে পিতৃলোক সব।
মম বংশে বৈষ্ণবের হয় ত উদ্ভব ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ।
মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥

(৪৬)

তাবৎ সংসারে ফিরে পিতৃলোক সব।
যাবৎ কুলেতে পুত্র না হয় বৈষ্ণব ॥

তথাহি স্কান্দে—

তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ড-তৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তি-যুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে ॥

(৪৭)

কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করি কন দ্বিজ প্রতি।
সত্য জেনো ভক্তজন মোর প্রিয় অতি ॥
আনন্দে করহ তুমি ভক্তের অর্চ্চন।
ভক্তের অধীন আমি শুন হে ব্রাহ্মন ! ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ !।
সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন-প্রিয়ঃ ॥

(৪৮)

আমার হৃদয়ে থাকে ভক্ত নিরন্তর।
ভক্ত-হৃদে বাস মম শুন বিপ্রবর ! ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

(৪৯)

গঙ্গা-আদি করিয়া যতেক তীর্থ আছে।
নিরন্তর থাকে তারা মোর ভক্ত-কাছে ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তস্তত্র তত্র সুখানি চ।
গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানি বসন্তি তত্র সর্ব্বদা ॥

(৫০)

মোর ভক্ত দেখিয়া দুর্ল্লভ করি মানে।
সেই সে আমার প্রাণ কহিলা অর্জ্জুনে ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যস্য স এব মম দুর্ল্লভঃ।
তৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ! ॥

(৫১)

মোর ভক্ত দেখি যেবা দোষ দৃষ্টি করে।
সেই মহাপাপী যায় নরক-ভিতরে ॥

তথাহি স্কান্দে—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥

(৫২)

যেই দেশে নাহিক হরির ভক্তগণ।
নিষ্ঠুর সে দেশ বড় শুন সর্ব্বজন ॥
নিশ্চয় জানিহ সবে ধন্য সেই দেশ।
যে দেশে আছয়ে হরিভক্ত-কৃপালেশ ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্র নাস্তি হরেঃ প্রিয়ঃ।
তদ্দেশং সফলং মন্যে যত্রাস্তে ভগবৎ-প্রিয়ঃ ॥

(৫৩)

পরম কৃপালু শান্ত কৃষ্ণভক্তগণ।
কৃষ্ণের স্বরূপ তাঁরা শাস্ত্রের বচন ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

যে বিষ্ণু-নিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহ-তৎপরাঃ।
সর্ব্বভূত-দয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

(৫৪)

আমার বান্ধব ভক্ত শুন ধনঞ্জয় ! ।
ভক্তের বান্ধব আমি কহিনু তোমায় ॥
আমার হয়েন গুরু ভক্ত-মহাশয়।
আমিও ভক্তের গুরু জানিহ নিশ্চয়।

তথাহি আদিপুরাণে—

অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ং।
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ং ॥

(৫৫)

কত কত জন্ম যদি পুণ্য করি থাকে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস তবে হয় ইহলোকে ॥

তথাহি পাদ্মে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ ! বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

(৫৬)

কপিল গোসাঞি পূর্ব্বে মাতাকে শিখাইল।
সাধুসঙ্গ-মহিমা বিনা অন্য না কহিল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

(৫৭)

আরো দেখ কুবেরের পুত্র দুই জন।
সাধু-দরশন-বর করিল প্রার্থন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস-জগৎ-প্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাং॥

(৫৮)

শ্রীকৃষ্ণে কহেন কর্ণ পাণ্ডব-গীতায়।
যাহা শুনি সবাকার শ্রবণ জুড়ায়॥
প্রভু! তব পাদপদ্ম হঞা অনুগত।
না বলিব না শুনিব অন্য কথা যত॥
অন্য চিন্তা অন্য মন স্মরণ আশ্রয়।
কিছু না করিব আমি জানিহ নিশ্চয়॥
ওহে শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম জগন্নাথ!।
তব দাস্য দান করি কর আত্মসাথ॥

তথাহি পাণ্ডব-গীতায়াং—

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়-চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম! দেহি দাস্যং॥

(৫৯)

হেন মহাজনে পাপিলোক নাহি ভজে।
মহাকষ্ট হয় তার যমের সমাজে॥

ভক্তের হইতে ভৃত্য মোর বাঞ্ছা হয়।
কৃপাচার্য্য পাণ্ডব-গীতায় কহিল নিশ্চয় ॥

তথাহি পাণ্ডব-গীতায়াং—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে !
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ! ॥

(৬০)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলি যদি কর ঘৃণা।
তাঁহার মহিমা কিছু শুন পাপিজনা।
একবার বলিলে কৃষ্ণ সব পাপ যায়।
গৃহস্থ-বৈষ্ণব তারা নিরবধি গায় ॥
দেখ দেখি কি মহিমা কহিব তাহার।
হেন সঙ্গ করে যেই সেই হয় পার ॥
গৃহস্থ-বৈষ্ণবের গুণ শুন রে পামর !।
পদ্মপুষ্প ভাসে যেন জলের উপর ॥
সংসারেতে থাকি তারা করে সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে নিস্তরে—পায় প্রভুর চরণ ॥

তথাহি শ্রীনারসিংহে—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং ॥

(৬১)

দান ব্রত তপ শৌচ বেদ-অধ্যয়ন।
কৃষ্ণের ভজন বিনা সব বিড়ম্বন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনং ॥

(৬২)

ভক্তিপথ ছাড়ি যদি অন্য পথে যায়।
কদাচিৎ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি নিকট না হয়।
ভক্তির ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ইহা খণ্ডি কোন্ মূর্খ করে অন্যাশ্রয় ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তি-প্রণাশনঃ।
স্বভক্ত-বৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা ॥

(৬৩)

কৃষ্ণ-ভক্ত হঞা বরং বাঁচে পঞ্চ দিন।
বৃথা সহস্রেক কল্প কৃষ্ণভক্তি-হীন ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

জীবিতং বিষ্ণু-ভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানি চ।
ন তু কল্প-সহস্রানি ভক্তি-হীনস্য কেশবে ॥

(৬৪)

মোর নাম ত্যজি করে অন্য আচরণ।
সেই কর্ম্মে বন্ধ—সুখ নহে কদাচন ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ত্যক্ত্বা চ মম নামানি কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চাখিলং।
কর্ম্মণা তেন বদ্ধাস্তে ন সুখায় কদাচন ॥

(৬৫)

মেঘাচ্ছন্ন দিন কভু নহে ত দুর্দ্দিন।
সেই সে দুর্দ্দিন যাহা কৃষ্ণকথা-হীন ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

যদচ্যুত কথালাপ-কর্ণপীযূষ-বর্জ্জিতং।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনং ॥

(৬৬)

কৃষ্ণ-কথা ছাড়ি যেবা অন্য কথা শুনে।
শূকর-সমান হয় শাস্ত্রের বচনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুত-কথাসুধাং।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥

(৬৭)

যশোদার পুত্রে যার না জন্মিল রতি।
ধিক্ ধিক্ করি তারে মৃদঙ্গ ভর্ৎসে অতি ॥

তথাহি শ্রীধরস্বামী-কৃত-ব্রজবিহারস্তোত্রে—

যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুত-পদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং
যেষামাভীর-কন্যা-প্রিয়-গুণ-কথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-ললিত-গুণ-কথা-সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি নিতরাং
কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ ॥

(৬৮)

কাশীতে গ্রহণে দান গো-কোটী করয়।
প্রয়াগ-তীর্থেতে যদি কল্পকাল রয় ॥

সুমেরু সমান যদি সোণা করে দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ-নামের সমান ॥

তথাহি পাদ্মে—

গো-কোটী-দানং গ্রহণেষু কাশী-
প্রয়াগ-গঙ্গাযুত-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণদানং
গোবিন্দ-নাম্না ন কদাপি তুল্যং ॥

(৬৯)

নামাভাসে মুক্ত হয় কহে ভাগবতে।
নাহিক অন্যথা ইথে জানিহ নিশ্চিতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অত্যদ্ভুমিদং জ্ঞানং হরের্নামানুকীর্ত্তনং।
অজামিলোঽপি সঙ্কেতং যৎ কৃত্বা হরিতাং গতঃ ॥

(৭০)

নামই পরম বন্ধু নাম পরম ধর্ম্ম।
জগতের গতি নাম কহিলাম মর্ম্ম ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

নামৈব পরমো ধর্ম্মো নামৈব পরমস্তপঃ।
নামৈব পরমো বন্ধুর্নামৈব জগতাং গতিঃ ॥

(৭১)

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(৭২)

হরিনাম-পরায়ণ যেই জন হয়।
ধন্য কলিযুগে লোক তাঁহারে কহয় ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতে।
বাসুদেব-পরা মর্ত্ত্যাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ॥

(৭৩)

আগম নিগম পড়ি কোন্ প্রয়োজন।
গোবিন্দের নাম সুখে করহ রটন ॥

তথাহি লঘুভাগবতে—

কিন্তাত বেদাগম-শাস্ত্র-বিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনং।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি কারণং
'গোবিন্দ গোবিন্দ' ইতি স্ফুটং রট ॥

(৭৪)

গোবিন্দ ভজহ যত পাতকীর গণ।
ভজন করিলে পাপ হবে বিমোচন ॥
মৃত্যুকাল সন্নিহিত হয় ত যখন।
ধাতু পাঠ কৈলে তাহে না করে রক্ষণ ॥

তথাহি শঙ্করাচার্য্য-কৃত চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্রে—

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্-করণে ॥

(৭৫)

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন বিনা যেই ক্ষণ যায়।
মহা-হানিকর তাহা মানবের হয় ॥

তথাহি কাত্যায়ন-সংহিতায়াং—

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ॥

(৭৬)

বহুবিধ-শাস্ত্রাভ্যাসেতে কাল হরে।
তাহে নানামত বিঘ্ন, কালেতে সংহরে॥
অতএব সারাৎসার করহ নির্ণয়।
উপাসনা কৃষ্ণ বিনা আর কি আছয়॥

তথাহি তর্কশাস্ত্রে—

অনন্ত-শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহুবিঘ্নতা চ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু-মিশ্রং॥

(৭৭)

জাতি বিদ্যা মহত্ত্ব রূপ আর যৌবন।
ভক্তি-পথের কণ্টক এ পঞ্চ অভিমান॥
এই পঞ্চ ত্যজি লোক ভজ মহাপ্রভু।
এ সব থাকিলে কৃষ্ণ-ভক্তি নহে কভু॥

তথাহি—

জাতির্বিদ্যা মহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেব চ।
যত্নেন পরিবর্জ্জিত পঞ্চেতে ভক্তি-কণ্টকাঃ॥

(৭৮)

মদ অভিমান ছাড়ি যেবা হয় হীন।
তবে ত কহিয়ে তার ভকতির চিন॥

উচ্চ স্থানে জল দিলে নীচ স্থানে যায়।
নীচ হ'য়ে ভজিলে সে সর্ব্ব-ভক্তি পায় ॥
অভিমান সদা হয় চণ্ডাল সমান।
ইহা জানি অভিমানে দেহ সমাধান ॥
তৃণ হৈতে আপনাকে নীচ করি মান।
তরু হৈতে আপনাকে হবে সহবান ॥
অতি দীনহীন দেখি করিবে সম্মান।
এইমত হ'য়ে সদা লবে হরিনাম ॥

তথাহি শিক্ষাষ্টকে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

(৭৯)

নামযুক্ত-মন হ'য়ে পৃথিবী বেড়ায়।
কামনা বিষয় ছাড়ি যেবা আমা গায় ॥
ভক্তি ছাড়া যেবা মোর অন্য নাহি চায়।
সত্য সে আমার প্রিয় কহিনু নিশ্চয় ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

যে নামযুক্তা বিচরন্তি ভূমৌ
ত্যক্তবা চ কামান্ বিষয়াংশ্চ ভোগান্।
তেষাঞ্চ মুক্তিং পরমাং হি নিষ্ঠাং
দাস্যামি সত্যং মনসা নিযুক্তাঃ ॥

(৮০)

দান-ব্রত-তপ-আদি তীর্থ-পর্য্যটন।
যাগ যজ্ঞ জ্ঞান-চর্চ্চা দেবতা সঙ্জন ॥

এ সবার শক্তি যত পাপ বিনাশন।
আকর্ষিয়া কৃষ্ণ করে স্বনামে স্থাপন॥

তথাহি স্কান্দে—

দান-ব্রত-তপস্তীর্থযাত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেব-মহতাং সর্ব্বপাপ-হরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞান-সাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥

(৮১)

জ্ঞানী জীব মুক্তি সদা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ ভক্তির মুক্তি নহে ভক্তি-হীনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষঃ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(৮২)

সেই সে পরম ধর্ম্ম পুরুষের হয়।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি যে করয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

(৮৩)

সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করি যে কৃষ্ণ ভজয়।
প্রভু তার পাপ নাশি মুক্ত করি লয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং—

সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(৮৪)

কলিযুগে ধর্ম্মে কর্ম্মে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি নয়।
নিশ্চয় জানিহ কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় ॥
সে যুগে যে ধর্ম্ম তাহা করহ শ্রবণ।
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন শাস্ত্রের বচন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ ॥

(৮৫)

বিষ্ণুর নৈবেদ্য হয় পরম-পাবন।
সবিশেষ জানে দেব-ঋষি-সিদ্ধগণ ॥
অন্যদেব-নৈবেদ্য কভু না কর ভক্ষণ।
খাইলে করিতে হবে জেনো চান্দ্রায়ণ ॥

তথাহি স্কান্দে—

পাবনং বিষ্ণু-নৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্য-দেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥

(৮৬)

বৈষ্ণব সুবুদ্ধি অতি হয় যেই জন।
অন্যদেব-নৈবেদ্যাদি না করে গ্রহণ ॥
স্পর্শ নাহি করে তাহা না করে দর্শন।
ভক্ষণ না করে কভু বৈষ্ণব যে জন ॥

তথাহি পাদ্মে—

নৈবেদ্য-গ্রহণ-স্পর্শ-দর্শনং ভক্ষণং তথা।
দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ॥

(৮৭)

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও রৌরবে পড়ি মজে॥
কৃষ্ণ হৈতে হইয়াছে সবাকার জন্ম।
পিতৃ-সেবা না কৈলে কোথা রহে ধর্ম্ম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

(৮৮)

সম্যক্-অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ-কথাতে।
রতি না জন্মায় যদি শ্রমমাত্র তাতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥

(৮৯)

বিপ্রগণে সম্বোধিয়া কহেন শঙ্কর।
হরি-আরাধনা সবে কর নিরন্তর॥
কৃষ্ণলীলা-গানে সবে সদা হও রত।
কৃষ্ণ-ধ্যান কৃষ্ণ-চিন্তা কর অবিরত॥

তথাহি বৈষ্ণবতন্ত্রে—

হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্ব-সংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণু-মন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ! পঠধ্বং ধ্যাত কেশবং॥

(৯০)

অজামিল বাল্মীকিরে যে কৈল মোচন।
হেন প্রভু ছাড়ি অন্যে না কর ভজন॥
পূতনা রাক্ষসী আইল স্তনে বিষ দিয়ে।
মাতৃ-পদ দিল তারে হর্ষযুক্ত হ'য়ে॥
এমন কৃপার নিধি কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া।
অন্যেরে ভজিব কেন কিসের লাগিয়া॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহো বকী যং স্তন-কালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

(৯১)

আর এক কথা কহি না করিহ হেলা।
ব্রহ্মা শিব ছাড়ি ভৃগু বিষ্ণু-পাশে গেলা॥
বড় ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি এক লাথি মারিল।
লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চরণ সেবিল॥
সে সব দেখিয়া মুনি লজ্জিত হইল।
অনেক প্রভুরে স্তব স্তুতি যে করিল॥
তোমারে ব্রাহ্মণ ভজে সেই যোগ্য হয়।
তোমা ত্যজি অন্যে পূজে পাষণ্ডী নিশ্চয়॥

তথাহি পাদ্মে—

অস্মাকমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নান্যোঽস্তি কশ্চন।
মোহাদ্ যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং ॥

শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে হৈল যার মন।
তারে শূদ্র জ্ঞান কৈলে যমের বন্ধন ॥
সেই সে উত্তম বৈষ্ণবেরে যেই ভজে।
সেই জন জয়-যুক্ত সংসারের মাঝে ॥
বৈষ্ণবেরে দেখি যার আনন্দ অন্তর।
সেই জনে কৃষ্ণ-কৃপা হইবে সত্বর ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু! শুন দ্বিজমণি!।
সাধু-সঙ্গে কত সুখ কহ দেখি শুনি ॥
চৈতন্য বলেন শুন অবধূত-রায়!।
সাধু-সঙ্গে কত সুখ কহনে না যায় ॥
সুখময় সাধু-সঙ্গ রসের কমল।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ কল্পলতা-ফল ॥
তাঁহার দর্শনমাত্রে আনন্দ-হৃদয়।
প্রসঙ্গ করিতে মাত্র হরি-কথোদয় ॥
এ কথা শুনিবা মাত্র প্রভুর বদনে।
গুরুভক্তি-ভাব তাঁর বাড়ে দিনে দিনে ॥
তুলনা করিব কিবা সতের সঙ্গম।
স্বর্গ-মোক্ষ-আদি-সুখ নহে তার সম ॥
গঙ্গা-আদি সর্ব্বতীর্থ-স্নানে যত ফল।
তা হ'তে অধিক ফল ভজে যে সকল ॥
বৈষ্ণবের নাম যদি করয়ে স্মরণ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়—শুদ্ধ হয় মন ॥

সাধু-সেবা হৈতে হয় সংসারে বিরক্তি।
পাষণ্ড লোকের সে ভজিতে নাহি শক্তি ॥
দুষ্ট দুরাচার যত সকল অধম।
সাধু-সঙ্গ হৈতে হয় সবার উত্তম ॥
তীর্থ-সেবা হৈতে বৈষ্ণব সেবা বড়।
কৃষ্ণ-পরিজন-লোকে সেবা কর দৃঢ় ॥
বিষ্ণু-পদ-চ্যুত হঞা গঙ্গা ঠাকুরাণী।
তথা হৈতে চলি আইলা ভুবন-পাবনী ॥
সেই সে শ্রীকৃষ্ণ প্রভু সর্ব্বতীর্থময়।
বৈষ্ণবের হৃদয়েতে সতত-উদয় ॥
হেন বৈষ্ণবের সেবা করহ যতনে।
প্রেমভক্তি পাবে তবে কৃষ্ণের চরণে ॥
তীর্থসেবা মূর্ত্তিসেবা করিতে করিতে।
অনেক দিবসে মন পারে সে শোধিতে ॥
বৈষ্ণব-দর্শনমাত্র অবিলম্ব কালে।
মনের বৈকুল্য যত থাকিতে না পারে ॥
এহেন বৈষ্ণব-গুণ কি কহিব আর।
বৈষ্ণব-ভজন কর সর্ব্ববেদ-সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দ-চরণৈষিণাং।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
পাষণ্ড-দলন কহে দীন কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহোদয়-কৃত পাষণ্ড-দলন (২) সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীস্বনিয়ম-দশকং।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজ-পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা-সরসি মধুপর্য্যাং ব্রজ-জনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥ ১॥

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু-সনাথেঽপি সুজনাৎ
রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভি ত্বনন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজ-ভুবন এব প্রতিভবং॥ ২॥

শ্রীগুরুদেবে, তদ্দত্ত মন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে, শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-পাদে, গণ সহ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদে, শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসদাতন গোস্বামিপাদে, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমথুরা-পুরীতে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীব্রজ-মণ্ডলে, শ্রীবৈষ্ণবে ও শ্রীব্রজবাসিগণে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ সতত অবস্থান করুক॥ ১॥

বদরিকাশ্রমাদি অন্য যে কোনও ধাম শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-যুক্ত হইলেও এবং তথায় বৈষ্ণবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর-রস অর্থাৎ পরম মধুর শ্রীকৃষ্ণকথামৃত প্রেম সহকারে আস্বাদন করিতে পাইলেও, আমি ক্ষণকালের জন্যও তথায় বাস করিব না, পরন্তু নিতান্ত ইতর জনের সহিত গ্রাম্য কথালাপ করিতে করিতেও জন্মে জন্মে এই ব্রজভূমিতেই বাস করিব॥ ২॥

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থল-যুজং
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্ যুগ-বিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি ।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়-বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ॥ ৩ ॥
গতোন্মাদৈ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্ট-হৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতি-তটে ।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধত-মতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥ ৪ ॥
অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎ-কারুণ্যঃ প্রগুণ-করুণাহীন ইতি বা ।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ৫ ॥

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ংও বলেন, "হে রঘুনাথ দাস! তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ কেন? দ্বারকায় আসিয়া আমার পরিচর্য্যা কর", তথাপি, শ্রীবৃন্দাবনে যুগল-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইলেও, আমি তাঁহার কথায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধারাবাহিক লীলাস্থল-সমন্বিত এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া অতুল-বিভবশালী সেই যদুপতিকে, এমন কি কেবলমাত্র দর্শন করিবার উদ্দেশ্যেও, ক্ষণকালের জন্যও দ্বারাবতীতে যাইতে পারি না ॥ ৩ ॥

কিন্তু যদি এই কথা আমার শ্রবণ-গোচর হয় যে, মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদিনী হইয়া দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে শোভা পাইতেছেন, তাহা হইলেই মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী যে খগরাজ গরুড় তাহা হইতেও সমধিক বেগে, উদ্ধতমনে উড্ডীয়মান হইয়া ব্রজপুর, হইতে দ্বারকায় গিয়া পতিত হইব ॥ ৪ ॥

এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানই হউন বা আদি-বিশিষ্ট

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিক-মুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাং।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং ॥ ৬ ॥

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্ত-জনয়া-
নয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেম-নমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণ-কমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনং ॥ ৭ ॥
পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজন-সমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদন-ভরবার্দ্ধৌ নিপাতিতঃ।

অর্থাৎ সামান্য অবতারই হউন, তিনি সুনিপুণই হউন বা অনিপুণই হউন, পরম করুণাময়ই হউন বা করুণাহীনই হউন, পরব্যোমেশ্বর নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠই হউন বা তিনি মনুষ্যই হউন—তিনি যাহাই হউন না কেন, তিনিই এই ব্রজধামে জন্মে জন্মে আমার প্রভু হউন। ৫ ॥

নারদাদি মুনিগণ ও বেদ-সমূহ যাঁহার গুণ গান করিতেছেন, সেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে যে কপটী অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-জ্ঞান-বিহীন ব্যক্তি দাম্ভিকতা বশতঃ অনাদর পূর্ব্বক কেবল শ্রীগোবিন্দের ভজনা করে, তাহার অপবিত্র সমীপ-দেশে আমি ক্ষণকালের জন্যও গমন করিব না, ইহাই আমার দৃঢ় ব্রত ॥ ৬ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহারা "রাধা" এই বিশ্ব-বিশ্রুত-নামামৃত পানে লোক-সকল পরিতৃপ্ত হয়, সেই রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যক্তি ভজনা করেন, অহে তার্কিক সকল! আমি প্রেম সহকারে প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ-কমল প্রক্ষালন পূর্ব্বক সেই জল সহর্ষে পান করতঃ প্রতিদিন মস্তকে নিরন্তর ধারণ করি ॥ ৭ ॥

তৃণং দন্তের্দষ্টবা চটুভিরভিযাচেঽদ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদ-নলিনান্তং নয়তু মাং ॥ ৮ ॥

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুল-বরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ ॥ ৯ ॥

স্ফুরল্লক্ষ্মী-লক্ষ্মীব্রজ-বিজয়ি-লক্ষ্মীভর-লসদ্-
বপুঃ-শ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকর-দিব্যদ্গিরিভৃতোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধ-বরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্য-প্রিয়তম-জনস্যৈব চরমঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতি আমার প্রিয়-জনগণের অপ্রকটতা প্রযুক্ত তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায়, জীবন ধারণে ব্যাকুল হইয়া, আমি হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছি ; অতএব আমি বিষম-দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ; এক্ষণে দন্তে তৃণ ধরিয়া কাকুতি সহকারে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, স্বয়ং শ্রীরাধিকা অদ্য আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে লইয়া যাউন ॥ ৮ ॥

আমি অহঙ্কার-শূন্য হইয়া ব্রজোৎপন্ন দুগ্ধ প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি দ্বারা আহার-বিহারাদি নির্ব্বাহ করতঃ নিয়ম পূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনেই বাস করিব এবং যথাকালে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরেই প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৯ ॥

যাঁহার দেদীপ্যমান অঙ্গ-কান্তি পরম-সৌন্দর্য্য-শালিনী লক্ষ্মীগণের শোভাতিশয়কেও পরাভব করিতেছে, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে এবং কন্দর্প-সমূহ অপেক্ষাও পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নিকুঞ্জে ও অন্যান্য স্থানে, তাঁহাদিগের প্রিয়তম শ্রীরূপের অনুগামী হইয়া, নির্জ্জনে পরম আগ্রহের সহিত বিবিধ প্রকারে সেবা করিব ॥ ১০ ॥

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজ-নিয়ম-শংসি-স্তবমিমং
পঠেদ্ যো বিশ্রব্ধঃ প্রিয়-যুগলরূপেহর্পিতমনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি-বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি স হি তেনৈব সহিতঃ॥ ১১॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীস্বনিয়ম-দশকং-সম্পূর্ণং।

কোন ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত এই স্বীয়-নিয়ম-সূচক স্তোত্র যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, তিনি পরমানন্দে শ্রীব্রজধামে বাস-ভবন প্রাপ্ত হইয়া, প্রেমাস্পদ শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলে দৃঢ়রূপে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক, সেই শ্রীরূপের সহিত সহর্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করিতে সমর্থ হন॥ ১১॥

ইতি শ্রীশ্রীস্বনিয়ম-দশকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীবৃন্দাবন-ধামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল। শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতেছেন এই ব্রজমণ্ডলান্তর্গত —পরমানন্দময় ধাম ; এই ধাম ছয় ঋতুর সুবাসিত ও পরম সুন্দর কুসুম সমূহ দ্বারা নিত্য সুশোভিত ও সৌরভান্বিত। এখানে নানাজাতীয় বিহঙ্গগণ অবিরত সুমধুর-স্বরে গান করিতেছে ; ভ্রমরগণ মধুর ঝঙ্কারে দশদিক্ আমোদিত করিতেছে ; কালিন্দী-জল-সংস্পৃষ্ট মৃদু-মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে ; নানাজাতীয় অপূর্ব্ব বৃক্ষলতাসমূহ অভিনব ফল, পুষ্প, পল্লবাদি দ্বারা এই চিন্ময় ধামকে সম্যক্রূপে সুশোভিত করিয়া নয়নের

তৃপ্তি সাধন করিতেছে ; কোকিল, শুক-শারী প্রভৃতি পক্ষীগণ নিরন্তর মধুর কলরব দ্বারা শ্রবণ-যুগলের সুখোৎপাদন করিতেছে এবং ময়ূর-ময়ূরী-গণ চতুর্দ্দিকে মধুর ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া সকলকে আমোদিত করিতেছে।

এই চিন্ময় ধামের ভূমি হইতেছে রত্নময় এবং অযুত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। গৃহ সকল মণিমাণিক্যাদি রত্ননির্ম্মিত। বৃক্ষ সকল হইতেছে কল্পবৃক্ষ—মণিময় পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত ও যাচকের সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ। শ্রীবৃন্দাবন হইতেছেন প্রেমময় ধাম—এখানে প্রেম-সুধাধার প্রতিনিয়ত বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইয়া সকলকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিতেছে, সকলে প্রাণ ভরিয়া ঐ অমৃত-ধারা পান করতঃ পরম পরিতৃপ্ত হইতেছেন এবং পরমানন্দ-ভরে আত্মহারা হইয়া রহিয়াছেন। এই দিব্য চিন্তামণি ধাম শ্রীযমুনা-তটে বিরাজমান। পৃথিবীতে বিরাজিত থাকিয়াও, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাস্থল বলিয়া, এই ধাম হইতেছেন অপ্রাকৃত এবং ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সংসারের জ্বালাময় শোক, মোহ, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এ স্থানকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই বৃন্দাবন-ধামে কল্পবৃক্ষ-তলে মণিমাণিক্যময় অত্যুজ্জ্বল ভূখণ্ডোপরি অবস্থিত মহা-যোগপীঠে অষ্টদল পদ্মের মধ্যভাগে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম-সুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই ধামের ভূমি ও জল এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীবগণ ও বৃক্ষ, লতা, তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর ও জঙ্গম সমস্তই হইতেছে অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত ধামে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গো, গোপ ও গোপীগণ সহ নিরন্তর মহানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরম রমণীয় বিবিধ বন ও উপবন সমূহ দ্বারা পরিশোভিত। তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য আরও অনেক বনে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে ঃ—ভদ্রবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীর-বন, গোকুল-বন, ঝাউবন, তালবন, খদির-বন, বহুলা-বন, কুমুদ-বন, কাম্যবন,

মধুবন ও বৃন্দাবন। এই দ্বাদশ বন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি; নিধুবন ও নিকুঞ্জ-বন শ্রীবৃন্দাবনেরই অন্তর্গত।

নিম্নে এই দ্বাদশ বনের সামান্য একটু বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

১। ভদ্রবন—শ্রীবৃন্দাবনের বায়ুকোণে ৬ ক্রোশ দূরে যমুনা-পারে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন।

২। বিল্ববন—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরে যমুনা-পারে অবস্থিত; তৃণলতাদি-পরিপূর্ণ পরম বিচিত্র বন; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন।

৩। ভাণ্ডীর-বন—শ্রীবৃন্দাবনের বায়ুকোণে ৪ ক্রোশ দূরে যমুনা-পারে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ ও ক্রীড়াদি করেন।

৪। গোকুল-বন—শ্রীবৃন্দাবনের অগ্নিকোণে ৬ ক্রোশ দূরে যমুনা-পারে অবস্থিত।

৫। ঝাউবন—গোকুল-বনের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

৬। তালবন—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ ধেনুকাসুর বধ করিয়াছিলেন।

৭। খদির-বন—শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে ৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন ও খদির ভক্ষণ করেন।

৮। বহুলা-বন—শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন ও বহুলা পান করেন।

৯। কুমুদ-বন—শ্রীবৃন্দাবনের নৈঋত কোণে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন।

১০। কাম্যবন—শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে ১৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াদি করেন।

১১। মধুবন—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াদি করেন ও মধু পান করেন।

১২। বৃন্দাবন।

শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে ৩ ক্রোশ দূরে শ্রীমথুরাধাম।

শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে ৯ ক্রোশ দূরে শ্রীরাধাকুণ্ড ; শ্রীরাধাকুণ্ডের পার্শ্বেই শ্রীশ্যামকুণ্ড। শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে ১৪ ক্রোশ দূরে নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম ; এখানে শ্রীনন্দ মহারাজের বাসস্থান ; নন্দগ্রামের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে যাবট গ্রাম ; এই স্থানে শ্রীমতীর শ্বশুরালয় ; একটী বৃহৎ সরোবর-তটে যাবট গ্রাম বিরাজিত ; যাবট গ্রামের পূর্ব্বভাগে মণিমাণিক্যময় সুবর্ণ মন্দির ও সুবর্ণ প্রাচীর-বিশিষ্ট শ্রীরাধিকার পুরী অবস্থিত।

নন্দীশ্বরের দক্ষিণে আড়াই ক্রোশ দূরে বৃষভানুপুর অর্থাৎ বর্ষাণ ; এখানে শ্রীরাধিকার পিত্রালয়। বর্ষাণের পূর্ব্বদিকে ৩ ক্রোশ দূরে সূর্য্যকুণ্ড। সূর্য্য-কুণ্ডের পশ্চিম তটে ভগবান্ সূর্য্যদেবের মনোরম সুবর্ণ-মন্দির বিরাজিত ; তথায় শ্রীরাধিকা সূর্য্য-পূজা করিতে যান। সূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে দুই ক্রোশ দূরে শ্রীরাধাকুণ্ড বিরাজিত ; এই রাধাকুণ্ড শ্রীবৃন্দাবন হইতে ৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে রমণীয় উপবন ও বিচিত্র নিকুঞ্জ-কুটীর। পূর্ব্বতটে রাসস্থলী ও শ্রীকৃষ্ণের মণিমাণিক্যময় বিলাস-মন্দির। অষ্ট দিকে অষ্ট সখী ও অষ্ট মঞ্জরীর বিচিত্র মন্দির বা কুঞ্জ বিরাজিত। শ্রীরাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্ন-কালে সূর্য্যপূজাচ্ছলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিশিষ্ট লীলা-বিলাস ও দিবা-বিহারাদি হইয়া থাকে এবং নিশাকালে অনন্তকোটী গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মহারাস-লীলা করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যবর্ত্তী স্থলে মানস-গঙ্গা-পরিশোভিত শ্রীগোবর্দ্ধন অবস্থিত। গিরি-গোবর্দ্ধন শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপূর্ব্ব লীলাস্থল। গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী-স্থানে শ্রীকুসুম-সরোবর ; এখানে কুসুম-চয়নাদি লীলা হইয়া থাকে।

পরমানন্দময় শ্রীব্রজধামের সর্ব্বত্রই লীলাস্থল। এই সমস্ত লীলাস্থল দর্শন

করিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। ব্রজের গ্রামগুলি কি মনোরম—কি অপূর্ব্ব সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ; এই সমস্ত গ্রাম দর্শন করিলে হৃদয়ে স্বতঃই এক অভুতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হইয়া থাকে; এরূপ আনন্দময় স্থান আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। বলা বাহুল্য, অতি সুকৃতিশালী ব্যক্তির ভাগ্যেই শ্রীব্রজধাম দর্শন ঘটিয়া থাকে।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন-ধামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সমাপ্ত।

চারি সম্প্রদায়।

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি-পাবনাঃ॥ ১॥

পদ্মপুরাণ।

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥ ২॥

শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী।

শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেনঃ—সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র সকল নিস্ফল; বহু বহু সাধনা দ্বারা শতকোটী কল্পকালেও সেই সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব কলিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী ভুবন-পাবন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে॥ ১॥

শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী গ্রন্থে বলিতেছেনঃ—শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র অর্থাৎ মহাদেব বিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন অর্থাৎ সনক নিম্বাদিত্যকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-রূপে অঙ্গীকার করিলেন॥ ২॥

এজন্য শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটি সম্প্রদায় যথাক্রমে (১) রামানুজ (রামানন্দী বা রামাৎ), (২) মাধবাচার্য্য (মাধবী), (৩) বিষ্ণুস্বামী (বল্লভাচার্য্য বা বল্লভী) ও (৪) নিম্বাদিত্য (নিমাৎ বা নিম্বার্ক বা নিমানন্দী)—এই চারিটী নামে সচরাচর কথিত হইয়া থাকে।

মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।
অক্ষোভ-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্ বয়ং।
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ।
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-দানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥

শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী।

মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের ধামছত্র।

অবন্তিকাপুরী-নাম ধর্ম্মশালা প্রকীর্ত্তিতা।
ধাম তত্রৈব বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীমদ্বদরিকাশ্রমঃ।
নৈমিষারণ্যমাখ্যাতং সুখবিলাস এব চ।
অঙ্গপাত-নামধেয়ং ক্ষেত্রঞ্চ পরিকীর্ত্তিতং।
পরিক্রমশ্চ তত্রৈব লোহগড় ইতি স্মৃতঃ।
দেবী চ মঙ্গলা নাম পবিত্রা মুক্তিদা কলৌ।

তীর্থমপ্যলকানন্দা সাবিত্রী চেষ্টসংজ্ঞকা।
ব্রহ্মোপাস্যশ্চ বিষ্ণুস্তদ্গায়ত্রী-হংসমন্ত্রকঃ।
তথা হংসো দেবতা চ সালোক্য-মুক্তিরীড়িতা।
মুখ-দ্বারং সমাখ্যাতং আচার্য্যশ্চ ত্রিকালকঃ।
শাখাদ্বৈতস্তথা গোত্রঃ অচ্যুতানন্দ-সংজ্ঞকঃ।
শুক্লো বর্ণঃ হরের্নাম আহারঃ সর্ব্বদা প্রিয়ঃ।
ঋষিঃ পরমহংসশ্চ ভিক্ষা নিষ্কাম এব হি।
নারায়ণো দেবতা চ নন্দস্তত্রৈব পার্ষদঃ।
অথর্ব্ব-নামকো বেদো ব্রহ্মৈব সম্প্রদায়কঃ।
জন্মস্থানং ততঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যস্য ধীমতঃ।
উরূপী কৃষ্ণগাদীতি গ্রামো বহুজনাকুলঃ।
আখড়া বলভদ্রীতি নাম্না সর্ব্বজনাদৃতা ॥

ধর্ম্মশালা—অবন্তিকাপুরী।	শাখা—অদ্বৈত।
ধাম—বদরিকাশ্রম।	গোত্র—অচ্যুতানন্দ।
সুখবিলাস—নৈমিষারন্য।	বর্ণ—শুক্ল।
ক্ষেত্র—অঙ্গপাত।	আহার—হরিনাম।
পরিক্রমা—লোহগড়।	ঋষি—পরমহংস।
দেবী—মঙ্গলা।	ভিক্ষা—নিষ্কাম।
তীর্থ—অলকানন্দা।	দেবতা—নারায়ণ।
ইষ্ট—সাবিত্রী।	পার্ষদ—নন্দ।
উপাস্য—ব্রহ্ম।	বেদ—অথর্ব্ব।
গায়ত্রী—বিষ্ণু।	সম্প্রদায়—ব্রহ্ম।
মন্ত্র—বিষ্ণুহংস।	মুক্তি—সালোক্য।
দ্বার—মুখ।	কৃষ্ণগাদী—উরূপী।
আচার্য্য—ত্রিকাল।	আখড়া—বলভদ্রী।

মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী-প্রদর্শন।

পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণ।

ব্রহ্মা।

নারদ।

ব্যাসদেব।

মধ্বাচার্য্য।

পদ্মনাভ।

নরহরি।

মাধব।

অক্ষোভ।

জয়তীর্থ।

জ্ঞানসিন্ধু।

দয়ানিধি।

বিদ্যানিধি।

রাজেন্দ্র।

জয়ধর্ম্ম।

পুরুষোত্তম।

ব্রহ্মণ্য।

ব্যাসতীর্থ।

লক্ষ্মীপতি।

মাধবেন্দ্রপুরী।

ঈশ্বরপুরী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীশ্রীদণ্ডাত্মিকা লীলা।

(দিবা-লীলা।)

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
দন্তধাবনাদি ক্রিয়া করিলা আপনি ॥
উদ্বর্ত্তনাদি দিয়া সখী করাইলা স্নান।
তবে বেশভূষা করাইল পরিধান ॥
এই কার্য্যে শ্রীমতীর একদণ্ড যায়।
উৎকণ্ঠিত-চিত্ত কৃষ্ণ-দর্শন-আশায় ॥ ১ ॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের লাগি রন্ধন করিতে।
নন্দীশ্বর যাইতে যায় এক দণ্ড পথে ॥ ২ ॥
তথা পাঁচ দণ্ড যায় বিবিধ রন্ধনে। ৭।
এক দণ্ড যায় পুনঃ কৃষ্ণের ভোজনে ॥ ৮ ॥
নবম দণ্ডেতে রাধার প্রসাদ-সেবন।
অবশেষ পাইল তবে সর্ব্ব সখীগণ ॥ ৯ ॥
নয় দণ্ড পরে কৃষ্ণের গোষ্ঠেতে গমন।
দেখিয়া শ্রীরাধা গৃহে করে আগমন ॥
ইথে এক দণ্ড যায়, এক দণ্ড আর।
আয়োজন করে সূর্য্য-পূজার সম্ভার ॥ ১১ ॥
অতঃপর সূর্য্য-পূজার কারণে যাইতে।
পথে তিন দণ্ড যায় গমন করিতে ॥ ১৪ ॥
সূর্য্যালয়ে গিয়া সূর্য্যে প্রণাম করিয়া।
পূজার সম্ভার সব সে স্থানে রাখিয়া ॥
ফুল তুলিবার ছলে নিজ-সখী লঞা।
রাধাকুণ্ডে যান কৃষ্ণ-দর্শন লাগিয়া ॥

দুই দণ্ডে যান রাই নিজকুণ্ড-তীরে।
শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন কৈল নিকুঞ্জ-কুটীরে ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি চন্দন মালা দিলা।
দুঁহু প্রেমে গদগদ আলিঙ্গন কৈলা ॥
তবে নানা কৌতুক করিলা দুই জনে।
হিন্দোলা ঝুলিলা দোঁহে আনন্দিত মনে ॥
সখীগণ সহ মিলি কৈল জল-কেলি।
তবে কুঞ্জ-বিহার কৈল দোঁহে পাশা খেলি ॥
খেলায় হারিলা কৃষ্ণ শ্রীরাধার সনে।
কৃষ্ণ বলে বিকাইনু তোমার চরণে ॥
মিষ্টান্ন পক্বান্ন কৃষ্ণে ভোজন করাইলা।
সখীগণ লঞা রাই অবশেষ পাইলা ॥
তবে দোঁহে প্রবেশিলা শ্রীমণি-মন্দিরে।
রসের বিলাস কৈলা প্রফুল্ল-অন্তরে ॥
এরূপে বিলাস-রসে যায় ছয় দণ্ড।
অতঃপর শ্রীরাধিকা যান সূর্য্যকুণ্ড ॥ ২২ ॥
সূর্য্যালয়ে যেতে রাধার দুই দণ্ড যায়।
এক দণ্ড গত হয় সূর্য্যের পূজায় ॥ ২৫ ॥
পূজা-অবশেষে গৃহে ফিরিয়া যাইতে।
চারি দণ্ড পুনঃ গত হয় সেই পথে ॥ ২৯ ॥
অনন্তর শ্রীরাধিকা স্নান সমাপিয়া।
সূর্য্যের প্রসাদ পান সখীগণ লঞা ॥
প্রসাদ পাইতে রাধার যায় এক দণ্ড।
লুচি পুরি মিঠাই যেন অমৃতের খণ্ড ॥ ৩০ ॥

মিষ্টান্ন পক্কান্ন কিছু কৃষ্ণের লাগিয়া।
তুলসীর হাতে তাহা দেন পাঠাইয়া॥
অতঃপর শ্রীরাধিকা বিরলে বসিয়া।
কৃষ্ণ লাগি মালা গাঁথে হরষিত হঞা॥
পান বীড়া বান্ধিতে চন্দন-ঘরষণে।
দুই দণ্ড গেল, দিবা হৈল অবসানে॥ ৩২ ॥
এই ত বত্রিশ দণ্ড হৈল দিবা-লীলা।
এইমত রাধাকৃষ্ণের ব্রজে নিত্য খেলা॥

(রাত্রি-লীলা।)

সন্ধ্যার উত্তরে রাই শয়ন করিলা।
পথ-শ্রমে দুই দণ্ড রাই নিদ্রা গেলা॥ ২ ॥
দুই দণ্ড পরে রাই রন্ধনে বসিলা।
আর দুই দণ্ডে রাই রন্ধন সারিলা॥ ৪ ॥
ছয় দণ্ড পরে কৃষ্ণ-প্রসাদ আসিল।
সখী-সঙ্গে এক দণ্ড ভোজন করিল॥ ৭ ॥
ভোজনান্তে তিন দণ্ড করিলা শয়ন।
উঠি দশ দণ্ডে অভিসার-আয়োজন॥ ১০ ॥
যাইতে সঙ্কেত-স্থানে দুই দণ্ড যায়।
বার দণ্ড পরে কৃষ্ণ-দরশন পায়॥ ১২ ॥
এক দণ্ড মালা-পান-চন্দন-সেবন।
তাহে কত রসালাপ প্রেম-সম্ভাষণ॥ ১৩ ॥

রাসাদি কৌতুকে তবে চারি দণ্ড যায়।
সখীগণ মিলি রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায় ॥ ১৭ ॥
অষ্টাদশ দণ্ডে পুনঃ নিকুঞ্জ বিহার।
নানা পুষ্পবেশ হয় নানা অলঙ্কার ॥ ১৮ ॥
কুসুম-যুদ্ধেতে পরে এক দণ্ড যায়।
পুষ্পশয্যা'পরে দোঁহে শয়ন করয় ॥ ১৯ ॥
বিংশ দণ্ডে হয় পুনঃ ভোজন-বিলাস।
তাহে বৃন্দাদেবী আদির মনের উল্লাস ॥ ২০ ॥
বিশ দণ্ড পরে হয় দোঁহার বিলাস।
চারি দণ্ড রতি-রসে দোঁহার উল্লাস ॥ ২৪ ॥
অতঃপর রাধা-কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যান।
দুই দণ্ড নিদ্রা করি করে গাত্রোত্থান ॥ ২৬ ॥
কুঞ্জ-ভঙ্গে কাতর দুঁহু বিরহ ভাবিতে।
দুই দণ্ড যায় দুঃখে বিদায় লইতে ॥ ২৮ ॥
এইরূপে দুই দণ্ড যাইতে যাইতে।
কুঞ্জ ছাড়ি রাধা-কৃষ্ণ চলিলা গৃহেতে ॥
দুই দণ্ডে আসি রাই যাবটে পশিলা ॥ ৩০ ॥
দুই দণ্ড রাত্রি-শেষে তবে নিদ্রা গেলা ॥ ৩২ ॥
এই ত বত্রিশ দণ্ড হৈল নিশা-লীলা।
এইকত রাধা-কৃষ্ণের নিত্য লীলাখেলা ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত কহনে না যায়।
সংক্ষেপে কহিল কিছু সেবার নির্ণয় ॥
রাগানুগা হঞা কর সাধ্য সাধন।
এই নিত্য-লীলা কর মানসে সেবন ॥

সাধক যে জন সেবা-নির্ণয় বুঝিয়া।
যে সময় যেবা সেবা করহ চিন্তিয়া ॥
রূপ-রঘুনাথ-পাদপদ্ম করি আশ।
চৌষট্টি দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী-মহারাজ-কৃত শ্রীশ্রীদণ্ডাত্মিকা লীলা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমতী রাধিকার স্থিতি-নির্ণয়।

(১)

কোনও কোনও মহাত্মার মতে শ্রীমতী রাধিকার বর্ষাণ—যাবট গমনাগমন ও স্থিতি-নিয়ম এইরূপ, যথা ঃ—

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী হইতে আষাঢ় মাসের শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত বৃষভানুপুরে অর্থাৎ বর্ষাণে স্বীয় পিতৃ-ভবনে শ্রীমতীর অবস্থান।

আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী অর্থাৎ হোরা পঞ্চমীর দিন পিত্রালয় হইতে শ্রীমতীর যাবটে শ্বশুরালয়ে গমন এবং তথায় শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত অবস্থান।

ঝুলন-যাত্রা উপলক্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিন শ্রীমতীর যাবট হইতে বর্ষাণে প্রত্যাগমন ও পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদে শ্রীমতীর যাবটে প্রত্যাগমন ও কৃষ্ণা ষষ্ঠী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে মা যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীমতীকে নন্দালয়ে আনয়ন ও ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী পর্য্যন্ত তথায় শ্রীমতীর অবস্থান।

শ্রীমতীর জন্মোৎসব উপলক্ষে তদীয়া মাতা শ্রীকীর্ত্তিদা দেবী কর্ত্তৃক ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীমতীকে নন্দালয় হইতে বর্ষাণে আনয়ন এবং শুক্লা দশমী পর্য্যন্ত তথায় শ্রীমতীর অবস্থান।

ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে পিত্রালয় হইতে শ্রীমতীর যাবটে আগমন এবং তথায় আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত অবস্থান।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে শ্রীকীর্ত্তিদা মাতা কর্ত্তৃক আশ্বিনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে কন্যাকে বর্ষাণে আনয়ন এবং শুক্লা দশমী পর্য্যন্ত তথায় শ্রীমতীর অবস্থান।

আশ্বিনের শুক্লা একাদশীতে শ্রীমতীর যাবটে প্রত্যাগমন ও কার্ত্তিকের শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া উপলক্ষে স্বীয় ভ্রাতা শ্রীদামকে তিলক-প্রদানের নিমিত্ত কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্রীমতীর পিতৃ-ভবনে আগমন ও শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

কার্ত্তিকের শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীমতীর যাবটে প্রত্যাগমন ও মাঘী শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান।

অনন্তর বসন্তোৎসব উপলক্ষে মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীমতীর বর্ষাণে আগমন।

---

(২)

অপর কোনও কোনও মহাত্মার মতে শ্রীমতী রাধিকার বর্ষাণ—যাবট গমনাগমন ও স্থিতি-নিয়ম এইরূপ, যথা ঃ—

মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া দিবসে শ্রীশ্রীদাম যাবটে গমন করেন। তৃতীয়াতে ভ্রাতা শ্রীদামের সঙ্গে শ্রীরাধিকা বর্ষাণে আগমন করিয়া মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই তিন মাস তথায় অবস্থান করেন। তন্মধ্যে মাঘ মাসে বসন্ত-পঞ্চমী উৎসব, বসন্ত-বিহার ও মদন-পূজা; এই মদন-পূজার ছলে ত্রিকাল নিয়মে শ্রীশ্রীমদন-

মোহন সহ বসন্ত-ঋতু-কালীন নবোদিত বন-শোভা দর্শন করিতে করিতে বিবিধ হাস-পরিহাস পূর্ব্বক বন-ভ্রমণাদি। ফাল্গুন মাসে হোলী উৎসব ক্রীড়াদি। চৈত্র মাসে ফুলদোল, মাধবী-বিলাস ও বসন্তোৎসব।

অনন্তর বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া দিবসে শ্রীমতীর দেবর শ্রীদুর্ম্মদ বর্ষাণে গমন করেন। তৃতীয়া দিবসে শ্রীবার্ষভানবী অর্থাৎ শ্রীরাধিকাকে লইয়া যাবটে আগমন করেন। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাস শ্রীমতী যাবটে অবস্থান করেন।

তৎপরে শ্রাবণ মাসের শুক্লা প্রতিপৎ দিবসে শ্রীদাম যাবটে গমন করেন ও দ্বিতীয়া দিবসে শ্রীমতীকে লইয়া বর্ষাণে আগমন করেন। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস শ্রীরাধিকা পিতৃ-গৃহে বাস করেন। তন্মধ্যে শ্রাবণ মাসে স্বীয় প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সহ ঝুলন-লীলাদি। ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীমতী পিতা-মাতার সঙ্গে শ্রীনন্দালয়ে নন্দোৎসব দর্শনে গমন করেন; তদুপলক্ষে স্বীয় প্রাণ-কান্তের দর্শন ও মিলন-জনিত পরমানন্দ-উপভোগ। অনন্তর শ্রীমতী রাধিকার জন্মোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ষাণে আগমন, তথায় প্রিয়া সহ মিলন ও মহা আনন্দোৎসব।

তৎপরে আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশী দিবসে শ্রীদুর্ম্মদ বর্ষাণে গমন করেন এবং ত্রয়োদশী দিবসে শ্রীরাধিকাকে লইয়া যাবটে আগমন করেন। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই তিন মাস শ্রীমতী যাবটে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে আশ্বিন মাসে শারদীয়োৎসব ও কার্ত্তিক মাসে মহারাস, দীপাবলী, অন্নকুট, গোবর্দ্ধন-পূজা ও ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াদি।

(শ্রীললিতাদি সখীগণ, শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীগণ ও শ্রীতুলসী আদি দাসীগণ নিত্য-সহচরী-রূপে শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর সঙ্গে সঙ্গে যাবট ও বর্ষাণ গমনাগমন করেন।)।

ইতি শ্রীমতী রাধিকার স্থিতি-নির্ণয় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লী।

দেহার্ব্বুদানি ভগবন্ ! যুগপৎ প্রযচ্ছ
বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব।
জিহ্বার্ব্বুদানি কৃপয়া প্রতিবক্ত্রমেব
নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ ! গুণার্ব্বুদানি ॥ ১ ॥

কিমাত্মনা যত্র ন দেহকোটো
দেহেন কিং যত্র ন বক্ত্রকোট্যঃ।
বক্ত্রেণ কিং যত্র ন কোটি-জিহ্বাঃ
কিং জিহ্বয়া যত্র ন নাম-কোট্যঃ ॥ ২ ॥

আত্মাস্তু নিত্যং শতদেহবর্ত্তী
দেহস্তু নাথাস্তু সহস্র-বক্ত্রঃ।
বক্ত্রং সদা রাজতু লক্ষ-জিহ্বং
গৃহ্লাতু জিহ্বা তব নাম-কোটিং ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ ! কৃপা করিয়া আমাকে এককালে অর্ব্বুদ-সংখ্যক দেহ, সেই প্রতি দেহে অর্ব্বুদ বদন ও সেই প্রতি বদনে অর্ব্বুদ জিহ্বা প্রদান কর ; আর হে প্রভো ! সেই অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ জিহ্বায় তোমার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গুণরাশি কীর্ত্তিত হউক ॥ ১ ॥

হে প্রভো ! যে আত্মায় কোটী দেহ নাই, তাদৃশ আত্মায় কি প্রয়োজন ? যে দেহে কোটী বদন নাই, সেই দেহে কি আবশ্যক ? যে বদনে কোটী জিহ্বা নাই, সে বদনে কি ফল ? যে জিহ্বায় তোমার কোটী নাম উচ্চারিত না হয়, সেই জিহ্বায় কি প্রয়োজন ? অতএব, হে প্রভো ! প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে এই সমস্ত প্রদান কর ॥ ২ ॥

যদা যদা মাধব ! যত্র যত্র
গায়ন্তি যে যে তব নাম-লীলাঃ।
তত্রৈব কর্ণাযুত-ধার্য্যমাণা-
স্তাস্তে সুধা নিত্যমহং ধয়ানি ॥ ৪ ॥
কর্ণাযুতস্যৈব ভবন্তু লক্ষ-
কোট্যো রসজ্ঞা ভগবংস্তদৈব।
যেনৈব লীলাঃ শৃণুবাণি নিত্যং
তেনৈব গায়ানি ততঃ সুখং মে ॥ ৫ ॥
কর্ণাযুতস্যেক্ষণ-কোটিরস্যা
হৃৎকোটিরস্যা রসনার্ব্বুদং স্তাৎ।
শ্রুত্বৈব দৃষ্ট্বা তব রূপ-সিন্ধু-
মালিঙ্গ্য মাধুর্য্যমহো ! ধয়ানি ॥ ৬ ॥

হে নাথ ! আমার আত্মার শত দেহ হউক, প্রত্যেক দেহে সহস্র মুখ হউক, প্রত্যেক মুখে লক্ষ জিহ্বা হউক এবং প্রত্যেক জিহ্বা তোমার কোটী নাম কীর্ত্তন করুক ॥ ৩ ॥

হে মাধব ! হে রাধাকান্ত ! তোমার ভক্তগণ যখনই যেখানে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ সমীপে বা অন্য যে কোনও স্থানে তোমার নাম ও লীলা কীর্ত্তন করেন, তখনই যেন সেই স্থানে অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত স্থানে আমি অযুত কর্ণে সেই কীর্ত্তন-সুধা অবিরত পান করিতে পারি (অভক্ত বা অসম্প্রদায়িগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত স্থানে নহে, যেহেতু তাহাদের সহিত সম্পর্ক সর্ব্বথা নিষিদ্ধ) ॥ ৪ ॥

হে প্রভো ! যখন ঐ কর্ণ দ্বারা তোমার নাম ও লীলাকীর্ত্তনামৃত পান করিব, তখন সেই কর্ণ-সমূহে লক্ষ কোটী রসনা হউক, তাহা হইলে সেই রসনায় তোমার সুমধুর নাম ও লীলা কীর্ত্তন করিয়া পরম-সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইতে পারিব ॥ ৫ ॥

নেত্রাৰ্ব্বুদস্যৈব ভবন্তু কর্ণ-
নাসা-রসজ্ঞা হৃদয়াৰ্ব্বুদম্বা।
সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সুগন্ধপূর-
মাধুর্য্য-সংশ্লেষ-রসানুভূত্যৈ ॥ ৭ ॥
তৎপার্শ্বগত্যৈ পদ-কোটিরস্তু
সেবাং বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ।
তাং শিক্ষিতুং স্তাদপি বুদ্ধি-কোটি-
রেতান্ বরান্মে ভগবন্! প্রযচ্ছ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লী সমাপ্তা।

হে নাথ! অযুত কর্ণের কোটী নয়ন হউক, কোটী নয়নের কোটী হৃদয় হউক, কোটী হৃদয়ের অৰ্ব্বুদ রসনা হউক, আর সেই অযুত কর্ণে আমি তোমার অপরূপ রূপ-সাগরের কথা শ্রবণ করি, কোটী কোটী নেত্রে ঐ রূপ দর্শন করি, কোটী কোটী হৃদয়ে উহা আলিঙ্গন করি এবং অৰ্ব্বুদ জিহ্বায় উহার মাধুর্য্য পান করি ॥ ৬ ॥

হে প্রভো! তোমার সৌন্দর্য্যামৃত পান করিবার নিমিত্ত আমার অৰ্ব্বুদ নয়ন হউক, তোমার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণার্থ আমার অৰ্ব্বুদ কর্ণ হউক, তোমার শ্রীঅঙ্গের সৌরভ গ্রহণের নিমিত্ত আমার অৰ্ব্বুদ নাসিকা হউক, তোমার রূপ-গুণাদির মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত আমার অৰ্ব্বুদ রসনা হউক এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত আমার অৰ্ব্বুদ হৃদয় হউক ॥ ৭ ॥

হে ভগবন্! আমাকে এই বর প্রদান কর যে, তোমার সমীপে গমনার্থ আমার কোটী পদ হউক ও তোমার সেবা করিবার নিমিত্ত আমার কোটী হস্ত হউক এবং সেই সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে করিবার নিমিত্ত শিক্ষা প্রদান করিতে আমার কোটী বুদ্ধি হউক ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠা-দশকং।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

ছিন্ন-স্বর্ণ-বিনিন্দি-চিক্কণ-রুচিং স্মেরাং বয়ঃসন্ধিতো
রম্যাং রক্ত-সুচীন-পট্ট-বসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাং।
উদ্ঘূর্ণচ্ছিতিকণ্ঠ-পিচ্ছ-বিলসদ্‌বেণীং মুকুন্দং মনাক্
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ১ ॥
যস্যাঃ কান্ত-তনূল্লসৎ-পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃ স্ফুরদ্-
গোপীবৃন্দ-মুখারবিন্দ-মধু তৎ প্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ।
মুঞ্চন্ বর্ত্মনি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দ-ভৃঙ্গঃ স তাং
বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ২ ॥

যাঁহার সমুজ্জ্বল অঙ্গ-কান্তি ছিন্ন অর্থাৎ কর্ত্তিত স্বর্ণের মনোহর শোভাকেও তিরস্কার করিতেছে, যিনি পরম মধুর মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছেন, যিনি বয়ঃ-সন্ধিতে অতিশয় রমণীয়া, যিনি অরুণ-বর্ণ অতি সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, যিনি মনোহর বেশে সুশোভিত হইয়াছেন, যাঁহার মস্তকস্থ বেণী মণ্ডলী-বন্ধনে নৃত্যশীল ময়ূরগণের প্রসারিত পুচ্ছশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে, যিনি নয়ন-কোণে মুকুন্দের প্রতি ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং যিনি সাতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণা, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ১ ॥

গোবিন্দ-রূপ মধুকর পরমা সুন্দরী ব্রজগোপীগণের মুখারবিন্দের সুপ্রথিত মধু অতিশয় প্রীতি সহকারে পান করিয়াও, তাহা সদ্য পরিত্যাগ করতঃ, যাঁহার কমনীয় অঙ্গের প্রফুল্ল পরিমলে অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া, মত্ততা বশতঃ পথে পথে হেলিয়া দুলিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন, বৃন্দাবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্পলতিকা সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ২ ॥

শ্রীমৎ-কুণ্ড-তটী-কুড়ুঙ্গ-ভবনে ক্রীড়াকলানাং গুরুং
তল্পে মঞ্জুল-মল্লি-কোমল-দলৈঃ কৢপ্তে মুহুর্মাধবং।
জিত্বা মানিনমক্ষ-সঙ্গর-বিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-
র্যুঞ্জানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৩ ॥
রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণ-বিধুনা সার্দ্ধং সখীভির্বৃতাং
ভাবৈরষ্টভিরেব সাত্ত্বিকতরৈর্লাস্যং রসৈস্তন্বতীং।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কিঙ্কিণি-চলন্মঞ্জীর-চুড়োচ্ছলদ্-
ধ্বানৈঃ স্ফীত-সুগীত-মঞ্জু নিতরাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৪ ॥
উদ্দাম-স্মরকেলি-সঙ্গর-ভরে কামং বনান্তঃস্থলে
কৃষ্ণেনাঙ্কিত-পীন-পর্ব্বত-কুচদ্বন্দ্বাং নখৈরস্ত্রকৈঃ।
তদ্দর্পেণ তথা মদোদ্ধুরমহো তং বিদ্ধমাকুর্ব্বতীং
দূরে স্বালিকুলৈঃ কৃতাশিষমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৫ ॥

পরম-শোভান্বিত শ্রীরাধাকুন্ডের তটস্থ নিকুঞ্জ-ভবনে, মনোহর মল্লিকা কুসুমের সুকোমল-দল-নির্ম্মিত শয্যায়, কেলি-পরায়ণ-ব্যক্তি সকলের শিরোমণি দর্পান্বিত মাধবকে পাশক-ক্রীড়া-সময়ে বারম্বার পরাজিত করিয়া, তাঁহাকে উপহাস করিবার জন্য, যিনি হাস্য-বদনে অপাঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে, স্বীয় সখীগণকে নিযুক্ত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ॥ ৩ ॥

রাস-লীলায় সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া প্রেম-রসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত অষ্ট মহাসাত্ত্বিক-ভাবে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিণী (ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা), চঞ্চল নূপুর, চুড়ী প্রভৃতির উচ্ছলিত-শব্দ-পরিপুষ্ট সুমধুর গীত সহকারে, যিনি রসময় নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ৪ ॥

বন মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল কন্দর্প-যুদ্ধে নখাস্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সুবিশাল শৈল-তুল্য কুচ-দ্বয়কে চিহ্নিত করিলে, যিনি তাঁহারই ন্যায় দর্প করিয়া মদোন্মত্ত

মিত্রাণাং নিকরৈর্বৃতেন হরিণা স্বৈরং গিরীন্দ্রান্তিকে
শুল্কাদান-মিষেণ বর্ত্মনি হঠাদ্দম্ভেন রুদ্ধাঞ্চলাং।
সার্দ্ধং স্মের-সখীভিরুদ্ধুর-গিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুষা
ভ্রূদর্পৈর্বিলসচ্চকোর-নয়নাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৬ ॥

পারাবার-বিহার-কৌতুক-মনঃপূরেণ কংসারিণা
স্ফারে মানস-জাহ্নবী-জলভরে তর্য্যাং সমুত্থাপিতাং।
জীর্ণা নৌর্মম চেৎ স্খলেদিতি মিষাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং মুদা
পারে খণ্ডিত-কঞ্চুলিং ধৃত-কুচাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৭ ॥

তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছেন, এবং সখীগণ দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ?॥ ৫ ॥

গোবর্দ্ধনের নিকট পথিমধ্যে শুল্ক অর্থাৎ কর-গ্রহণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি-সখাগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, দর্প-ভরে স্বচ্ছন্দে হঠাৎ যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করায়, যিনি হাস্যমুখী সখীগণের সহিত ভঙ্গী সহকারে তাঁহার প্রতি উদ্ধত বাক্য-সমূহ প্রয়োগ করিতেছেন এবং তৎকালে ভ্রূক্ষেপ বশতঃ যাঁহার চকোর-সদৃশ নয়ন-যুগল চঞ্চল হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ৬ ॥

বিস্তীর্ণ মানস-গঙ্গার জলে পারাপার-বিহারাভিলাষে কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্ত হইয়া, কংস-রিপু শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে পার করিবার নিমিত্ত, একাকিনী নৌকায় উত্তোলন করিয়া ছল পূর্ব্বক "আমার নৌকা জীর্ণ হইয়াছে, যদি জলমগ্ন হয়" এই কথা বলায়, যিনি ভীতা হইয়া কঞ্চুলিকা অর্থাৎ কাঁচুলি উন্মোচন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার স্তন-দ্বয় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ৭ ॥

যিনি স্বীয় জলকেলি-লোলুপ চিত্তের বাসনা পূরণার্থ, গ্রীষ্মারম্ভে সায়ং-

উল্লাসৈর্জলকেলি-লোলুপ-মনঃপূরে নিদাঘোদ্গমে
ক্ষ্বেলী-লম্পট-মানসাভিরভিতঃ সায়ং সখীভির্বৃতাং।
গোবিন্দং সরসি প্রিয়েহত্র সলিল-ক্রীড়া-বিদগ্ধং কণৈঃ
সিঞ্চন্তীং জল-যন্ত্রকেণ পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৮ ॥
বাসন্তী-কুসুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্য-বিস্তারিণা
স্বেনালঙ্কৃতি-সঞ্চয়েন বহুধাবির্ভাবিতেন স্ফুটং।
সোৎকম্পং পুলকোদ্গমৈর্মুরভিদা দ্রাগ্ভূষিতাঙ্গীং ক্রমে-
র্মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৯ ॥
প্রাণেভ্যোহপ্যধিক-প্রিয়া মুর-রিপোর্যা হন্ত! যস্যা অপি
স্বীয়-প্রাণ-পরার্দ্ধতোহপি দয়িতাস্তৎপাদরেণোঃ কণাঃ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসজ্জঙ্ঘাল-কীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্ঠাবর্গ-শিরোহগ্রভূষণ-মণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ১০ ॥

কালে ক্রীড়া-কৌতুকাভিলাষিণী সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে জলযন্ত্র দ্বারা জলকেলিবিশারদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জলকণা-সমূহ সেচন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ৮ ॥

যিনি পুলকান্বিত-কলেবর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কম্পান্বিত-হস্তে, সর্ব্বত্র সৌরভ-বিস্তারকারী বসন্তকালীন কুসুমাবলী ও স্বনির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কার-সমূহে সত্বর সুসজ্জিত হইয়া, আনন্দাশ্রু-প্লাবিতা ও পরম পুলকিতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ৯ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-সমূহ হইতেও সমধিক প্রিয়া, অথচ কি আশ্চর্য্য! সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃকণা যাঁহার স্বীয় কোটী কোটী প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম, যাঁহার কীর্ত্তিরাশি অতীব উজ্জ্বল ও ত্রিজগতে সুবিস্তীর্ণ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-বর্গের মস্তক-স্থিত অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণমণি-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ-প্রিয়াগণের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা, সেই ধন্যতমা শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ১০ ॥

উৎকণ্ঠাদশক-স্তবেন নিতরাং নব্যেন দিব্যৈঃ স্বরৈ-
বৃন্দারণ্য-মহেন্দ্র-পট্টমহিষীং যঃ স্তৌতি সম্যক্ সুধীঃ ।
তস্মৈ প্রাণসমা-গুণানুরসনাৎ সঞ্জাত-হর্ষোৎসবৈঃ
কৃষ্ণোঽনর্ঘমভীষ্টরত্নমচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামী-বিরচিতং শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠাদশকং সম্পূর্ণং ।

যে ব্যক্তি সম্যক্ সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া দিব্য-স্বরে এই অভিনব "উৎকণ্ঠাদশক" স্তোত্র দ্বারা বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষী বা পাটরাণী শ্রীরাধিকার অতিশয় স্তব করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই স্তব দ্বারা প্রাণসমা শ্রীরাধার গুণাস্বাদন করতঃ, অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র শ্রীরাধিকার সেবা-রূপ অমূল্য অভীষ্টরত্ন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠাদশকের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতং।

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগং।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পোঽনিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গ-ত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসীদতি ॥ ৩ ॥

যিনি কর্কশ বাক্যের বেগ, মনের ক্রোধ-বেগ, জিহ্বার বেগ এবং উদর ও উপস্থের বেগ—এই সমস্ত বেগ সহ্য বা ধারণ করিতে পারেন অর্থাৎ যিনি কাহারও প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন না, কাহারও প্রতি কখনও ক্রোধ করেন না, খাদ্য দ্রব্যে লোভ করেন না, কখনও অধিক আহার করেন না এবং জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা করেন না, সেই বীর এই সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ হন ॥ ১ ॥

অতি ভোজন, বৃথা পরিশ্রম, অসম্বন্ধ প্রলাপ, ভজনবিষয়ে অনিয়মের প্রতি আগ্রহ, ভগবদ্বিমুখ জনের সঙ্গ ও বিষয়াদিতে লালসা—এই ছয়টি দ্বারা ভক্তিদেবী বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

ভজনে উৎসাহ, শ্রীভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণ, আত্মকৃত কর্ম্মবিপাকে ধৈর্য্য অর্থাৎ কর্ম্মফল-জনিত দুঃখভোগাদি নীরবে সহ্য করা, ভজনানুকূল প্রসিদ্ধ কর্ম্ম-সমূহের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-বিষয়ে পোষকতাকারী কর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠান, ভগবদ্বিমুখ জনের সঙ্গত্যাগ ও সদাচরণ—এই ছয়টি দ্বারা ভক্তিদেবী উজ্জ্বলা হন ॥ ৩ ॥

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধ-প্রীতিলক্ষণং॥ ৪॥
কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশং।
শুশ্রূষয়া ভজন-বিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদি-শূন্য-হৃদমীপ্সিত সঙ্গ-লব্ধ্যা॥ ৫॥
দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্ব্বপুষস্তু দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেণ-পঙ্কৈঃ
ব্রহ্ম-দ্রবত্বমপগচ্ছতি নীর-ধর্ম্মৈঃ॥ ৬॥

দান করা, দান গ্রহণ করা, গুহ্য কথা বলা, গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করা, ভোজন করা ও ভোজন করান—প্রিয় ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত-রূপ বান্ধব-জনের সম্বন্ধে এই ছয় প্রকার আচরণ প্রীতির লক্ষণ॥ ৪॥

যাঁহারই মুখে কৃষ্ণ-নাম শুনিতে পাইবে, তাঁহাকে মন দ্বারা আদর করিবে; যদি তাঁহার দীক্ষা হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকে অধিকন্তু প্রণাম দ্বারাও সম্মান করিবে; যদি তিনি প্রভুকে ভজন করিতেছেন এরূপ দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে সেবা দ্বারা আদর করিবে; আর যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনবিষয়ে পরিপক্ক হইয়াছেন এবং ঐকান্তিক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ-ভাবাপন্ন, তথা যাঁহার হৃদয় পরনিন্দা-কীর্ত্তনাদি-দোষে দূষিত নহে, তাদৃশ মহাত্মার সঙ্গ লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবে॥ ৫॥

জলের ধর্ম্ম যে বুদ্বুদ, ফেন, পঙ্ক প্রভৃতি, তাহা গঙ্গাজলে বিদ্যমান থাকিলেও, যেমন সেই গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্ব অর্থাৎ নিত্য-পবিত্রত্ব বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ দেহের স্বভাব-জনিত দোষ-সমূহ ভক্তজনে পরিদৃষ্ট হইলেও, তাঁহাকে কদাচ প্রাকৃতভাবে দর্শন করিও না, যেহেতু তিনি নিত্য-পবিত্র॥ ৬॥

স্যাৎ কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদ-মূল-হন্ত্রী ॥ ৭ ॥
তন্নাম-রূপ-চরিতাদিষু কীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েন্নিখিলমিত্যুপদেশ-সারঃ ॥ ৮ ॥
বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত-প্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥ ৯ ॥

অবিদ্যা-রূপ পিত্তোত্তপ্ত রসনাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণ-নাম-লীলা-গুণাদি-রূপ মিছরি রুচিকর হয় না, কিন্তু প্রতিদিন আদর পূর্ব্বক ঐ কৃষ্ণ-নামাদি-রূপ মিছরি সেবন করিতে করিতে উহা ক্রমশঃই স্বাদু বোধ হইয়া থাকে এবং সেই অবিদ্যা-রূপ পিত্ত-রোগের মূল ধ্বংস করে ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-লীলাদির স্মরণ-কীর্ত্তনাদিতে মন ও জিহ্বাকে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণানুরাগী জনের অনুগত হইয়া ব্রজে বাস করতঃ কাল যাপন করিবে, ইহাই উপদেশের সার ॥ ৮ ॥

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাসোৎসব বশতঃ শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে উদারপাণি শ্রীগোবিন্দের কেলিবিলাস হেতু শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমামৃত-প্লাবন হেতু শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। গোবর্দ্ধন-

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া খ্যাতিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠা যতঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপাল-পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডঞ্চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ-প্রেমাদঃ সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১॥

ইতি শ্রীল-জীবগোস্বামিপাদ-শিক্ষার্থং শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-পাদেনোক্তং
শ্রীশ্রীউপদেশামৃতং সমাপ্তং।

গিরি-তটে বিরাজমান এই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ বিবেকী জন না করিবেন? ॥ ৯ ॥

কর্ম্মিগণ হইতে জ্ঞানিগণ শ্রীহরির প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ; জ্ঞানিগণ হইতে জ্ঞান-মুক্তগণ অর্থাৎ নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পর্কলেশহীন ভক্তি-পরায়ণগণ শ্রেষ্ঠ; তাদৃশ ভক্তগণ হইতে প্রেমনিষ্ঠগণ শ্রেষ্ঠ; ঈদৃশ প্রেমিকগণ হইতে ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা এবং শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ প্রিয়তম; অতএব কোন্ কৃতী ব্যক্তি এই শ্রীরাধা-কুণ্ডকে আশ্রয় না করিবেন? ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়া-রূপে ও তথা তদীয় কুণ্ড অর্থাৎ শ্রীরাধা-কুণ্ডও তদ্রূপেই মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছেন; সেই রাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠবর্গেরও সুলভ নহে, তা সাধারণ ভক্তের কথা আর কি বলিব? ঐ শ্রীরাধাকুণ্ডে একবারমাত্রও স্নান করিলে, ইনি স্নাত ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশ্রীউপদেশামৃতের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহরিনাম-তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য ষোড়শনাম-মহামন্ত্রস্য শ্রীনারদঃ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণো দেবতা। হরেকৃষ্ণ বীজং। হরেরাম শক্তিঃ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে হরেকৃষ্ণেতি ষোড়শনাম-জপে বিনিয়োগঃ।

অথ করন্যাসঃ।

হরেকৃষ্ণ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হরেকৃষ্ণ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে মধ্যমাভ্যাং বৌষট্। হরেরাম অনামিকাভ্যাং হুং। হরেরাম কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। রামরাম হরেহরে কর-তল-পৃষ্ঠাভ্যাং স্বাহা।

অথ অঙ্গন্যাসঃ।

হরেকৃষ্ণ হৃদয়ায় নমঃ। হরেকৃষ্ণ শিরসে স্বাহা। কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে শিখায়ৈ বৌষট্। হরেরাম কবচায় হুং। হরেরাম নেত্রাভ্যাং বৌষট্। রামরাম হরেহরে অস্ত্রায় ফট্।

অথ ধ্যানং।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপং বেণুরন্ধ্র-করাঞ্চিতং।
গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থং শোভিতং নন্দ-নন্দনং॥

অথ মহামন্ত্রঃ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" নরো জপতি নিত্যশঃ।
গোলোক-ভুবনং গত্বা কৃষ্ণ-পার্ষদতাং লভেৎ॥
"হরে রাম হরে রাম রাম রাম" রটন্তি যে।
ব্রজে বাসো ভবেত্তেষাং ভক্তিস্তু প্রেম-লক্ষণা॥

ষোল সখা ষোল সখী বত্রিশ অক্ষর।
হরিনাম-তত্ত্ব এই অতি গূঢ়তর ॥
মাধুর্য্য-মহিমা তত্ত্ব ইহাতে জানিবে।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যধাম অবশ্য পাইবে ॥
'হরে কৃষ্ণ রাম' এই মন্ত্র ষড়ক্ষর।
তন্ত্রে এই তিন নাম সূত্র কৈলা হর ॥
তিন নামে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
বৃত্তি করি কৈলা গৌর জগতে গোচর ॥
নাম-রূপে প্রেম দিয়া নাচাইলা ভুবন।
হরিয়া সবার চিত্ত কৈলা আকর্ষণ ॥
অবিচিন্ত্য শক্ত্যে গৌর সবে আকর্ষিয়া।
জগতে বিলান প্রেম নাচিয়া গাহিয়া ॥
ইহাতে জানিল গৌর করুণার সিন্ধু।
ভক্ত-ভাবে প্রেমের ভিখারী দীন-বন্ধু ॥
এমন গৌরাঙ্গ-গুণ গাও শ্রদ্ধা করি।
পাইবে অভীষ্ট-তত্ত্ব হরিনামে তরি ॥
করুণায় কল্পতরু-সম হরি-নাম।
কামনায় পাবে মুক্তি, প্রেমে ব্রজধাম ॥
সংক্ষেপে কহিল এই হরিনাম-তত্ত্ব।
জীবের দুর্ল্লভ এই প্রেমের মহত্ত্ব ॥

ইতি শ্রীশ্রীহরিনাম-তত্ত্ব সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকং।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ।

নিজপতি-ভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য
প্রতিহত-মদধৃষ্টোদ্দণ্ড-দেবেন্দ্রগর্ব্ব!।
অতুল-পৃথুল-শৈলশ্রেণি-ভূপপ্রিয়ং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বং ॥ ১ ॥
প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দং।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্ দ্বয়োর্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বং ॥ ২ ॥
অনুপম-মণিবেদী-রত্নসিংহাসনোর্ব্বী-
রুহ-ঝর-দর-সানু-দ্রোণি-সঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ।
সহ বল-সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বং ॥ ৩ ॥
রসনিধি-নবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-
দ্যুতি-পরিমল-বিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য।
রসিকবর-কুলানাং মোদমাস্ফালয়ন্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বং ॥ ৪ ॥
হরি-দয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ।
নব-যুবযুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বং ॥ ৫ ॥
স্থল-জল-তল-শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ।

ত্রিজগতি নিজ-গোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বং ॥ ৬ ॥
সুরপতি-কৃত-দীর্ঘ-দ্রোহতো গোষ্ঠ রক্ষাং
তব নব-গৃহরূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব।
অঘ-বক-রিপুণোচ্চৈর্দত্তমান ! দ্রুতং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বং ॥ ৭ ॥
গিরিনৃপ ! হরিদাস-শ্রেণী-বর্য্যেতি নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকা-বক্ত্র-চন্দ্রাৎ।
ব্রজ-নব-তিলকত্বে কৢপ্ত ! বেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বং ॥ ৮ ॥
নিজ-জন-যুত-রাধাকৃষ্ণ-মৈত্রীরসাক্ত-
ব্রজ-নব-পশুপক্ষি-ব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ !।
অগণিত-করুণত্বান্মামুরীকৃত্য তান্তং
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বং ॥ ৯ ॥
নিরুপাধি-করুণেন শ্রীশচী-নন্দনেন
ত্বয়ি কপটি-শঠোঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ত্বং ॥ ১০ ॥
রসদ-দশকমস্য শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধর-কুল-ভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে।
স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা-
চ্ছুভদ-যুগল-সেবা-রত্নমাপ্নোতি তূর্ণং ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকের অনুবাদ।

হে গোবর্দ্ধন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডে ছত্র-ভাব প্রাপ্ত হইয়া মদমত্ত ও উদ্ধত ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ; অপিচ তুমি অতুলনীয় বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সমূহের অধীশ্বর; অতএব তুমি আমাকে অতি প্রিয় তোমার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ১ ॥

হে গোবর্দ্ধন! শ্রীরাধা-গোবিন্দ তোমার কন্দরে কন্দরে উন্মত্ত-ভাবে রতি-ক্রীড়া করিতেছেন, এই হেতু সেই যুগল-দর্শনার্থ আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে তোমার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ২ ॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি তোমার উপরিস্থিত অনুপম-মণিময়-বেদীরূপে রত্ন-সিংহাসনে, বৃক্ষের ঝোরে, গহ্বরে সমতল প্রদেশে ও বনভাগে সখীগণের সহিত তোমার অতি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে পরম রঙ্গে সম্যক্‌রূপে খেলা করাইতেছ; অতএব তুমি আমাকে তোমার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ৩ ॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি রসিক-শিরোমণি শ্রীরাধা-গোবিন্দের দানকেলির সাক্ষি-স্বরূপ এবং তুমি দ্যুতিমান্‌ ও সুসৌরভান্বিত শ্যামবেদী প্রকট করিয়া কৃষ্ণভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ; অতএব তুমি আমাকে তোমার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ৪ ॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি কৌতূহল বশতঃ তোমার নিজ-প্রিয়-সুহৃৎ ও গোবিন্দ-প্রিয় অপূর্ব্ব শ্রীরাধাকুণ্ডের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছ, তোমার নিকটবর্ত্তী সেই স্থানে আমাকে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ৫ ॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি স্থানে স্থানে স্থল, জল, তল, তৃণ ও বৃক্ষচ্ছায়া এই সমস্ত দ্বারা সর্ব্বদা গো-গণের সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধন করতঃ স্বীয় গোবর্দ্ধন (গো-বর্দ্ধন) নাম সার্থক করিয়া ত্রিভুবনে উহা ঘোষণা করিতেছ; অতএব তুমি আমাকে তোমার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান কর, তাহা হইলেই গোচারণ-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার কোন না কোন কালে সাক্ষাৎ হইবেই হইবে ॥ ৬ ॥

হে গোবৰ্দ্ধন! অঘ-বক-রিপু শ্রীকৃষ্ণ নূতন-গৃহ-স্বরূপ তোমার অভ্যন্তরে স্বীয় গোষ্ঠীবর্গকে স্থাপিত করিয়া, তাঁহাদিগকে ইন্দ্র-জিঘাংসা হইতে রক্ষা করতঃ, প্রকৃষ্টরূপে তোমার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন; অতএব তুমি কৃপা করিয়া অতি সত্বর তোমার নিজ-নিকটে আমাকে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ৭ ॥

হে গিরিরাজ! যেহেতু শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র-বিনির্গত "হন্তায়মদ্রিরবলা! হরিদাস-বর্য্যঃ" অর্থাৎ হে অবলাগণ! এই পর্ব্বত "হরিদাস-বর্য্য" অর্থাৎ হরি-দাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাক্যে তোমার "হরিদাস-বর্য্য" এই নামামৃত প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি সকল শাস্ত্র কর্ত্তৃক ব্রজমণ্ডলীর নব-তিলক-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অতএব হে গোবৰ্দ্ধন! তুমি আমাকে তোমার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ৮ ॥

হে গোবৰ্দ্ধন! তুমি সখীগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীরাধা-গোবিন্দে মিত্রভাবাপন্ন ব্রজবাসী মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবের একমাত্র সুখ-দাতা; অতএব ঈদৃশ করুণাময় তুমি আমাকেও অঙ্গীকার করিয়া তোমার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ৯ ॥

হে গোবৰ্দ্ধন! যেহেতু আমি কপটের চূড়ামণি হইয়াও, তোমার অতি প্রিয় পরম করুণ শ্রীশচীনন্দন কর্ত্তৃক তোমাতে সমর্পিত হইয়াছি, অতএব আমার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, তুমি আমাকে তোমার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ১০ ॥

যিনি ভূধর-রাজ এই শ্রীগোবৰ্দ্ধনের ভক্তিরস-প্রদ দশকটী অতি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন, তিনি অবিলম্বে পরম-সুখ-দায়ক এই গোবৰ্দ্ধনে বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া অশেষ-কল্যাণময় শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা-রূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশ্রীগোবৰ্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানং।

প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টি-পবিত্রীকৃত-ভূতলং।
সর্ব্ববাঞ্ছা-কল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমং ॥
মহৌজসো মহাভাগান্ মহাপতিত-পাবনান্।
মহাভাগবতান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ ॥
ততঃ শচী-জগন্নাথৌ খ্যাতৌ ভূদেব-রূপিণৌ।
শ্রীবিশ্বরূপ-শ্রীবিশ্বম্ভরয়োঃ পিতরৌ শুভৌ ॥
ধন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রস্যাগ্রজ-রূপিণং।
শঙ্করারণ্য-নামানং বিশ্বরূপ মহাশয়ং ॥
গদাধর-প্রাণনাথং লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতিং।
সাক্ষাৎ-প্রেমকৃপামূর্ত্তিং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুং ॥
তথা পদ্মাবতী শ্রীমন্মুকুন্দৌ দ্বিজ-সত্তমৌ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপস্য পিতরাবতুল-শ্রিয়ৌ ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ-চন্দ্রং বসুধা-জাহ্নবী-পতিং।
শ্রীবীরভদ্র-জনকং সর্ব্ব-পাষণ্ড-খণ্ডনং ॥
যদ্যপি প্রকৃতি-ক্ষুদ্রোঽহবুদ্ধিমান্ বালকঃ স্বয়ং।
অনন্ত-বৈষ্ণবানন্ত-মহিমাখ্যান-বালিশঃ ॥
তথাপি রসনা-লৌল্যাদত্যন্তাস্তঃ-কুতূহলাৎ।
করোমি বৈষ্ণবানন্তাভিধানং স্মরণং কিয়ৎ ॥
কিন্ত্বত্র মম হীনস্য সর্ব্বৈশ্চৈবতন্নিবেদনং।
ক্রম-ভঙ্গ ভবা দোষা ন গ্রাহ্যাস্তৈর্গুণোদয়ৈঃ ॥
শ্রীমাধব-পুরী শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যস্তথাচ্যুতঃ।
গোপীনাথঃ শ্রীনিবাসো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ।

হরিদাসঃ শ্রীমুরারি-গুপ্তো নারায়ণস্তথা।
মুকুন্দো বাসুদেবশ্চ শ্রীদামোদর-পণ্ডিতঃ ॥
পীতাম্বরো জগন্নাথঃ শ্রীনারায়ণ-শঙ্করৌ।
শ্রীরাম-পণ্ডিতশ্চক্রবর্ত্তি-নীলাম্বরস্তথা ॥
গঙ্গাদাসো দ্বিজো বিষ্ণুঃ শ্রীসুদর্শন-পণ্ডিতঃ।
বিদ্যানিধিস্তথা বুদ্ধিমন্তঃ শ্রীল-সদাশিবঃ ॥
শ্রীগর্ভঃ শ্রীনিধিঃ শুক্লাম্বরঃ শ্রীধর-পণ্ডিতঃ।
কবিচন্দ্রো রামদাসো বনমালী হলায়ুধঃ ॥
বিজয়ো নকুলাচার্য্য ঈশানো গরুড়ধ্বজঃ।
জগদীশঃ সঞ্জয়শ্চ শ্রীমান্ কাশীশ্বরস্তথা ॥
গঙ্গাদাসো বাসুদেব-ভদ্রো রাম-মুকুন্দকৌ।
শ্রীবল্লভাচার্য্য-বর্য্যো মিশ্রঃ শ্রীল-সনাতনঃ ॥
আচার্য্য-বনমালী চ কাশীনাথ-দ্বিজোত্তমঃ।
ঈশ্বরাভিধান-পুরী শ্রীমৎকেশব-ভারতী ॥
পরমানন্দাখ্য-পুরী দামোদর-স্বরূপকঃ।
নরসিংহাখ্যান-তীর্থো রামচন্দ্র-পুরী তথা ॥
ব্রহ্মানন্দ-পুরী চৈব শ্রীসত্যানন্দ-ভারতী।
শ্রীমৎসুখানন্দ-পুরী শ্রীগোবিন্দ-পুরী তথা ॥
গরুড়াবধূত-দেবঃ পুরী রাঘব-সংজ্ঞকঃ।
ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপশ্চ পুরী শ্রীযুত কেশবঃ ॥
শ্রীমদ্বিষ্ণু-পুরী বিশ্বেশ্বরানন্দ মহাশয়ঃ।
শ্রীমচ্চিদানন্দনামাহনুভবানন্দ এব চ ॥
শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ-পুরী নৃসিংহানন্দ-ভারতী।
কাশীশ্বরাখ্যান-দেবোহনুপামঃ শ্রীসনাতনঃ ॥

রূপো জীবঃ শ্রীপ্রবোধানন্দঃ শুদ্ধ-সরস্বতী।
রঘুনাথ-দাস-নামা তথা গোপাল-ভট্টকঃ ॥
রঘুনাথো লোকনাথঃ শ্রীমদ্ভূগর্ভ-নামকঃ।
রাঘবো জগদানন্দ-পণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ ॥
কাশীমিশ্রো রায়-রামানন্দো বক্রেশ্বরো দ্বিজঃ।
বাণীনাথ-পট্টনায়ো গোবিন্দানন্দ এব চ ॥
সদাশিব-কবিকর্ণপূরবৃন্দাসবংশ-গদাধরঃ।
শ্রীশিবানন্দ-সেনশ্চ শ্রীমুকুন্দ-ভিষগ্বরঃ ॥
শ্রীমন্নরহরিঃ শ্রীল-রঘুনন্দন এব চ।
রঘুনাথ দাস-বৈদ্যোপাধ্যায়-মধুসূদনৌ ॥
দেবানন্দ-দ্বিজবরঃ শ্রীলাচার্য্য-পুরন্দরঃ।
শ্রীযুক্তাচার্য্যচন্দ্রশ্চ শ্রীকৃষ্ণদাস-পণ্ডিতঃ ॥
সতীর্থ-পরমানন্দঃ শ্রীমৎ-সৃষ্টিধরস্তথা।
গোবিন্দো মাধবো বাসুদেবো ঘোষাভিধানভৃৎ ॥
শ্রীল-শ্রীরামদাসঃ শ্রীসুন্দরানন্দ এব চ।
শ্রীপরমেশ্বরঃ শ্রীমৎ-পুরুষোত্তম এব চ ॥
শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীগৌরীদাসঃ শ্রীকমলাকরঃ।
বংশীগীত-প্রকাশী শ্রীবংশীবদন-দাসকঃ ॥
শ্রীমদুদ্ধরণ-শ্রীলদ্বিজশ্রীপুরুষোত্তমৌ।
কবিরাজ-মিশ্রবর্য্যো মধুসূদন-পণ্ডিতঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গোবিন্দাচার্য্য এব চ।
শ্রীসার্ব্বভৌমঃ শ্রীযুক্তো নন্দনাচার্য্য এব চ ॥
শ্রীমৎ-প্রতাপরুদ্রশ্চ রঘুনাথো ধরামরঃ।
হরিদাস-দ্বিজঃ শ্রীল-সারঙ্গো মকরধ্বজঃ ॥

শ্রীবৃন্দাবন-দাসঃ শ্রীজগদীশাখ্য পণ্ডিতঃ।
প্রদ্যুম্ন-মিশ্রস্তপনাচার্য্যঃ শ্রীভগবাংস্তথা ॥
ওড্রজঃ শ্রীবিপ্রদাসোঽম্বষ্ঠ-শ্রীবিষ্ণুদাসকঃ।
বনমালী-দাস-বৈদ্যো হরিদাসো গদাধরঃ ॥
ওড্রজঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীকাশীশ্বর-পণ্ডিতঃ।
বলরাম-জগন্নাথ-দাসৌ শ্রীচন্দনেশ্বরঃ ॥
সিংহেশ্বরঃ শিবানন্দো বলরাম-মহত্তমঃ।
সুবুদ্ধি-মিশ্রস্তুলসী-মিশ্রঃ শ্রীনাথ-সংজ্ঞকঃ ॥
কাশীনাথো হরিভট্টঃ পট্টনায়ক-মাধবঃ।
রামানন্দ-বসুর্ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥
শ্রীরামচন্দ্র-ভূদেবঃ শ্রীমচ্ছ্রীকর-পণ্ডিতঃ।
যদুনাথ-কবিচন্দ্রঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ ॥
আচার্য্য-শ্রীজগন্নাথঃ শ্রীসূর্য্যদাস-পণ্ডিতঃ।
শ্রীল-শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য এব চ ॥
চৈতন্যদাসঃ পরমানন্দ-গুপ্ত-ভিষগ্বরঃ।
শ্রীজগন্নাথ-কংসারি-সেনৌ শ্রীযুক্ত-ভাস্করঃ ॥
কবিচন্দ্র-শ্রীমুকুন্দঃ শ্রীরামঃ সেন-বল্লভঃ।
শ্রীযুক্ত-বলরামাখ্য-দাসো মহেশ-পণ্ডিতঃ ॥
পরমানন্দাবধূতঃ শ্রীগঙ্গাদাস-পণ্ডিতঃ।
কবিরাজ-শ্রীমুকুন্দানন্দঃ শ্রীজীব-পণ্ডিতঃ ॥
চিরঞ্জীবঃ কৃষ্ণদাসঃ কৃষ্ণদাসাখ্য-বালকঃ।
যদুনাথ-দাস-বর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণদাস-পণ্ডিতঃ ॥
রাম-তীর্থঃ কৃষ্ণ-তীর্থঃ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
শ্রীমজ্জগন্নাথ-তীর্থো রঘুনাথ-পুরী তথা ॥

শ্রীবাসুদেব-তীর্থশ্চ শ্রীলোপেন্দ্রাভিধাশ্রমঃ।
অনন্তাভিধান-পুরী হরিহরানন্দ-ভারতী ॥
শ্রীমন্ন্ সিংহচৈতন্যঃ শ্রীমদাচার্য্য-মাধবঃ।
শঙ্করো মাধবানন্দাচার্য্যো দাস-সনাতনঃ ॥
শিবানন্দ-চক্রবর্ত্তি-দ্বিজনারায়ণাদয়ঃ ॥
য এতান্ স্মরতি প্রাতঃ শৃণুতে বাপি ভক্তিতঃ।
কস্মিন্ কালেঽপি স পুমান্ যাতনাং নার্হতি ধ্রুবং ॥
এতান্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যো নমস্কুরুতে জনঃ।
শ্রীবৈষ্ণব-পদে তস্য নাপরাধঃ কদাচন ॥
লভতে বৈষ্ণব-পদমেতেষাং স্মৃতিমাত্রতঃ।
ভক্তিঞ্চ প্রেম-পীযূষ মধুরাং দেবদুর্লভাং ॥
সর্ব্বেষামপ্যুপাদেয়ঃ সর্ব্ববেদাধিকস্তথা।
শ্রবণান্নয়নাচ্চিন্তাদপি দূরো হি বৈষ্ণবঃ ॥

ইতি শ্রীল-দেবকীনন্দন-কবিরাজ-বিরচিতং শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানং-সম্পূর্ণং।

ভোগমালা।

(চৌষট্টি মহান্তের ভোগ।)

প্রথমে পঞ্চতত্ত্বের ভোগ সংস্থাপন করিতে হইবে। পঞ্চতত্ত্ব, যথাঃ— শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত। পঞ্চতত্ত্বের ভোগগুলি পূর্ব্বাভিমুখে স্থাপন করিতে হইবে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আসন মধ্যস্থলে, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, তদ্দক্ষিণে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, মহাপ্রভুর বামে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, তদ্বামে শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

পঞ্চতত্ত্বের বামদিকে দক্ষিণাভিমুখে গুরুবর্ণ বা পুরী-গোস্বামীদিগের ভোগ সংস্থাপন করিতে হইবে। গুরুবর্গ বা পুরীবর্গ, যথাঃ—মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী, বিষ্ণু পুরী, রঘুনাথ পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহানন্দ পুরী, সুখানন্দ পুরী, অনন্ত পুরী ও রামচন্দ্র পুরী।

গুরু বা পুরীবর্গের বামভাগে দক্ষিণ-মুখে ভারতী-গোস্বামীদিগের ভোগ স্থাপন করিতে হইবে। ভারতীবর্গ, যথাঃ—কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বলরাম ভারতী, রামানন্দ ভারতী, বল্লভ ভারতী, যদুনন্দন ভারতী ও শ্যামানন্দ ভারতী।

পঞ্চতত্ত্বের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে দ্বাদশ গোপালের ভোগ সংস্থাপন করিতে হইবে। দ্বাদশ গোপাল, যথাঃ—অভিরাম ঠাকুর, সুন্দরানন্দ ঠাকুর, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত, কমলাকর পিপ্পলাই, উদ্ধারণ দত্ত, মহেশ পণ্ডিত, পুরুষোত্তম দাস-ঠাকুর, নাগর পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর দাস-ঠাকুর, কালা কৃষ্ণদাস ও খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত। ইঁহারাই যথাক্রমে ব্রজের দ্বাদশ গোপাল, যথাঃ—শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, মহাবাহু, স্তোককৃষ্ণ, দাম, অর্জ্জুন, লবঙ্গ ও কুসুমাসব।

দ্বাদশ গোপালের বামভাগে উত্তর-মুখে পিতৃবর্গের পঙ্গত হইবে। পিতৃবর্গ, যথাঃ—কুবেরাচার্য্য, জগন্নাথ মিশ্র ও হাড়াই পণ্ডিত।

পিতৃবর্গের বামভাগে উত্তর-মুখে মাতৃবর্গের ভোগ সংস্থাপন করিতে হইবে। মাতৃবর্গ, যথাঃ—নাভাদেবী, শচীমাতা ও পদ্মাবতী।

পঞ্চতত্ত্বের পশ্চিম-দিকে পূর্ব্বাভিমুখে অষ্ট গোস্বামীর পঙ্গত হইবে। অষ্ট গোস্বামী, যথাঃ—শ্রীরূপ, লোকনাথ, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, সনাতন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ—সকলেই গোস্বামী। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমে অষ্ট মঞ্জরী, যথাঃ—রূপমঞ্জরী, মঞ্জুলালীমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী ও কস্তুরীমঞ্জরী।

অষ্ট গোস্বামীর বামভাগে পূর্ব্বমুখে ঠাকুরগণের পঙ্গত হইবে। ঠাকুরগণ, যথাঃ—নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য-ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ঠাকুর।

গুরু বা পুরীবর্গের উত্তর দিকে দক্ষিণ-মুখে পুত্র ও ভৃত্যবর্গের পঙ্গত হইবে। পুত্র ও ভৃত্যবর্গ, যথাঃ—বীরচন্দ্র গোস্বামী, রামাই, নন্দাই, মীনকেতন রামদাস, অচ্যুতানন্দ, বলরাম মিশ্র, কৃষ্ণ মিশ্র, গোপাল দাস, জগদীশ, নন্দিনী, জঙ্গলী, নরহরি সরকার ঠাকুর, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন।

পুত্র ও ভৃত্যবর্গের বামভাগে দক্ষিণ মুখে প্রিয়াবর্গের পঙ্গত হইবে। প্রিয়াবর্গ, যথাঃ—সীতা ঠাকুরাণী, শ্রী ঠাকুরাণী, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী, বসুধা ঠাকুরাণী ও জাহ্নবা ঠাকুরাণী।

দ্বাদশ গোপালের পূর্ব্ব-দিকে পশ্চিম-মুখে ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজের পঙ্গত হইবে। চক্রবর্ত্তিগণ দক্ষিণ-ভাগে ও তাঁহাদের বাম-ভাগে কবিরাজগণ উপবেশন করিবেন।

ছয় চক্রবর্ত্তী, যথাঃ—শ্রীবাস, গোকুলানন্দ, শ্যামদাস, শ্রীদাস, গোবিন্দ ও রামচরণ—সকলেই চক্রবর্ত্তী।

অষ্ট কবিরাজ, যথাঃ—রামচন্দ্র, গোবিন্দ, কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লবীকান্ত, গোপীরমণ ও গোকুল—সকলেই কবিরাজ।

(এই ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজ ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শিষ্য।)

অষ্ট কবিরাজের বামভাগে উত্তর-মুখে অষ্ট প্রধান মহান্তের ভোগ সংস্থাপন করিতে হইবে। অষ্ট প্রধান মহান্ত, যথাঃ—স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী, রায় রামানন্দ, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, বসু রামানন্দ, সেন শিবানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। ইঁহারাই হইতেছেন ব্রজের অষ্ট সখী, যথাঃ—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুরেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও সুদেবী।

ব্রজলীলায় এই অষ্ট সখীর প্রত্যেকের অনুগতা আট জন করিয়া মোট চৌষট্টি জন সখী নির্দ্দিষ্টা আছেন। তাঁহারাই নবদ্বীপ-লীলায় অষ্ট প্রধান মহান্তের প্রত্যেকের অনুগত আট জন করিয়া মোট চৌষট্টি জন মহান্ত। অষ্ট প্রধান মহান্তের বামভাগে উত্তর মুখে এই চৌষট্টি মহান্তের ভোগ স্থাপন করিতে হইবে।

চৌষট্টি মহান্ত।

প্রথমতঃ স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর পার্ষদ আট জন, যথাঃ—আচার্য্যরত্ন, রত্নগর্ভ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, ভূগর্ভ ঠাকুর, রাঘব গোস্বামী, দামোদর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমেঃ—

রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা ভদ্ররেখিকা সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী ॥	ললিতার যূথ।

ইঁহাদিগের বামে রায় রামানন্দের পার্ষদ আট জন, যথাঃ—মাধব সঞ্জয়, নীলাম্বর ঠাকুর, রামচন্দ্র দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নন্দন আচার্য্য, শঙ্কর ঠাকুর, সুদর্শন ঠাকুর ও সুবুদ্ধি মিশ্র। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমেঃ—

মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা। হরিণী চপলা চৈব সুরভী চ শুভাননা ॥	বিশাখার যূথ।

ইঁহাদিগের বামে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পার্ষদ আট জন, যথাঃ—শ্রীমান্ পণ্ডিত, জগন্নাথ দাস, জগদীশ ঠাকুর, সদাশিব ঠাকুর, রায় মুকুন্দ, মুকুন্দানন্দ, পুরন্দর আচার্য্য ও নারায়ণ বাচস্পতি। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমে ঃ—

রসালিকা তিলকিনী শৌরসেনী সুগন্ধিকা। রমিলা কামনাগরী নাগরী নাগবেলিকা ॥	চিত্রার যূথ।

ইঁহাদিগের বামে বসু রামানন্দের পার্ষদ আট জন, যথাঃ—পরমানন্দ ঠাকুর, বল্লভ ঠাকুর, জগদীশ ঠাকুর, বনমালী দাস, শ্রীকর পণ্ডিত, শ্রীনাম মিশ্র, লক্ষ্মণ আচার্য্য ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমেঃ—

তুঙ্গভদ্রা রসতুঙ্গা রঙ্গবাটী সুমঙ্গলা।
চিত্রলেখা বিচিত্রাঙ্গী মোদনী মদনালসা।। } ইন্দুরেখার যূথ।

ইঁহাদিগের বামে সেন শিবানন্দের পার্ষদ আট জন, যথাঃ—মকরধ্বজ দত্ত, রঘুনাথ দত্ত, মধু পণ্ডিত, বিষ্ণুদাস আচার্য্য, পুরন্দর মিশ্র, গোবিন্দ ঠাকুর, পরমানন্দ গুপ্ত ও বলরাম দাস। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমেঃ—

কুরঙ্গাক্ষী সুচরিতা মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা।
চন্দ্রিকা চন্দ্রলতিকা কুন্দকাক্ষী সুমিন্দরা।। } চম্পকলতার যূথ।

ইঁহাদিগের বামে গোবিন্দ ঘোষের পার্ষদ আট জন, যথাঃ—কাশী মিশ্র পণ্ডিত, শিখি মাহাতি, শ্রীরাম পণ্ডিত, বড় হরিদাস, কবিচন্দ্র ঠাকুর, হিরণ্যগর্ভ ঠাকুর, জগন্নাথ সেন ও দ্বিজ পীতাম্বর। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমেঃ—

কলকণ্ঠী শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা।
কন্দর্পসুন্দরী কামলতিকা প্রেমমঞ্জরী।। } রঙ্গদেবীর যূথ।

ইঁহাদিগের বামে মাধব ঘোষের পার্ষদ আট জন, যথাঃ—মকরধ্বজ সেন, বিদ্যাবাচস্পতি, ঠাকুর গোবিন্দ, মহেশ ঠাকুর, শ্রীকান্ত ঠাকুর, মাধব পণ্ডিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমেঃ—

মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা মধুস্যন্দা গুণচূড়া বরাঙ্গদা।। } তুঙ্গবিদ্যার যূথ।

ইঁহাদিগের বামে বাসুদেব ঘোষের পার্ষদ আট জন, যথাঃ—রাঘব পণ্ডিত, মুরারিচৈতন্যদাস, মকরধ্বজ পণ্ডিত, কংসারি সেন, শ্রীজীব পণ্ডিত, মুকুন্দ কবিরাজ, ছোট হরিদাস ও কবিচন্দ্র গুপ্ত। ব্রজলীলায় ইঁহারা যথাক্রমেঃ—

কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা।
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠী মনোহরা।। } সুদেবীর যূথ।

অগ্রে পঞ্চতত্ত্বের পূজা ও ভোগোপহারে প্রদান করিতে হইবে; তন্মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অনিবেদিত বস্তু দ্বারা পূজিত হইবেন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রী শ্রীবাস পণ্ডিতকে নিবেদিত বস্তু দ্বারা পূজা করিতে হইবে। গুরু বা পুরীবর্গ, ভারতীবর্গ, পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গকে অনিবেদিত বস্তু দ্বারা এবং অবশিষ্ট আর সকলকেই নিবেদিত বস্তু দ্বারা পূজা করিতে হইবে। সর্ব্বসমেত ১৫৯ জনের ভোগারাধনা করিতে হইবে।

ইতি ভোগমালা সমাপ্ত।

(ইহার পরেই ভোগমালার মানচিত্র দেখুন।)

শ্রীশ্রীরাধিকা-ধ্যানামৃতং।

তড়িচ্চম্পক-স্বর্ণ-কাশ্মীর-ভাসঃ
স্বকান্ত্যা ভৃশং দণ্ডয়িত্র্যা বিলাসঃ।
স্বরূপস্য তস্যাস্তু কস্যাস্তু বর্ণ্যঃ
সুবোধ-দ্রবো নামবর্ণেঽপি কর্ণ্যঃ ॥ ১ ॥

প্রফুল্ল-কুসুম-প্রভা-দ্যোতিতানাং
লসচ্চন্দ্রিকা-প্রোত-মেঘোপমানাং।
কচানাং সচাতুর্য্য-বন্ধেরমেণী-
দৃশঃ সচ্চমর্য্যগ্রিমা ভাতি বেণী ॥ ২ ॥

মহানর্ঘ-চূড়ামণি-কামলেখা-
প্লুতা রাজতে চারু-সীমন্তরেখা।
উড়ুদ্যোতি-মুক্তৈকপঙ্‌ক্তিং বহন্তী
কিমাস্যেন্দু-সৌধৈকধারোচ্ছলন্তী ॥ ৩ ॥

নবেন্দূপমে পত্রপাশ্যা-প্রভালে
সুলীলালকালী-বৃতে চারু-ভালে।
মদেনান্তরা চিত্রিতং চিত্রকং তৎ
বিভাত্যচ্যুতাতৃপ্ত-নেত্রৈকসম্পৎ ॥ ৪ ॥

অতিশ্যামলা বিজ্য-কন্দর্প-চাপ-
প্রভাজিষ্ণুতাং ভ্রূদ্বয়ী কুঞ্চিতাপ।
মুখাম্ভোজ-মাধবীক-পানাদভীষ্টা-
দচেষ্টালি-পঙ্‌ক্তিঃ কিমেষা নিবিষ্টা ॥ ৫ ॥

সফর্য্যাবিব প্রেষ্ঠ-লাবণ্য-বন্যে-
প্সিতে রাজতস্তে দৃশৌ হন্ত! ধন্যে।
লসৎ-কজ্জলাক্তে তয়োঃ শ্যামপক্ষ্ম
ক্বচিদ্ বিন্দতে কান্ত-তাম্বূল-লক্ষ্ম ॥ ৬ ॥

তড়িৎ-কন্দলী মূর্দ্ধ্নি নক্ষত্র-যুক্তা
স্থিরাধঃ সুধা-বুদ্বুদ-দ্বন্দ্বসক্তা।
যদি স্যাৎ সরোজান্তরে তাঞ্চ ভাসা
মৃগাক্ষ্যাস্তিরস্কুর্ব্বতী ভাতি নাসা ॥ ৭ ॥

কপোলাক্ষি-বিম্বাধর-শ্রী-বিষক্তং
ভবেন্মৌক্তিকং পীতনীলাতিরক্তং।
স্মিতোদ্যৎপুটোদীর্ণ-মাধুর্য্যবৃষ্টি-
র্লসত্যচ্যুত-স্বান্ত-তর্ষৈকসৃষ্টিঃ ॥ ৮ ॥

লসৎ-কুণ্ডলে কুণ্ডলীভূয় মন্যে
স্থিতে কামপাশায়ুধে হন্ত! ধন্যে।

শ্রুতী রত্নচক্রীশলাকাঞ্চিতাগ্রে
দৃশৌ কর্ষতঃ শ্রীহরের্যে সমগ্রে ॥ ৯ ॥

অতিস্বচ্ছমন্তঃস্থ-তাম্বূলরাগ-
চ্ছটোদ্গারি-শোভাম্বুধৌ কিং ললাগ।
কপোল-দ্বয়ং লোল-তাটঙ্ক-রত্ন-
দ্যুমচ্চুম্বিতুং প্রেয়সো যত্র যত্নঃ ॥ ১০ ॥

স্ফুটদ্বন্ধুজীব-প্রভাহারি-দন্ত-
চ্ছদ-দ্বন্দ্বমাভাতি তস্যা যদন্তঃ।
স্মিত-জ্যোৎস্নয়া ক্ষালিতং যা সতৃষ্ণং
চকোরীকরোত্যন্বহং হন্ত! কৃষ্ণং ॥ ১১ ॥

ন সা বিন্দতে পাকিমারুণ্যভাজি-
চ্ছবির্যত্তুলাং দাড়িমী-বীজ-রাজিঃ।
কথং বর্ণ্যতাং যাত্বিয়ং দন্ত-পঙ্‌ক্তি-
র্মুকুন্দাধরে পৌরুষং যা ব্যনক্তি ॥ ১২ ॥

মুখাম্ভোজ-মাধুর্য্য-ধারা বহন্তী
যদন্তঃ কিয়ন্নিম্নতাং প্রাপয়ন্তী।
কিমেষা বৈ কস্তূরিকা-বিন্দুভৃত্তং
হরিং কিং দধানং বিভাত্যাস্যবৃত্তং ॥ ১৩ ॥

স কণ্ঠস্তড়িৎ-কম্বু-সৌভাগ্যহারী
ত্রিরেখঃ পিক-স্তব্য-সৌস্বর্য্যধারী।
স্রজং মালিকাং মালিকাং মৌক্তিকানাং
দধত্যেব যঃ প্রেয়সা গুম্ফিতানাং ॥ ১৪ ॥

উরোজ-দ্বয়ং তুঙ্গতা-পীনতাভ্যাং
সমং সখ্যযুক্ কৃষ্ণ-পাণ্যম্বুজাভ্যাং।
নখেন্দূর্ষ্বদোদেতুমিচ্ছাং বিধত্তে
তদা কঞ্চুকঃ কালিকা নাপি ধত্তে॥ ১৫॥

ম্রদিম্না শিরীষস্য সৌভাগ্যসারং
ক্ষিপন্ত্যা বহন্ত্যা ভুজাভোগভারং।
তুলাশূন্য-সৌন্দর্য্য-সীমাং দধত্যা
নিজ-প্রেয়সেঽজস্র-সৌখ্যং দদত্যাঃ॥ ১৬॥

শ্রিতায়াঃ স্বকান্ত-স্বতাং কম্র-গাত্র্যা
শ্রিয়াঃ শ্রীবিলাসান্ ভৃশং খর্ব্বয়ন্ত্যাঃ।
গতাংসদ্বয়ী-সৌভগৈকান্ত-কান্তং
যদা পাণিনোৎক্রাময়েৎ সালকান্তং॥ ১৭॥

তড়িদ্ধামভৃৎ-কঙ্কণানর্ধ-সীমা
ঘনদ্যোত-চূড়াবলী সাস্ত্রসীমা।
চকাস্তি প্রকোষ্ঠ-দ্বয়ে যা স্বনন্তী
স্মরাজৌ সুখাব্ধৌ সখীঃ প্লাবয়ন্তী॥ ১৮॥

তদা ভাতি রক্তোৎপল-দ্বন্দ্ব-শোচি-
স্তিরস্কারি-পাণিদ্বয়ং যত্র রোচিঃ।
শুভাঙ্কাবলেঃ সৌভগং যদ্ব্যনক্তি
প্রিয়ান্তর্হৃদি স্থাপনে যস্য শক্তিঃ॥ ১৯॥

নখ-জ্যোতিষা ভান্তি তাঃ পাণিশাখাঃ
করোত্যূর্শ্মিকালঙ্কৃতা যা বিশাখা।

সমাসজ্য কৃষ্ণাঙ্গুলীভির্বিলাস-
স্তদাসাং যদা রাজতে হন্ত ! রাসঃ ॥ ২০ ॥

জনিত্বৈব নাভি-সরস্ত্যুদ্গতা সা
মৃণালীব রোমাবলির্ভাতি ভাসা।
স্তনচ্ছদ্মনৈবাম্বুজাতে যদগ্রে
মুখেন্দু-প্রভা-মুদ্রিতে তে সমগ্রে ॥ ২১ ॥

কৃশং কিন্নু শোকেন মুষ্টি-প্রমেয়ং
ন লেভে মণিভূষণং যৎ পিধেয়ং।
নিবন্ধং বলীভিশ্চ মধ্যং তথাপি
স্ফুটং তেন সুস্তব্য-সৌন্দর্য্যমাপি ॥ ২২ ॥

ক্বণৎ-কিঙ্কণী-মণ্ডিতং শ্রোণিরোধঃ
পরিস্ফারি যদ্‌বর্ণনে ক্বাস্তি বোধঃ।
কিয়ান্‌ বা কবের্হন্ত ! যত্রৈব নিত্যং
মুকুন্দস্য দৃক্‌-খঞ্জনোঽবাপ নৃত্যং ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ানঙ্গ-কেলিভরৈকান্তবাটী-
পটীব স্ফুরত্যংশুতা পট্টশাটী।
বিচিত্রান্তরীয়োপরি শ্রীভরেণ
ক্ষিপন্তী নবেন্দীবরাভাম্বরেণ ॥ ২৪ ॥

কদল্যাবিবানঙ্গ-মাঙ্গল্য-সিদ্ধ্যৈ
সমারোপিতে শ্রীমদূরূ সমৃদ্ধ্যৈ।
বিভাতঃ পরং বৃত্ততা-পীনতাভ্যাং
বিলাসৈঃ হরেশ্চেতনা-হারি যাভ্যাং ॥ ২৫ ॥

বিরাজত্যহো ! জানু-যুগ্মং পটান্তঃ
সমাকর্ষতি দ্রাগথাপ্যচ্যুতান্তঃ।
যদালক্ষ্যতে তত্র লাবণ্য-সম্পৎ
সুবৃত্তং লসৎ-কানকং সম্পুটং তৎ ॥ ২৬ ॥

তনুত্বং ক্রমান্মূলতশ্চারু-জঙ্ঘে
প্রয়াতঃ পরিপ্রাপ্ত-সৌভাগ্য-সঙ্ঘে।
পদাম্ভোজয়োর্নালিতা ধারয়ন্ত্যৌ
স্বভামন্তরীয়ান্তরে গোপয়ন্ত্যৌ ॥ ২৭ ॥

জয়ত্যঙ্ঘ্রি-পঙ্কেরুহ-দ্বন্দ্বমিষ্টং
দলাগ্রে নখেন্দু-ব্রজেনাপি হৃষ্টং।
ক্বণন্নূপুরং হংসকারাব-ভক্তং
হরিং রঞ্জয়ত্যেব লাক্ষারসাক্তং ॥ ২৮ ॥

দরাম্ভোজ-তাটঙ্ক-বল্লী-রথাদ্যৈ-
র্মহালক্ষণৈর্ভব্যবৃন্দাভিবাদ্যৈঃ।
যুতং যত্তলং মার্দ্দবারুণ্যশালি
স্মৃতং যদ্ভবেদচ্যুতাভীষ্টপালি ॥ ২৯ ॥

প্রিয়ে ! শ্যামলো লেঢ়ু ভৃঙ্গো নলিন্যা
মরন্দং পরং দন্দশীতি ক্ষুদন্যা।
যদেতং বতেত্যচ্যুতোক্ত্যাঞ্চলান্ত-
র্মুখাব্জে সিতেন্দুং দধে সালকান্তঃ ॥ ৩০ ॥

তমালম্ব্য লব্ধৌজসো মাধবস্য
স্ফুটং পাণি-চাপল্যমল্পং নিরস্য।

তয়া স্বাধরঃ সাধু কর্পূর-লিপ্তঃ
কৃতো নেতি নেত্যক্ষরোদ্গার-দীপ্তঃ ॥ ৩১ ॥

স জাগর্ত্তি তস্যাঃ পরিবার-চেত-
স্তটেষ্বনুক্ষণং রম্য-লীলা-সমেতঃ।
অথাপ্যষ্ট-যামিক্যমুষ্যাঃ সপর্য্যা
যথাকালমাচর্য্যতে তেন বর্য্যা ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-বিরচিতং স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীরাধিকা-ধ্যানামৃতং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীনন্দনন্দন-ভগবদ্ধ্যান-বিধিঃ।

অথ প্রকট-সৌরভোদ্গলিত-মাধ্বিকোৎফুল্ল-সৎ-
প্রসূন-নবপল্লব-প্রকর-নম্রশাখৈর্দ্রুমৈঃ।
প্রফুল্ল-নবমঞ্জরী-ললিত-বল্লরী-বেষ্টিতৈঃ
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিত-মতিস্তু বৃন্দাবনং ॥ ১ ॥

বিকাসি-সুমনো-রসাস্বাদন-মঞ্জুলৈঃ সঞ্চর-
চ্ছিলীমুখ-মুখোদ্গতৈর্মুখরিতান্তরং ঝঙ্কৃতৈঃ।
কপোত-শুক-শারিকা-পরভৃতাদিভিঃ পত্রিভি-
র্বিরাণিতমিতস্ততো ভুজগ-শত্রু-নৃত্যাকুলং ॥ ২ ॥

কলিন্দ-দুহিতুশ্চলল্লহরি-বিপ্রুষাং বাহিভি-
র্বিনিদ্র-সরসীরুহোদর-রজশ্চয়োদ্ধূসরৈঃ।
প্রদীপিত-মনোভব-ব্রজবিলাসিনী-বাসসাং
বিলোলন-বিহারিভিঃ সতত-সেবিতং মারুতৈঃ ॥ ৩ ॥

প্রবাল-নবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌ-
ক্তিক-প্রকরকোরকং কমলরাগ-নানাফলং।
স্থবিষ্ঠমখিলর্ত্তুভিঃ সতত-সেবিতং কামদং
তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ ॥ ৪ ॥

সুহেম-শিখরাবলেরুদিত-ভানুবদ্ভাস্বরা-
মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃত-শীকরাসারিণঃ।
প্রদীপ্ত-মণিকুট্টিমাং কুসুম-রেণু-পুঞ্জোজ্জ্বলাং
স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগত-ষট্‌তরঙ্গাং ধঃ ॥ ৫ ॥

তদ্রত্নকুট্টিম-নিবিষ্ট-মহিষ্ঠযোগ-
পীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য।
উদ্যদ্‌বিরোচন-সরোচিরমুষ্য মধ্যে
সঞ্চিন্তয়েৎ সুখ-নিবিষ্টমথো মুকুন্দং ॥ ৬ ॥

সুত্রামরত্ন-দলিতাঞ্জন-মেঘপুঞ্জ-
প্রত্যগ্র-নীল-জলজন্ম-সমান-ভাসং।
সুস্নিগ্ধ-নীল-ঘন-কুঞ্চিত-কেশজালং
রাজন্মনোজ্ঞ-শিতিকণ্ঠ-শিখণ্ডচূড়ং ॥ ৭ ॥

রোলম্ব-লালিত-সুরদ্রুম-সূন-কল্পি-
তোত্তংসমুৎকচ-নবোৎপল-কর্ণপূরং।
লোলালক-স্ফুরিত-ভালতল-প্রদীপ্ত-
গোরোচনা-তিলকমুচ্চল-চিল্লিমালং ॥ ৮ ॥

আপূর্ণ-শারদ-গতাঙ্ক-শশাঙ্ক-বিম্ব-
কান্তাননং কমলপত্র-বিশালনেত্রং।

রত্ন-স্ফুরন্মকর-কুণ্ডল-রশ্মি-দীপ্ত-
গণ্ডস্থলী-মুকুরমুন্নত-চারুনাসং ॥ ৯ ॥

সিন্দূর-সুন্দরতরাধরমিন্দু-কুন্দ-
মন্দার-মন্দহসিত-দ্যুতি-দীপিতাঙ্গং।
বন্য-প্রবাল-কুসুম-প্রচয়াবক৯প্ত-
গ্রৈবেয়কোজ্জ্বল-মনোহর-কম্বুকণ্ঠং ॥ ১০ ॥

মত্ত-ভ্রমদ্ভ্রমর-জুষ্ট-বিলম্বমান-
সন্তানক-প্রসব-দাম পরিষ্কৃতাংসং।
হারাবলী-ভগণ-রাজিত-পীবরোরো-
ব্যোমস্থলী-ললিত-কৌস্তুভ-ভানুমন্তং ॥ ১১ ॥

শ্রীবৎস-লক্ষণ-সুলক্ষিতমুন্নতাংস-
মাজানু-পীন-পরিবৃত্ত-সুজাত- বাহুং।
আবন্ধুরোদরমুদার-গভীর-নাভিং
ভৃঙ্গাঙ্গনা-নিকর-মঞ্জুল-রোমরাজিং ॥ ১২ ॥

নানামণি-প্রঘটিতাঙ্গদ-কঙ্কণোর্ম্মি-
গ্রৈবেয়-সারসন-নূপুর-তুন্দবন্ধং।
দিব্যাঙ্গরাগ-পরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টি-
মাপীতবস্ত্র-পরিবীত-নিতম্ববিম্বং ॥ ১৩ ॥

চারূরু-জানুমনুবৃত্ত-মনোজ্ঞ-জঙ্ঘং
কান্তোন্নত-প্রপদ-নিন্দিত-কূর্ম্মকান্তিং।
মাণিক্য-দর্পণ-লসন্নখর-রাজি-রাজ-
দ্রত্নাঙ্গুলিচ্ছদন-সুন্দর-পাদপদ্মং ॥ ১৪ ॥

মৎস্যাঙ্কুশার-দর-কেতু-যবাব্জ-বজ্র-
সংলক্ষিতারুণ-করাঙ্ঘ্রিতলাভিরামং।
লাবণ্যসার-সমুদায়-বিনির্ম্মিতাঙ্গ-
সৌন্দর্য্য-নির্জিত মনোভব-দেহকান্তিং॥ ১৫ ॥

আস্যারবিন্দ-পরিপূরিত-বেণুরন্ধ্র-
লোলৎ-করাঙ্গুলি-সমীরিত-দিব্যরাগৈঃ।
শশ্বদ্দ্রবীকৃত-বিকৃষ্ট-সমস্ত-জন্তু-
সন্তান-সন্ততিমনন্ত-সুখাম্বুরাশিং॥ ১৬ ॥

গোভির্ম্মুখাম্বুজ-বিলীন-বিলোচনাভি-
রূধোভর-স্খলিত-মন্থর-মন্দগাভিঃ।
দন্তাগ্রদষ্ট-পরিশিষ্ট-তৃণাঙ্কুরাভি-
রালম্বি-বালধি-লতাভিরথাভিবীতং॥ ১৭ ॥

সপ্রস্রব-স্তন-বিভূষণ-পূর্ণ-নিশ্চ-
লাস্যাবট-ক্ষরিত-ফেনিল-দুগ্ধ-মুগ্ধৈঃ।
বেণু-প্রবর্ত্তিত-মনোহর-মন্দ্র-গীত-
দত্তোচ্চ-কর্ণ-যুগলৈরপি তর্ণকৈশ্চ॥ ১৮ ॥

প্রত্যগ্র-শৃঙ্গ-মৃদু-মস্তক-সম্প্রহার-
সংরম্ভ-বল্গন-বিলোল-খুরাগ্রপাতৈঃ।
আমেদুরৈর্বহুল-সাস্ন-গলৈরুদগ্র-
পুচ্ছৈশ্চ বৎসতর-বৎসতরী-নিকায়ৈঃ॥ ১৯ ॥

হম্বারব-ক্ষুভিত-দিগ্বলয়ৈর্মহদ্ভি-
রপ্যুক্ষভিঃ পৃথু-ককুদ্ভর-ভার-খিন্নৈঃ।

উত্তম্ভিত-শ্রুতিপুটী-পরিবীত-বংশ-
ধ্বানামৃতোদ্ধত-বিকাশি-বিশাল-ঘোণৈঃ ॥ ২০ ॥

গোপৈঃ সমান-গুণ-শীল-বয়ো-বিলাস-
বেশৈশ্চ মূর্চ্ছিত-কলস্বর-বেণুবীণৈঃ।
মন্দ্রোচ্চতালপটু-গানপরৈর্বিলোল-
দোর্ব্বল্লরী-ললিত-লাস্যবিধান-দক্ষৈঃ ॥ ২১ ॥

জঙ্ঘান্ত-পীবর-কটীর-তটী-নিবদ্ধ-
ব্যালোল-কিঙ্কিণিঘটা-রটিতৈরটদ্ভিঃ।
মুগ্ধৈস্তরক্ষু-নখ-কল্পিত-কণ্ঠভূষৈ-
রব্যক্ত-মঞ্জু-বচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতং ॥ ২২ ॥

অথ সুললিত-গোপ-সুন্দরীণাং
পৃথু-নিবিবীষ-নিতম্ব-মন্থরাণাং
গুরু-কুচ-ভর-ভঙ্গুরাবলগ্ন-
ত্রিবলি-বিজৃম্ভিত-রোমরাজিভাজাং ॥ ২৩ ॥

তদতি-মধুর-চারু-বেণুবাদ্যা-
মৃতরস-পল্লবিতাঙ্গজাঙ্ঘ্রিপাণাং।
মুকুল-বিসর-রম্য-রূঢ়-রোমো-
দ্গম-সমলঙ্কৃত-গাত্রবল্লরীণাং ॥ ২৪ ॥

তদতি রুচির-মন্দহাস-চন্দ্রা-
তপ-পরিজৃম্ভিত-রাগবারি-রাশেঃ।
তরলতর-তরঙ্গভঙ্গ-বিপ্রুট্-
প্রকর-সম-শ্রমবিন্দু-সন্ততানাং ॥ ২৫ ॥

তদীত-ললিত-মন্দ-চিল্লিচাপ-
চ্যুত-নিশিতেক্ষণ-মারবাণ-বৃষ্ট্যা ।
দলিত-সকল-মর্ম্ম-বিহ্বলাঙ্গ-
প্রবিসৃত-দুঃসহ-বেপথু-ব্যথানাং ॥ ২৬ ॥

তদীত-সুভগ-কম্র-রূপ-শোভা-
মৃতরস-পানবিধান-লালসাভ্যাং ।
প্রণয়-সলিল-পূর-বাহিনীনা-
মলস-বিলোল-বিলোচনাম্বুজাভ্যাং ॥ ২৭ ॥

বিস্রংসৎ-কবরী-কলাপ-বিগলৎ-ফুল্ল-প্রসূন-স্রব-
ন্মাধবী-লম্পট-চঞ্চরীক-ঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ ।
মারোন্মাদ-মদ-স্খলন্মৃদু-গিরামালোল-কাঞ্চ্যুচ্ছ্বস-
ন্নীবী-বিশ্লথমান-চীন-সিচয়ান্তাবির্নিতম্ব-ত্বিষাং ॥ ২৮ ॥

স্খলিত-ললিত-পাদাম্ভোজ-মন্দাভিঘাত-
ক্বণিত-মণি-তুলাকোট্যাকুলাশা-মুখানাং ।
চলদধর-দলানাং কুট্মলৎ-পক্ষ্মলাক্ষি-
দ্বয়-সরসীরুহাণামুল্লসৎ-কুণ্ডলানাং ॥ ২৯ ॥

দ্রাঘিষ্ঠ-শ্বসন-সমীরণাভিতাপ-
প্রম্লানীভবদরুণোষ্ঠ-পল্লবানাং ।
নানোপায়ন-বিলসৎ-করাম্বুজানা-
মালীভিঃ সতত-নিষেবিতং সমন্তাৎ ॥ ৩০ ॥

তাসামায়ত-লোল-নীল-নয়ন-ব্যাকোষ-নীলাম্বুজ-
স্রগ্ভিঃ সম্পরিপূজিতাখিল-তনুং নানা-বিনোদাস্পদং ।
তন্মুগ্ধানন-পঙ্কজ-প্রবিগলন্মাধবী-রসাস্বাদিনীং
বিভ্রাণং প্রণয়োন্মদাক্ষি-মধুকৃন্মালাং মনোহারিণীং ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত-সম্মোহনতন্ত্রোক্ত-
শ্রীশ্রীনন্দনন্দন-ভগবদ্ধ্যান-বিধিঃ সমাপ্তঃ ।

শ্রীশ্রীনন্দনন্দন-ভগবদ্ধ্যান-বিধির অনুবাদ।

অনন্তর পবিত্রমনে পরম মঙ্গলময় শ্রীবৃন্দাবনের ভাবনা করিবেন। শ্রীবৃন্দাবনে নানাবিধ বৃক্ষরাজি বিদ্যমান থাকাতে ঐ পবিত্র স্থান অতিশয় সুশীতল হইয়া রহিয়াছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের শাখা-সকল সুগন্ধ-পরিপূর্ণ, মধুস্রাবী ও বিকশিত মনোরম কুসুমাবলী এবং নব পল্লব সমূহের ভরে অবনত; অপিচ প্রস্ফুটিত-নবমঞ্জরী-সুশোভিত লতা সকল ঐ বৃক্ষ সমূহের শোভা বর্দ্ধন পূর্ব্বক উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১ ॥

ভ্রমরগণ প্রস্ফুটিত কুসুম-সমূহের মধু পান করতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। মধুপান-কালে তাহাদের মুখোদ্গত ঝঙ্কার দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের অভ্যন্তর ভাগ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কপোত, শুক-শারী ও কোকিলকুল নিরন্তর মহানন্দে কলরব করিতেছে এবং ময়ূরগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে ॥ ২ ॥

যমুনা-তরঙ্গের জলকণাবাহী অর্থাৎ সুশীতল এবং প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহের পরাগ দ্বারা ধূসরীভুত, তথা প্রোদ্দীপ্ত-কামভাবাপন্ন ব্রজ-বিলাসিনীদিগের বসন-প্রকম্পনকারী মন্দ মন্দ বায়ু শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছে ॥ ৩ ॥

এবম্বিধ শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে কল্পবৃক্ষের ভাবনা করিবে। প্রবাল (রত্ন-বিশেষ) ঐ কল্পবৃক্ষের নবপল্লব, নীলকান্তমণি উহার পত্র, হীরক ও মুক্তাসমূহ উহার কোরক এবং পদ্মরাগমণি উহার বিবিধ ফল। ঐ বৃক্ষ অতি স্থূল ও উন্নত এবং অভিলষিত ফল প্রদান করে। সমস্ত ঋতুই নিরন্তর ঐ বৃক্ষের সেবা করিতেছে অর্থাৎ ষড়্ঋতুর ফল-পুষ্প-সমূহ সর্ব্বদাই উহাতে বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

তৎপরে পণ্ডিত-ব্যক্তি আলস্যহীন হইয়া অমৃতবর্ষী ঐ কল্পতরুর তলভাগে রত্নময়ী ভূমি ভাবনা করিবেন। উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় গিরিশৃঙ্গাবলীর সন্নিকটে সূর্য্য উদিত হইলে যেরূপ আভা হয়, ঐ ভুমির দীপ্তিও তদ্রূপ। উহার

মণিকুট্টিম অর্থাৎ পদ্মরাগাদি-রত্নবদ্ধ ভূমিখণ্ড জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং কুসুম-সমূহের পরাগরাশি উহাতে পতিত হওয়ায় ঐ ভূমি অতি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। সংসারের ষট্‌তরঙ্গ অর্থাৎ শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ঐ স্থানে স্থান পায় না ॥ ৫ ॥

ঐ মণিকুট্টিমে অবস্থিত মহাযোগপীঠে রক্তবর্ণ বিশিষ্ট অষ্টদল পদ্মের ভাবনা করিবে। অনন্তর এইরূপে চিন্তা করিবে যে, উহার মধ্যভাগে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী শ্রীকৃষ্ণ পরম-সুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের কান্তি নীলকান্তমণি, দলিতাঞ্জন, মেঘপুঞ্জ ও নব-বিকশিত নীলপদ্ম সদৃশ; তাঁহার কেশরাশি সুচিক্কণ, নিবিড় ও আকুঞ্চিত এবং তাঁহার চূড়ায় মনোহর ময়ূর-পুচ্ছ শোভা পাইতেছে ॥ ৭ ॥

তিনি ভ্রমরকুল-পরিষেবিত-কল্পবৃক্ষ-প্রসূন-বিরচিত অলঙ্কার-সমূহ পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। বিকসিত নবপল্লব-বিরচিত তাঁহার কর্ণ-ভূষণ এবং চঞ্চল অলকা-সুশোভিত তদীয় ললাট-প্রদেশে গোরোচনা-নির্ম্মিত তিলক দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার ভ্রূযুগল মনোহর নৃত্য করিতেছে ॥ ৮ ॥

তাঁহার বদন-মণ্ডল নিষ্কলঙ্ক শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় অতীব মনোহর; তাঁহার নয়ন-যুগল পদ্মপত্রের ন্যায় সুবিশাল; তদীয় সুনির্ম্মল গণ্ডস্থল মণি-নির্ম্মিত মকর-কুণ্ডল-প্রভায় সমুদ্দীপ্ত এবং তাঁহার নাসিকা উন্নত ও অতীব মনোরম ॥ ৯ ॥

তাঁহার অধর সিন্দূর হইতেও অত্যধিক মনোহর। চন্দ্র, কুন্দ-পুষ্প ও মন্দার-কুসুম সদৃশ ঈষৎ হাস্যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দেদীপ্যমান। নব-পল্লব ও কুসুম-বিরচিত কণ্ঠাভরণে তাঁহার কণ্ঠ সুশোভিত ॥ ১০ ॥

তদীয় স্কন্ধদ্বয় চঞ্চল ও মত্ত ভ্রমরগণ-বিরাজিত লম্বমান কল্পপুষ্প-মালায় সুশোভিত। হারাবলীরূপ তারাবলী-শোভিত তদীয় বক্ষোরূপ নভোমণ্ডলে মনোহর কৌস্তুভ-রূপ সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে ॥ ১১ ॥

শ্রীবৎস-চিহ্ন দ্বারা তিনি অতি সুন্দররূপে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্কন্ধদেশ উন্নত; বাহুযুগল অজানু-লম্বিত, স্থূল, গোলাকার ও সুকোমল; উদর ঈষৎ নিম্নোন্নত; নাভিস্থল প্রশস্ত ও গভীর এবং তাঁহার রোমাবলী ভ্রমর-শ্রেণী সদৃশ সুমনোহর ॥ ১২ ॥

তদীয় অঙ্গদ (বাজু), কঙ্কণ (কর-ভুষণ), রসনা (চন্দ্র-হার), নূপুর এবং কটিবন্ধনের স্বর্ণডোর বিবিধ মণিগণ দ্বারা নির্ম্মিত। তদীয় অবয়ব মনোহর অনুলেপন দ্বারা বিবিধবর্ণে পরিশোভিত ও নিতম্ব ঈষৎ-পীত-বস্ত্রে সুবেষ্টিত ॥ ১৩ ॥

তাঁহার উরু ও জানু অতি মনোহর এবং জঙ্ঘা অতীব সুন্দর। তাঁহার মনোহর ও উন্নত পদাগ্রভাগ কূর্ম্মের আকার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। তদীয় নখ-রাজি মাণিক্য-নির্ম্মিত দর্পণ হইতেও অধিকতর শোভান্বিত। ঐ নখাবলী দ্বারা শোভমান রত্নাঙ্গুলি-স্বরূপ পত্র-নিকরে তাঁহার পরম রমণীয় চরণ-কমল দীপ্তি পাইতেছে ॥ ১৪ ॥

তদীয় নিরতিশয় অরুণবর্ণ চরণ-তলে মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ, যব, পদ্ম ও বজ্রের চিহ্ন থাকাতে তিনি দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি লাবণ্যের সার-সর্ব্বস্ব দ্বারা বিনির্ম্মিত এবং তদীয় অঙ্গ সকলের সৌন্দর্য্য কন্দর্পের দেহ-কান্তিকেও পরাভব করিয়াছে ॥ ১৫ ॥

অনন্তর সুখের সাগর সেই শ্রীকৃষ্ণ, বদন-কমল দ্বারা পরিপূরিত বংশীর রন্ধ্রসমূহে হস্তাঙ্গুলীসমূহ চালনা করতঃ, যে দিব্য-রাগ সকল উদ্গীরণ করিতেছেন, তদ্দ্বারা যাবতীয় জন্তুর সন্তান-সন্ততিগণ দ্রবীভূত ও আকৃষ্ট হইয়াছে এবং মন্দ মন্দ স্খলিত-গতিতে আগমন করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে ॥ ১৬ ॥

দুগ্ধ-ভরে ভারাক্রান্ত গাভীগণ ধীর-মন্থর গতিতে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে। ঐ গাভী সকল অনিমেষ-নেত্রে তাঁহার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতেছে এবং তাহারা যে সকল তৃণাঙ্কুর চর্ব্বন করিতেছিল, তাহার

অবশিষ্টাংশ তাহাদিগের দন্তের অগ্রভাগেই সংলগ্ন রহিয়াছে ; তাহাদের পুচ্ছ-গুলিও লম্বমান হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

নব-প্রসূত বৎসগণও আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে। ঐ বৎস সকল সুন্দররূপে দন্ত ও ওষ্ঠ দ্বারা আকর্ষণ করতঃ, স্তন নিঃসৃত দুগ্ধ পান করিতেছে। তাহাদের মুখ-বিবর সেই দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ হইয়া নিশ্চল হইয়াছে এবং সেই মুখ-বিবর হইতে স্খলিত ফেনায় তাহাদিগকে সুন্দর দেখাইতেছে। অপিচ বংশী হইতে মনোহর গম্ভীর-ধ্বনি-বিশিষ্ট যে গীত উদ্গীর্ণ হইতেছে, তাহা তাহারা উৎকর্ণ হইয়া একমনে শ্রবণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥

তিন বৎসর বয়স্ক সুস্নিগ্ধ ও হৃষ্টপুষ্ট বৎসতর ও বৎসতরী সকল, যাহারা আর স্তন-দুগ্ধ পান করে না, তাহারাও আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে। তাহাদের গলদেশে স্থূল গল-কম্বল শোভিত এবং তাহাদের পুচ্ছ উন্নত। তাহাদের মস্তকে অল্প অল্প শৃঙ্গ উদ্গত হইয়াছে এবং আগমন-কালে তাহারা মস্তক দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতেছে। এবম্বিধ যুদ্ধে রত থাকায় তাহারা চঞ্চল হইয়া চতুর্দ্দিকে খুর নিক্ষেপ করিতেছে ॥ ১৯ ॥

অতি স্থূল ককুদ্‌ভারাক্রান্ত বৃহৎ বৃহৎ বৃষ সকলও হম্বারব দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করতঃ অলস-ভাবে আগমন করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে। বেণু নিঃসৃত অমৃত-ধারা দ্বারা ঐ বৃষগণের ঊর্দ্ধ্বীকৃত ও স্তব্ধীভূত কর্ণ-বিবর পরিপূরিত হওয়ায় তাহাদের নাসিকা-রন্ধ্রও বিস্ফারিত ও ঊর্দ্ধ্বীকৃত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

অনন্তর গোপগণও আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতেছে। উঁহা-দিগের কারুণ্যাদি গুণ, জগতের আনন্দ-দায়কত্বাদি স্বভাব, বয়ঃক্রম, বিলাস ও বেশ সমস্তই তাঁহার নিজ সদৃশ। উঁহারা রাগ-সংযুক্ত মধুর অস্ফুট-স্বরে বেণু ও বীণা বাদন করিতেছেন, তাল সহকারে একমনে সুব্যক্ত গান করিতেছেন এবং ভুজলতা বিস্তার করিয়া সুন্দররূপে নৃত্য করিতেছেন ॥ ২১ ॥

অস্ফুট-মধুর-ভাষী অপূর্ব্ব শিশুগণও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছে। ঐ সমস্ত বালকের জঙ্ঘা-প্রান্তে ও স্থূল কটিদেশে নিবদ্ধ চঞ্চল-কিঙ্কিণী-জালের শব্দ উদ্গীর্ণ হইতেছে। উঁহাদিগের গলদেশে ব্যাঘ্রনখের ভূষণ বিরাজিত ॥ ২২ ॥

মনোমোহিণী গোপাঙ্গনাগণ তদীয় চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া একাগ্র-চিত্তে তাঁহার সেবা করিতেছেন। স্থূল ও মাংসবিশিষ্ট নিতম্বের ভরে উঁহাদের গতি অতি মন্দ হইয়াছে এবং গুরু কুচ-ভরে অবনত উঁহাদিগের কটিদেশে ত্রিবলি-রেখাস্থিত রোমরাজি শোভা পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের অতি সুমধুর বেণুবাদ্য-জনিত অমৃতরস প্রাপ্ত হইয়া উঁহাদিগের অনঙ্গ-তরু পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জনিত রোমোদ্গমে তাঁহাদিগের দেহলতা কোরক সমূহের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥

সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সুমধুর হাস্য হাস্যরূপচন্দ্র-কিরণে ঐ গোপীগণের অনুরাগ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগের গাত্রে শ্রম-জনিত ঘর্ম্ম-বিন্দু সকল অনুরাগ-সমুদ্রের তরল তরঙ্গের জল-কণার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোহর ও আয়ত ভ্রূধনু হইতে যে কটাক্ষ-বাণ বর্ষিত হইতেছে, তদ্দ্বারা ঐ গোপসুন্দরীগণের মর্ম্ম-স্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তন্নিমিত্ত অবশ হওয়ায় তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে দুঃসহ কম্প-যাতনা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

যাবতীয় উৎকৃষ্ট শোভনীয় বস্তু হইতেও উৎকৃষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ-রূপামৃত পান করিবার নিমিত্ত ঐ ব্রজ-রমণীগণের লজ্জায় অর্দ্ধ-নিমীলিত ও চঞ্চল নয়ন সকল লালায়িত হইয়াছে। উঁহারা তাদৃশে নেত্রে প্রণয়-জলরাশি বহন করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

ঐ গোপ-ললনাগণের কবরী স্খলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি বিগলিত হইয়া পড়িতেছে; ঐ পুষ্প-ক্ষরিত মধু-পানে লোলুপ হইয়া ভ্রমরগণ পুনঃপুনঃ উঁহাদিগকে বেষ্টন করিতেছে। আর কাঞ্চীদাম চঞ্চল হওয়ায় উঁহাদের বসন-গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে; তাহাতে উঁহাদিগের নিতম্বের কান্তি বিকাশ পাইতেছে ॥ ২৮ ॥

উঁহারা যে স্খলিত-ভাবে ললিত-চরণ-কমল দ্বারা ভূমিতলে ঈষৎ আঘাত করিতেছেন, তাহাতে উঁহাদিগের মণিময় নূপুরের শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইতেছে। উঁহাদের অধর কম্পিত হইতেছে। উঁহাদিগের নয়ন সকল মুকুলিত ও সুন্দর পক্ষ্মে সুশোভিত। উঁহারা দীপ্তিমান্ কুণ্ডল পরিধান করিয়া আছেন ॥ ২৯ ॥

উঁহারা যে অতি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহার উত্তাপে উঁহাদিগের অরুণ ওষ্ঠ-পল্লব ম্লান হইয়া গিয়াছে। আর উঁহারা কর-কমলে বিবিধ উপঢৌকন ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৩০ ॥

উঁহাদিগের বিস্ফারিত চঞ্চল নেত্র বিকশিত নীলপদ্মের সদৃশ। ঐ নেত্রের দীপ্তিতে সেই শ্রীনন্দনন্দনের দেহ সুন্দররূপে শোভিত হইয়াছে। তিনি বিবিধ বিলাসের আধার। তাঁহার মনোহর নয়নরূপ ভ্রমর-পঙ্‌ক্তি প্রণয়-মদে মত্ত হইয়া ঐ সকল গোপ-বিলাসিনীগণের মনোহর মুখপদ্ম-বিগলিত মধু-ধারা পান করিতেছে ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীশ্রীনন্দনন্দন-ভগবদ্ধ্যান বিধির অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃশ্লোকি-ভাগবতং।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

জ্ঞানং পরম-গুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞান-সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ক ॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ খ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥ ১ ॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২ ॥

তথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহং ॥ ৩ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্প-বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥ গ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়-স্কন্ধে শ্রীভগবদ্ব্রহ্ম-সংবাদে চতুঃশ্লোকি-ভাগবতং সম্পূর্ণং।

চতুঃশ্লোকি-ভাগবতের অর্থ।

শ্রীব্রহ্মা হইতেছেন জগতের পরমগুরু অর্থাৎ ভক্তিরহস্যোপদেষ্টা এবং তিনি আদিদেব অর্থাৎ দেবতাদি সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা। এই ব্রহ্মা অনন্ত-শয্যা-শায়ী শ্রীভগবানের নাভি কমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক, কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার কোনও উপায় বিধান করিতে পারিলেন না, অথচ তচ্চিন্তা হইতে বিরতও হইলেন না। একদা তিনি এতদ্বিষয়ে গাঢ়রূপে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে "তপ তপ" এই আকাশ-বাণী শুনিতে পাইলেন। তখন ব্রহ্মা চমকিত হইয়া ইহার বক্তাকে দর্শনের জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু চতুর্দ্দিকেই অপার জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর দৈববাণী অনুসারে তিনি শ্রীভগবানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার বহুকালের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করাইলেন। এই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ত্রিগুণাতীত হইয়াও ইনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়—এখানে রজ ও তম গুণের স্পর্শমাত্র নাই ; এই ধাম হইতেছেন মায়াতীত—এখানে মায়ার একেবারেই প্রবেশাধিকার নাই ; এখানে কাম-ক্রোধাদি ভীষণ রিপুগণের অস্তিত্ব নাই ; রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু নাই ; কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা বা ক্লেশ-ভোগ নাই ; এখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। এখানে সুরাসুর-বন্দিত পরম-সৌম্য-মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু-পার্ষদগণ মহোজ্জ্বলরূপে বিরাজ করিতেছেন—তাঁহারা সকলেই অত্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ-দিব্য-শরীরধারী, কমল-নয়ন, পীত-বসন-পরিহিত, সুকুমারাঙ্গ, চতুর্ভুজ, সমুজ্জ্বল রত্নাভরণ-ভূষিত এবং সুদীপ্তিমান্ মাল্য, কুণ্ডল ও কিরীট-ধারী। তাঁহাদের দেদীপ্যমান অঙ্গচ্ছটায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। শ্রীবৈকুণ্ঠধাম অনির্ব্বচনীয় ও অনুপম রূপ-লাবণ্য-শালিনী অসংখ্য দিব্যাঙ্গনা পরিবেষ্টিত হইয়া, বিদ্যুন্মালা-পরিশোভিত-গগনমণ্ডলের ন্যায়, কি অপূর্ব্ব মনোহর

শোভা ধারণ করিয়াছে ! এই মহৈশ্বর্য্যময় শ্রীবৈকুণ্ঠে অপার সৌন্দর্য্য-শালিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের শ্রীচরণারবিন্দ সেবা করিতেছেন এবং মহামহিমময় অগণ্য বৈকুণ্ঠ-পারিষদগণ বিবিধ প্রকারে শ্রীলক্ষ্মীপতির পরিচর্য্যা করিতেছেন। এই বৈকুণ্ঠধামে ব্রহ্মা অসংখ্য-সহচরী পরিবৃতা ও অপরূপ-রূপ-লাবণ্য-শালিনী পরম-জ্যোতির্ম্ময়ী শ্রীলক্ষ্মীদেবী-পরিষেবিত এবং অমিত-তেজাঃ অগণ্য পার্ষদগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীনারায়ণকে দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। নিষ্কাম-ভাবে দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার এই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইল। নিষ্কাম উপাসনা ব্যতীত শ্রীভগবান্‌কে কদাচ লাভ করা যায় না। ব্রহ্মা তপস্যার পূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুমাত্র তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন নাই, আর এক্ষণে নিষ্কাম উপাসনা-প্রভাবে তাঁহার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল—তাঁহার শ্রীভগবদ্দর্শন পর্য্যন্ত লাভ হইল। প্রজা-সৃষ্টি-কার্য্যে নিয়োগ-যোগ্য ব্রহ্মা স্বীয় চরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীভগবান্ হাস্য-বদনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি কামনা থাকিতে কেহ আমার দর্শন লাভ করিতে পায় না ; পরন্তু তুমি নিষ্কাম-ভাবে বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রভো ! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, আমার মনোভিপ্রায় আপনি অবগত থাকিলেও, আপনার আদেশে আমি প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে আমার ভবৎ-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় আপনি তাহাই করুন। আমি জানিতে বাসনা করিতেছি (১) আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ কি প্রকার অর্থাৎ আপনার স্বরূপ কি, (২) আপনার মায়ার স্বরূপ কি এবং (৩) ঐ মায়ার সাহায্যে আপনি কিরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; অপরন্তু (৪) আপনার আদেশ-প্রতিপালনার্থে জগৎ-সৃষ্টিকার্য্যে উৎকট অহঙ্কার অর্থাৎ "আমিই কর্ত্তা"—"আমি আপনা হইতে একজন স্বতন্ত্র পুরুষ" এইরূপ অভিমান

আমাকে আক্রমণ করিবে ; কিন্তু কি করিলে আমার এই অভিমান না আসিতে পারে, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। অতঃপর ব্রহ্মা আরও বলিলেন, হে প্রভো ! আমি সৃষ্টিশক্তি-লাভের আশায় এই সমস্ত নিবেদন করিতেছি না, পরন্তু আপনার শ্রীচরণ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশাতেই ইহা করিতেছি। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার এইরূপ প্রশ্নাত্মক প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া চারিটি শ্লোকে তাহার উত্তর প্রদান করিলেন ; তাহাই হইল চতুঃশ্লোকি-ভাগবত এবং তাহাই হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল ভিত্তি।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্। আমি তোমাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ যে শাস্ত্র-সম্ভূত জ্ঞান সেই জ্ঞান, বিজ্ঞান (ঐ জ্ঞানের অনুভব), রহস্য (প্রেমভক্তি) ও অঙ্গ (ঐ প্রেমভক্তির সাধন)—এই চারিটী বিষয়ে উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। এখানে শ্রীভগবান্ এই যে জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, ইহা ঘটপটাদি সাধারণ জড়-পদার্থ-বিষয়ক তুচ্ছ জ্ঞান নহে, পরন্তু ইহা ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান শ্রীভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান ; এই জ্ঞান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা কেবলমাত্র পরোক্ষ-ভাবে এই জ্ঞানের বিষয়ে জানিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে এই জ্ঞান যে কেবল উপদেশমাত্র করিব তাহা নহে, পরন্তু আমার এই স্বরূপ-জ্ঞানের অনুভব-শক্তি অর্থাৎ আমার স্বরূপ ও তত্ত্ব যাহাতে তুমি সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পার, সেই শক্তিও তোমাকে প্রদান করিব। এই যে শক্তি শ্রীভগবান্ দিতে চাহিলেন, ইহা কি ? না, ইহা হইতেছে প্রেমভক্তি ; শ্রীভগবান্ মুক্তি দিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু প্রেমভক্তি তাঁহার ঈদৃশ গুপ্তধন যে, তাহা তিনি সহজে কাহাকেও দিতে চাহেন না ; এই প্রেম দ্বারাই শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে, প্রেম ব্যতিরেকে কদাচ হয় না ; আজ শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া ব্রহ্মাকে এই অমূল্য নিধি, এই পরম গুপ্তধন প্রেম পর্য্যন্তও দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে ইহার সাধন করিতে হয়।

নিষ্কাম-ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের সাধন দ্বারা এই প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে এই প্রেমভক্তির সাধন বিষয়েও উপদেশ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এক্ষণে এই শ্লোকটি পর্যালোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবান কৃপা করিয়া যে শাস্ত্র-সমূহের প্রচার করিয়াছেন, প্রথমতঃ সেই শাস্ত্র-মুখে আমাদের শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়; তৎপরে শ্রীভগবৎ-কৃপায় হৃদয়ে ঐ স্বরূপের অনুভব হয়; অনন্তর নিষ্কামভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রেম লাভ হয়; প্রেম লাভ হইলেই তৎপ্রভাবে শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে; শ্রীভগবান্ কেবল প্রেমেরই বশীভূত—প্রেম ব্যতীত তাঁহার দর্শন ও সেবা লাভ করা যায় না। উল্লিখিত চারিটী পরম-তত্ত্ব শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মা হইতে নারদ-ব্যাসাদি শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে উহা জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

উপরে দেখা গেল যে, ব্রহ্মা শ্রীভগবৎ-স্বরূপের কেবলমাত্র পরোক্ষ জ্ঞান লাভের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু চিত্তে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব যদি না হয়, তবে কেবল বাহ্যিক জ্ঞান লাভ করিয়া কি ফল হইবে? শ্রীভগবৎ-স্বরূপের অনুভব হইলে, তখন তাঁহাকে পাইবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়; পরন্তু তাঁহাকে পাইতে হইলে প্রেমের প্রয়োজন, আবার এই প্রেমও বিনা সাধনে লাভ হয় না; সুতরাং শ্রীভগবান্ কৃপা পূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মাকে এই চারিটী বিষয়েরই উপদেশ প্রদান করিলেন ॥ ক ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার স্থূল ও দীর্ঘাদি যে পরিমাণ অবয়ব, আমার শ্যামবর্ণ ও চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদি যে প্রকার রূপ, আমার ভক্ত-বাৎসল্যাদি যে সমস্ত গুণ এবং আমার বিবিধ লীলা—এই সমস্তের যথার্থ অনুভব আমার কৃপায় তোমার হউক।

শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়া "বৈকুণ্ঠধামে শ্রীভগবান্ আছেন" এই যে জ্ঞান

হয়, ইহা হইতেছে পরোক্ষ বা বাহ্যিক জ্ঞান; আর শ্রীভগবানের স্বরূপ-অনুভবই হইতেছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান—শ্রীভগবানের সত্তা হৃদয়ে সম্যক্ অনুভূত না হইলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে, কেবল পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা কি ফল লাভ হইবে? তন্নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, আমার রূপ-গুণ-লীলাদির অর্থাৎ আমার স্বরূপের অনুভব তোমার হউক। এক্ষণে একটী বুঝিবার বস্তু এই আছে যে, লীলা-ভেদে শ্রীভগবানের এই স্বরূপেরও ভেদ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, তরল দুগ্ধ ঘনীভূত হইয়া যখন ক্ষীরাদিতে পরিণত হয়, তৎকালে দুগ্ধ সহ তাহার স্বরূপের ভেদ না হইলেও যেমন আস্বাদের তারতম্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ আকার-ভেদে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের বৈলক্ষণ্য না ঘটিলেও, রূপ-গুণ-লীলাদি ভেদে তাঁহার মাধুর্য্যাস্বাদনের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, অপার-কারুণ্যাদি-গুণার্ণব, নবজলধর-শ্যাম, দ্বিভুজ, ত্রিভঙ্গ, মুরলীধারী শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহের গোচারণাদি ব্রজলীলা যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারই পরতত্ত্বাস্বাদন পরিপূর্ণ-রূপে হইয়াছে। ব্রহ্মাকে এই পরিপূর্ণরূপে নিজ-স্বরূপে আস্বাদন করাইবেন বলিয়া, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে উপরোক্ত কৃপাশীর্ব্বাদ করিলেন। এখানে ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রকাশ শ্রীনারায়ণরূপে পূর্ব্বোল্লিখিত কার্য্য সমূহ করিয়া থাকেন ।। খ ।।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে একমাত্র আমিই থাকি, অন্য আর কিছুই থাকে না, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণ যে প্রকৃতি তাহাও তখন থাকে না; তৎকালে ঐ প্রকৃতি আমাতে অন্তর্ম্মুখতারূপে বিলীন হইয়া অবস্থিতি করে। পরন্তু ঐ সময়ে আমি থাকি ইহা সত্য বটে, কিন্তু কোনও কর্ম্ম করি না অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় থাকি। মহাপ্রলয়ের অবসানে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে এবং তৎপরেও আমিই থাকি; এই যে সমস্ত

প্রপঞ্চময়-পদার্থ-সমন্বিত জগৎ দেখা যায়, ইহাও আমিই এবং প্রলয়কালে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই অর্থাৎ প্রলয়কালে একমাত্র আমি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না ; বস্তুতঃ আমি অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়—অতএব আমি পূর্ণ-স্বরূপ। এখানে শ্রীভগবান্ এই যে বলিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাপ্রলয়-কালে কেবল "আমিই থাকি", এতদ্দ্বারা তিনি যে নিরাকার-ব্রহ্ম-রূপে থাকেন, এরূপ কদাচ বুঝাইতেছে না। পরন্তু তিনি ব্রহ্মাকে শ্রীবৈকুণ্ঠে যে রূপে দর্শন দিয়াছেন, সেই লীলাময় রূপেই থাকেন, ইহাই বুঝাইতেছে, নতুবা তিনি সেই রূপ দেখাইবেন কি প্রকারে ? এতদ্দ্বারা তাঁহার নিরাকারত্ব-বাদ স্বতঃই খণ্ডিত হইয়া সাকারত্ব-বাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ আরও যে বলিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি থাকি বটে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকি ; এতদ্দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, তাঁহার লীলার বিরাম থাকে, পরন্তু কেবল তাঁহার সৃষ্ট্যাদি কার্য্যই স্থগিত থাকে মাত্র, তাঁহার লীলার কদাচ বিরাম হয় না, নতুবা তিনি ব্রহ্মাকে লক্ষ্মী ও তৎসদৃশ অসংখ্য সুন্দরীগণ-পরিশোভিত এবং অগণ্য বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ-পরিষেবিত স্বীয় লীলাময় রূপ দেখাইবেন কি প্রকারে ? তাঁহার লীলা হইতেছে নিত্য—এই লীলার কোনও কালে বিরাম নাই, মহাপ্রলয় কালেও গোলোক, বৈকুণ্ঠাদি ধামে নিজ প্রিয়া ও পার্ষদবর্গ সহ তাঁহার এই নিত্যলীলা চলিয়া থাকে। মহাপ্রলয়াবসানে যখন তাঁহার জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তিনি পুরুষ-রূপে তাঁহাতে অবস্থিতা প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন ও তৎপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; অনন্তর তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী দ্বিতীয়-পুরুষ-রূপে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন ; তৎপরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব-দেহের সৃষ্টি হইলে, তিনি জীবান্তর্যামী তৃতীয়-পুরুষ-রূপে জীব-দেহে প্রবেশ করেন। এই সৃষ্টি-কার্য্যে তাঁহারই শক্তি-প্রভাবে শক্তিমান্ হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যের সহায়-স্বরূপ হইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে এই তত্ত্ব বলিলেন যে, মহাপ্রলয়ের অবসানে তিনি অনন্ত বৈকুণ্ঠে, অনন্ত

ব্রহ্মাণ্ডে ও অনন্ত জীব-দেহে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ এই যে বলিলেন, প্রলয়-কালে কেবলমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকি, অন্য আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না, এতদ্দ্বারা তাঁহার বৈকুণ্ঠাদি ধাম, পার্ষদ ও লীলাদির যে অস্তিত্ব থাকে না এরূপ বুঝাইতেছে না, যেহেতু এ সকল সৃষ্ট পদার্থ নহেন, এ সমস্তই তাঁহারই ন্যায় নিত্য ও অনাদি; প্রলয়-কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইলেও, শ্রীভগবানের নিত্য-লীলার কদাচ লোপ হয় না, কদাচ তাহার বিরাম থাকে না। এই শ্লোকে শ্রীভগবত্তত্ত্ব বিশদরূপে প্রকটিত হইল ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মদ্বহির্ম্মুখ জীবগণ নিত্য-স্বরূপ আমাকে সত্য বলিয়া বুঝিতে না পারায়, তাহারা আমাতে অনুরক্ত না হইয়া, যাহার প্রভাবের অধীন হইয়া পড়ে অর্থাৎ যাহার প্রভাবে তাহারা আমাকে ভুলিয়া স্ত্রী, পুত্র, দেহ, গেহাদি অনিত্য বস্তুকে নিত্য বোধ করতঃ তাহাতে আসক্ত হইয়া যায়, পরন্তু আমাকে বুঝিতে পারিয়া আমাতে আসক্ত হইলে আর যাহার প্রভাবে আক্রান্ত হইতে হয় না, অথচ সেই যে বস্তু যাহা হৈল আবার আমারই আশ্রিত—আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহাই হইতেছে আমার মায়া অর্থাৎ যাহার প্রভাবে নিত্য-স্বরূপ আমাতে নিত্য-বোধ না হওয়ায়, আমাতে আসক্তি না হইয়া, অনিত্যরূপ স্ত্রী-পুত্র-দেহ-গেহাদিতে নিত্য-বোধ হওয়ায় তাহাতেই আসক্তি জন্মে, তাহাই হইল আমার মায়া। ইহা কিরূপ তাহা দুইটী উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে, যথাঃ—(১) অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যেমন অজ্ঞতার প্রভাবে আকাশের প্রকৃত চন্দ্র-সূর্য্যে চন্দ্র-সূর্য্য বলিয়া জ্ঞান না হইয়া জল মধ্যে পতিত তাঁহাদের প্রতিবিম্বে প্রকৃত চন্দ্র-সূর্য্য বলিয়া ভ্রম হয়, ঠিক তদ্রূপই মায়ার প্রভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্নতা প্রযুক্ত নিত্য বস্তু শ্রীভগবানে সত্যের প্রতীতি না হইয়া অনিত্য বস্তু স্ত্রী-পুত্র-দেহ-গেহাদিতে সত্যের প্রতীতি হইয়া থাকে। (২) গৃহমধ্যে ঘটপটাদি বিদ্যমান থাকিলেও অন্ধকারে যেমন তাহাদের প্রতীতি হয় না অর্থাৎ গৃহ মধ্যে ঘটপটাদির প্রকৃত

অস্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার প্রযুক্ত তাহা যেমন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, সেইরূপ শ্রীভগবানেরও প্রকৃত অস্তিত্ব রহিয়াছে, অথচ মায়ার প্রভাবে তাহা আমাদের প্রতীত হইতেছে না; আবার যেমন গৃহ মধ্যে সর্প-চৌরাদি বিদ্যমান না থাকিলেও, তাহাদের সম্ভাবনা অন্ধকারেও প্রতীত হয় অর্থাৎ গৃহ মধ্যে সর্প-চৌরাদির অস্তিত্ব প্রকৃত না হইলেও, অন্ধকারে যেমন তাহাদের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে অনুভব করিয়া থাকি, তদ্রূপ স্ত্রী-পুত্র-দেহ-গেহাদির অস্তিত্ব প্রকৃত না হইলেও আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাহাদের অস্তিত্বে নিত্যতা কল্পনা করিয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া রহিয়াছি। যাহার প্রভাবে আমরা এইরূপ অজ্ঞানান্ধকারে অভিভূত হইয়া অনিত্যরূপ সংসারে নিত্য-বোধ ও নিত্যরূপ শ্রীভগবানে অনিত্য বোধ করিতেছি, তাহাই হইল শ্রীভগবানের মায়া। নিত্যে অনিত্য বোধ ও অনিত্যে নিত্য বোধ করানই হইতেছে মায়ার কার্য্য। এই মায়ার দুর্দ্দান্ত প্রভাব; একমাত্র শ্রীভগবদাশ্রয় ব্যতীত কেহই এই মায়ার দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন ঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ইহার অনুবাদ ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য॥ ২॥

শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি উত্তম ও অধম ভূত অর্থাৎ জীবগণ আকাশাদি মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম (পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ) এই পঞ্চ মহাভূত দ্বারা সংগঠিত; সুতরাং এই মহাভূতগণ স্বতঃই ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ভূতে অর্থাৎ জীবগণে প্রবিষ্ট রহিয়াছে; আবার ঐ আকাশাদি মহাভুতগণ জীব-দেহ ভিন্ন বাহিরেও বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং তাহারা অপ্রবিষ্টও রহিয়াছে বটে; এইরূপ আমিও সকলেরই ভিতরেও রহিয়াছি, অথচ বাহিরেও আছি বলিয়া

স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থেই প্রবিষ্টও আছি বটে, অপ্রবিষ্টও বটে। কিন্তু আমি লোকাতীত এই বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত থাকিয়াও, প্রণত অর্থাৎ ভক্তগণের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছি, তথা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবার শক্তি আমার নাই, তাহারা আমাকে হৃদয়াভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীভগবানের এই উক্তি দ্বারা প্রেমভক্তির প্রভাব ও ইঙ্গিতে তাহার রহস্যত্ব সূচিত হইল, যেহেতু এখানে ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, ভক্তগণ একমাত্র প্রেমভক্তি-প্রভাবেই শ্রীভগবান্‌কে হৃদয় মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন ; প্রেম শ্রীভগবানের পরম গোপনীয় বস্তু বলিয়া তিনি তাহার প্রভাবের কথা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! যে ব্যক্তি আমার তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এমন একটী বস্তু শিক্ষা করেন, শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ সমূহ প্রতিপালন পূর্ব্বক সর্ব্বাবস্থাতেই যাহার সাধন করিলে, সিদ্ধি-লাভ অর্থাৎ আমার পাদপদ্মসেবা-লাভ হইয়া থাকে। সেই বস্তু কি,—না তাহা হইতেছে ভক্তি। যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও কালে, যে কোনও স্থানে ও যে কোনও অবস্থায় যদি শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ, শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ সমূহের অনুগত হইয়া, নিষ্কামভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের যাজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে, এখানে এইরূপ তাৎপর্য্যই অভিব্যক্ত হইল। একমাত্র ভক্তি-সাধনা দ্বারাই যে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ হয়, অন্য আর কিছুতেই হয় না, ইহা এই শ্লোক দ্বারা অতি গুহ্যভাবে কথিত হইয়াছে ; গুহ্যভাবে কথিত হইবার কারণ এই যে, ভক্তি হইতেছে শ্রীভগবানের পরম গুহ্যধন, তিনি মুক্তি দিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু এই ভক্তিধন সহজে কাহাকেও দিতে চাহেন না, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিতেছেন ঃ—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥

পরন্তু এই ভক্তি এতাদৃশ গূহ্য ও সুদুর্ল্লভ বস্তু হইলেও, একমাত্র ইহারই সাধন করিতে হইবে, যেহেতু ভক্তি-সাধন ব্যতীত অন্য আর কোনও সাধনে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম লাভ হয় না, যথা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিতেছেন ঃ—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব !।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব ! যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, বস্তুতত্ত্ব-প্রকাশক সাংখ্য-যোগ, অহিংস ধর্ম্মাচরণ, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস প্রভৃতি কিছুতেই আমাকে লাভ করিতে পারে না, কেবল একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আমার সাক্ষাৎকার ও সেবা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অতঃপর শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! তুমি একাগ্র-চিত্তে আমার এই মতের অনুসরণ কর অর্থাৎ মদ্বিষয়ে একমাত্র ভক্তিযোগ সাধনার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও তুমি মুগ্ধ হইবে না অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা" এই অভিমান তোমার কদাচ আসিবে না ॥ গ ॥

ইতি চতুঃশ্লোকি-ভাগবতের অর্থ সম্পূর্ণ।

সপ্তশ্লোকী গীতা।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১ ॥

স্থানে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধ-সংঘাঃ ॥ ২ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৪ ॥

ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহং ॥ ৬ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ॥
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সপ্তশ্লোকী গীতা সম্পূর্ণা।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মত।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশস্তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ-বর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমো পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন একমাত্র পরমারাধ্য, শ্রীবৃন্দাবনই হইতেছে তাঁহার ধাম অর্থাৎ বসতিস্থল, শ্রীব্রজবধূবর্গের আচরিত মধুর-ভাবে উপাসনাই হইতেছে তাঁহার প্রশস্ত উপাসনা, সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই হইতেছেন তাঁহার বিশিষ্ট শাস্ত্র এবং তাঁহার প্রতি প্রেমই হইতেছে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ (যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষেরও অতীত)—ইহাই হইল শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মত; এই মতেই আমাদের পরম আদর, ইহার অনুকূল ও অনুগত ভিন্ন অন্য আর কোনও মতে আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।